

হরশংকর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, বর্ধমান রাজ কলেজ

চ্যা টা জি পা ব্লি শা স ১৫, বন্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ Published by B. Chatterji for Chatterji Publishers, 15, Bankim Chatterji Street, Calcutta-12

প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৬১

Printed by S Chatterji, Chatterji Printers, 42A,'Malanga Lane, Calcutta-12

জাতীয় আয়

National Income

সামব্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro-Economics)

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞান মোটামূটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ এককভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক। এককভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্রেতা বা একটি ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্নরূপ নিয়ম গঠন করি এবং ক্রেভাটি ও ফার্মটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত করিলে এই নিয়মগুলিকে কিন্ধপে বদলাইতে হয় তাহা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে দেশের কাহাকে বলে

সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো লইয়া আলোচনা হয়, সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিন্নরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্মীলাভ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাসিকাল পণ্ডিতেরা প্রধানত সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, অ্যাডাম শ্লিথের বই-এর নামই হইল "জাতিসমূহের সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান" ("An Enquiry into the nature and causes of the wealth of Nations")।

নয়া ক্লাদিকাল লেখকগণ এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত এককভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দর্বাধিক তৃপ্তি বা দর্বাধিক মূনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্য দমূ্থে রাখিয়া তাহারা স্থির করিতেছে কোন্ ধরণের দ্রব্য কন্ত পরিমাণে ভোগ করিবে বা উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন স্থির ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের আলোচা

বিষয় হইল কিরূপে বিভিন্ন উপাদান একত্রে সন্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপে উপাদানগুলিব মধ্যে বন্টন করা সম্ভবপর। মোট উৎপাদনেব পরিমাশ সমান বা অপরিবর্তিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল উপকরণ পূর্ণনিযুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিযোগ আমবা ধবিয়াই লই তাহা হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর শাখায়, অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানেব অপসাবণ ও নিযোগ কেমন করিয়া এবং কত ভালভাবে কবা যায়। নয়া ক্লাসিকাল লেখকেরা এককভিত্তিক ধনবিজ্ঞান কাহাকে বলে তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থাব মাধ্যমে সমাজে সর্বদা সর্বোজ্ঞম উপকবণ-নিযোগ (optimum allocation of resources) ঘটিতে পারে।*

বেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীবা পূর্ণ কর্ম দংস্থান বা মোট উৎপাদন ধবিয়া লইযাছিলেন তাহা আলোচনা কবা দবকাব। প্রকৃতিব রাজে এক ধবণের শৃংখলা আছে, যেন কোন এক 'অদৃশ্য হস্ত' (Invisible Hand) এই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডেব দকল গতিবিধি স্নচাক্ষরপে নিযন্ত্রণ কবিতেছেন, এই ধাবণা তাহার। অর্থ নৈতিক কাঠামোব ক্ষেত্রেও প্রযোগ কবিযাছিলেন। প্রম মঙ্গলময় এই শক্তিব প্রভাবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশে পূর্ণ-কর্ম সংস্থান বজায়

একটি কথা মনে বাণা দবকাব। কেইন্স্ কিন্তু এই বাসিকাল ও নথা বাসিব। বাংশাকে মূলত সঠিক বিন্যা মনে কবিতেন। নথাবাসিকাল নোপকদেব তথুমানগুলি (assumption) সত, ধবিথা লইলে তাহাদেব আলোচনা মূলত সঠিক, ইহাই ছিন্ন ঠাহাব ধাবণা। তাঁহার আপত্তিব বিষ্ণ ছিল এই যে ঐ অমুমানগুলি মানিখা লইলে তামবা বাস্তব অবস্থা নংদা বাংখা করিতে পারি না। অদৃষ্ঠ কোন এক শক্তি সমাজে এমন তবে মোট ভংপাদন ঘটাইতেছে যে স্বদা পূর্ণ কমসংখান বজায় থাকে, এই অমুমান তিনি স্বীকাব কবেন নাই। তিনি ইহাও মানিতেন নাযে, ব্যক্তিয়ার্থ অমুমান তিনি স্বাকাব কবেন নাই। তিনি ইহাও মানিতেন নাযে, ব্যক্তিয়ার্থ অমুমানগুলি প্রায-ক্ষেত্রেই বা কথনই মানিখা লও্যা চলে না' ('seldom or never satisfied') এবং যথে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বাস্তব জগতের অর্থ নৈতিক সমস্তা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে (incapable of solving 'the economic problems of the actual world')—ইহাই তিনি মনে করিতেন। কেইন্সের মতে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা হইল একটি বিশেষ স্তব, যে অব্রে পৌছিলে তবেই ব্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের ভত্তসমূহ পূনবায় কার্যকরী হইতে পারে ('the classical theory comes into its own again').

থাকিবে, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্রকৃতির রাজ্যের মত স্থশুংখন ও মস্ণভাবে সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিল আপনা আপনি পরিচালিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিদার নিয়ম সমগ্র ক্লাসিকাল এই ধারণার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, স্থতরাং ধন-কারণ কি বিজ্ঞানীদের কাজ দাঁডাইল একক-বিচারে আগ্রনিয়োগ করা। তাঁহাদের মনে হইল, ধনতম্বই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (natural order), ইহার পূর্বে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ ধাপে আদিয়া আমরা ধনতান্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি (terminal station of social evolution), ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক। যদি কোনরূপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ (exception to the rule)। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে. দে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার ছুইটিকে দামের উঠানাম। দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রবাসামগ্রীর আধিক্য অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদনাধিক্য (general over production) দেখা না দেয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো দ্রুতগতিতে সহজভাবে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই কাঠামোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে তাঁহাদের মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উৎপাদন কর্মসংস্থান ও দামন্তরের আলোচনা বাদ দিয়া তাঁহারা ফার্মের উৎপাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের বা উপাদানের দাম লইয়া বিশ্লেষণে মন্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 'প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি' ইংলত্তে এমন মুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট স্কর্ক হইল ইহা হইতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো আর পূর্বের আয় স্কন্থ হইয়া কখনই সবলরূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরস্থায়ী রূপ আর পণ্ডিতদের চোথের সম্মুখে রহিল না। দোভিয়েট রুশিয়ায় সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নও সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। উপরেম্ব, আধুনিককালের মুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধক্রেত সৈত্য পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে এই

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকল উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একত্তে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শান্তের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমষ্টিভিত্তিক ব্রিশ্রেষণের স্কলপাত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া দরকার। ক্লাসিকান্স লেখকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মার্কেণ্টাইলিষ্ট (Mercantilists) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্ট্রা সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বুলি পায়, দেশের সকল উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ হয়, তাই তাঁহারা এইরূপ নীতি অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে স্থাপর হার কমে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাঁহারা কমিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল থুগে ম্যালথাস্ও এই রূপ সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া ষয়ংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থ নৈতিক কাঠামোর তদানীন্তন ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-স্থলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা-বুন্তি বেশিদুর বাড়াইলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে, মুলধনের জড়ত্ব দেখা দিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের জন্ম চাহিদা হ্রাস পাইবে। অর্থ নৈতিক 'অদৃশ্য হস্ত'-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই আধুনিককালীন সমষ্ট্রভিত্তিক আলোচনার স্থত্তপাত ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক সের বথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের

পুনরায় দেখা দিতেছে কেন

মধ্যে তিনি ছিলেন একটু স্বতম্ত্র এবং অনেকের মতে আধুনিক কালে ^{ইহ।} সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরসাধক ও ধারক। বোল্ডিং-এর মতে মাক্স'ই 'সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সমস্যা সইয়া আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন', 'অর্থ নৈতিক

জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র' দাঁড করাইবার চেষ্টা করেন-ধনবিজ্ঞানীরা যে কাজ অবহেলা করিয়াছিলেন, সকল 'পুৰ্বতন

মিলাইবার সেই চেপ্তা তিনি করিষাছিলেন'। * শুধু তাহাই নহে। বর্তমান কালে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই মাক্লের তত্ত্ব হইতে প্রেরণা পাইয়াছে। মাক্লেও কেইন্সেব মধ্যে পার্থক্যেব কথাও একটু মনে রাখা দবকাব। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোকে মাক্লা ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধবনেব শুব বলিয়া মনে করিতেন এবং এই কাঠামোকে একটি সদা পবিবর্তনশীল ও গতিশীল দেহ হিসাবে গণ্য কবিতেন। কেইন্দ্ এই কাঠামোকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া ঐতিহাসিক দিক হইতে এই নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্রের সামগ্রিক ভারদাম্য সম্পর্কে আলোচনা কবিয়াছিলেন। ।

আধুনিককালে, কেইন্দের পূর্বে বা তাহাব সমসাম থিক চালে, আরও কথেকজন লেখক এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন ওয়াল্বাস্ (Walras) উইকসেল্ (Wicksell), এবং ফিসাব (Fisher । কিন্তু বর্তমান যুগের সামগ্রিক বা সমষ্টিভিন্তিক আলোচনাপদ্ধতি মূলত কেইনসেব অবদান। তিনি General theory of Employment, Interest and Money নামক বইখানাতে আধুনিককালে এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা-পদ্ধতিব নৃতন স্ক্রপাত করেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোথের সন্মুথে রাখিলে আমবা দেশেব মোট অর্থ নৈতিক গতিধারার আভাষ পাইতে পারি। বৃত্তির জলে পুষ্ট নদী বেমন সমূদ্রে

* The first attempt to deal with the problems of the whole economic system, to build 'a picture of economic life and relationship as a whole'—'a task of synthesis which previous economists had neglected.'

the sense that it is concerned with the organism of capitalism as a developing whole. By contrast, it is to be noticed, Keynes's analysis ran largely in terms of 'mechanistic' equilibrium analysis, since his method consisted in investigating the equilibrium mechanism of capitalism in a historically given, situation. This then is the fundamental difference in methodology between Marx and Keynes, apart from the fact that 'Keynes wanted to applogize and preserve, while Marx wanted to criticize and destroy,' as L. R. Klein alludes to their diametrically opposed ideological bearings." K. K. Kurihara, Introduction to Keynesian Dynamics. P. 15.

প্রবাহিত হয় এবং আবার মেন্টের আকারে নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইন্ধপ ব্যক্তিগত আয় স্থাষ্ট করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্থাষ্ট করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থাষ্ট হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্তের স্থায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় স্থাষ্ট — ব্যয় – ভোগ ও সঞ্চয়—পুনক্ষৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান ছিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services)

অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাক স্বোতধারা
করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মূল্য হইতে স্বষ্ট হয় ব্যক্তিগত
আয় ; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ থাজনা,
মন্ত্রি, স্থদ ও মুনাফা) আয় স্বষ্ট করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া
আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট
স্বব্য সামগ্রী ক্রয়ে বয়য় হইয়া য়ায় • ; ইহা মোট বয়য়ের সমান। ।

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন স্থক্ক হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্পষ্টি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

#এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র। এই সম্পর্কে বিস্তৃত 'আলোচনা 'আয়ু ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

*রাই যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, উহা বাক্তির বায় না হইলেও রাই বায় করে; স্বতরাং সমাজের মোট বায়ের অন্তর্কু ।

াত্মই দিক হুইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অশু ব্যক্তির বায়, স্তরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আয়ের কিছুটা ভোগা দ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কোন কিছুতে ব্যয় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ উহার ব্যয় না হওয়ায় অশ্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিকে চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়। চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায়ঃ

মোট উপাদানের নিয়োগ

মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)

মোট আয় (জাতীয় আয়)

মোট ব্যয়

মোট ব্যয়

মোট ভোগ

মোট সঞ্চয়

ভোগ্য দ্রবেরে উৎপাদন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন

মোট উপাদানের নিয়োগ

এই ধার। বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অমুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের

উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার শ্বীবন যাত্রার গতি ও বিক্রয় মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। প্রকৃতি ভোগ্যদুব্যক্রয়ে ব্য়ে কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দক্ষন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়,
ব্যয় মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (capital-formation) স্ব
হাস পাইবে।

আরও জানা যায়, মোট ব্য়ে যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক
দেশে কর্মনিয়োগেব আয় স্পষ্ট হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয়
পরিমাণ মোট বায়ের
উপর নির্ভরশীল বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং

আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রবংসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিয়োগের জন্ম মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ শুক্রম্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (ক্বমি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়।

এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত; কোন্ দ্রব্য কি জাতীয় আয়ের অস্বপ্রভাঙ্গ বিশ্লেষণের শুক্ত পরিমাণে উৎপত্ম হইল; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে; দেশে মোট ভোগ্যদ্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা বৃষিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্র-ভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থ নৈতিক বন্ধাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরেধী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোভধারাও জাতীয় আয় হইতে স্থ ইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পৃষ্ঠ করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দারা এক বংসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।≠

্পত্রধ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপদ্ধ দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জক্মই জাতীর আয়ের ধারণা দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার $\frac{1}{100}$ অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই কিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হর নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আয়েকে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইরাছে। কারণ, জাতীয় আরের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আয়ন্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বংসরের মধ্যে স্বষ্টি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্ম কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় স্বষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাগুার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, হৃদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বংসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বৃঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্রেরে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে ফোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। ক্রব্য কার্যাদির হিসাবে তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন জাতীয় আয়ের পরিমাপে অস্কবিধা বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অস্কবিধা হয় 'আসল' ধারণা অসুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্ম কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পাদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অস্কবিধা আছে।

এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিণ্ড জাতীয় আয়কে

হিসাবে করিয়াছেন টাকার হিসাবে; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী

ও কার্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক

অর্থ-মূল্য বৎসরের উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার

হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া

যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণের জভ্য

প্রয়োজনীয় টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাক

করা হয়।

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশির মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতির আয়ের সাইর কার্যকলাপ সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল

*কিন্তু এই ভাবে অর্থমৃলোব সাহাযো হিসাব করারও অনেক ফ্রটি আছে। বহু দ্ববাসামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপব্ধ ধান ভোগ করে, বা তাঁজী নিজের উৎপব্ধ কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই থাছাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূলাকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অণচ ইহাদেব বাদ দিলে জাজীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোনো বাজি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা হইলে সেই কাজের মূলা সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অস্থ্রবিধা থাকা সব্বেও পরিমাণ্যত পরিমাপ করার স্থ্রিধা থাকার দক্ষ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূলোব হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও ছুইটি অস্থবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পাবে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কৈন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামন্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজন্ম মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্ম অর্থের নিজন্ম মূল্য স্থির ধরিয়া লইয়া, অর্থাৎ দামন্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। বিতীয়ত, দ্রবাকার্যাদির অর্থমূলে

উপাদানের আয় হইতেই দেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ঠ থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপয়ুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাষ্ট্র কর্তৃ ক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়াজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্পষ্ট হয়।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হইবার উৎস ও ভাগুরে, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্য়য় ও সঞ্চয়ের যোগফল। স্বতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুণ উপাদান-সংহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হয়; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total); পরিমাপের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor

পরিমাপের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor পদ্ধতি payments total); এবং ভৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-

সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ

অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রবোর উৎকর্ম বৃদ্ধি বা ব্রাস পাঁইল, তাহ। ঘটিতে পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্তু জাতীর আর পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া যাইবে। যেমন পূর্বের ৪১ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্ম অনেক উন্নত ধরণের।

করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম ছুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা স্থবিধা (যেমন শিল্প, কমি, খনি ইত্যাদি); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ভাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপদ্পের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ গুরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবসমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্থ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক গুরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যেকাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ গুরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্ম কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয হিসাব করিয়া মৃশধনের ক্ষয়ক্ষতি প্রণের জন্ত কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রেব্য বা কার্যাদি ক্রেয় করিয়াছে ভাহাদের দাম, গভর্গমেণ্ট যাহা ক্রেয় করিল ভাহার দাম, নৃতন মৃশধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-সুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বংসরে দেশের, (ক) সমগ্র মন্ত্রি, মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মন্ত্রি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্তর ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল ঋণ হইতে নীট হুদ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। ফেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আদিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আদে না, কারণ ওইন্ধপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দক্ষণ স্বষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দক্ষণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিদাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রযোজন। (গ) বিনা দামে যে দকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে ৷ যেমন, বাড়িতে ন্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অথমুল্য স্মষ্টি না হওয়ায় — জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (খ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইযা রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেযার-ক্রেভাদের আয় সৃষ্টি করে नार), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মূল্য দেশে স্বাষ্ট হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্ম পদ্ধতি বা ভোগসঞ্মের সমষ্টি (Consumption-Saving Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্লেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যন্তব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শ্ববিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অস্থবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আযের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অন্থনত দেশসমূহে অস্থবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অস্থবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অনুনত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের

অন্ত্রন্নত দেশে, যেমন ভাবতবর্ধে, পরিমাপের বাস্তব অস্তবিধা

প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ কর।

বিশেষ অস্থবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায়

একক- মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তিচাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বন্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইযা আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবন্ধ করার উপায় থাকে না।

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই ছুইটি বিষয় পইয়াই জাতীয় আয় গঠিত। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্ম অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অনুনত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্থযোগ কম।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অমুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কার্যকরী চাহিলা, মূত্রধন নিয়োগ ও বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার ফ্রেদেশিক বাণিজা সম্ভাবনা। স্থতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করেবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহাব উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূলধন অক্ষা বাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূর্ব করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের স্থায় অকুগ্ন রাথা— ইহাকে মূলধন অকুগ্ন রাথা বা মূলধন বজায় রাথা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 10 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্রদারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর ক্ষতিপূবণ কিছাবে সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নৃতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মূলধন অক্ষুগ্ন রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পুরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ নৈতিক কার্মানা (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কার্মানা একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। হতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্মই নহে, দেশে আরও মূলধন-গঠন ও অর্থ নৈতিক ক্রমর্গন্ধ যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্ম, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য: সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis: Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন আঙ্গ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবদাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ থাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ মৃদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ,

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় বংয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন অংশে শ্রমিক-

দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিযোগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কত টুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মূদ্রাম্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) স্নোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের স্বাধিক স্বষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ ছারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অমুমান করা চলে। এক দেশের

অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুনত দেশগুলির জাতীয় আযের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিন্ধপে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতিব হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকাব করিয়া রহিয়াছে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ক্ষেত্রে নিযোগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায। কোন্ক্ষেত্র মূলধন নিযোগ করিলে যে-হাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায, অপব ক্ষেত্রে মূলধন নিযোগেব অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হযতো সেই হারে বাডে না।

अमृगीमनी

- 1. What is Macro-economics? Why marco-analysis has become important in our times?
- 2. Discuss the circular flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.
 - 3. Define National Income and discuss how to measure it.
- 4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?
- 5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.
 - 6. Write a short note on: Social Accounting.

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকড়ির আবিদ্ধার ও চলন শুরু হইয়াছে। এমন সময় ছিল যথন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমবিভাগ প্রবৃত্তিত হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্তের দ্বারা উৎপদ্ধ দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপদ্ধ দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম স্পৃষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থল ও অস্থবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে।

যথন হইতে গোষ্ঠাগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তথন হইতেই এক গোষ্ঠার বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্থ গোষ্ঠা বা অন্থ ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের স্থচনা হইয়াছে। যথন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেথানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বাটার (Barter)। এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের সরাসরি বিনিময় ইইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অস্থবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পারের পরিপূরক হওয়া চাই। বন্তু উৎপাদনকারী তাঁতী যদি বস্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খু জিয়া বাহির করিতে বার্টার প্রথার অস্থবিধা হইবে যাহার ঠিক গেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্তু বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এরূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পারের পরিপুরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া মায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আদিয়া যায়। দ্বিতীয় অস্ববিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রম বা ক্রম করার স্থবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে দে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একসের চাউল পাইবে ? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিময়ের স্থযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অমুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ স্মচারুদ্ধপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে স্থাবিধা অনুযায়ী ও

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিময়ের স্থবিধার জন্ত নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম যুগে যে-জিনিদ সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা স্থবিধাজনক, দেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা রৃদ্ধি পাইলে ক্রমে স্থান, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা দরকার। (১) দ্রব্যটিকে বহন করার স্থবিধা পাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমিটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষ্মু আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন করা স্বিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমিট দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই

কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের ক্লপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিশ্বতে ব্যয়ের জন্ম সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সমাজে ক্রয়প্রাপ্ত না হয় সেইক্রপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগযোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে
বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর
মূদ্রণ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই
রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে
না, উহার আদান-প্রদানে বিল্ল ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এক্রপ
হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে
ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটাম্টি স্থির থাকা
প্রযোজন নতুবা বিনিময়ের অস্ববিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর
পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা
প্রযোজন। সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যমবস্তুটির নিজ মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দার। নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্থবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্ত হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্ম অল্ল মূল্যের ধাতু নির্মিত মুদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিময়ের পরিমাণ বুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা অতি দ্রুত ক্ষম হইমা বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থবিধা স্থাই করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বাটাব বা পণ্যবিনিময প্রথার সকল প্রকার অন্থবিধ। দূর করিয়। পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মন্থা করা টাকার প্রধান কাজ। বাটার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপুরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরপ আক্ষিকতা হইতে বিনিময়-মাধ্যম প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইর্মপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমন্ধপে কাজ করে। দিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্ম থেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্ম দেকেণ্ড,

মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিম্যযোগ্য

মানদণ্ড

বহুবিধ দ্রব্যসাম্থীর মূল্যের পরিমাপের জন্ম সাধারণ কোন
মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিদাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিদাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সকল সমযে নগদ টাকাব লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণেব দাহায়ে ঋণেব মাপকাটি অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুব স্থবিধা হইযাছে। ঋণের বাজার স্থাষ্ট ইইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা ইইযাছে। ভবিদ্যুতের বাজার ও বর্তমানের বাজাবেব মধ্যে, দূরবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত ইইয়াছে। টাকাই হইল এইরূপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

চতুর্থত, ম্লাকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয করিয়া বাথা অথবা মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিশ্বতে বংযের জন্ম বা বিনিম্মের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইযা রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে মূলোব সঞ্চিত রূপ পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্থ কোন আরুভিতে এই সপ্প ন্ত বা ক্রম্প ক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হ্য তরল সম্পত্তি (Liquid asset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আরুতিতে লোকের হাতে ক্রয়-শক্তির রূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিযাছে – তাই টাকা হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ।

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় য়ুগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানাও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যশুলিকে আর মান্ত্রের শ্রমজাত সামগ্রী বলিযা মনে হয় না; মান্ত্রের শ্রমনিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিযা ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিযাকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্ম বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্তাদে প্রভূত পরিবর্তন স্থাচিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউগু, শিলিং, পেন্স অথবা আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের চাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন র্টেনে স্টালিং, আমেরিকায ভলার, ফ্রান্সে ফ্রান্ক, রাশিয়ার রুবল ইল্ডাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যেরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন যাবং চলিয়া আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি

প্রকৃত মুদ্রাতে 160 গ্রেন রোপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রকৃত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ত্বই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর ছারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মূল্য (Facevalue) উহার অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিমযের মাধ্যম, তেমনই মল্যের সঞ্চয । কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বিনিম্যের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নছে। এই ধাতৰ অৰ্থ ও প্ৰতি-প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবার ছুই নিধিত্বমলক অর্থ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, রূপান্তর-যোগ্য (Convertible) ও রূপান্তরের অ্যোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্ত পক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে দেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আর্থিক কর্ত পক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় অৰ্থ বলা হইয়া থাকে।

ভূতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক আর্থ (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল মাহার সাহায্যে যে-কোনদ্ধপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বিলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, মাহা কেহ অর্থ বিলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও আইন সিদ্ধ অর্থ ও (Standard money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে অর্গর একদ্ধপ অর্থর প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইল ঐচ্ছিক অর্থ। এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাধে

তাহার ভিন্তিতে চেক কাটিয়। সে দেনা মিটায়। এইক্লপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আন্থা আছে—এই জন্তই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহার দক্ষণ নগদ অর্থ শুচলনের কোনক্রপ প্রয়োজন হয় না। চেক, থেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, স্বতরাং ইহাও বিনিময়-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পারিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রন্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোনত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের

টাকার ছুইটি বৈশিষ্ট ১। টাকাব রূপেই আয় দেগা দেয কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বও কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে: আমরা টাকা আয় করি এবং টাকাই বয়ে

করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের আয় হয় টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দ্বিতীয়ত, যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না-কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়গা-জমি, খনি-কারথানা, শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার

২। ইহাদাবি বা অধিকাব প্রকাশ করে মনে হয় যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল কথা হইল অধিকার বা দাবি (claim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে, আবার

চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্ত কেছ বিনা বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরস্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকাব সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিযা আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তাুই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিম্যযোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বৃঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অস্থান্থ প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দবকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে

এই দাবি বা অধিকাব আবও কিছুব মধ্যে দেখা যায যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের

সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পাবে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওযা যায় তাহাকে হৃদ বলে।

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে হৃদ পাওয়া যায, তাহাদের মধ্যে ছুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বগু। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওযা হইবে। হুদের হার দম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও হুদের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রয করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইযা তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই হুদ। আমরা হিসাব করিয়া

বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি বিল ও বঙ কাহাকে বলে স্থানে হারে আমি টাক। খাটাইলাম। বণ্ডের • বিষয় একটু পৃথক। এইব্ধপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা স্থদ হিসাবে এই দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্ম দেওয়া হইতে পারে, তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। মাবার এই প্রতিশ্রুতি অনির্দিষ্ট কালের জন্মও হইতে পাবে।

বিল ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে স্থাদের উদ্ভব হয়; এবং স্থদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্থাদ্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর স্থদ দিবার প্রতিশ্রুতি ছুইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা

লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলের ক্ষেত্রে); অথবা স্থাপ্র কি পৃথকভাবে ইহা উল্লিখিত থাকিতে পাবে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীযত, ঋণ পরিশোধ পাইবার জন্ম ঋণ-দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে দেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধারণত গণ্য কবা হয় স্কল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত স্থাবিধার জন্ম এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে স্কল্পকালীন ঋণ বলে।

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়। এই শেয়ার-গুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্ম বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। শেয়ার হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য করায় থাকিবে কি না। এই সকল শেয়ারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রক্মের শেযার থাকে বিলয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন।

ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহু
বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যে-ক্লপ ধারণ করিলে মালিকের
এই সকল ছাড়া বহুবিধ স্থবিধা হয়, ইহারা সেইক্লপে অবস্থিত থাকে, যেমন
রূপে সমাজে সম্পদ
অবস্থান করে ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জায়গা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। সমগ্র
দেশের দিক হুইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ

এই সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে।

টাকা (money); বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims); এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) — ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসাযের স্থনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent) ফতকগুলির আবার বাস্তব রূপ নাই rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহার মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ
সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; বিনিময়কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্ণার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ
করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত করিতে পারে না;
অর্থ নৈতিক আচরণ (economic behaviour) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক
নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামস্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অন্তিত্ব অগ্রাহ্থ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কথনই স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লুইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য আধুনিক ধারণা বা দামস্তরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্জর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শর্ত-নিরূপণ বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্থতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অন্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাথার প্রয়াদ আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া বাপেক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিশ্বতের মধ্যে সেতু বন্ধন অর্থের অন্থতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার স্থিই হয়। ভবিশ্বতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্ধিত করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবর্তিত করিয়া সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের স্থচনা করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্থা দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও কৌশল (Monetary policy) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিক্ছেছ অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এক্রপভাবে নিযন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক ক্ষমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত সক্লকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আর্থিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে অফুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়ন্তর বিশেষভাবে অর্থন ভূমিকা উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অন্তান্থ বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কোশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অন্তান্ত অনার্থিক (non-monetary). পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক সমস্থার সমাধান করিতে পারে না। তুর্ আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্থার মূলোদ্ঘাটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবার্টদন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক আপদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বন্টন. ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয"। স্থতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওযা চলে না।

অনুশীলনী

- 1. What is money? Discuss its chief functions.
- 2. What were the difficulties of Barter Economy? How money has facilitated economic transactions?
 - 3. Money has been classified in your text book as follows:
 - (i) Standard money.
 - (ii) Representative money.
- (iii) Credit money:—(a) Token money, (b) Government Notes,(c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.
 - 4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.
 - 5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

আর্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও
মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া
আর্থিক ব্যবস্থা
যায়; একধাতুমান, বিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুভাহাকে বলে এবং
ভাহাকর প্রকাব
মান ব্যবস্থায আইনসিদ্ধ মূলা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়।
এক্ষপ ব্যবস্থায ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়।
দ্বিধাতুমান অবস্থায স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয ধাতুদ্বারা প্রস্তুত ছই প্রকার মূলা প্রচলিত
থাকে; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে।
কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থক্সপে সমাজ-দেহে

বিধাতুমান (Bimetallism)

প্রচলিত থাকে।

শিধাতুমানের কথেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ছুইটি ধাহুব খারা প্রস্তত্য মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (দোনা ও ক্লপা); সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট বিনিমথ-হাব অনুষাধী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রাঘন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ দোনা এবং ক্লিপাতুমানের বৈশিষ্ট্য ক্লপা লইষা ট[®]কিশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যযে মুদ্রা প্রস্তুত করা সবকারী নীতিসন্মত। যথন এক্লপ নিষম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্ম গৃহীত হয় এবং অন্ত ধাতুটি গৃহীত হয় না; তথন তাহাকে খঞ্জমান (Limping Standard) বলা হয়।

ধিধাতুমানের বহু স্থবিধা আছে। প্রথমত, স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানে৷ সহজ হয়, কারণ কোন একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্ত ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ হুবিধা বাড়ানো যায়। অথবা, যখন কোন একটি ধাতুর যোগান বুদ্ধি পাইতেছে তথন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মূদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পুথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির পক্ষে ইহা স্থবিধাজনক, কারণ তাহারা যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিমত্য জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ বৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি একসময়ে দ্বিবাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক থিধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পুথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্গ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

দ্বিধাহুমানের অস্থবিধা হইল, যদি ছুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর-বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মুপ্রাক্ষীতি নতুবা প্রবল মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, ক্ষর্থানা একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী শর্ণ বা রোপ্যের বাজার-মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিরুষ্ঠ' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিযাছে) বা এইরূপ ধাতু মুদ্রা 'উৎকৃষ্ঠ' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে) এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত কুরে। ছুইটি ধাতুমুদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যন্ত হইয়া পড়ে। স্থতরাং দেখা যায় যে, কার্যন্ত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর। আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বছল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনর্থীকরণের (Remonetisation of silver) সম্ভাবনা বিশেষভাবে ক্যাইয়া দিয়াছে।

বোলামের নিয়ম (Gresham's Law)

ইংলওে টিউডাব রাজবংশেব স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিরুষ্ট মূদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ বাণী হইযা ওই নিরুষ্ট ধরণের মূদ্রাগুলিকে অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎরুষ্ট ধরণের মূদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎরুষ্ট মূদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন,

তিৎপত্তি নিক্ট মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎক্ট মুদ্রাসমূহ
বাজার হইতে অন্তহিত হইষা গেল। বাণী বাব বাব চেষ্টা কবিষাও উৎক্ট
মুদ্রাকে বাজাবে প্রচলিত কবিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক
উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কাবণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই
ঘটনাব যে-কারণগুলি দেখাইলেন, তাহাই পবে গ্রেশামের নিষম নামে
প্রিচিত হইল।

প্রেশামের নিযম হইল, কোন সমাজে যদি উৎরুষ্ট ও নিরুষ্ট ধরনের অর্থ
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিরুষ্ট কর্ণ উৎরুষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসাবিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যেব দিক হইতে পূথক একটি উৎরুষ্ট
ও একটি নিরুষ্ট প্রকাব অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ
নিযম
হিসাবে বাজাবে ছাড়িখা দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা
যাইবে উৎরুষ্ট প্রকাব অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিরুষ্ট প্রকার অর্থ-ই
সমাজেব সকলের মধ্যে হস্তান্তবিত হইতেছে। 'যখন উভ্যেই সীমাহীনভাবে
আইনসিদ্ধ, তখন নিরুষ্ট-প্রকার অর্থ উৎরুষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধার। হইতে
অপসাবিত করিবে "—সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামেব নিয়য়।

এই নিশ্বমে অর্থের উৎকর্ষ বা নিরুষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিরুষ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাহুগত মুল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিরুষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রোপ্য নির্মিত মুদ্রার প্রচলন থাকে তখন প্রাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাপ্তলি তুলনামূলকভাবে নৃতন পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিরুষ্ট । যথন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী তর্থের বন্ধগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিরুষ্ট । যথন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন ছুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুষায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিরুষ্ট ।

কি-ভাবে এই নিরুপ্ট-প্রকার অর্থ উৎরুপ্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে ? কি-কারণে উৎরুপ্ট এর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইযাছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মূদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎরুপ্ট ধরণের মূদ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেকা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মূদ্রার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অন্থযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; স্থতরাং, যে-সকল মূদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎরুপ্ট অর্থগুলি দেশেব বাহিরে চলিযা যাইবে। তৃতীয়ত, লোকের স্বভাব হইল উৎরুপ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সন্থব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময় ক্ষেত্রে নিরুপ্ট-প্রকার অর্থ-ই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেঠা করিবে। স্থতরাং, উৎরুপ্ট অর্থ লোকের জিন্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিরুপ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্র। বা নোটকে বাজাব হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎক্ষপ্ত ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়। দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কাষকরী হইবে না। যদি উৎপ্রপ্ত ও নিরুপ্ত উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কাষে মাধ মের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয তবেঁ এই নিয়ম সীমাবদ্ধত।
কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিরুপ্ত অর্থ এতই নিরুপ্ত হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হইযাই উৎক্ত অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

ম্বৰ্ণমান (Gold Standard)

যথন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তুত মূলা এবং এক্লপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মূলা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া সন্তবপর, তথন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান কাহাকে বলে বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ নিজেরা স্থামন গ্রহণ কবায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্থানের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্থামানের উদ্রব ও প্রচলন ইইযাছিল।

স্থানান প্রচলিত থাকাষ স্থা ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্থাপর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্থাপর পরিমাণ কমিয়া গোলে অর্থের পরিমাণও ব্রাস পাইত। স্থাপর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্থাপর দ্বাবা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্থাপে মজুত করিষা ব্যাস্কণ্ডলি দেশে ঋণণত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইষা দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্থাপর যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পাবে, এবং স্থাপর যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইতে পাবে।

পৃথিবীব বিভিন্ন (দশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বযংক্রিয মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামন্তর ও লেনদেন বংলাব্দের (Balance of Payments) ভারসাম্য বক্ষা কবে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিম্য-ছাবে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয। এই স্বয়ং-ক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্য বলিয়া পরিস্থিতি হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন বালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আদানি অধিক হয়, তবে সেই দেশ হইতে স্বর্গ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে, স্প্রানের ব্য ক্রিয দামন্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের গতি-পদ্ধতি লেনদেন ব্যালান্স অন্তর্ক (favourable) হইয়াছিল, সেই দেশে স্বর্গ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

এবং দামন্তব উধের উঠিবে। তুই দেশেব দামন্তব এইক্লপ পবিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব গতি ও পবিমাণে পবিবর্তন আদিবে। যে-দেশেব দামন্তব কম, ক্রমে সেই দেশ অবিক বপ্তানি কবিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্গ ফি বিযা পাইবে; যে-দেশেব দামন্তব অবিক, তাহাব বপ্তানি কমিবে এবং স্বর্গ দেশেব বাহিবে চলিয়া যাইবে। পুনবায স্বর্ণেব আনাগোনা শুক হইবে, এবং ক্রমে ছুই দেশেব দামন্তব এক্লপ অবস্থায আদিবে যখন স্বর্ণেব আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিঘাছে, বৈদেশিক বাণিজ্যেব দক্ষণ সেনদেনেব মাবফত পৃথিবীব স্বর্গ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমান ব বস্থাব এই স্বয[্]ক্রিয় ভাবদাম সাবনের কারণ ছুই দিক ছইতে দ্থা চেনেঃ ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিব হইযা গেলে অর্থেব যোণান হ্রাদ পাইবে, ফলে স্থাদেব হাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, বাঙ্কিঞ্জল তাহাদেব ঝাণানেব পৰিমাণ ও নাতি সংকৃতিত কৰিবে। স্বৰ্ণ প্ৰবেশ কৰিতে থাকিলে ইহাৰ বিপৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া হইলে অৰ্থাং টাকাৰ যোগান বৃদ্ধি পাইবে, স্থানের হার হার পাইবে, বাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীত প্ৰদাবিত কৰিবে। এই বাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিছুটা পৰিৰেণেৰ প্ৰভাৰ আহে (palliative effects), তাহা আমাদেব মনে বাখা দবকাব। স্থানেব হাব বাডিলে স্বৰ্ণক্ষণীৰ পেশে বাইব হইতে কিছুটা স্বল্লকানীন মূলবন (short term capital) প্রবেশ কবিতে থাকিবে। উপবস্তু, স্থানেব হাব বা জিল প্ৰোক্ষভাবে আম্লানি কিছুটা হ্ৰাদ পাইবাব দম্ভাবনা কাবণ, ব্যবসাযীদেব টাকা ঋণ কবাব খবচা বেশি। গুণক-প্রতিক্রিয়াব কথাও আমাদেব মনে বাথা দবকাব, কাবণ ইহা দ্বাবাও স্বৰ্ণমানেৰ সামঞ্জ্য-সাৰ্থনকাৰী ধাৰা প্ৰভাবিত হয। স্বৰ্ণ বাহিব হইতে থাকিলে দেশেব মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ কবিতে শুক কবে। স্বৰ্ণ প্রবেশ কবিতে থাকিলে প্রদাবশীল শক্তিগুলিব প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়াব মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব (level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপবে উঠিবে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব হ্রাদ পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মদংস্থানেব পবিমাণ

কম হইলে সেই দেশেব আমদানি হ্রাস পাইবেঁ। আবাব ব্যাহ্বিং প্রতিত্রিয়াও অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব উচ্চেচ উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন গুণক প্রতিক্রিয়া ও কর্মসংস্থানেব পবিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির ইইতে আমদানিব পবিমাণ বাজিবে। ইহাব ফলে স্বর্ণক্ষমশীল দেশ হইতে স্বর্ণক্ষের পরিমাপ কমিয়া আদিবে, আবার স্বর্ণদ্বশীল দেশে স্বর্ণদ্বন্ধির পরিমাণ ব্রাস পাইবে।
আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়।
ছই দেশে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও গুণকপ্রতিত্রিয়া তনেকথানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে
সাহাম্য করে।
*

স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভান্তরীণ উভয প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাছ ব্যালান্স থাকিলেই স্বর্ণের স্রোত (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট হওযার কোন ভয উভয় দেশে উভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায প্ৰকাৰ ভাৰসাম। থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়স্তব সমান থাকিবে, থাকাই ব্যালান্সেব মল কথা বাহা ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা দিবে না। ভারসামের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যথন উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ভারসাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকাব ভাবসাম্যে বিচ্ছতি দেখা দিতে থাকিবে।

পূর্ণ ও ক্ষেত্ত ভারসাম্যের শর্ত (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্পানান ব্যবস্থায় স্বাংক্রিয় এই ধার।
পূর্ণ ভাবসাম্যে তথনই পৌছিতে পাবে যেথানে বাহা ও আভান্তবীণ ব্যালান্স
বজায় তাছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চযতা নাই যে কোনরূপ
ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরন্ত, এই ভারসাম্য অতি দ্রুত ফিরিয়া
আসিবে কি না, ভাহারও কোনরূপ স্থিরতা নাই। স্বভরাং ভারসাম্যে পৌছানোর
শর্ভ এবং ভাড়াভাড়ি পৌছানোর শর্ভ ছইটি বিষ্মই আলোচনা করা দরকার।

^{3. *&}quot;The two forces that set the gold standard adjustment process in motion...are the banking reactior...and the multiplier induced reactions...In general and in the long run the banking forces and the multiplier forces operate together. Both forces lead to a change in the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries. But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L. Day, Outline of Monetary Econom.es. P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জন্ম সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পরিপূর্ণ আভ্যন্তবীণ ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পাবে। যদি উভ্যু দেশের আভ্যন্তবীণ নামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারসাম্য ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। কিন্ত নামস্তবে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মভুরি ও দাম-কাঠামো (wage and

স্পর্ট ভাবনামোৰ অর্থ নৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্বরন্থ লি অল্ল সময়ে পার হইষা আদা চলে। দিতীযত, কেন্দ্রীয় বাদ্ধে এই খেলার নিযমগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভাবদাম্য ফিরিয়া আদিতে পারে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায়ে দেশে আয়স্তরের প্রদার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ ব্যক্তিং নীতি অপরিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তরে পরিবর্তন দেশের আভান্তবীণ দামপ্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পাবে। তৃতীয়ত, দামপ্তরে কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া সেই পরিবর্তনের গভীরতা বাড়াইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভারদাম্য ফিরিয়া আদিতে পারে না। যেমন, দামপ্তর হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা ফেয় করা স্থানিত রাথিল, ইহাতে দামপ্তর আবও হ্রাস পাইবে। এইরূপ অবস্থায় ভারসাম্যবিন্দ্র আশেপাশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (oscillate) ক্রিবে, কিন্তু ভারসায়ে পৌছিবে না।

চতুর্থত, সামঞ্জন্ত-সাধনের এই ধারা ভারসামে না-ও পোঁছিতে পারে যদি উভয় দেশেই আমদানির প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) গুরু বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহাব দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান স্তর ব্রাস পাওয়া দরকার। পরবর্তী বাণিজকোলে ইহার আমদানি কম হওয়া প্রয়োজন এবং রপ্তানির আধিকা দরকার। যদি ইহার প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধাবা সন্তব না-ও হইতে পারে। ঠিক একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাপ্তলির মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয়, তবে এইরূপ ভারসাম্য না-ও আসিতে পারে।

উপরের এই শর্তগুলি বজায থাকিলেও ভারদামে পেঁছিানোর পথ অতি দীর্ঘ ইতে পারে, ফলে এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (serious fluctuations) সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তপ্তলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "থেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হয়তো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে ক্রুত ভাবসাম্যের এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব স্থদের হার, দামস্তর ও আয়স্তরের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিরিয়া পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীয়ত, যদি উভয় দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকভাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত ব্যালান্স ফিরিয়া আদে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাট্কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকাব।

স্থানরে এইরূপ স্থাংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্ম (Full equilibrium under gold standard adjustment process) ক্ষেক্টি শর্ক বজায় থাকা চাই । প্রথমত, স্থারে আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেধ থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্থানের আনাগোনার ফলে দামন্তরের উপর ইহার ব্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্থানের আনাগোনায় বাধানিষেধ থাকিলে বা উহা দামন্তরের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্বিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্থানান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্থামূলামান বা বিশুদ্ধ স্থামান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলও, আমেরিকা এবং আরও ক্ষেকটি দেশে বিশুদ্ধ
স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মূদ্রা প্রধান অর্থক্রপে
প্রচলিত থাকে; মূদ্রাকর্ত্ পক্ষ (Currency Authority) আইনত স্বর্ণের বদলে
অধিবাসীদিগকে মূদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের
ভিতবে বা বাহিবে স্বর্ণেব যাতাযাতের উপর কোন প্রকাব বাধা-নিষেধ
প্রাকেনা।

(২) স্বৰ্ণাভুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে স্বর্ণমূলা চালু থাকে না, কাগজীমূলার দারাই দেশেব মধ্যে ক্রয-বিক্রয়েব কাজ চলে, মূলাকর্পক্ষ আইনত স্বর্ণের দাবা মূলা প্রস্তুত কবিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনেব জন্ম নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রয করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন কবেন, তথন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভাবতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বৰ্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিম্ম মান বলা হইত। এই ব্যবস্থান স্বর্ণমূলা চালু থাকে না, মূলাকর্ত্রপক্ষ স্বর্ণমূল। প্রস্তুত করিবার জন্ম স্বর্ণ প্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রেমবিক্রমণ্ড করেন না। ভবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ম প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মূদ্রার বিনিম্যে এমন কোন দেশের মূদ্রা বিক্রম্ম করেন, যাহা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বৰ্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্থান্দ্র। চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাগুার গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে ভাবসাম্য বক্ষাব উদ্দেশ্যে প্রযোজনমত সেই ভাগুাব হইতে স্বৰ্গ বা বৈদেশিক মুদ্রাব ক্রমবিক্রয় কবেন। এইকপ ভাগুাবকে বিনিম্য-হাবে সমতাবক্ষাকাবী ভাগুাব (Exchang Equalisation Fund) বলা হয়। ইহাবই সাহায্যে দেশীয় অর্থেন বহিম্পূল্য এইভাবে স্থিব বাখাব চেষ্টা কবা হয়। যথন অর্থেন বহিম্পূল্য বা বৈদেশিক বিন্ম্য-হাবে উঠানাম। ঘটে, তথন এইকপ ভাগুাব হইতে নিজদেশেব মুদ্রা বা স্বর্ণের ক্রয়ে এবং বিক্রয়েব দ্বাবা বিনিম্য-হাবকে স্থিব বাখাব অথবা লেনদেন বালান্সে ভাবসাম্য বক্ষাব চেষ্টা কবা হয়। পশ্চিম ইউবোপে এবং ব্রিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালেন মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ম্বর্গমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

সর্গমানেব গুণ হইল, এই ব বস্থায় দামন্তব ও বৈদেশিক বিনিম্য-হাব আপনাআপনি স্থিব হইয়া পড়ে এবং কোন দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব ব্যালালে
ভাবসামাবস্থা হইতে বিচ্যু তি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনবায় ভাবসাম্যেব
বিন্দৃতে ফিবিয়া আসে। স্বর্গমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনা-গোনাব
ইহাব গুণ কি কি মাধ্যমে উহাব প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন
বালোন্দে ভাবসামা বক্ষিত হয়। গিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্গমান চলিতে থাকিলে
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা স্থবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য
সাধাবণ বিনিম্যেব মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণেব ব্যবহার সম্ভবপ্র হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান
বজায় থাকিলে অর্থেব প্রিমাণ নির্ভব করে দেশে স্বর্ণেব যোগানের উপর ;
বাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নির্মাণত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে
না। চতুর্থতি, জনসাধাবণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু বাথিলে সেই দেশের
মুদ্রাব্যবন্ধা দেশে ও বিদ্বন্ধে সন্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধাবণের
নির্ভবশীসভা বৃদ্ধি প্র।

সর্ণমানের ক্রটি হইল, প্রথমত, ইহাকে বখনই স্বংক্রিযমান বলিয়া গণ্য কবা চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ বা মুদ্রাকর্ত্ পক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিবেচনাব সহিত স্থামানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বংক্রিযভাবে ইহা সচল থাকে না : ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'খেলাব

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাডাইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই ভাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে প্রবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিষম কেছই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীযত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাথার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহিম্'ল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামগুর, উৎপাদন ও আযস্তর অবহেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাথা কথনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় কোন দেশ নিজস্ব পূথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়ন্তর বুদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইন্সের ইহাব দোষ কি কি অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আদিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভান্তবে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ভ্রাদ পায। যদি দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থদের হার কমে, দেশে বিনিয়োণ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইযা মুদ্রাস্ফীতি ও দঙ্কটের সৃষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ থনি আবিন্ধার স্বর্ণের যোগান বুদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসক্ষোচনের স্ষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চনত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যেবহুল।

^{*&}quot;But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, An outline of Money. P. 306.

কাগজী অর্থের দারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অস্থবিধাজনক নহে, স্বভরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাথা অথথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মানুষের এইরূপ 'হল্দে ধাতুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বর যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্বর্ণমান প্রতনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বর্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'খেলার নিয়মসমূহ' যথাযথভাবে কখনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায়
আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট
বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা
বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পঞ্জিতে দেওয়া হইত না। ইহাই
স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে

অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের

ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার

দামগুরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ

প্রথম মহাযুদ্ধ ও

মূল্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিন্তি করিয়া মূল্রপ্রসার না করিয়া

তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিদাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে

অস্তান্ত দেশের তুলনায় আমেরিকার দামগুর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায়

দামগুরের এই অসমতার (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ

আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপে অস্তান্ত দেশে স্বর্ণের যোগান কম

হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়। স্বর্ণমান পরিত্যাণ করিয়াছিল।

অন্তান্ত দেশে বর্ণ ছিল অন্ধ পরিমাণ, উহাকে জাতীয় সার্থ ও নিরাপজার দরুণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; স্বতরাং বুটেন হইতে মখন স্বর্ণত্যাগের হিছুক শুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autureky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামস্তর, আয়ন্তর প্রভৃতি স্থির রাখা, বেকারি দূর করা ও কর্যনিয়োগের স্তর উধ্বে তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশুস্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রযোজন, যেন অধ্মর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রগুানি বাড়াইয়া রপ্তানি উদ্ভ (Export Surplus) স্বাষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে

পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন আহিক বা বাাগজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেনের বাালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদ্বিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসফোচন কারতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণেব বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা ক্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ কবা চলিবে না। ক্র্ণমানের এই স্বর্ণস্থতা (golden rule) কেইই মানিয়া না লইবাব ফলে অবশ্যস্তাবীক্রপে ইহাব পতন হইয়াছে।

প্রাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মৃল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য
করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূদ্রাতে (Overvalued
কি-ভাবে স্থানানর
পতন হইল
স্থির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যন্ত্রাস (Devaluation) ঘটিযা
গেল। জার্মানীতে নৃতন এক প্রকার মূদ্রার প্রচলন হইল, তাহাব উদ্দেশ্য ছিল
মুদ্ধকালীন উদ্ধৃত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপদাধন অর্থাৎ মূদ্রার অতি-স্ফীত (hyperinflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রগুনির পরিমাণ কমাইয়।
দিল। তাহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর কাঠিন্ত বা অনমনীয়ত। (Rigidaties)
রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে হ্যোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া
অন্তান্ত দেশের সহিত প্রত্যোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির
তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্থার বহিগমন হইয়াছে।
অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কাষকরী হইয়াছে, রপ্তানি
বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে হর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণফ্রান্সের দামস্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মন্ত্র্ত করিয়া রাথিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-সাধনকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাডাও সমস্তা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত বাবসাদারদের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপন্তা ও স্থদেব লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মূদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাড়বি প্রায় অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার শেমার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহাযেরে দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অফ্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা ভাঙিযা পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থাগিত রাখে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্ঠা শুরু হওয়ায় সর্গমান টি কাইয়া রাথা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলও হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়। 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলগু বন্ধ করিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ প্রদান করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতস্থানীয় দেশগুলির পদাম্ব অনুসরণে বাধ্য চইল। স্বর্ণমানের কলম্ব-বিজ্ঞতিত গৌরকায় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃংখন অপদারিত হইল।

স্বর্ণমান পুন:প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব,
পূর্ণকর্মসংশ্বান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে
প্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত কোঁক' (inherent bias
towards deflation), অনমনীয় বিনিময়-হার, সর্বদা
লাতীয় অর্থ নৈতিক ও
আর্থিক নীতি
নিদিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী
পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ
ঝণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না করা; স্বর্ণমানের
এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রযোজনীয় আর্থিক
নীতিকে সাহায্য করে না। উপরস্ত, অনুনত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল
উন্নয়নের কর্মস্থচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রভৃত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন
এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইরূপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা
প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপব
নয়। স্থতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায, মুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার
সন্ত্রাবনা নাই বিগলেই চলে।

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইয়া রহিষাছেঃ অন্থান্থ দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্থান্থ দেশেব সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবদ্ধক স্বন্ধপ হইবা দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষ-ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের স্থাবিধার জন্ত পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্ল এলাকা প্রভৃতি স্থাই হইয়াছে।

এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৪ দালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডাবের নিযম অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-দিদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মাকিন ডলারের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসন্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিন্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা কাগজী মান পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধ ভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট রূপান্তর-যোগ্য (convertible) বা রূপান্তরহীন (Inconvertible হইতে পারে।

কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একদক্ষে বহু টাকার লেনদেন করিতে

হুইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ স্থাবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুসূদার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপবায় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থাতে দেশের মর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্দের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোল্লয়ন প্ৰবিধা এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্বতরাং উহা এক্লপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ नियमकान्यत्तत् वाता होका अञ्चलतत् अतिमागत्क अर्याजनान्यायौ नियञ्चण कता हत्न । ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাথার প্রয়োজন নাই, ইহার ন্মনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশাদী হওয়ায় কাগজী টাকার গুরুত্ব পুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাগজী অর্থের অস্থবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মূদ্রাস্ফীতি ব্যটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মূদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগত্ধক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর

নয়। দিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে, অহবিধা শ্রেণীসার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আন্তস্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক শুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চহুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্যর বহির্মূল্য হ্রাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পাবে। অন্থান্থ সকল দেশও আয়বক্ষামূলক বা প্রতিশাধমূলক বহির্মূল্য হ্রাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্যহ্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থবিধা বহিয়াছে।

কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে ছুই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমা হিসাবে রক্ষিত
মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে কারেন্দ্রী নীজি ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত হইবে বাঙ্কীয় নীজি
তাহার সমম্লেরে ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজেরে নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্দ্রী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে বিজ্ঞিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অক্স

পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-মুদ্রায বা ধাতুতে রূপান্তবণেব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয। যদি অর্থ নৈতিক লেনদেনেব পক্ষে প্রযোজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্ম সেইটোকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট ফিবিয়া আসিবে, প্রযোজনীয় পরিমাণের সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। স্কতবাং কোন সাধাবণ বাণিজি ক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত বাথিয়া অধিক ঋণদান কবিতে পাবে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধাবণেব আস্থা বজায় বাথাব উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত বাথিয়া কাগজীনোট চালু কবিতে পাবে। নোট-প্রচলনেব এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কাবেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনে। জনসাধাবণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যবহুল এবং অপব্যয্লক, কাবণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অথথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত্র থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য বাথিয়া নোটের পরিমাণ বাজানো বা কমানো সম্ভব হয় না, ধাতুর যোগানই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাবেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিযোগের পক্ষে প্রযোজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেন্দ টাকা প্রচলিত হইয়া যাইতে পাবে, কাবণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যাক্ষিং প্রথায় এই অস্থবিরা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ক্র্কিব্রুল হইয়া পড়ে।

ধাতু জমাব পবিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থা-সমূহকে চাবিপ্রকাবে বিভক্ত কবা যায়।

১। নির্দিষ্ট কিডিউসিয়ারা ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজুতে টাকা প্রচলন করা যাইতে পাবে; এই সীমাকে ফিভিউসিযারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই সীমার পরে টাকা চালু কবিতে হইলে উহাব অতিবিক্ত কাগজীনে'টের সম্পূর্ণ মূল্য ধাহুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে কোন জমা দরকার হয় না; কিন্তু উহাব পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকাব মূল্যের ধাহুই

জনা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার উধ্বে প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত খাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যাঙ্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যাঙ্কচার্টার আইন মূলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অফ্
ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের স্থবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্মিলান কমিটির স্পারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সবৈচিচ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাখিয়। টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অন্যমোদনের ও আইন পরিবর্তনের প্রযোজন হয়। এই ব্যবস্থার ছুইটি গুণ আছে: অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধানভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাহু মজ্ত করিয়া রাখিতে হয় না। ইহার অস্থবিধা হইল যে, য়ন্দি এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর য়িদ পুবই উ চুতে ধার্য করা হয় তবে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছল, কিন্তু তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আকুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাহুতে জম। হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি।)

এই ব্যবস্থার স্থবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তত্ত্বপরি, ইহা প্রসার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অযথা মজ্ত রাখার প্রয়োজন হয না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অযথা মজ্ত রাখে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজ্ত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা হিসাবে 125টি স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখা হইয়াছে; যদি স্থর্ণের পরিমাণ কমিয়া

124টি হয তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটেব প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইযাই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটেব স্বর্ণে রূপান্তবণেব পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

৪। স্বৰ্ণাভাৱকী আনুপাতিক জনা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশেব নোটেব বিনিম্যে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা বাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভাবতবর্ষে প্রচলিত নোটেব মূল্যেব 40% জমা বাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমূলা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মূল্যাতে (স্টালিং বা ডলাব)। এই ব্যবস্থাব স্ববিধা অনেক। ইহা প্রসাব-ক্রম, বৈদেশিক বিনিম্য-হাব নিযন্ত্রণে সহাযতা কবে এবং বিদেশেব বাজে বৈদেশিক মূল্যা জমা বাখাব স্পবিধা থাকায় স্বন্দ হিসাবে দেশেব কিছু আয়ও হইতে পাবে।

এই ব্যবস্থাৰ বিৰুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশেৰ অর্থেব পিছনে জমা হিসাবে না বাথাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য কবিয়া ভাবতেব মধ্যে প্রভূত পবিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভাবতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকাব ধাবণ কবিয়াছিল। স্বতবাং, বৈদেশিক বিনিম্য-হাবে স্থিবতা রক্ষাব উদ্দেশ্যে স্ফলদাথী হইলেও দেশেব মধ্যে নোট-প্রচলনেব ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশেক মুদ্রাকে গ্রহণ না কবাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায সকল দেশেই অর্থ নৈতিক উ: তি, দামস্তবেব উঠানামা বন্ধ কবা, পূর্ণনিযোগেব স্তবে পৌছানো এই দ্ধপ বিভিন্ন প্রকাব লক্ষ্য অপ্রয়াটী টাকা ও ঋণেব পরিমাণ নিযন্ত্রণ কবাব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাছেব উপব স্থাস্ত আছে। স্থতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দবকাব অথবা প্রচলন-ধাবা হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ কবা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ঠ দায়িত্বনীল

প্রতিষ্ঠান, স্থতরাং তাহার বিবেচনাব উপর এই ব্যাপাবে নির্ভব কবা চলে।
আর সমাজের ঝণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণেব সম্পূর্ণ দাযিত্ব যথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব, তখন
নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকাব না কবাব কি যুক্তি থাকিতে পাবে । যখন
অর্থ নৈতিক পবিকল্পনাব সার্থক রূপায়নেব জন্ম অর্থসংগ্রহেব দায়িত্ব এবং ঘাট্ তি
বাজেটের দ্বাবা উত্থয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিয়োগেব ভাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন
কবিতেছে, তখন নোট প্রচলনেব দায়িত্ব তাহাব উপব নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে,
আইনেব দ্বাবা তাহাব ক্ষমতাব প্রতিবন্ধকতা স্থাষ্ট কবিলে চলিবে না।

কিন্তু তবুও জনসাধাবণেব আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনেব স্থবিধাব জন্থা, হঠাৎ প্রযোজন মিটাইবাব উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিযোগ, লেনদেন ও বিনিময-হাব সঠিক বাথিবাব নিমিন্ত কিছু পবিমাণ স্বৰ্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা বাথাব নিযম কবিষা দেওযা ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনেব সর্বোচ্চ সীমা নির্ধাবিত কবিষা বাথা মুদ্রাম্ফীতি প্রতিবোধেব উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকবী। তবে এই সীমা বেশ উধ্বে ধার্য কবা দবকাব, যাহাতে স্বাভাবিক সমযে উন্নয়ন-মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পাবে।

এই সীমা কোথায ধার্য হইবে বা কি-পবিমাণে স্থা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশেব পৃথক অর্থ নৈতিক পবিবেশ ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশেব অর্থ নৈতিক অগ্রগতিব বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধাবিত হইবে। নোট-প্রচলনেব এমন ব্যবস্থা নির্ধাবণ কবা দবকাব যাহা কমব্যযশীল বা ব্যযসক্ষোচমূলক, প্রসাবক্ষম, ঝাঁকিগুনি ও নিবাপদ এবং অর্থেব অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থিব বাথে।

अमुनीमनी

- 1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees of Gold Standard"—Illustrate the statement.
- 2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibrium under Gold Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?
 - 3. Discuss the mei its and demerits of Gold Standard.
- 4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard.
 - 5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.
- 6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. Which of them you prefer and why?

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রাণ ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রযের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেডা দ্রব্য ক্রমের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহাব এই অঙ্গীকাব বা প্রভিশ্রুতির উপর আস্থা রাথিয়া বিক্রেডা যদি দ্রব্য বিক্রম কবে, তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা য়াইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনেব মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণগ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্রমভাব উপব ঋণদাভাব আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মল ভিত্তি।

যে-ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ কবে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাব চুক্তিপত্র স্বাক্ষব করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Iustruments) বলা হইষা ক্ষণপত্র থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন – কাগজী নোট, চেক, হুগু বা বিনিম্য-বিল, ব্যক্তির ড্রাফট্ ইত্যাদি। বর্তমানের ব্যবসায-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের স্থান বিশেষ শুক্তম্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দ্যেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই ছই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুণ যথন ঋণ গ্রহণ করা হয় তথন তাহা ভোগোদ্দ্যেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিযোজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহু প্রকাবের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিদবী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিম্য-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কেব বহুপ্রকাব ঝণপত্র ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তাবিখে মথবা চাইদা অনুযাযী নগদ অর্থ দিবাব প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইব্লেপ ঋণপত্রকে প্রমিদ্বী নোট বলা হয। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন বাঙ্ক বা সবকাব এইরূপ প্রমিসবী নোটেব প্রচলন কবিতে পাবিত। প্রমিষবী নোটেব প্রচলনকাবীব উপব আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এইসকল নোটসমূহ এক ব্যক্তিব নিকট ছইতে মন্ত ব্যক্তিব নিকট হস্তান্তবিত হইতে থাকে এব॰ ইহাব সহাযতায় অর্থ নৈতিক লেনদেন ঘটে। শাধাৰণভাবে, আজৰাল কেন্দ্ৰীয় বাান্ধ বা গভৰ্ণমেট এইরূপ নোট চালাইবাৰ অধিকাব নিজেবা গ্রহণ কবিষাছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকাবী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও টাকা দিবাব জন্ম ব্যাঙ্কেব উপব নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয। এই চেক্ হস্তান্তবিত হইয়া অর্থ নৈতিক লেনদেনে বিনিম্যের মাধ্যমন্ত্রপে কাজ করে। এই চেকেব সহিত কাগজী নোটেব পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সবকাব কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মুদ্রা, চেক কথনই আইনসিদ্ধ নহে , ইহা গ্রহণ কবিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রবে ব ক্রেতার উপবে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তাবিথেব মধ্যে নির্দিষ্ট পবিমাণ অর্থ দিবাব নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেন তাহাকে বিনিম্থ-বিল বলে। সাধাবণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পবে ক্রেতা বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান কবিবাব প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়েব পূর্বে দ্রব্যেব বিক্ষেতাকে ঐ বিল ভাঙাইতে পাবে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পাবে । (ঘ) যথন কোন ব্যাঙ্ক নিজেব অপব কোন শাখাকে বা অপব কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবাব জন্ম নির্দেশ দেয তথন দেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাক্কেব ড্রাফটু বলে। ঋণ ব্যবস্থাৰ প্ৰধান স্থবিধা হইল, ইহাৰ ফলে নগদ টাকা ব্যবহাৰেৰ প্রযোজনীযতা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অস্থবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবদা-বাণিজ্য ও ইহাদেব স্থবিধা উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথাব দ্বাবা উপকৃত হয়; স্থান ও কালেব মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ কবে। ধাতু ও ধাতব মুদ্রাব বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বাবা লেনদেন অনেক বেশি

ঋণ-প্রথাব বিশেষ বিপদ ও ক্রটি হইল, ইহাব ফলে মুদ্রাম্ফীতিব সম্ভাবনা শাকে খুব বেনি। ব্যাঙ্ক ঋণদানেব প বিমাণ বাড়াইলে বা স্বকাব অধিক প্রিমাণে

স্থবিধাজনক।

প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাক্ষীতি
হইতে পারে। হ'টে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্যও অহবিধা

চক্র স্থাইতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাহ্বঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে
সমাজে অনির্দিষ্ঠতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্কা
ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ
একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক (Banks): ঋণ লইয়া যে-সংগঠনের ব বসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে ঋণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্লেত্রে ঋণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্র সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেন্ট আমানত হইতে ইচ্ছাসুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বিছু বিছু বাধা-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেন্ট হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অন্যান্ত ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

ৰিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাহ্ম নিজের ব্যবহারের জন্ম ধার করে না। স্থাদ পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্থান্থ কাজে ঋণ দেয়। ব্যাহ্ম ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত স্থাষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট্ট দিয়া, বিল অব এক্রচেঞ্জ বা ছণ্ডি ক্রেয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্মগুলি সাধারণত ঋণ দেয় সল্পল কালের জন্ম, আবার বিনিয়োগ ব্যাহ্ম বা শিল্প ব্যাহ্মগুলি ঋণ দেয়।

ভৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অভাভ ব্যাঙ্কও চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন ব্যাঙ্ক যথন টাকা জমা রাখে তথন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবাব স্থােগ দেয়। এক ব্যাঙ্কেব চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ কবে। এইরূপে বিনিময় ও প্রচলনেব মাধ্যম হিদাবে টাকা স্থাষ্ট কবা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চতুর্বত, ব্যাদ্ধের বিবিধ প্রকাব কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিবাপন্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাদ্ধে জমা বাথে। ব্যক্তির হিদার রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাগুনা করে, অথবা ব্যবদায়ক্ষত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিদারে বিভিন্ন প্রকাব কাজ করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয়া তোলে।

দেশে ব্যাহ্ব-ব্যবস্থাব গুরুত্ব অপবিসীম। উপযুক্ত ব্যাহ্ব-ব্যবস্থা ছাডা শিল্প-বাণিজ্যে সমুদ্ধ হইযা উঠা কোন দেশেব পক্ষে সহজ্পাধ্য নহে। অনুমত ব্যাহ্ব ব্যবস্থা দেশেব শিল্প ও বাণিজ্যে অনুমতিব কাবণ বলা চলে। ব্যাহ্ব-প্রথাব ফলে মূলবনেব চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদেব মধে

বর্তমান সমাতে ব্যক্তিমান সমাতে কর্পনের পাবে না তাহাদেব নিকট হইতে সেই টাকা লইযা আসিয়। উপযুক্ত বিনিযোগকাবীদেব সেই টাকা ঋণ দিয়া

ব্যাঙ্ক উভযকেই সাহায্য কবে। সমগ্র দেশে টাকাব যে-কেনাবেচা চলিভেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহাবতা কবে। চেক কাটিয়া ও জমা লইয়া দেশেব ব্যাঙ্কওলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'স্পষ্ট' কবে তাহাতে দেশেব আর্থিক কাঠামোতে প্রদাবশীলতা ও নমনীযতা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয ও বিনিয়োগেব ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতন্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুত্র ক্ষুত্র ব্যাক্তগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ কবিয়া তাহা বিনিয়োগ কবা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তব বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যাক্ষের ব্যালান্স শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেব উন্ধর্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কেব কাজকর্মেব রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওযা হইয়াছে, ব্যাঙ্ক দেই সকলের জন্ম জনসাধারণেব নিকট দায়ী; ইহা তাহাব দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল টাক। বিভিন্ন কেনা ও পাওনা
কবিলে প্রতের বাঙ্কি খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যাঙ্কের
পাওনাসমূহ (assets)। দেনা ও পাওনাব কাঠামো বিশ্লেষণ
কবিলে প্রতেরকটি ব্যাঙ্কেব আর্থিক অবস্থা, উহাব কার্যাবনী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে
ভন্থাবন কবা যায়। সাধাবণভাবে, দেনা ও পাওনাব উভয়দিক সমান থাকে:
কাবণ ব্যাঙ্কেব সকল পাওনা বা অর্থ নিযোগ বা সম্পত্তি অন্তের নিকট হইতে গৃহীত
টাকাব সাহায়ে কবা হয়। সাধাবণত, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথম্লবনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই
গঠিত হয়; ক্রতবাং শেয়াব বিক্রয় কবিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনাব দিকে (ক) শেষাব বিক্রম ক বিষা যে-পবিমাণ অর্থ পাওষা গিষাছে তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদাআমানত। (গ) তৃতীয়ত, স্বায়ী আমানতসমূহ। (ঘ)
চতুর্থত সাবধানতাব জন্ম সকল ব্যাক্ষই মুনাফাব অংশ দ্বাবা
বিজ্ঞাৰ্ভ তহবিল গডিয়া তোলে। উহা শেষাব ক্রেতাদেব সম্পত্তি বলিয়া ব্যাক্ষেব
দেনা হিসাবে ধবা হয়। (৬) পঞ্চমত, অন্থান্থ ব্যাক্ষকে দেয় যে অর্থ বাকি
বহিষাছে অংবা ব্যাক্ষেব নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে বহিষাছে।

পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধবিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যান্ধেব হাতে বহিষাছে, দৈনন্দিন লেনদেনেব কাজ সম্পন্ন কবিবাব জন্ম যাহা ব্যান্ধেব নিজেব বিজার্ভে তথবা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধেব নিকট গচ্ছিত রাখা পাওনাব বিল্যসম্ভ হইষাছে। (খ) অন্থান্ম ব্যান্ধেব নিকট যে-পাওনা আছে অথবা অত্যন্ধকালীন বিনিযোগসমূহ। (গ) তৃতীযত, সবকাবী ঋণপত্ত ক্রম কবিষা ব্যান্ধ যে টাকা বিনিযোগ কবিষাছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে টাকা বিভিন্ন ক্রেত্রে বিনিযোগ কবিষাছে। (৬) পঞ্চমত, ব্যান্ধেব নিজন্ম ঘববাতি, আসবাবপত্ত অথব। অন্যান্থ সম্পত্তিসমূহ।

ব্যাক্ষেব এই ব্যালান্স শীট বা দেনাপাওনাব হিসাব পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া ব্যাক্ষেব কাজবর্ষেব স্বন্ধপ জানিতে পাবা যায়। কোন বিশেষ ব্যাক্ষেব আ**থিক** অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন কবা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষিং-প্রথার নিয্মসমূহ স্ফাক্ষরপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও ব্যাণিজ্যিক ব্যাক্ষপ্রধান বিনাতি বাণিজ্যিক ব্যাক্ষপ্রধার তিনটি নীতি আছে; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা (safety, profitability and liquidity)। ব্যাক্ষের বিনিয়োগ এক্ষপ

হওষা আবশ্যক যাহাতে জনসাধানণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয় থাকে না। উপযুক্ত কোত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইষা তবেই টাকা বিনিযোগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য বাথা দবকার। সর্বোপরি, বিনিযোগ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রযোজন হইলেই অতি সদ্ধর উচাকে নগদ টাকায় রূপান্তবিত করা যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পত্তিতে বিনিযোগ করা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাক্ষের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

কোন ব্যাঙ্গেব ব্যালান্স শীটেব পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে তাকাইলে আমবা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি কোন্ বোন্ খাতে কত টাকা খাটাইযাছে। দেশে বিভিন্ন প্রকাব সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসবকাবী ও সবকাবী ঋণপত্র, বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ, বগু ও ডিবেঞ্চাব, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসাযে ঋণ দেওযা, ঘব ভাডা, আসবাবপত্র, জায়গা অমি প্রভৃতি। ইহাদেব মধ্যে কোন ধ্বনেব সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা কবা প্রযোজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহাব সকল আমানত যদি সেধাব দিয়া দিতে পাবিত তবে তাহাব মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সন্তব নয়। বেশিব ভাগ আমানত-কাবীই চেক কাটিয়া লেনদেন কবে প্রতবাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদেব পাবস্পবিক দেনাপাওনা খাতায-পত্রেই মিটাইয়া ফেলিতে পাবে . নগদ টাকাব বিশেষ দ্বকাব

লগদ টাকাজমা বাপা

হয না। তবুও কিছু সংখকে আমানতকাবী নগদ টাকা অনেক সময় ফেবং চায়। তাই কিছু প্ৰিমাণ নগদ টাকা তাহাকে নিজেব কাছে সর্বদা জমা বাখিতেই হইবে। বেশি

ঋণ দিলে বেশি স্থদ আয় হইবে, স্তবাং বাজেব ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম বাখিযা বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মার নাই তাই বাজে এই লোভ সংবৰণ কবিষা বাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা কপে জমা বাখে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তবল সম্পত্তি (most liquid of all assets), দবকাব মত ইহাব সাহায্যে বাছে তাহাব যে-কোন দেনা মিটাইতে পাবে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইযা বাখিলে সেই টাকা হইতে স্থদ পাওয়া যায় না! বেশিব ভাগ দেশে স্বকাবী আইন অনুযায়ী বা চিবাচবিত প্রথা (convention) অনুযায়ী মোট আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যাহ্ব নগদ টাকাব আকাবে জমা বাখিয়া থাকে।

ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (first line of defence)। ব্যাঙ্ক যথন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্থ

অক্টান্ত সা বাক্ষের বাক্ষের বাক্ষের নিকট হইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের নিকট পাওনা হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে।

সম্পতিগুলির তারলা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে, (in descending order of liquidity ', তাই দেখা যায় যে, অন্যান্থ বাঙ্কের নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা কয়েকদিনের জন্ম এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ হইতে ব্যাল্পগুলি স্থদ পায় খুবই কম, ঋণগুহীতাকে কোনক্রপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরণের ঋণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় ক্রপান্তরিত করা সন্তব। অসুহত

দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যান্তের এই প্রকার বিনিয়োগে তলব-খণ বা বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে। তারলা অনুযায়ী ইহার পরের খাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয়। স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করিয়া বাঙ্ক এই খাতে টাকা খাটায়। এই সকল স্থ্র হইতে একট

বেশি স্থদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়,
সরকারী ধণপত্র
কারণ যে-কোন সময় ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট
ডিস্কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের
মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট
আমানতের ৩০% সরকারী ঋণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৫০%।

বেসরকারী ব্যবসাগীদের যে বিলগুলিকে ডিন্কাউণ্ট করিয়া ব্যাঞ্চ নিজের হাতে রাখিনাছে, সেইগুলও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি পুব শীঘ্র ফলপ্রস হইবে (nearing maturity) বেসরকারী উহাদের তারল্য অপেক্ষারুত বেশি। এই বিলগুলি ব্যবসাগীদের বিল বাবঙ নিজে নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ, ২ বা ৬ মাসের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্থ ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় বাংক্ষে ইহাদের ভাঙাইয়া লওয়া চলিবে, অর্থাৎ ডিস্কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই বিলগুলি

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদের বন্ধক দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অভ্যাভ্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

বাবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, অবশ্য কোন-না-কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়া থাকে। আজকাল অবশ্য কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জাগিনের ভিত্তিতেও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার নামে নৃত্র আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব আমানতের ভুলনায় বেশি টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়। (overdraft) ব্যাঙ্ক এইরূপ ঋণ দিয়া থাকে। এই ধরণের বিনিয়োগের তারল্য প্রধানত নির্ভর করে বন্ধকী রাখা জিনিসের তরলতার উপর। কিন্তুম্ব ঘরবাড়ি
নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তারল্য অন্থান্ত প্রকার বিনিয়োগের ভুলনায় কম।

বাণিজ্যিক ব্যাজের মূলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইল জনস্থারণের নগদ টাকাকে আমানতে পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায রূপান্তরিত করা। জনস্থারণের নিকট হইতে আমানত হিদাবে তাহারা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ আমানতকারী ব্যক্তিরা যথন খুদি ফেরৎ চাহিতে পারে। সাবধানতা ব্যাঙ্কের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আছা বা ধ্রাফা লভ্যতা ও ভরলতা বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবে বা এমন জায়গায় টাকা আটাইবে যাহাতে আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া টাকা হাতে লইয়া ব্সিয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা করাই সকল ব্বসায়ের লক্ষ্য। যত কম

টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বদিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পবিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, বাঙ্ক দর্বোচ্চ মুনাফাব নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে ঋণ লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যথন খু দী নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্তে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান (run) হইতে থাকে। এই সম্যে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা দে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। **স্থতরাং** ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিযোগগুলিকে দে যথাসম্ভব ক্রত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্প**ন্তি দ্রুত** অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তর্লতার মাত্রা (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই স্বাপেক্ষা তর্ল সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিষ্ণু ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্ত আনা। দে সাবধান ধাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন

বিজ্ঞ ব্যাশ্বার এই তিনটি নীতি শ্মরণ রাপিবে ক্সপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় ক্সপান্তর-যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাথে তবে বিনিয়োগের জন্ম টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম।

যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে

রাথে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে ? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি অদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে। কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার ঝুঁকি বেশি, নিরাপন্তা কম। তাই বিজ্ঞা ব্যাক্ষারের কাজই হইল এই তিন্**টি** নীতির মধ্যে সামঞ্জম্ম রাখা। প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য জনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (Successful banking depends laregely on the management of reserves)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের নীতি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনেতেছে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত

তাহা হ ইতে ব্যাক্ষ বঞ্চিত হইতেছে। এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীর। নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কাবের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম. তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরং দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্তান্ত ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাক। আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একইনঙ্গে ইহ। সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত-কারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাখাই একমাত্র নিরাপদ। স্থাসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিযা লইয়াই ব্যান্ধারকে কাজ **চা**नाईर ७ সাধারণত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৮ হইতে ১০% জমা রাথে; দকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অমুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিযোগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন স্থদের

^{*&}quot;Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."

হারে দে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যান্ধারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধন্তলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে এইরপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প বিনিয়োগ সম্পর্কে সময়ের জন্ম টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যান্ধকেও ঐ আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্পসময়ী আমানত লইযা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার ঝুঁকি দে নিতে পারে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রস্থ হইযা উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্রে নিয়োগ করাই ব্যান্ধের পক্ষে যুক্তিসঙ্কত। অধিক সময়ের জন্ম ধার দেওয়ার ছইটি বিপদ, টাকা ফেরং না পাওযার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে ব্রান্ধ হইতে পারে। সেইজন্ম বলা হয় যে, বিজ্ঞা ব্যান্ধারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বৃথিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না, তাহাকে বিভিন্ন সমযের মধ্যে এই বিনিযোগগুলি উপযুক্তভাবে বন্টন করিয়। দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরস্থম (busy season); আবার কখনও কখনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে মন্দা মরত্রম (slack season)। মন্দার মরত্রমে ব্যক্তির ঋণের জন্ম চাহিদা কম, আবার তেজী মরস্থমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যান্ধার এমনভাবে বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে মাহাতে মন্দার মরস্বমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আসে অথচ তেজা মরস্থাে অধিকাংশ বিল ও দিকিউরিটিগুলি ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার নিকট নগণ টাক। পৌছে। মন্দার মরস্বমে যথন বাছের হাতে নগদ টাক। বেশি, তথন দে অতি অল্প সময়ের জন্ম টাকা খাটাইবে, ইচাতে পুব কম আয় হইলেও দে দীৰ্ঘকালান বিনিয়োগে টাকা আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরস্থমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বেশি থাকা বিভিন্ন সময়ে দরকার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝোঁক ফলপ্রস্থ ঋণপত্র আজকাল ব্যাক্ত লির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতে বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যান্ধ এই চিন্তা করিতে পারে।

বিনিরোগের ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া সন্মিলিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্ম ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে স্থাচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সেতরল-ঋণ ও অত্যঙ্ককালীন ঋণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্বল্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা বিভিন্ন তবলতাসম্পন্ন ঋণপত্র

ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটিগুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থদের হার বাড়াইলে সরকারী
সিকিউরিটিগুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ
নিরাপদ নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলত। (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থকা আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাছার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কেব মোট সম্পন্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারলা ন। থাকিতে পারে। তারলা নির্ভর করে দে কি ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব-ইহার ঝণশোধযোগ্যতা উপর। ঋণসম্পন্নতা থাকিলেই ব্যাঙ্কটি নিরাপদ ও তরলতা তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝঁকি কম। অনেক সম্পত্তি এক নয থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবামাত্র ব্যান্ধটি আমানতকারীকে টাকা দিতে না পারে, তবে তাহার নিরাপন্তা নাই। তাই বিনিয়োগের হইতে ব্যাঙ্কের স্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা।

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার ডম্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাক্ষগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারলা বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতের। বহু আ'লোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডালর নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে. এই ব্যাছগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঋণ (shorterm self liquiding, productive loan) দিবে ৷ এই নীতি অমুসরণ করিলে ব্যাক্ষণ্ডাল কেবলমাত্র দ্বব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বর্ণনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখানা হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্ম বাজারে যাইতেছে আসল বিল বা -এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরাথত করার জন্ম স্বয়ংশেধের নীতি ব্যাঞ্চর্ভাল ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে বা বিক্রম হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধে ই এই ঋণ শোধ হইয়। যাইবে—তাই ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পাত (self-liquidating assets) বলিয়া মনে কবা হয়। এই ধরণের কাজে ঋণ দানের নাতকে বল। হয় "আদল-বিলের নীতি" (Real Bills Doctrine) বা "স্বরং পরিশোধের তত্ত্ব" (Theory of Self-Liquidity 11 সমগ্র উন্বিংশ শতাব্দাতে ব্যাক্ষংজগতে এই নীতির প্রাধান্ত ছিল, এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

আধুনিককালে এই তত্ত্বের বহু বধ সমালোচন। হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নাতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যাদ এইরূপ 'আসল-বিলের নীতি' অনুযায়া করা হয় তাহা হইলে ব্যবদায় বাণিজ্য চালতে পারে না। যে-উৎপাদনধার। বা বিক্রয়-ধার। সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছল তাহা সম্পূর্ণ হইবার প্রমুহূর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন এই নীতির ক্রটি সেই ঋণ আবার দেওয়া হইবে (renewal of old loans) এইরূপ শ্রতিঞ্জাতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

^{*&}quot;The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of unattainable moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, A Survey of Contemporary Banking Trends, P 281.

ন্তন ধারা শুক্রর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যাদ্ধ যদি নৃতন ঋণ স্পৃষ্ট করিয়া চলে তবে দেই ঋণস্রোতই দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যাদ্ধ হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাক্ষের। নৃতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়বাণিজ্য স্ত্রাস্থ পায়, দেশের ক্রয়ণক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। ধিনেষত, ব্যবসায়সংকটের য়ুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া আনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নৃতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল ব্যাদ্ধ মিলিয়া ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে বংবসায়বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনিযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রম করিয়া দিতে পারে অপচ তাহার কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই পেই ব্যাঙ্ক তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়। দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনাক্ষতিতে আমি যদি অন্থক্ত বিক্রম করিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধযোগ্যতা এবং তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে অপসারণের নীতি (Shiftability theory)। ক্রত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফ্রেব্

* "If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, Modern Banking (4th Edn) P, 196.

পাইতে পারে—এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে। ফলপ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই বিলপ্তলিকে অন্যত্ত্ব অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা হয়।*

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিময়ে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায় সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাহ্বকে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রস্থ (self liquidating) হইয়া উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাক্কের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাহ্বই অপর কাহারও

কেন্দ্রীয় বাঞ্চই
আশ্রমন্থন

নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে না।
এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চই সর্বশ্রেষ্ঠ তাশ্রমন্থন।

কেন্দ্রীয় বগাঙ্ক যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের প**ক্ষে** তারল্য বজায় রাথা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিসপ্তলিতে বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারল্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

দর্বশেষে আমেরিকার ব্যান্ধিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার ব্যান্ধগুলি আজকাল ব্যবদায়ীদের মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্তও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বৎসর পরে যে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্তে ঋণ-কাল ১ বৎসরের বেশি, কিন্তু ৫ বৎসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিশ্যতের

^{*&}quot;What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount to shiftability." S. K. Basu Contemporary Banking Trends, P 283.

আয় হইতে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মজ্ত্ প্রব্যসামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার স্ক্লকালীন ঋণ-দান ও গ্রহণ করার অস্থবিধা এড়াইবার জন্ম এবং আমে রিকার ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রভূত উদ্ধৃত্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নৃতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহীতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রেয় করিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন

ঋণগ্ৰহীতার ভবিশ্বং প্ৰত্যাশিত স্থায়ের তব ঋণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই ঋণ পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ম ঋণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় "ঋণগ্রহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the

borrower)। এইক্নপে মার্কিন যুক্তরাট্রে ব্যাক্কগুলির বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিশ্বত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাক্ষের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের স্থইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ব্যাস্ক কন্ত্ ক ঋণস্থি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্থাষ্ট হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন হুই প্রকাব আমানত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হুইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহাযে। তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে স্থা-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে।
দিতীয় প্রকার বা স্পষ্ট-আমানত স্বষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে।
এইরূপে আমানত স্বষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যান্ধ কোণা হইতে ঋণ দেয়? যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত

^{*} Dr. S. K. Basu, Contemporary Banking Trends, P. 285-89.

হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যান্ধকে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যান্ধ জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গের তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ ব্যান্ধ কর্ভুক আমানতী আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যান্ধে না রাখিলেও দৈনন্দিন নিজের হাতে নগদ জমা লেনদেনের কাজ চালানো যায়। স্বতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যান্ধ কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ যথন আমানত সৃষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যান্ধের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণগ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত
ব্যান্ধব্যবন্ধা কর্তৃক
কণার্থ সৃষ্টি
হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকারী ব্যান্ধে, অথবা অপর কোন
ব্যান্ধে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিন্তিতে ব্যান্ধ
পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইন্ধপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন
আমানত স্থাই হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্থাইর ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব
হয়। এইন্ধপে ব্যান্ধগুলি মিলিযা সামগ্রিকভাবে ভাহাদের মোট নগদ-আমানতের
বহস্তেশ বেশি মোট ঋণ স্থাই করিয়া থাকে।

মনে করা যাউক, A-বাাছ কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্গকে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অর্থাণ্ঠ 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাহ্বব্যক্ষাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদ্র অগ্রসর হইয় যায়। যাহারা 900 টাকা ঝণ পাইল তাহারা এই টাকা বয়় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-বয়েছে বা অন্থ কোন বয়েছে জমা দিবে। মনে করা যাউক, সেই 900 B-বয়েছ নগদ আমানভরূপে জমা পড়িল। B-বয়াছ 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা বাখিষা 810 অপব কাহাকেও ঋণ হিদাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবাব ধবা যাউক, C-ব্যান্ধে জমা পভিল এবং C-ব্যান্ধ ইহাব 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা বাখিষা 729 টাকা নৃতন ঋণ স্পষ্ট কবিল। যতদিন না পর্যন্ত নগদ-আমানতেব পবিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পবিমাণ এইরূপ দাঁডাইবে যাহাতে নৃতন ঋণস্পষ্ট কবা আব সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন ঋণস্পষ্ট-ধাবা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকাব প্রথম ঋণদানেব ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকাব ঋণ স্বষ্টি পাইবে। স্কতবাং, দেখা যাইতেছে, ব্যান্ধগুলি একত্রে মিলিয়া সমাজে মোট অর্থেব পবিমাণ বাডাইয়া দিতে পাবে।

দেশেব ব্যাপ্ক ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণস্থাইব ক্ষমতাব কিন্তু সীমা আছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাকা নিজেব হাতে জমা বাথিযা দেয়. ভবিয়াতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে বাান্ধ বাবগ্গ কর্তৃ ক এবং সমাজে মোট ঋণস্ষ্টিব পবিমাণ ক্রিয়া যাইবে। ঋণস্টিৰ সীমাৰদ্ধতা দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ কবিয়া কোন ব্যাক্তে জমা না দিয়া দেই নগদ টাকা নিজেব হাতে জমাইয়া বাখে, তবে তাহা ঋণস্ষষ্টি করিতে পাবে না। তৃতীযত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতিব (খোলা বাজাবে কাৰ্যাদিব) দ্বাবা সমাজে নগদ টাকাব পৰিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণস্ষ্টেব পবিমাণ কমিয়া যাইতে পাবে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তথনই বাজি থাকে যথন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাক্তেব পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেযাব ও সম্পত্তি থাকা দবকাব; তবেই ঋণেব প্রসাব সম্ভব। অধ্যাপক সেযাদ ঠিকই বলিযাছেন বে. "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

সর্বোপনি, মনে বাথা দবকাব যে, ব্যাস্কগুলিব ঋণস্থিব ক্ষমতা নির্ভব কবে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংথক ব্যক্তি ঋণ লইতে না আসে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণপ্রসাবের এই ধারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পাবে না। বোড়াকে জলের নিকট পৌছানো চলে, কিন্তু জলপানে

বাধ্য করা যায় না; ঠিক সেইদ্ধপ ব্যাক্ষের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্র ব্যাহিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে. ইউরোপের কয়েকটি পেশে (যেমন ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম শুভৃতিতে) প্রাচীন ব্যাঙ্কিং-নীতির বদলে নৃতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল স্বল্পকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানোঃ ব্যাঙ্কঞ্জ সাধাবণত কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ম টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্ম তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়া মিশ্ৰ ব্যাক্ষিং কি রাথিয়াছে। নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যাঙ্কদকল ও কেন এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নুতন নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের ব্যাক্ষম্ম বিনিয়োগ-ব্যান্থিং (Investment Banking) শুকু বাণিজ্ঞিক করিয়াছে। যুদ্ধোন্তর অর্থ নৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থ নৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন । যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাক্ষিং-নীতি ভাঙিয়া পডিয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং বিশেষ স্থিবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, স্থইজারল্যাও প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়। এখানকার ব্যাক্ষাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আছন্ত খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিশ্বও উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যথেষ্ট মিশ্র বাাঞ্চিং এব চিন্তা করে। ভবিশ্বতে বিক্রয়ের জন্ম বাজারে শেযার ছাড়া হইবে ইহার ভিন্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্ম ব্যাঞ্চ সেই শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আগ্রাররাইট করে, নিজেদের স্থনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতের

তুলনায নিজস্ব মূলধনেব পরিমাণ বেশি হয়, আমানতের অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তাহা হইতে ব্যাঙ্কের মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ শিল্পের দীর্ঘকালীন মূলধন ভাগুরের নিযোগ করা সম্ভবপর। এই ধরণের বিনিয়োগে লাভের হার বেশি, উপরস্ত যে-ঝুঁকি আছে তাহা দ্ব করা অসম্ভব নয়। খুর সারধানতার সহিত ও বিবেচনা করিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইরূপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং ক্যেকটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া সিণ্ডিকেট বা কন্সটিয়াম গঠন করিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে সভাবতই ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি পরস্পরের মভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হন, শিল্পিত বাজারের অবস্থা জানিতে পারেন, আবার ব্যাঙ্কারবাও শিল্পটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এডাইবার চেঠা করিতে পারেন।

মিশ্র ব্যক্তির কর্টি বিচ্যুতিব দিকটাও আলোচনা করা দরকার। এই ক্রটি বিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায-সংকটের যুগে, কারণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বা বিনিযোগের মূল্য ব্রাস পায়। ব্যক্তির অধিকাংশ বিনিযোগই আবদ্ধ হইযা পড়ে, নগদ টাকায় দ্ধপান্তবন সন্তব হয় না। ১৯২৯ – ৩০ সালের অর্থ নৈতিক সংকটে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্ত দেশে ইহাই ঘটিযাছিল। আমেরিকার ব্যক্তিগুলি নিজেরা বা তাহানের সহ-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শেষার-বাজারে প্রভৃত টাকা খাটাইয়াছিল, তাই শেয়াবের দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যক্তিগুলি

প্রায়ই সাবধানতাব সীমাবেখা অতিক্রম কবিয়া দীর্ঘকালীন মিশ বাান্ধি ৭ব ক্রটিবিচু তি
থাটাইত, ফলে তাহাদেব অবস্থা সর্বদাই তাবলংহীন হইয়া উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিযোগেব দকণই ১৯৩২ সালে

ফ্রান্সেব Banque Nationale de credit ভাঙিয়া পড়িয়াছল; ঠিক একই কাবণে Austrian Creditanstalt বিশেষ বিপদগ্রন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোব সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদাবিব মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশেব স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুচ্ছ কবিয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতাব স্পৃষ্টি কবে। বাঙ্কদমূহ অসন্ত ধবণেব বিনিয়োগে প্রমন্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তাবলক্ষীন সম্পত্তিতে আমানতকাবীদেব টাকা আবদ্ধ কবিয়া ফেলে।

এই সকল বিরূপ অভিজ্ঞতাব ফলে অনেক শেশই মিশ্র বা ক্লিং-এব বিক্তম্ব আইন প্রণয়ন কবিয়াছে। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে আইন কবিয়া বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাক্ষসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে। স্ইভেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যাক্ষিং এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুন্গঠনের

বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া যাইতেছে সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাদ্বিং রীতি গ্রহণ করার কথা
চিন্তা করিতেছেন। ব্যাকগুলির হাতে টাকার পরিমাণও
বাড়িয়া গিযাছে, স্বল্পকালীন বিনিযোগে আর তাহাদের
উপযুক্তভাবে নিযোগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত

দেশগুলিতে ব্যক্তিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যক্তিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

ব্যান্ধিং-কাঠামো: একক ব্যান্ধিং বনাম শাখা-ব্যান্ধিং (Banking Structure: Unit-Banking vs Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে ত্বই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ বিটিশ ধরণের শাখাব্যাঙ্কিং এবং মার্কিন ধরণের একক বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং। ইংলণ্ড ছাড়া কানাডা. দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যাঙ্কিং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই একক ব্যাঙ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখা-ব্যাঙ্কিং এর স্থবিধাগুলি পাওয়ার জন্ম করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (Corresponding Bank

System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চ্যের ইউনিট ব্যাশ্বিং ও শাগা- কোন স্থানীয় ব্যাহ্ষ বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাহ্মে বাাহ্মিং কাহাকে বলে
নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান
হইতে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কোন

শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় কবাও স্থবিধাজনক হয়। বিবাট শাখা-অফিস না রাখিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যান্ধণুলি শাখা-ব্যান্ধিং-এব স্থবিধা কিছুটা ভোগ কবিতে পাবে। উভয় প্রকাব ব্যান্ধ-কাঠামোন স্থবিধা-অস্থবিধা আলোচনাব সময়ে এই কথা মনে রাখা দসকাব। শাখা-ব্যান্ধিং-এব স্থবিধাগুলি আলোচনা কবিলে ইউনিট ব্যান্ধিং-এব অস্থবিধাগুলি ধনা পভিবে; আবান ইউনিট ব্যান্ধিং-এব অস্থবিধাগুলি ধনা পভিবে; আবান ইউনিট ব্যান্ধিং-এব স্থবিধাগুলি বিশ্লেষণ কবিলে শাখা-ব্যান্ধিং-এব ক্রটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাথা-ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধাব মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বৃহৎমাত্রায উৎপাদনেব ব্যবসংকোচ ও হুযোগসমূহ পাইতে পাবে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষাযণের হুবিধা পাওযা যায। তাহাদেব বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিযোগ কবিতে পাবে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ প্রসাব কবাব স্থবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পবিচালনাব কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধাবণ ও অন্থান্থ উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচাব কবাব কাজে। নিযোগ কবিতে পাবে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধা হইল যে. প্রতিটি শাখা-অফিন কম নগদ জমাব দাহাযে কাজ চালাইবাব স্থোগ পাষ। দ্বকাবেৰ সম্য একটি শাখা অপৰ শাখা হইতে টাকা লইয়া আসিয়া কাজ চালাইতে পাবে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা বাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম বাাহত হয না। কবেদ,পণ্ডেণ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাস্কণ্ডলিও এই স্থবিধা পাম; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপৰ ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা বাথে তাহা হইতে হুদ পায না (ব। পাইলেও থুব কম পায)। তৃতীযত, ইউনিট ব্যক্তিং-এব তুলনায় শাথা-ব্যক্তিং ব্যবস্থায় কম খবচে এক স্থান হইতে অভা স্থা'ন টাকাব আদান-প্রদান কবা চলে। আমানতকাবীবা যথন টাকা জমা বাথে তখন তাহাবা এই সকল সুযোগ-সুবিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খবচায ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহাবা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা বাথিবাব চেষ্টা কবিবে। চতুর্থত, ইউনিট শাথা বাাঞ্চিতএব স্থবিধা वराक्षिः-এव जूननाय गाथा-वराक्षिः-वरवन्त्रा विভिन्न न्यात्नव ও ইউনিট বাান্ধি এব মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইযা রাখিতে পাবে। এক বাক্সে যেমন অম্ববিধা কি কি সকল ডিম বাখ যুক্তিযুক্ত নয সেই বকম একটি অঞ্চলেব

অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপব ভরদা না কবিষা বিভিন্ন অঞ্চলে ছডাইষা পড়া ভাল। কোন ছর্ণশাগ্রস্ত অঞ্চলেব লোকদান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলেব লাভ দিয়া পুরণ করা চলে। এই কাবণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার কৃষি-অঞ্চলেব ব্যাক্ষণ্ডলি বন্ধ হইযা যায়, কিন্তু ব্রিটেনেব ব্যাক্ষসমূহ কোনমতে টি কিযা যায। ভাবতেও এইৰূপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্গাব সমযে ওখানকাব স্থানীয ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইযা উঠিযা গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে যে-সকল ব্যাঙ্কেব শাখা ছিল, তাহাবা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদেব অবস্থা मामलारेया नरेए পावियारह। পঞ্চমত, শাখা-ব্যক্তিং-এব দরুণ দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব স্থদেব হাবে তাবতম্য কিছুটা দূব হয, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের মবে৷ মূলবনের চলনশীলতার অভাব স্থাদের হাবে আঞ্চলিক তারতম্যের অক্ততম প্রধান কাবণ। কোন অঞ্চলে স্তদেব হাব বেশি হইলে কম স্থদেব অঞ্চল হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলেব श्रुपन होरत পार्थरकात माजा कामगा जारम। यष्ठेठ, এইভাবে এक अक्ष्म हहेरिछ অন্ত অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও স্থবিধাজনক হওযায় ব্যাঙ্কেব মোট মুনাফা বুদ্ধি পায। কোন একটি শাখায টাকা অলস হইয়া প ডিয়া থাকাব উপক্ৰম হই**লে** উহাকে অপব অঞ্চলে পাঠানো চলে যেখানে বেশি স্থদেব হাবে উহাকে নিযোগ কবা হয়। সকল অঞ্জল তেজী বা মন্দাব মবস্থম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ স্থাবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাস্থিং-এব স্থবিব। হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকাব ঋণপত্র এবং বিনিযোগেৰ মধ্যে ৰ হ্নি পছন্দ বা বাছাই কৰাৰ স্থবিধা পায। কোন এক বিশেষ ধবনেব ঋণপত্রে টাকা খাটানো হইবে, এই দিদ্ধান্ত একবাব গ্রহণ কবা হইবাব পব বিভিন্ন শাখাৰ মাৰমৎ সাৰা দেশে সেই হকাৰ ঋণপত্ৰ খুঁজিয়া বাহিব কৰা সম্ভব। অষ্ট্রমত, শাখা-বা স্বিং কম বাবশীল, শাখা-মফিসগুলি সাধাবণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা বরা চলে, বিস্তু ইউনিট ঝাঙ্কেব পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদেব মতে সকল শাখাব ব্যে যোগ দিলে দেখা যায় ইহাতে ব মেৰ পৰিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং থাকিলে দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব অবস্থ। ও সমস্যাগুলি ব্যাম্ব-কর্তু পক্ষ জানিতে পাবেন, দেশেব দামগ্রিক অর্থ নৈতিক ববেস্থা, অধিবাদীদেব অভ্যাদ, বীতিনীতি ও জীবিকা প্রষ্ঠতি সম্পর্কে তাহাদেব জ্ঞান গভীবতব হয়। ব্যাক্ষাবদেব জ্ঞান ও বিচাববুদ্ধি অনেক তীক্ষ হইষা উঠে, ব্যাঙ্কিং-পবিচালনাৰ মান উন্নত হয়। উপবস্তু, বিভিন্ন অঞ্চলেব আঞ্চলিক প্রযোজন মিটানোও সম্ভবপব হয। সর্বোপবি, বাাকেব শাথাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীবা কোন এক শাথায় কাজ কবিলে ব্যাঙ্কিং-এব সকল প্রকাব কাজকর্ম শিথিতে পাবে, ক্রমে জটিল ধরণের কাজ বুঝিতে পাবে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব অস্থবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধাগুলি আলোচনাকবা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটিব কাজেব জন্য দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব অথিবাসীবা মদি প্রয়োজনবাধ না কবে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কটিব শাখা প্রতিষ্ঠা কবিলে বহুপ্রকাব অস্থবিবা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশে আইন-কাসুন, ব্যবসাযেব বীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকাব ইউনিট সবল বিষয়ে পার্থক্য থাকে — শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অস্থবিবাব মধ্যে কাজ কবিতে হয়। ছিতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ উপযুক্ত পান্চালনা ও নিযন্ত্রণেব বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। বহুদ্বে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলিব উপব নজব বাখা খুবই অস্থবিবাজনক, উপযুক্ত নিযন্ত্রণেব অভাবে যে, কোন শাখা নপ্ত হইযা যাইতে পানে। ভূতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যববহুল ও অপচ্যমূলক। প্রত্যেবটি শাখাব পবিচালনা ও বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ম ব্যাক্ষরে ব্যয় বাভিষ্য চলে মুনাফাও হ্রাস্থায় ব্যাঙ্কিং এব অস্থবিধা

শাথা ব্যাক্ষি°এব অস্কবিধা ও ইউনিচ ব্যাক্ষি°এব স্থবিধা কি কি

কাজকর্মেব মোট পরিমাণ বাডে বটে, কিন্তু শাখাগুলিব মধ্যে যোগাযোগ বক্ষা কবা ও কেন্দ্রীযভাবে উহাদেব পরিচালন

কবাব ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখাব অবিবেচনা ও গাফিলভিব দরুণ সেই শাখাব প্রতি লোকেব আস্থাহীনতা জন্মাইলে অস্থান্থ শাখাব উপবও আমানত-কাবীদেব বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যান্ধটি ক্ষতিগ্রস্ত হইযা পড়ে। অবশ্য ইহাদেব বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপব শাখাব শক্তিস্তম্ভও বটে, কাবণ কোন একটি শাখায় বান্ হইতে শুক্ত হইলে অস্থান্থ সকল শাখাব অর্থ ভাণ্ডাব ঐ শাখাব সাহায্যে অবিলম্বে ছুটিয়া আসিতে পাবে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যান্ধ ছুবল হইলে সেই ব্যান্ধটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাদ্ধিং ব্যবস্থায় কোন একটি ছুবল শাখাও সমগ্র ব্যান্ধটিকে ক্ষতিগ্রস্ত কাব্যা তুলিতে পাবে। শাখা-ব্যাদ্ধিং-এব ছ্রেচ্ছায়ায় ছুবল ব্যান্ধগুলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধাবণ ভাহাদেব ক্রটিবিচ্যুভিগুলি ধরিতে পাবে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যাদ্ধিং ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থ্রত। আসিয়াণ পড়ে; সকল সিদ্ধান্তেব ব্যাপাবে প্রধান-কার্যালযেব দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ফলে জক্ষবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সন্তব্যবহ হয় না। সপ্তমত, প্রযোজনের মাত্রা ছাড়াইয়া শাখা-ব্যাদ্ধং এর প্রসাব ঘটাইলে যত্রত্র ব্যান্ধ্বে

শাখা গজাইযা উঠে, ব্যাঙ্কেব আধিক্য দেখা দেয়। ইহাব ফলে শুরু হয় আয়ঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আরুষ্ট কবাব উদ্দেশ্যে আতিবিক্ত হাবে হাল ঘোষণা, এবং কাঁকিবহল বিনিযোগে টাকা খাটাইবাব প্রবাতা। অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই ব্যাঙ্কেব পরিচালকদেব স্থানীয় লোকজন, তাহাদেব ব্যবদায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতব জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবদায়ে টাকা খাটানো নিবাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পাবে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রযোগ কবা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকেব পক্ষে বিশেষ অস্থ্রবিধাজনক। পাবিবাবিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কাবণে এই পরিচালক অনেক সময় অমুপযুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাথা ব্যাঙ্কেব পরিচালকেব এই অস্থ্রবিধা নাই। ঋণদানেব প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রাহ্ম কবিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তিব উপব দায়িত্ব অর্পণ কবিয়া নিজেব মুখ বক্ষা কবিতে পাবেন। ।

উপসংহাবে, আমবা বলিতে পাবি যে, উভযেব তুলনামূলক বিচাবে শাখাবাাহ্বিং-এব পক্ষে যুক্তিগুলি দৃট এবং ইহাব স্থবিবাই বেশি। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব গ্রামাঞ্চলে শহবেব ব্যাম্বাবদেব সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিদ্ধপতা আছে, তাহা ছাডা সাবা দেশে অর্থেব বাজাবে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (Money trust) শডিয়া উঠিতে পাবে এইদ্ধপ ভযও লোকেব মনে আছে। গাখাব্যাহ্বিং এবই প্রসাব দেগা যাহতেতে অপ্রকাশ্যে শাখাব্যাহ্বিং গডিয়া উঠিতে পাবে নাই। কিন্তু অপ্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যাঙ্কেব শেয়াব ক্রম কবিষা প্রস্পব-সংলগ্ন ডিবেক্টাবা (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

^{*&}quot;The individual banker may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, Modern Banking, P. 26.

^{† &}quot;At the sametime, the remoteness of Head office and the local manager's subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occassion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction 'Head office' without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, Modern Banking Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিযা কর্তু পঞ্জিয়া উঠিয়াছে – ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্বোত্তম ব্যাক্ষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সর্বরাহ করে ব্যাঙ্কসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুলধনগঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্ম উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের দমস্ত দঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, স্বতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে। দেশের কিরূপে ব্যাক্ষণ্ডলির ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়-রাণা হয় বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে। ভাল ব্যান্থ ব্যবস্থাব সর্বপ্রথম প্রযোজনীয গুণ হইল নিরাপতা। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্ম সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমত দেশের সবকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয়—নিমতম মুলধনের পরিমাণ, নিমতম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাথা ও উপশাথার সংখ্যা, রিজার্ভ তর্হাবল গঠন প্রভৃতি। দিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে. সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীযত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝাঁ কি এড়াইবার জন্ম বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঙ্কিং-কাঠামো গডিয়া উঠিতে পারে।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই যে ভাল ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিবে এক্লপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই ভাল ব্যাঙ্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় -শর্ত। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে ভাল ব্যাঙ্কার সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক। ভাল ব্যান্ধ ব্যবস্থার জন্ম দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যান্ধ গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার স্থবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্বগুলি স্কুছিভাবে গড়িয়া উঠিতে হুইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, ইহা হুইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হুইলে ব্যাহ্বের উপর তারল্য আস্থা টুটিয়া যায, স্বতরাং ব্যাহ্বগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে স্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমর। জানি, দেশের সকল ব্যান্ধ মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণস্থী করিতে পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিদাবে লিথিয়া রাখিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চয় করে ব্যান্ধগুলি সেই স্বেচ্ছাক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ দারা তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে দের না। নিজেদেব ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহারা নিজেরাই স্পর্টী করে। ব্যান্ধগুলির হাতে ঋণস্থীর এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ-ভাণ্ডারের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বুদ্ধি করে। ব্যাক্ষ্পণের

ছিভিছাপকতা প্রসারের ফলে বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা হন, ববেদায়ীরা তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্ত চলতি মূলবন এই ব্যাস্কণ্ডলির নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। স্থতরাং ভাল ব্যান্ধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

সর্বোপরি, দেশের বর্গন্ধ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাথা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঝাশ্যুষ্টি হইতে থাকে, তবে ক্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঝাশ্যুষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাল্পঝণের অতিরিক্ত স্থায়িত্ব প্রসার বা সন্ধোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই হইল মূল কথা । দেশের ব্যাল্পব্যবস্থায় এই স্থায়িত্ব আছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের হাতে স্বস্ত । কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ অর্থ নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায়ে ব্যান্ধ ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যান্ধ্যি সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

ৰাণিজ্যিক ব্যাক্ষের জাভীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যাঙ্কিং-এব জাতীযকবণ বলিলে বোঝা যায় সাধাবণভাবে পেশেব সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পবিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তিব हार्ए इहार পरिচालना थार्किए ना। अथम महामुख्य পर हहेर् अधिरीव বিভিন্ন দেশে বাঙ্কগুলিব উপব সবকাবী কর্তৃত্ব বাডিয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আধুনিককালে জাতীয়- কেন্দ্রীয় ব্যাস্কই সবকাবী মালিকানায় অথবা নিযন্ত্রণে পবিচালিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দাব তীব্ৰ ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰ্য ও অবাব বাণিজ্যেব বাবণা আব নাই। বাষ্ট্রীয় মা লকানা ও জাতীয় পবিকল্পনা এই ছ্ই ভাববাবাব প্রভাব বৃদ্ধি পাইযাছে। শিল্পোত্মত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কেব লক্ষ্য হইযাছে পূর্ণ কমসংস্থান প্রতিষ্ঠা কবা, আব অনুনত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসাবণ জাতীয় অর্থ নৈতিক নাতি হইয়া দাঁডাইয়াছে। পুথিবীব প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় বাজি আফু ইংলাও এবং তাহা ছাডা ব্যান্ধ অফ ফ্রান্স, সেণ্ট্রাল বাঙ্গ অফ্ চেকোসোভাবিষা, কমনও্যেল্য বাঙ্গ অফ্ অক্ট্রেল্যা, বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইওয়া প্রভৃতিব জাতাযুক্তবণ হইগা গিয়াছে। কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কগুলিব জাতাঁগৰৰণ সম্পকে মোঢামুটি সকল চিন্তাশীৰ বংক্তিই একমত হইথাছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাস্থণ্ড লব জাতীয়কবণ বিষয়ে এই পান্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায নাই।

থধ্যপক সেযার্স (Sayers) জাতীয়করণের এই সমস্থাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচাব বাবয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলির জাতায়করণ হইলে উহারা আনও দক্ষতার সহত কাজকর্ম করিতে পারিরে, বেসনবারী মালিকানায় থাকেলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসবকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যান্ধগুলি দেশের সঞ্চয় করা এবং বিভিন্ন জাতীয়করণের দারির দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী পিছনে যুক্তিসমূহ কর্ত্পক্ষের প্রায় ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যান্ধগুলির পরিচালন-ব্যয় কমিয়া যাইরে এবং বছপ্রকার অপর্য় ও অপচ্য বন্ধ হইরে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্তভারে, নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থস্টের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলিরও কম নয়। স্থৃতরাং দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার মান বেদরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবদায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চতুর্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থস্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। বেদরকারী টাকার ব্যবদায়ীর। বেদরকারী শিল্পকেই দাহায্য করিবে। দুমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায় করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ হৃদ হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যান্ধ-ব্যবসায়ীরা ফাট্কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিন্ধির চেষ্টায় বহু ব্যান্ধ নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চয় যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। স্থতরাং সকল আমানতকারীর স্বার্থে এবং দঞ্চয়ের নিরাপত্তা বজায় রাথার জন্ম ব্যবদায় পবিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যান্ধগুলি সরকারী হাতে চলিয়া
গোলে দীর্ঘস্ত্রতা, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদনে
অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিয়া
এই সকল যুক্তির
বাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা ব্যান্ধ-ব্যবসায়ের ছুইটি পরম
বিরোধী বন্ধ্বা
প্রোজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয়।
জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটাই
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিয়ন্ত্রণের হারা পাওয়া সন্তবপর। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ

হইলে ব্যান্ধ-ব্যবসায়ের মান ব্রাস পাইবে, স্থতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই—ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

বে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা
হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পরের
অর্থের ক্য়-বিক্রয় ও
সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের
'বিক্রেতা', স্থদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ
বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের
বাজার পুবই সংগঠিত; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়: অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ম সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, ক্যেকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্ম ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ দেয়; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিযোগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সম্যের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় যৌথ-মুলধনী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বর্ণনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্ম এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংলণ্ডে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায় প্রধানত) শেয়ারের দালালগণ (Share brokers)। বিভিন্ন প্রকার ধণের ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রস্থ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-স্লেদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাক্ষণ্ডলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরমুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অভ্য যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা ঋণ- প্রহীতাগণকে 'নিঙ্ভাইয়া' ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় বে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয়। অবশিষ্ঠ ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অভাভ্য সম্পত্তির সহিত সহ-বদ্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাথিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেক্রে অতি অয় সময়ের জভ্য যে-স্থদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাট্কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাদ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়য়্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্ম সল্পলীন ঋণ দেওয়া
হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাহ্বসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন
স্বল্পকালীন স্থানের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ
দেয় এবং বিল ডিস্কাউণ্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার
আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার স্থােগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়।
ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে
ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্রিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে দীর্ঘকালীন ঋণের সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রাজার রপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্মীর জন্ম সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রম-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

খাণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্ম পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র আজারে ঋণদানের জন্ম বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত অক্সমানী খণের থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাহ্ব আছে: বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাহ্ব, শিল্প ব্যাহ্ব বা বিনিয়োগ ব্যাহ্ব, জমি-বন্ধকী ব্যাহ্ব, সমবায় ব্যাহ্ব, কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব, আন্তর্জাতিক ব্যাহ্ব প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঋণদান করে।

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাষ্ক। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান-শুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ স্থদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও লক্ষ্য অনুযারী নির্ধারিত করার প্রযাস পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে অর্থের শুক্কতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্তত্ম প্রধান দায়িত্ব।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাক্ষসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পারের সহিত যুক্ত এবং একে অন্সের উপর নির্ভরশীল। সমাজেব বিভিন্ন ব্যাক্তর বিভিন্ন ব্যাক্ষর গ্রাহক, স্থতরাং ব্যবদা-বাণিজ্যের কার্বে এক ব্যাক্ষর আমানতকারীগণে অন্স ব্যাক্ষর আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। কলে প্রত্যেকটি ব্যাক্ষই অন্স ব্যাক্ষর নিকট হইতে দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাক্ষ অন্স ব্যাক্ষর নিকট হইতে পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার দেই ব্যাক্ষকেই নগদ ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পারিক নগদ লেনদেন অহেতুক পারস্পারিক দেনাপাওনা পরিশ্রমশাধ্য ও অপব্যরমূলক। স্মৃতরাং বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া ব্যাক্ষর প্রতিনিধিশণ পারস্পারিক দিনাপাওনার

হিসাব করিয়া খাতায়-পত্তে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য পরিচালিত হয এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট রক্ষিত নিজেব জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন কবে।

अनु मीननी

- Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.
 - 2. What are credit instruments? Discuss their utility.
- 3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.
- 4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.
- 5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense, manufacturers of money." Discuss.
 - 6. Describe how the commercial banking system can create credit.
 - 7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.
- 8. Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money.
- 9. "The bank does not create money out of thin air; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.
- 10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure their liquidity?
- 11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.
- 12. "Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.
- 13. Annalyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.
- 14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.
- 15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability" theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.
- 16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.
 - 17. What is Mixed Banking? What are its merits and dangers?
- 18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial banks of a country.
 - 19. Discuss the essential requirements of a good banking system.
- 20. What is Money Market? Discuss the constituents of a typical money market.

কেব্দীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকার চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা স্থদের হার যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্ম টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্যনা থাকে. এই সকল

বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ম একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা

টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্যেব

দরকার। কেন্দ্রীয় বাাক্ষ এইরূপ নিযন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। নিষ্মুণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান তথু টাকার দাম নয়, টাকার মূল্যে কথন কিরূপ উঠানামা

হইতেছে, দেই বিষয়েও লক্ষ্য রাথা দরকার। যে-দক**ল** প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে (যেমন ব্যাঙ্ক) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে। দর্বোপরি, যত দিন ঘাইতেছে, ততই সকল **দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ কবিতেছে। কেহ** পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা দ্রুত শিল্পোর্যনকে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও স্থাপের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রকে তাহার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্য-এই দকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্ব লইতে পারে, এইক্লপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সকল দেশেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এমন সময় ছিল যথন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইরূপ নির**ত্ত্রণ** করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মামুষ্মাত্রেই ভুল করে, স্থতরাং দেশের সামগ্রিক লেনদেন অর্থ নৈতিক কল্যাণ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই দরকার নাই, তাঁহার। এইরূপ মনে করিতেন। আজকাল অবশ্য এই সকল মুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বছবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আজ-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই।

টাকার মূল্যে কথনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে; কথনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন পাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কথনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যন্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল স্বাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠাব পক্ষে।

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আদিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহালের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল, বগু, শেয়ার, সোনা—ইহারা সবাই টাকা, সকলেই কোন

কিন্তু বৰ্তমান কালে ইহা অবগ্য প্ৰযোজনীয়

না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্জরপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে।

এত বিভিন্নরূপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কতটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দর্কার হইয়া পড়িয়াছে।

টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক দরকার—এই যুক্তির দক্ষণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূণোনত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয় নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মুলধন-গঠন ও মুলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার বাজারের জটিলতা ভটো নাই। উপরস্কু এই সকল দেশে ব্যাস্ক বা বিনিয়োগ-

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেযাব না থাকায ইহাদেব কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে সম্প্রকালীন অনুত্রত দেশে ইহার টাকাব বাজাব এখনও গডিয়া উঠে নাই। দবকাব আছে কি ? বাণিজ্যিক ব্যাষ্টগুলি সম্ভাকালীন বিল ও বাজাবেই সিকিউবিটিগুলি বেচাকেনা কবিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইৰূপ টাকাব वांकाव ना शांतक, ज्रात त्महे (मार्ग किन्तीय वारिक्षव मवकाव नाहे भारत कवा हाला। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসাব কম বলিয়া লোকেব স্কল্পকালীন বিনিয়োগেব ততটা দবকাব নাই, বিভিন্ন ধবনেব ঋণপত্রগুলিব মধ্যে হলেব হাবে সমতা বাথাব প্রশ্নও ততটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তবল সম্পত্তিব স্বষ্ঠ আদানপ্রদান নির্ভব কবে এই **সকল** বিভিন্ন ঋণকালেব মধ্যে স্থানেব হাবে সামঞ্জন্ম থাকাব উপব। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যদি উপযুক্ত পবিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকাবী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন কবিষা লাভ কি ? সূর্বোপবি, অনুনত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব উপব সবকাবী হস্তক্ষেপেৰ সম্ভাবনা খুবই প্ৰবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপবিপক্ক ৰাজনৈতিক নেতাদেব হাতে দেশেব টাকাব বাজাবেব নিযন্ত্রণ-ক্ষমতা চলিয়া যাইতে পাবে। এইন্ধপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চেব কোন দ্বকাব নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

এই সকল যুক্তি আমবা মানিয়া লইতে পাবি না। ই হাবা মনে কবেন যে, ব্যান্ধগুলিকে নিযন্ত্ৰণ কবা ছাড়া কেন্দ্ৰীয় ব্যান্ধেব আব কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকাব প্রচলন ও গতিবেগ নিযন্ত্রণ কবা, সবকাবেব ব্যাশ্বাব হিসাবে কাজ কবা এই সকল কাজ কে কবিবে প অধ্যাপক সেযাসে ব (Sayers) মতে অনুনত দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব লেনদেন স্বষ্ঠুভাবে চালানো বা টাকাব বৈদেশিক মূল কে স্থিব বাথা সবই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুলায়িত্ব, এই সকল বিষয়ে সবকাবেব উপদেণ্ডা হিসাবে উহাব ভূমিকা আবও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায় কবাব জন্ম বাণিজ্যিক ব্যাশ্বগুলি প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনা করাব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দবকাব। আব •বাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অনুত্রত সকল দেশেই আসিতে পাবে, এইন্ধপ অবাঞ্থনীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাথার চেষ্টা সর্বদা করা প্রযোজন। বহু অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমবা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

বণাঞ্চের প্রতিষ্ঠা বছভাবে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিয়াছে।

দেশের অন্থান্থ ব্যাক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক বাক্ষণ্ডলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্ম, ইহাই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্ম, মুনাফার জন্ম নয়। তাই নোট প্রচলনের অধিকার অন্থান্থ ব্যাক্ষকে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষকে ইহার একচেটিয়া কন্ত্রপথ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্থান্থ ব্যাক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে

অন্থান্ত ব্যাঙ্কেব সহিত ইহাব অনেক পাৰ্থকা

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ, উহাদের পর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন

(lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে।

সবকারের ব্যান্ধার রূপে অন্যান্থ ব্যান্ধ কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধেরই দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যান্ধের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল বজায় রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যান্ধিং-এর নীতি নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে স্থানীভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল

জাতীয় কবণ ও বাইয় নিয়ন্ত্ৰণ প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গকে মুক্ত রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের

বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভূক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যুৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উচ্যোগ ক্রমেন স্ট হইয়া যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, ইহার জন্ম বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; আইন-সভার সদস্থ বা পার্টি-নেভাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সন্তব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-কেভাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তথন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনহার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রভিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্জাদের ঝুঁকি প্রহণ বা অধিক উল্লোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা

কেন ও কিরপে অমুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়।
আর যদি কোন মূনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগুরে যাওয়াই
উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে

দেশের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থ নৈতিক বছবিধ কারণের কার্যফলের উপর। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, যুদ্ধানানীন উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধান্তর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের দিকে কোঁাক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের অর্থনীতি ঠিক কিন্ধপ ভাবে চলে, সেই গতিধারা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শান্তের উন্নতি — সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্র আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা স্থষ্টি হইযাছে, ইহার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হইয়াছে। স্থতরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধকে নিযন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রম্ব করিয়া, পরিচালকমগুলীতে মনোনীত সদস্থ নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন করিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank)

রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বণাস্ক বিভিন্ন রকম কাজ করিয়া থাকেন।

প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণেব একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজিকে হাতে গুস্ত থাকে। ব্যাক্ষসমূহ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওযা হইয়াছে। গডিয়া ভোলা ও পবিচালনা কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতে ইহা মুস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে: স্থুতরাং দেশে অর্থ নৈতিক লেনদেনের প্রভূত অস্থবিধা হয়। এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাক্ত ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়ীছে কারণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যক্তির ঋণপ্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আম্বা ও বিশ্বাদ স্বভাবতই বেশি থাকে। তাহা ছাড়া,

নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্ম নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতেই রাখা উচিত।

দিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আর জমা হয়, কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক
হিসাবে কার্য
অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবও রক্ষা করে।
সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর।
সরকারের জন্ম প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত স্থদ
দেয় এবং পরিশোধের ব্বেস্থা করে।

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষদমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট জমা রাথে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্বারিত। এই জমা রাখিবার ফলে বলক্ষণ্ডলি প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় বলস্কের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাক্ষসমূহের ব্যাক এই প্রদঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ হইল ভিসাবে কার্য দর্বশেষ ন্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প দময়ের মধ্যে হঠাৎ **প্রয়োজন হ'ইলে বাণি**জ্যিক ব্যাষ্ট্রসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্কলকালীন ঋণপত্তের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই ঋণের ছার। নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ স্থদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনদ্ধপ ব্যক্তিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি-গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই স্থবিধার ফলে मर्वत्यव खरत्रत्र अग मान তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা স্থবিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। ब्याक ना शंकितन, वर्षवा अन-भज वा विनिमय-विन প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের স্থবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থক্সপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; ভাছাদের অর্থলগ্রীর পরিমীণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবদায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত : ঋণ-ব্যবস্থা সংকুচিত থাকিত।

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট বা দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত কর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জমা রাথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে কর্ণমান চালু থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের কথের বহির্ম্ ল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এক্লপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব।

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্ম ব্যাক্কঋণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের অন্মতম প্রধান কাজ। ব্যাক্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের স্বান্ধের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ,

বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে *গনিষন্ত্রণ পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেরই দায়িত্ব।

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামন্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না; ব্যবসায়সমূদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনৈতিক

দামস্তর স্থির রাথা বাশিজা-চক্র দূর করা, পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ নৈতিক ক্রমোগ্লতি

অবস্থা স্থায়িভাবে বজায় রাখিবার জন্মও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুনত দেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (Econo-

mic growth) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিসমূহ পরিচালনা করা।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থান্থ বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ম ক্লিয়ারিং হাউস ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা গ্রন্থতি পরিচালনা প্রকৃতি পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয়

ব্যাদ্ধকেই করিতে হয়।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামূটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা ব্ঝায় না, ব্যাক্ষের যে-আমানত হইতে চল্তি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় টাকার সমানই কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত খণ নিয়ন্ত্রণের প্রযোজনীয়তা দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাক্ষের আমানত। তাই দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রযোজন এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-স্থষ্টি বা ঋণদান-ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের জানা থাকা দরকার।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধ কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাদ্ধ-রেটে পরিবর্তন। যে-হারে সরকারীভাবে
কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধ বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাদ্ধ-হার
বা ব্যাদ্ধ-রেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাদ্ধ-হার হইল কেন্দ্রীয়
ব্যাদ্ধ-হারে পরিবর্তন
ব্যাদ্ধ-হারে পরিবর্তন
কমাজে দ্রব্যসামগ্রী রৃদ্ধির তুসনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ
বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুসনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয়
ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ-হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাদ্ধ-হারে বৃদ্ধির ফলে বাজারে স্থদের হারও
বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম
পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোত্ত ভাঁটা পড়ে। ব্যাদ্ধ-হার
কমাইলে ঋণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে
থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে জায়ার আসে।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রেয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার যোগান বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকার পরিমাণ ক্যাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, গোলাবাজারের কার্যকলাপ এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাত হইতে নগদ টাকা হুলিয়া লয়, ফলে ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্পন্ত করিবার ক্ষমতাও কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রেয় করিয়া লয়, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকা হুলিয়া দেয়, ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্পন্ত করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

দেশের ব্যাহ্বসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাহ্বের

নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা
ঋণস্টি করিবার ভিত্তি হিদাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক দেশে ঋণস্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে
জমার অমুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ
বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণস্টি' সম্ভব হয়।
যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা
হইলে জমার অমুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ
সরাইয়া আনেন, ঋণ স্টের ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ
কমিয়া যায়।

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ঠ পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ঠ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে বাছেঋণের ব্যবহার কমাইবার জন্ম অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেযারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা শেয়ার বন্ধকী ধরণের মাজিন। এক্ষেত্রে মাজিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। মাজিনে পরিবর্তন অর্থাৎ 10% মাজিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্বব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঋণ লইতে পাবে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন 20% হইলে সে 800 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন

বাড়াইয়া ফাট্কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ ক্যানো সম্ভবপর।

স্থায়ী ধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেন্সিভিশন, ফ্রিন্সিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিন্তিতে দাম দেওয়ার শর্ডে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন 20% বা 25%) ভোগকার্যে ঋণের নিয়ম্বণ সংখ্যক কিন্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিন্তি বা তৈমাসিক হিদাবে 10 কিন্তি, যাম্মাসিক হিদাবে 5 কিন্তিতে) সম্পূৰ্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অন্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। স্বতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিন্তি বা অস্থান্ত শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation)। আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বুদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দ্রব্যাদির ক্রেয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে. ঋণে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যা কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইক্লপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি হুউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হুইলে সে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যাও বাডাইবে।

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সাধারণত সকল ব্যাক্ষ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অসুরোধ উপরোধের বিশ্বার ব্যাক্ষের অসুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অসুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাক্ষর্থণ বাড়ানো বা ক্যানো উচিত কিনা তাহা ব্যাক্তদের বুঝাইবার চেষ্টা করে (moral persuasions)।

ৰণনিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। স্থচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্ত সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিযোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ব্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজম্ব স্থাদের হার বা ব্যাঙ্কহার কমাইয়া বা বাডাইয়া দিবে। (ক) কিন্তু ফদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো দরকার তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে ? ভুল-ক্রটির ব্যাক্ত হার পদ্ধতিব মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ অসাৰ্থকতা এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) यनि व्याक्त-शांत्रत मह 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে বা বাড়াইলে অন্তান্য ব্যাঙ্ক ভাহাদের স্থদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চযতা নাই। অনুনত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাস্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠা, সাহকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের স্থাদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ স্থানের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মুদ্রাম্ফীতির সমযে স্থানের হার বাডিলেও ব্যবসাদারণণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে স্থদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামস্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রাম্ফীতি কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লৃইয়া সেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (থ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রেয় করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যান্থ টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যান্ধসমূহ
থালাবাজারে কার্যাদির
সীমাবদ্ধতা

শেই নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাক্তে জমা রাথিবার জভ্র কেরংর
দিতে পারে; ঋণস্বষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া
নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাথিতে পারে; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যান্ধ
হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাথিতে পারে। (গ) বর্ধিত
নগদ টাকার সাহাযেয় ঋণস্বষ্টি করিতে রাজি হইলেও ব্যান্ধসমূহ যে ঋণ দিতে
পারিবেই এক্লপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর
হতাশায় নিময়্ম ব্যবসায়িগণ সন্তা ও সহজ ঋণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে
প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌছানো যাইতে
পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের নিকট নগদ জমার অন্থপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্ককে
সমানভাবে প্রভাবান্থিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার
পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্ক্ষসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে
পরিবর্তনের সীমাবদ্ধত। চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই
তাহারা করিতে পারে না, উল্লোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত
আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দবকার।

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণেব বেশনিং সত্যই বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ ইহার দারা ঋণের পরিণিকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরস্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্ম ঋণবন্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্যতা—
ঋণের রেশনিং—এর
অস্থবিধা
উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক।

শেয়ার-বন্ধকী ঋণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মাজিনে পরিবর্তন ফাট্কা-

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ কবে না। সমাজে মার্জিন নীতির টাকার পরিমাণ বা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্মানো বা সীম।বন্ধতা বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেয়ার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগদেবক্তেয় নিয়ন্ত্রণ ঋণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ক্রয়নিযন্ত্রণ পদ্ধতির হিদাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ-সীমাবদ্ধতা গুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্বেহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুরোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি স্বভাবতই কেন্দ্রীয় অন্যান্য ব্যাস্ক নেতা অনুরোধ বা প্রভাবের হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সীমা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করি**লেই** দেশে ঋণস্ঠি ক্মানো বা বাড়ানো যায় না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর ইহা বহুসাংশে নির্ভর করে।

ব্যাস্করেট সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিমতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিস্কাউণ্ট করে অথবা পছনদুসই দিকিউরিটির ভিন্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাল্পরেট বলে। এই ব্যাঙ্করেটের মোটামটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে তিন দিক হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আরুষ্ট করা ইহাকে আলোচনা ব্যবসায-বাণিজ্যের এবং দেশের মধ্যে করা হইবে ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের কবা। বাণিজেরে গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হট্টের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা; হট্রের মতে ইছা বিনিয়োগের বায়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্সের মতে ইহা বিনিযোগে পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন কুদে পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্টে ও কেইন্সের আলোচনা অনেকাংশে একরূপ, উভয়েই ব্যাঙ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহা বলেন। তবে হট্টে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor)
কিন্তু কেইন্স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাহ্বরেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি
নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালালে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ
হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাগুার কমিয়া যায়, তাই,
কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব ব্যাহ্বরেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাহ্বরেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পজ্বি
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাহ্ব তাহাদের লেনদেনের
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাহ্বরেট বেশি বলিয়া বেশি স্থদ পাওয়ার
আশায় পৃথিবীর অভ্যান্থ দেশের ব্যবদায়ীরা সেই দেশের ব্যাহ্বেট টাকা লগ্নী করিতে
চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততপক্ষে
স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাজ়িয়া
যাইবে, তাই বিদেশী মূদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক

ব্যাঞ্চরেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য অনে বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আদিবে। ব্যাহ্মরেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারপ

সেখানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্তান্ত দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সস্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বন্ধ-কালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্দে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মূদ্রার বাজারে পরিবর্তন আনে।

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যাহ্মরেটে পরিবর্তন তথনই লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্য আনিতে পারে যথন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাহ্মের উপব বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িম্বের উপরই যদি লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাহ্মহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা সোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আসিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিত্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যা**ছের** একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাগুারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিব**র্ভিড** অবস্থায় ব্যাহ্মরেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মদংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা বি.নিয়োগের উপর ব্যাহ্মরেটের কিন্ধপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে স্থইটি ধারায় আলোচনা হইয়াছে।

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যাহ্মরেট বাড়িলে অন্তান্ত ব্যাহ্মগুলি তাহাদের স্ক্রকালীন স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর হারে স্থা দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাক্ষণ্ডলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত হট্টে কি বলেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত করে। এইদ্ধপ সকল দ্রব্য মজুত করার খরচা এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাস্কগুলি তাহাদের স্থদের হার চড়াইয়া দিয়াছে। তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত রাথিবে, উৎপাদকদের নিকট হইতে মালপত্র কেনার জন্ম আর নূতন অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা মন্থত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীর চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে দাম একট কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাদকেরা না পাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতে থাকিবে, জিনিসের দাম অর্ডাব একটু কমাইয়াও বিক্রীর পরিমাণ বজায় রাথার চেষ্টা করিতে থাকিবে: কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিদপত্তের চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে বাাছ-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্রাদ পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রের বদলে কেহ -মৃতন যন্ত্র বদাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও ব্রাদ পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাহ্মরেট কমানো হয়। পাইকারী ও খুচরা ব্যবদায়ীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিবে।

এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইন্স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন বে, মন্ত্ত করার জন্ম ব্যবসায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার খরচা স্থদের হার বদলাইলে ততটা বদলায় না। মজুত করার জন্ম টাকা চাই ঠিকই. এবং সেই
টাকা ব্যাক্ষ হইতে ধার করিয়া আনিলে স্থদও নিশ্চয় দিতে
হয়। কিন্তু এই স্থদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে
একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের

ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্য কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল থরচা কম নয়; এবং সেয়াসের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল বয়়য় হুদের হারের বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট।" ককেইন্স্ তাই হট্টের বিশ্লেষণকে ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

কেইন্সের (Keynes) মতে ব্যাহ্মরেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন স্থানের হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন স্থানের হারগুকেইন্স কি বলেন ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উছ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী মুলধনী দ্রব্যে, যেমন কারথানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। স্থানের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিযোগের ইচ্ছা তত কম; আবার স্থানের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

ব্যাহ্বনেটে স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপে দীর্ঘকালীন স্থদের হারের উপর প্রসারিত হয? স্বল্পকালীন স্থদ বাড়িলে ব্যাহ্ব ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঝণপত্রপত্র বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন ঝণপত্রপ্তলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন স্থানের সম্পর্ক কির্মণ স্থানের হারে বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ঝণপত্রের দাম কমিয়া যাওযার তর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ভায় নির্দেষ্ট্র পরিমাণ স্থদ

^{* &}quot;but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies, we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, Modern Banking (4th Edition-P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন স্থাদেব হাব বাডিয়া যাওয়া। এইক্লপেই সল্লকালীন স্থাদেব হাবে পবিবর্তনেব ফলে দীর্ঘকালীন স্থাদেব হাবে একই দিকে পবিবর্তন আগে।

দীর্ঘকালীন স্থানের হাবে পবিবর্তন বিনিয়োগের বাজারে পবিবর্তন আনে। স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভব করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মূনাফার হাবের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন স্থানের হাবের প্রভাব বদলাহালে বিনিযোগ প্রভাবিত হয় খুরই বেশি। প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় স্থানের বিনিযোগ প্রভাবিত হয় বাজিলে তাই বিনিযোগ কমে, আব স্থানের হার কমিলে তাই বিনিযোগ বাভে। বিনিযোগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমে, ফলে সঞ্চয় ও ভোগব্যয় উভাবে পরিমাণই হাস পায়, মূলবনী দ্রব্যে বিনিযোগ আবও কমিয়া যায়। স্থানের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

ব্যাঙ্কবেটেৰ কাৰ্যপদ্ধতি যত সহজ সৰল মস্থলকপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু বিষযটি এত সবল নহে। ব্যাঙ্কবেট পদ্ধতিব সাফল্যের জন্ম ক্যেকটি অবস্থা বজায থাকা দ্বকাব, এই শর্ভঞ্জি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ কবিতে পাবে না। দেশে স্বাংগঠিত এবং বাণেক মুলধনেব বাজাব (well organised and broad capital market) থাকা ইহাব সাফল্যেৰ অভতম প্ৰধান শর্ত। আমবা জানি, সল্পকালীন স্থাপের হার কত দ্রুত এবং সাফলোব সহিত দীর্ঘকালীন স্থদেব হাবে পবিবর্তন আনিতে পাবিল, তাহাই ব্যাঙ্কবেট-প্রভাবেব গোডাব কথা। স্থুসংগঠিত ও প্রশস্ত ব্যাঙ্কবেট বসাফলোব শর্ড মান্ত্রপ্রসূত্র বিশ্বনি ঋণপত্তেৰ কেনাবেচা ভালভাবে কৰা যায় না, উভয় কালেৰ স্থূপেৰ হাৰ একই দিকে পৰিবাৰ্তিত হওয়াৰ পথ স্থাম থাকে না। কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কৰেট বাডাইলে বা কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও স্থাপেক ছাব বাড়াইবে বা কমাইবে –এইক্সপ অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহাবা কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক হইতে প্রভূত পবিমাণে ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণেব প্রযোজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতা করে। সর্বোপবি ব্যাঙ্কবেটেব শাফল্য নির্ভব কবে দেশেব আর্থিক কাঠামোব নমনীধতাব উপব। যেমন ব্যাঙ্কবেট কমানো হইল, ব্যাঙ্কগুলিব স্থানের হাবও কমিল, কিন্তু কোন না কোন প্রযোজনীয় উপকরণের অভাবে মূলরনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, বিনিৰোগ সন্তব হইল ন। এইৰূপ অবস্থায় ব্যাক্ষবেটে পৰিবৰ্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না।

ব্যান্ধরেট পদ্ধতিকে বছভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা ছইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্ত পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। দ্বিভীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের সময়ে ব্যান্থরেট ক্মাইলেও বাবসাযীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীত্র মূদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যান্ধরেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনক্লপ কাজ হয় বলিযা মনে হয় না, কারণ ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তথন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের বাড়ানো চলে না। কাঞ্চার আর বেশিদূর ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে যে. ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে সমান বাখা দরকার ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন বাান্ধরেট নীতিব বিনিয়োগ হইতে হল্পকালে ফল পাওয়া যায়; আবার সমালোচনা

কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে। দ্রুত-প্রতিদান শীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু দূর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, স্রকারী মালিকানা, ট্রাস্ট্রম্পতি, আধা-স্রকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, ভাহারা সাধারণভাবে মূলখনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা স্থানের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে ছুইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য কর। যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে (obsolescence), ফলে উল্লোক্তার। অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হুইয়াছে। উছ্যোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রবাের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা উৎপাদন-ব্যযের মধ্যেই ধরিয়। লইতেছেন, তাই স্থাদের হার অনেকথানি গুরুত্বহীন হুইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে বিপুদ প্রসার হইয়াছে। ব্যাহরেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তথন তাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি হুদে (সরকারী ঋণপত্তে বেশি হুদ না <u> मिल लाक्त्रा हैरा ना किनिया ज्ञा किहू क्रय कतिर्रा)। ऋरम्त राक्र</u> বাড়ানোব ব্যাপাবে আজকাল তাই সবকাবপক্ষ ততটা মত দেন না। এই
সকল ক্রটি থাকা সত্ত্বেও, গত কমেক বংসবে, এই পদ্ধতিব
কিন্তু ইহাকে
একেবাবে বাদ দেওয়া
হয় না
হয় কেবলমাত্র আথিক নীতি প্রযোগ কবেন না, আবও
বহুপ্রকাব ফিস্কাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রযোগ কবেন (মেন
বেশনিং, কোটা প্রভৃতি)। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব মন্ত্রাগাবে ব্যাঙ্কবেট একটি
শুক্তব্পূর্ণ হাতিয়াব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপবেব আলোচনা হইতে আমবা দেখিবাছি, দেশেব বাণিজ্যিক
ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্কবেট পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নিজ
এখন আব ইহা
ব্যাঙ্কবেটৰ অনুগামী নিজ স্থদেব হাবে একই দিকে পবিবর্তন না আনে, তবে
নয ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ কবিতে পাবে না। স্থতবাং
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্থান্থ বাংদ্ধ তাহাকে অনুসবণ কবে।
এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজাবে কার্যকলাপেব নীতি প্রযোগ কবা হইত।
কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আব ব্যাঙ্কবেটেব সাহায্যকাবী নীতি বলিয়া মনে কবা
হয় না—ইহাব স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকাব কবিয়া লইয়াছেন।

এই নীতি কির্মপে কাষকবী হয় তাহা আমবা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় বর্গান্ধ সবকাবী সিকিউবিটিগুলি বিক্রম কবিতে থাকে, লোকেব (ও ব্যান্ধেব) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় বর্গান্ধেব হাতে চলিয়া যায়, ব্যান্ধেব হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদেব ঋণস্পষ্টিব ভিন্তি সংকুচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকাব পবিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাক্ষীতিব বেগ মন্দীভূত হয়। আবাব অর্থ নৈতিক মন্দাব অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ এই সিকিউবিটিগুলি ক্রম কবিতে থাকে

লোকেব (ও ব্যাঙ্কেব) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কেব খোলাবাজারী কার্যকলাপেব নীতি হয়, সমাজে ঋণগত টাকাব পবিমাণ বৃদ্ধি পার্য, অর্থ নৈতিক

সংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবসায-বাণিজ্য প্রসাবের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পূর্বে এইরূপ ধাবণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্কবেটেব সহকাবী নীতি হিদাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাডাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির ইহাকে পূৰ্বে হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংক্রচিত করিবার বাঙ্গান্ধরেটেবই অঞ্চ জন্ম ফদের হার বাডাইয়া দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাঞ্চরেট বলিয়া অনেকে বলিতেন কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রম করিত, বাাঙ্কের হাতে টাকাব পরিমাণ বাডিয়া ঘাইত, ঋণদান বাডাইবার উদ্দেশ্যে স্থদের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্ত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পুথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাস্করেটে পরিবর্তন না ঘটাইযা স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না – ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এইরূপ: যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-আণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা সেই টাকা দিয়া ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণ্যোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্যাঙ্কহার কমাইলে, ভাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরৎ দিতে পারে, কারণ স্থদের হার কম এবং ব্যবসায়ীরা এই কম স্থদের হারে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। তাই ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন ছাড়া ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

কোইন্স কিন্তু ভিন্নরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। সে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ স্বষ্ট করিবে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিকিউরিটি বেচিয়া ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের কিন্তু জনেকে ইহাকে ধারার স্ত্রুপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইখা গেল। দিতে চান এইরূপে দেখা যায় অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে। ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন না

করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পাবে।

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কাযকলাপের নীতি এই ছুই-এর মধ্যে বহু পার্থক আছে। দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর প্রথমত. প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রত্যক্ষ, ব্যাষ্ক-গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাস্ক্রেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উঠা ঋণের বাজারে প্রভাব বাঞ্চিবেট ও গোলা বিস্থারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের বাজারী কার্যকলাপে অনেকখানি অনিশ্চিত, বহু বিভিন্ন পার্থকা চাপে ব্যাঙ্করেট বাডিলেও দেশের সাধারণ বাস্ক্রগুল কেন্দীয় নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ না ক্মাইবার লইতে সিদ্ধান্ত কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাহ্বটের প্রথমে পড়ে সম্মকালীন ফদের হারের উপরে, কিন্ত খোলাবাজারী কার্যের প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম দীর্ঘকালীন স্থদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

থোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের জন্ম তিনটি শর্ত বজার থাকা দরকার। প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্ম স্ফুলংগঠিত ও প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক গোলাবাজারী কার্য ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ট অনুপাতে জন্ম রাথে, কলাপের সাফল্যের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা এইরূপ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, সরকারী ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেল্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রেয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

^{* &}quot;In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank.....are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate."

J. M. Keynes, A Treatise on Money, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তন্তলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রদঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোল্লত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্তা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেথানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইরূপ দেশে অত্যক্লকালীন (3 দিন, 7 দিন প্রভৃতির জন্ত) ঋণের বাজার, বাতলব-ঋণের বাজার (call-loan market) নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট হারে নগদ

এইরপ দেশে টাকাব বাজারেব বৈশিষ্ট্যঃ ১। তলব-ধণের

বাজাব না থাকা

আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেখানে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট

নাই, সেথানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজারী কার্য ন। করিলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত

হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে স্ক্লকালীন ঋণের জন্ম রি-ভিদ্ কাউন্ট করিয়া ব্যাক্ষণ্ডলি বা বোকাররা কেন্দ্রীয়

২। বিল~বাজাব নাথাক। বাঙ্কের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা তুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা

যথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকার জন্ম আসে, তথন কেন্দ্রীয় ক্রিটেম্য ব্যাখ্যকে প্রিয়াণ ক্রয় বেশি ক্রিয়া ডাহালের উপর

ব্যাঙ্ক স্থদের হার পাণ্টাইয়া বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

^{&#}x27;ৰণ নিয়ন্ত্ৰণ নীতির সীমাবদ্ধতা' শীৰ্ষক আলোচনা দেখুন।

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন,
স্বাংস্বাধীন অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইছাদের একের সহিত
ও। বিচ্ছিন্ন বহু
উপবাজার
অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাকা বিক্রয়
হয়, পাশাপাশি অন্ত বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে,
বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য
দূর হয় না।

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্বৈতস্থিতি (dichotomy) দেখিতে পাই, স্বদংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত বরনের দেশীয ব্যাক্ষ। রিজার্ভ ব্যাক্ষের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপব অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষয় বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিযন্ত্রণ করিতে পারে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধাব করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার স্থদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অপুর্ণোন্নত ''অনেক দেশই অর্থ নৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অস্ত-নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থ নৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নরূপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়ঞ্জনির চাপে, যেমন দেশে বিনিযোগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দ্বারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আভান্তরীণ শক্তিগুলিব চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বুদ্ধি পায, যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায আদে না। দেশে বিনিযোগী কাজকর্ম 8। বাাক্ষগুলি বিদেশী বাভিলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাভিবে মুদ্রার বিনিময়ে

বাজিলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে মুদ্রার বিনিমমে ব্যালান্ধ বাড়াইতে পারে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই সতিরিক্ত নগদ ব্যালান্ধ ছুইটি উপাযে পাইতে পারে, বাজাবে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীভিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ শ্বির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যেব অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামের দ্বারা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যাঙ্কঋণের চাছিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যাঙ্কসমূহের বৈদেশিক ব্যালান্স বাড়াইয়া তোলে। ব্যাঙ্ক তথন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান দিতে থাকিবে। স্বতরাং এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের প্রযোজনীযতা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদের বাচাইয়া চলিতে পারে'।

পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোত্মত বা পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কগুলি

Dr. S. N. Sen, Central Banking in undeveloped Money Markets. P. 50-51.

^{* &}quot;There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter of the pace of activities is set mainly by domestic factors, i.e., a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bankadvances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserves. They may get hold of additional cash balances in two ways, viz. by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills or borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের
মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী
ে। এই সকল দেশে
ব্যাঙ্করেট বৈদেশিক
ব্যালান্দে সমতা প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া
আনিতে পাবে না আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা
অনুযায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়।
তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা
মিটাইতে পারে না।

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই দকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন দীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক্ (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত দিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের স্থবিধা পাইষা থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই দকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি স্থদের হার পায়. যাহার ভিন্তিতে তাহারা কেন্দ্রৌয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার স্প্রণগঠিত অংশে,

ইহার বর্তমান ও কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বারা ভবিষ্যৎ গুরুত্ব মোটামুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায, ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর

ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিশ্বতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাহ্বরেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইরে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যাহ্বরা কেন্দ্রীয় ব্যাহ্বর নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটাম্টি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবদায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপুর্ণোশ্বত দেশের ব্যাহ্বসমূহ আজকাক

মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাহ্মরেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে।

অপূর্ণোত্মত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন: প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাক্ষণুলির নগদ জমার অনুপাত নির্দিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার স্থবিধা বা ঋণ লেনদেনের স্থবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোত্মত দেশেই এই সকল শর্ত অমূপস্থিত থাকে। সেয়াস' বলেন যে, এইব্লপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে ''সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন স্থদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাক্কঞ্জির নগদ জমার পরিমাণের উপর থোলাবাজারী নীতির नगु, क्टन তाहारमुत अन मितात है छहात छे भरत अन्ह ।" সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অমুপাত অনিদিষ্ট থাকিলেও এই নীতি কায়করী হয় না; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গিকিউরিটি ক্রয় করিলে গেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে. ঋণের পরিমাণ ক্যানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রহণের স্থবিধা থাকিলে খোলাবাজারী নীতি তত্তী কার্যকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাকণ্ডলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় ৷ সকল অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্রমতা সীমাবদ্ধ হইয়া প্রভিয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন স্থদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্তের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। দর্বোপরি, অপুর্ণোন্নত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোবৃত্তির অভাব দেখা যার, এই সত্য অস্থীকার करा हाल मा। (थानायां जाती नी जित्र चाता होका हा नित्र। मिलारे जानना-जाननि -ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

কারণে এই নীতির কার্যকারিত। অপূর্ণোল্লত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমণ সিকিউরিটিবাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদ্র ভবিষ্যতে এই নীতির
কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরস্থমে দেশে টাকার
বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র
হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি,
ভবে বাাহরেটের তুলনায়
ইহা ওকত্বপূর্ণ
বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই।
কখনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাও টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখা দিলে ব্যাহরেট
অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত
দিতে পারে। ব্যাহ্বরেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবনীল,
কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থ নৈতিক কার্চামোর বিশেষ কোন অঙ্কের
উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে,
ভূলনামলকভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

ব্যান্ধসমূহের রিজার্ভের অন্থপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (variation in the reserve ratio) অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, তবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (direct)। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্থান্থ ব্যাঙ্করে স্থদের ব্যাঙ্করেট ও খোলা বাজারী নীতির সহিত হহার তুলনা প্রতাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্যকাপারী নীতির সহিত হহার তুলনা কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ঋণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিস্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে স্বাস্থিতিবে ক্ষাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয়

সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ঋণপত্তের পরিমাণ—এই সকল বিষয়েয় উপর খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের ছারা প্রভাবিত

হয় না। এই দকল কারণে অধ্যাপক দেয়াদ'ও আরও অনেকে অপূর্ণোল্লত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্বপারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে অনেকে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে ছুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়: (ক) ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহার। মোট আমানত ও নগদ জ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অট্টেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা নজর রাথে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে রিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অমুপাত তাহার। কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে, তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় না। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মূদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাণ্ডার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে দে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অনুপাত হইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়গ্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপন্তি ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানে। হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অন্মনীয় ও পক্ষপাত লোষ-ছুষ্ট (clumsy, inflexible and discriminatory)। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্লে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা নীতি কাৰ্যক্রী হয় না দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ভের অমুপাতে

পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোগ্রত দেশে অনেক সময়

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি দেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতত্ব্ধ্ব, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে সকল অস্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীভিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া ভোলা যায়। যেমন, তব্ও অনেকে ইহাকে বাদ দিতে চান না সেয়াস (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হাবে জমার অন্থপাত রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অন্থপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা

অপুর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকরী। এই দকল দেশে উপকরণের পরিমাণ দীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার শাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পদম্প্রদারণ দ্রুত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সকল উদ্দেশ্যে বেদরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ প্রধানত ছুইটি: প্রযোজনীয মার্জিনের অনুপাতে বাছাই করার নীতি পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন । এই সকল দেশে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত हम नारे, राथारन कि खिरन्ती कमा-विकरमत विश्वन धामात हरेमारह। जारे এरे নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের অমুপাতে পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে পাছদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্ম 1956 সালে রিজার্ড

٢

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাক্ষঋণের সাহায্যে খাছশভের ফাটকাবাজি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে আনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়স্ত্রণের জন্ম এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্থজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে থুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে

কিছুটা সাধাৰণ ব্যাঙ্কিং-এৰ কাজ কৰা দৰকাৰ নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্ম কিছ কিছ বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন

করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট **হইতে**

তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামূটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌছানো, এই নীতির দারা সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্বস্থ

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, which is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যান্ধিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাক্ষ হইল ইংলণ্ডের ব্যাক্ষ আফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেন্টের আইন দারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্থান্থ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলির নমুনা (Model) হিদাবে ইহা শণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শেয়ার ব্যাক্ষ আফ্ ইংলণ্ডের ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1946 সালের ব্যাক্ষ আফ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার রাট্র কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর, – একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ধোল জন ডিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্থ নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্থ। ইহারা প্রত্যেকেই পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যান্ধ অফ ইংলণ্ডের সমন্ত কাজকর্ম উহার ছুইটি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়—ইস্থা বিভাগ ও ব্যান্ধিং বিভাগ। ইস্থা বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা, Fixed Fudiciary Limit System অনুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউণ্ড পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত কাজকর্ম: ইস্থ বিভাগ না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিময়ের সমতা সাধনকারী অ্যাকাউণ্টে (Exchange Equalisation Account) জমা রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও বান্ধি অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দারা উপস্থাপিত বিলণ্ডলিকে প্রয়োজন হইলে

^{*} প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালকবৃদ্দেব সভায় ব্যাঙ্কের পবিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতির পর্বালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবং এই ঐতিহ্ রক্ষা করিয়া আবিতেহেন।

পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাক্ষ
দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাকা চাহিতে যায় না।
বাাক্ষিং বিভাগ
ব্যাক্ষণ্ডলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-বোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরৎ চায় এবং এই বিল-ব্রোকাররা তথন ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউন্টের স্থবিধা পাইবার জন্ম।
এইরূপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

বুটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্কাউন্ট ছাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত প্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা। বুটেনের টাকার ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, বাজাবের বৈশিষ্ট্য কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্ম উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস কাউণ্টের ও পুনতিস্কাউণ্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, তবে এই ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্ম বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্ম ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট ছুটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি দ্বই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংলপ্তে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিস্ কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট ব্যাহগুলির 'বল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্ কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি। ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাস্থ তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনাব খরচ অনেক

লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাক্ষিংয়ের ফলে ব্যাক্ষ পরিচালনাব থরচ অনেক
কম এবং থুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া তাহাদের পক্ষে
ইংলঙের বাণিজ্যিক ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাক্ষ অফ্ ইংলগু
ব্যাক্ষ্যলির বৈশিষ্ট্য
দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষ্যলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জম্ভ ব্যাক্ষরেট
নীতি, খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এবং অমুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাস্কগুলি নিয়তম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা কোনরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

কেডারাল রিক্সার্ভ ব্যাস্ক (Federal Reserve Bank) – সমগ্র মার্কিন
যুক্তরাইকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্ম নিজস্ব এক একটি
কেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের
অধীনে কোন একটি ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে
আঞ্চলিক কেন্দ্রীয়
ব্যাস্ক
কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্কের সভ্য হইতে হইবে এরূপ কোন
কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায়
তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায়
তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্কের গেয়ার ক্রয় করিতেই হইবে।
এইরূপ জাতীয় ব্যাস্কের সংখ্যা মোট ব্যাস্কের অর্থেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের
পরিমাণ দেশের মোট আমানতের স্ক্র অংশ।

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ-শক্তিদম্পন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান

তবে সব ক্ষমতাই বোর্ড অফ**্গভ**র্ণরের হাতে নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিদ্টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরদ্। এই বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বর্গান্ধ, এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের অমুমোদন সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্ গবর্ণরস গঠিত। প্রতি ছই বৎসর অস্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বৎসরের জন্ম নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া একটি কেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory Council) আছে, ইহা প্রতিটি কেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি কেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি কেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ কমিটি আছে (Federal Open

Market Committee), বোর্ডের সাভজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তরাট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলা-বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যান্ধরেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাঙ্গ রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যান্ধ অফ ইংলগু-এর ন্যায় সভ্য ব্যান্ধগুলিকে ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুরোধ বা উপদেশ জানান দ ব্যান্ধর্যার পদ্ধতি মুক্তরাপ্তের ব্যান্ধগুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা সমূহ আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ্ গবর্ণরের হাতে এই অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি (Selective and Qualitative credit controls) আমেরিকাতে গত কুডি বৎসরে ক্রমণ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ কাঞ্চুণল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিয়া থাকেন। কোন সভ্য কান্ধ ভাহার নিকট কোন বিল লইয়া আসিলে তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কম পড়িলে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকার বাণিছ্যিক ব্যাক্ষগুলির এবং ডিস্কাউন্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সহিত তাহার সম্পর্ক নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেরিকায় দেখা যাইতেছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কের টাকা কম পড়িলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ন। গিয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাহ্বগুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া রাখিতে পারে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে ঋণপত্রগুলি বিক্রেয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্ক থাকায় খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি ততটা সাফল্য লাভ করিতে পাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাহগুলিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছয়গুণের বেশি ঋণ স্বষ্টি করিতে পারে না। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমা কম রাখা হয় বলিয়া তাহারা নগদ আমানতের প্রায় 12% গুণ ঋণ প্রসার করিতে পারে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যান্ধব্যবন্ধার তুলনা (Comparison between British and US Banking systems)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই
চোখে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলণ্ডের
ব্যাঙ্কিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্ত (Big Five) আছে, মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে দেইরূপ নাই। ইংলণ্ডের দকল শহরেই পাঁচ-

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এ পাৰ্থক্য

ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওযা যায়, মোটামুটি ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মের ধরণ একই। কিন্তু

আমেরিকায় শাথা ব্যক্তিং এর প্রসার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট-ব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরণের কাজ করে না। কাহারও ক্ষতি ঝোঁক, কাহারও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে—তাহা ছাড়া কাজকর্মের খুঁটিনাটি ধরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত বৈচিত্র্য থাকায় ছুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরণও কিছুটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।*

ইংলণ্ডে ক্ষেকজন ব্যক্তি একত্রে বিসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যাঙ্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় বাঙ্কিও তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্থবিধা-অস্থবিধার কথা ক্ষেকজনকে জানাইলেই ব্যাঙ্কিং জগতকে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাট্টে 14000 স্বযংস্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যাঙ্কার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক

*"The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings are derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the oldef east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, Modern Banking, P. 257.

বেশি। ঋণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাহাদের যাঝারি সময়ের জন্ম ঋণ বেশি, বন্ধকী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্যে ধণের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলওে এই পার্যকা দেখা যায় না। লওনের বাজারে ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে ভিস্কাউন্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তথন বাধ্য হইযা ব্যাঙ্ক অফ ইংলওের নিকট ছুটিয়া আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রূপ ঘটে না। সেথানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের নিকট হইতে টাকা ধার পায়। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাঞ্চের নিকট নিজেদের ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা রাথে। ইংলওে এই রূপ কথনও ঘটে না।

আমেরিকায় প্রচুরসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত থাকার দরুণ ক্লিযারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতার ভোগ করিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ মুক্তরাট্রে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকল দেয়-র পরিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালের ব্যক্তিং-সংকটের পর হইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্ম ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়ছে। কোন ব্যান্থের প্রতিটি আমানতকারীর 10000 ভলার পর্যন্ত এই বীমার ছারা সংরক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি বাতীত মুক্তরাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইরূপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কে থৌজখবর রাথিবার অধিকারী। এইক্রপে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক ব্যান্থের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থম্প্রভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলওে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্গগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান করে। ব্যাক্তরে হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাকিলেও তাহারা মোটামুটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1939 সালের পর হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেতা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চার বা পাঁচ বৎসরের জন্ম ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের

ভূলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুথের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের ব্যাপারে বছপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মূহরী ও দলিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাহ্মগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অনুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপব; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাহ্মগুলি মোটামুটি সর্বসন্মত একটি প্রথা মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাহ্ম সমান প্রকার ঋণে স্বদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড যে-রূপ নগদ টাকা প্রচলন করে,

আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন এই সকল পার্থক্যের সার্টিফিকেট (Bullion certificates) প্রচলিত করা ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং-এ পার্থক্য হয়। বুটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে

দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। উভয় দেশেরই ব্যাঙ্করেট বাজারের স্থদের হার অপেক্ষা উধ্বে।

উভয় দেশের কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ড ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু নিজ-দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাথিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু একটি রাষ্ট্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ — সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য শড়িয়া তুলিয়াছে।

অৰ্থ তত্ত্ব **অনুশীলনী**

- 1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.
- 2. What is a Central Bank and in what respects it is different fromordinary bankers?
- 3. What is a Central Bank? Do you support its Nationalisation? What is its relation to the state?
 - 4. Discuss the functions of a typical Central Bank.
- 5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.
- 6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions: (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of noteissue.
- 7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.
- 8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations?
 - 9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit?
- 10. What is a Bank Rate? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.
- 11. What are open market operations? How do they affect the volume of currency?
- 12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.
 - 13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium?
- 14. Discuss the operations of (a) Bank of England, (b) Federal Reserve System.
 - 15. Distinguish between the banking systems of the U.K. and the U.S.A.
- 16. Discuss the problems of Central Banking in underdeveloped money markets.
- 17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

আর্থিক তত্ত্বঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory: the value of money and its measurement

টাকার বিনিময়ে যে-সবল জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূল্য।
কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইযাছে
বলা হয়: আবার পূর্বের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার
মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা চলে।

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর উধ্ব'াভিমুখী হইলে টাকার মূল্য কমিয়া আসে; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে— সকল দ্রব্যের

দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে ব্রাস সচরাচর দেখা
দামন্তর

যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা ব্রাসের হারেও তারতমর
থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয়
উপর্ব মুখী অথবা নিম্নগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয়
বেগাঁক থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামন্তর। বিভিন্ন
সময়ের দামন্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্থচক-সংখ্যা (Index Number)

পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর স্ফক সংখ্যা দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রবাদামুগ্রীর দামের গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই স্ফুচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

যে-বৎসরের দামগুরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামগুরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বৎসর (Base year)। সেই মূল বৎসরের সকল দ্রবাসাথীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসবের কিভাবে সচক-সংগা দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে দেই বৎসরের পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূল-বৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-র তুলনায় আমুপাতিক ভাবে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের তুলনায় পরবর্তীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

1939 সাল (মূল বংসর)		1947	সাল (হিসাবী ব ং সর)
চাল – প্ৰতি মণ 4 টাকা = 100		•••	16 টাকা=400
ডাল—প্ৰতি মণ 10 টাকা=100	• • •	••	20 টাকা=200
জুতা—প্ৰতি জোড়া 5 টাকা=100	•••	•••	7] টাকা=150
চা–প্ৰতি পাউণ্ড 4 টাকা=100	•••	•••	3 টাকা=75
$400 \div 4 = 100$			$825 \div 4 = 206 \frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত স্ট্রকসংখ্যাতে 1939 সালের তুলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা 106½ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিম্ম হয় এক্রপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই স্ট্রক সংখ্যা তত স্ঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। সকল
দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই স্থচক সংখ্যা নির্ভুল হইতে পারে
না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল দ্রব্যকে সমান
গুরুত্ব দেন না। তাই সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন
বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য
ভকত্ব প্রদানের
প্রযোগনীরতা অর্থের ক্রয়-ক্রমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure
structure) দ্রব্যামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

হিশাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব-ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের দামে হ্রাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, স্থচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্য বদ্লাইয়া দিয়াছে।

এই অস্থবিধা দূর করার জন্ম দেশে গুরুত্বশীল স্থান সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। দেশের মোট বাবের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অমুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূর্ণ (Multiplication) করিয়া গুরুত্বশীল স্থানকসংখা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বের সরল স্থানক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইয়াছে।

মূল ব	বৎসর	হিসাবী বৎসর
	ও ক ত্ব	গুরুত্ব
চাল	$100 \times 8 = 800$	$400 \times 8 = 3200$
ডাল	$100 \times 6 = 600$	$200 \times 6 = 1200$
জুতা	$100\times5=500$	$150 \times 5 = 750$
চা	$100\times1=100$	$75 \times 1 = 75$
	$2000 \div 20 = 100$	$5225 \div 20 = 261\frac{1}{4}$

শুরুত্বহীন স্থচক সংখ্যায় দামগুরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা $106 \frac{1}{6}$; কিন্তু উপযুক্ত শুরুত্ব দেওয়ার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা $161 \frac{1}{6}$ ।

স্থচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অস্থবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoritical) ক্রটি স্মাছে। প্রথমত, মূল বংসর নির্বাচনের অস্থবিধা। যে-মূল বংসরের দামস্তরের সহিত অস্থাস্থ বংসরের দামস্তরের সুলনা-

মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বংসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মৃশ্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কিস্তু মুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্থাভাবিক। তবে, এই সকল অস্থবিধা দূব করার জন্ম অনেক সময় কয়েক বংসরের দ্রব্য-সামগ্রীর দানের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, प्रवामायी निर्वाहरनत जरुविधा। यकि जर्थत माधात्र নিৰ্মাণগত অহুবিধা ক্রমক্ষমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে সমূহ মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী যত অধিক সংখ্যক দ্রবেরে দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই ও দাম নিৰ্বাচন ও বাৰ বিষ্ণালন গড়নিৰ্ণয় ও গুৰুত্বপ্ৰদান সেই স্থচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্ৰতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে-উদ্দেশ্যে স্থচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অস্থবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা স্থবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় পাইকারী দামের সাহায্যে স্থচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যের খুচরা দাম সংগ্রহ কবা অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চহুর্থত, গড় নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অস্থবিধা (मथ) (मय)। वाय-कांशारभारक प्रवासभायीत भातन्भतिक अक्रय निर्धातन विस्मय সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো অন্ত পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পুথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অন্তুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির শুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি স্থচক সংখ্যা গৃঠনূ কবা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

বিভিন্ন ব্যবহারে স্মচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপন্তি (Theoritical objections) দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক থাকে, সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক বয়ে-কাঠামো

তত্ত্বগত আপত্তিসমূহ: একই দেশের বিভিন্ন আয়স্তর এবং একই আয়ন্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না

জিনিস নহে।"

গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দেবা ব্যবহার করে না। স্থতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তুত, অষ্ট্রীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্থচক-সংখ্যার সাহাষ্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণেও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। नृजन जनगिति वाज्यात स्वतः हम इस क्षा वाज्यात व ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পুথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এক্লপ ঘটিলে স্থচক-সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্ন রূপ হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 নয়া পয়সা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু স্থচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন ''আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়া দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কখনই সমান

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান তবে অর্থাৎ টাকার মূল্যে তুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভাসের তার্ভম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিতা ব্যবহৃত দ্রব্যের তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত ভৃত্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইনুসের ভাষায় বলা হয়, "একই ধরণের ব্যক্তিদের ভৃত্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও'-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফ্থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর,

এক দিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জালানি ও সন্তা বরফ, অপরদিকে, হোটেন্টট দের নিকট দন্তা জালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তির তলনা করা চলে না।"*

এই সকল প্রয়োগগত ও তত্ত্বগত অস্থবিধা থাকা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বা সাধারণ ক্রয়শব্রির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। সূচক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামূটি-

স্চকসংখ্যার ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা কোন দলেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার

মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি, এবং ব্যয়-কাঠামে। স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। স্থতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও, সম্মকালীন বিশ্লেষণে স্থচকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর।

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পূথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থচকদংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভে'গ্যদ্রব্য বা সম্পর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, विভिन्न উৎপাদন-কার্যে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত স্বতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রম করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদির গোষ্ঠা অনুযায়ী বিভিন্ন দামত্তব থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামত্তর, রপ্তানি দামন্তর, মূলধনী দ্রব্যের দামন্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন স্ফচকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামন্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

How would you measure changes in the value of money?
 Examine the difficulties you have to face in constructing an Index

number showing changes in the purchasing power of Money.

3. What are Index Numbers? Point out their usefulness.

4. What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss

the utility and the limitations of Index Numbers.

^{• &}quot;We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharach's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheep ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes, Treatise on money. Vol. I. P. 104.

আর্থিক তত্ত্ব ঃ দামন্তরে পরিবর্তন Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহু ছুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহু মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্ত দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার স্থবিধার জন্ম টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দরকার।

অন্থান্য দ্বেরর মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, দকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্য পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্থান্য দ্রব্যসামগ্রীর কিনিতে পারার ক্ষমতা বল্লাইয়া যায়। দকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাজিলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামগুরকে P ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P. টাকার মূল্য বৃদ্ধাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহার। যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক দেইরূপ দকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই দকল পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্ক, টাকার মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (an element of instability) আনিয়া ফেলে। এই দকল কারণের জন্ম টাকার মূল্যে পরিবর্তন কোগে তাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রদক্ষে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল লেখকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার শুক্লত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহ। ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করাই মৃশ কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মৃল্য কেন পরিবর্তিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জ্ঞান্থ সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে?

অত্থির যোগাল ও চাহিদা (The supply of and Demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঞ্চ কর্তৃক স্থষ্ট অর্থ – এই উভয়ের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইলে, অন্থ ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া টাকার যোগান व्यानिया वर्षक्रत्भ वावक्र इहेर्ड शिक्तिन, वा वितन्भ हहेर्ड ১। ফৰ্মিন দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকের। নগদ টাকা পইয়া যায়, এইরূপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। ষদি স্বৰ্ণ বা স্বৰ্ণ মূদ্ৰা কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কে না-আসিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পৌছায় তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার স্থরু করিয়া দেয়। এইরূপে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর কবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আজকাল সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যথন সরকারের টাকার ২। কাগজীমান দরকার হয় সে তথন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্তের বিনিময়ে কেঞ্জীয় ব্যাঙ্কের নকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ত সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যখন নিজেয় ঋণ-ভার লাঘৰ করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারার টাকার পরিমাণ প্রাস পার। ব্যাহ্ব কর্তৃক শৃষ্ট অর্থের[্] পরিমাণ নির্ভন্ন করে

ব্যাক্ষণ্ডলির ঋণদান নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধিতিতে যেমন, ব্যাক্ষরেট পরিবর্তন, খোলাবাজারী কার্যকলাপ, জমার অনুপাতে পরিবর্তন প্রভৃতি উপায়ে সাধারণ ব্যাক্ষণ্ডলির ঋণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। তাই আমরা বলিতে পারি যে, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের আর্থিক নীতির উপর।

নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক-স্থ ঋণগত অর্থের পরিমাণ – কেবল এই উভয়ের যোগফলকেই আম্রা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। আমরা জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা দপ্তাহে বা মাদে বছবাব হাতবদল হইযা অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হইতেছে। প্রতিটি নগদ বা ব্যাঙ্কের অর্থ-ই যে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সমযের মধ্যে ঠিক নির্দিষ্ট ক্ষেকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে কতবার হস্তান্তরিত হইল উহা হিদাব করিয়া বাহির করা চলে। ইহাবই নাম অর্থের প্রচলন বেগ। টাকার পরিমাণকে উহার গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ বা প্রনাণ যদি হয় M, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় V, তবে দেশে টাকার মোট যোগান হইল $M \times V = MV$.

এইরূপে দেশের প্রচলনধারায যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য বলিতে কি বোঝায? অর্থের এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউণ্ড, 1 ডলার প্রভৃতি) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের মূল্য। স্পষ্টত বুঝা যায যে, অর্থের একটি ইউনিটেব বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী কতটুকু পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভব করে জিনিসপ্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মূল্য বলিলে তাই আমরা বুঝি সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর। দামস্তর রুদ্ধি পাইলে আমরা বলি অর্থেব মূল্য ব্রাদ পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস জেয় করিতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হ্রাস পাইলে আমরা বলি যে অর্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা করেষ করিতে পারিতেছে।

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে ? কোন ধরনের শক্তির ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর পরিবর্তিত হয় ? উনবিংশ শতাক্ষীভে এইরপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় বর্ণ বা রৌপ্যের ছারা, তাই এই বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় নিভিন্ত তথ্ব অর্থের মূল্য সম্পর্ক নিভাস্ত অর্থ্য, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্ক ছই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়াও অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদার কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্ম চাহিদার মত অর্থের চাহিদার প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্ম লোকের চাহিদা হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা ভৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার সাহায্যে দ্রবংসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ করিতে পারে।

এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্ম মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্মই টাকার প্রয়োজন, ফিসারীয় মত তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব সামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে হইবে। তাই বিনিময়-যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা প্রণ করিলে অর্থের জন্ম চাহিদা জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় ম এবং উহাদের গড় দাম হয় ম, তবে টাকার চাহিদা ম মান্দ্রমান্ত্রীর পরিমাণ হয় ম এবং উহাদের গড় দাম হয় ম, তবে টাকার চাহিদা ম মান্দ্রমান্ত্রীর পরিমাণ হয় ম

কেন্বি,জের ধনবিজ্ঞানীরা টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হৃইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য আধুনিক কালের লেথকেরা, প্রধানত কেইনস্, টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে অনুরূপ বোঝেন। তাঁহাদের মতে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাথার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্কা নিযোগ —এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট কেইন্সীয় মত সমযের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চান বা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকাব চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতাব অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্কানিযোগেব অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_2 । টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 বা ফাট্কা নিযোগেব অভিপ্রায়ে টাকাব চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত স্থদের হাবের উপর। স্থদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা ব্রায় পায, অপরপক্ষে স্থদের হার কমিলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ট্টাকার মূল্যেরপরিমাণভন্ধ(Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বর অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীব বিভিন্ন লেখা হইতেই পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকাব পরিমাণে পরিবর্তনের দহিত একই অমুপাতে দামগুর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকাব পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে দামগুরও দ্বিগুণ হইবে, টাকাব পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামগুরও অর্ধেক হইবে।

ছুল ও প্রাচীন ধারণা হিহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা M = KP-র্ন্নপৈঁ সংক্ষেপে লিখিতে পারি। একই হাবে বা সমান অনুপাতে পবিবর্তনেব প্রতীক হইল K. যে হারে M প বিবর্তিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে—ইহাই টাকার পরিমাণ্ডত্ব।

পরিমাণতত্ত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পণ্ডিভেরা ছুইটি
বিষয় নিজেদের অজান্তে সমান বা অপরিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া:
লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেশে
ছুইটি অবান্তব স্বীকার্য টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র
বিষয় ৷ প্রচলনবেগ
সমান থাকে কেনাতে খরচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধরিয়া
রাখিতে পারে বা পূর্বেকার জমান টাকা বাজারে ছাড়িয়া
দিতে পারে সেই কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা
চলে যে, তাঁহারা টাকার প্রচলনবেগ (velocity of circulation) সমান ধরিয়া
লইয়াছিলেন।

দিতীয়ত, তাঁহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্তের পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিয়োগ আছে, এই অবস্থা তাঁহারা ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পবিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ২। জিনিসপত্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; অথবা টাকার পরিমাণ পরিমাণ সমান থাকে
কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্তের পরিমাণও কমিয়া যায় তবে দামস্তরে কোনক্রপ পরিবর্তন হইতে পারে না।

টাকার পরিমাণ তত্ত্বের এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অধ্যাপক ফিসার ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেলিত এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকার প্রচলনবেগ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে – আলোচনার মধ্যে এই ছুইটি বিষয়কে লইয়া আসিয়া পরিমাণতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন তাহার এই তত্ত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। সমীকরণটি হইল: PT = MV + M'V'; অথবা $P = \frac{MV + M'V'}{T'}$.

* এইরূপ মনে করার কারণ ছিল। তগনকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, লোকে টাকা চায় কেবলমাত্র লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে। টাকা গাটাইয়া হৃদ 'পাইবার জক্ম খুশিমত হাতে টাকা জমাইয়া রাথা বা ছাড়িয়া দেওয়া—অর্থাৎ এইরূপ ফাট্কাণারিতে নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাকা রাথে—ইহা উহার! চিন্তা করেন নাই। টাকা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যের সঞ্চয়, হৃতরাং ইহাকে হাতে জমাইয়া রাথা সহজেই সম্ভবপর। যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্তা লোকের নগদ-প্রবণতা বা টাকা হাতে রাথার ইচ্ছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশের আয়প্রোতে প্রবেশ করিবে এইরূপ কোন কথা নাই। কারণ, পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া রাথিতে পারে। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধিন সম্বেও দামত্বর বাড়িল না, ইহা নিশ্চম সম্ভবপর।

 ${f P}$ হইল দামন্তর, ${f T}$ হইল টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার স্থব্যসামগ্রীর পরিমাণ, ${f M}$ হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং ${f V}$ হইল নগদ টাকার প্রচলনবেগ, ${f M}'$ হইল ব্যাস্ক কর্তৃক স্বষ্ট ঋণগত টাকার পরিমাণ এবং ${f V}'$ হইল

এই শ্পণগত টাকার প্রচলনবেগ। ফিদারের মতে, উপরের ফিদাবের তত্ত্বকে এই সমীকরণটির মধ্যে স্বল্পকালে T, V, V' এই বিষয়গুলি কবা চলে এবং M ও M'-এর অনুপাত পরিবর্তিত হয় না। T নির্ভর করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে

টাকা ছাড়া পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বল্পকালে ইহারা অপরিবর্তিত থাকিবে মনে করা চলে। V এবং V' নির্ভর করে, জনদাবারণের রীতিনীতি অভ্যাদ প্রভৃতির উপর। M ও M'-এর অমুপাত নির্ভর করে লোকের ব্যাঙ্কিং-অভ্যাদ এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর। স্থতরাং দামস্তর অর্থাৎ P নির্ভর করে একমাত্র M এর উপর —নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও স্বরাদরি ও সমহারে পরিবর্তন আদিবে।

ফিসারের এই তত্ত্বকে আমরা অভেদক্রপেও (Identity) প্রকাশ করিতে পারি।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকা দরকার হইল ঠিক সেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়াছে—ইহার কমও নয় বা বেশিও

নয়। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য — মোট আবার অভেদকপেও প্রকাশ করা চলে (V) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি,

ইহাই দেশের মোট ব্যয় MV)। আবার, জিনিসপত্তেব পরিমাণকে (T) উহাদের গড় দাম (P) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, ইহা নিশ্চয় মোট ব্যয়ের সমান হঠবে।

এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (Cash transactions equation) সম্পর্কে বছবিধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের

^{* &}quot;Two alternative methods of expressing it have to be considered. On the one hand the theory can be presented as an identity: that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in, which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, Outline of Monstary Economics, Pp. 247—248.

একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, লোকে ফাট্ কাদারির মনোভাব হইতে টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত তাহা বিচার কার্যকরী চাহিদা ও না। টাকার পরিমাণ বাডিলে তাহা কবে টাকাব পরিমাণের বাডাইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। কিন্তু যদি সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে না বর্ধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে বাড়িলে দামস্তর কিরুপে বাড়িবে? শুধু তাহাই নহে। টাকাব পবিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছলে পরিবর্তন আদে, তবে আয়স্তর পরিবর্তিত হইয়া দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন আসে আয়ন্তর পরিবর্তিত হইলে: অতএব টাকার পরিমাণ বাডিলে আয়ন্তর বাডিবে অথবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না।

সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ক্রটি ধরা পড়ে। M-এ পরিবর্তন
হইলে P-তে প্রত্যক্ষ ও সমামুপাতিক (direct and
শ্বাধীন" নয়
proportionate) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা
ধরিয়া লই যে, M-এ পরিবর্তনের ফলে V, T, M'ও V'
কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না।

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের
মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের স্থম্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ
বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাতঅভেদ মাত্র, সমীকরণ
প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে
পরিবর্তন আদিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই।
ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তল্পের প্রধান কাজ অর্থের ও
প্রবের স্রোভকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো — ইহা আমরা
মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার।*

^{*} The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations......but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J. M. Keynes, Treatise on money. Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাণিজ্যচক্তের এক প্রাপ্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যথন অবনতি স্থক্ষ হয়, তখন দামগুর দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামগুর বাড়িতে চাহে না। দামগুরে স্কল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত্ব হারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

শনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য প্রিয়া লইতেছে বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে স্থানের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রামন্তরী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামন্তর প্রথমেই প্রভাবিত না হওয়ার সম্ভাবনা। স্থতরাং, এই তত্ত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে।

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন।
শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ভিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল
প্রকার দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে
আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিক্রপণে
টাক্রার ক্রয়ণজি হিসাব
করাই বাঞ্চনীয়; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী
বহু মরা বাদ দেওয়া মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তর্মান (Cash Tranউচিত sactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ
উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়ণজি
ইহা থারা জানা যায় না। ও তথ্ব তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার
সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা
হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূল্ধনী শিল্পদ্রত্য ও অর্ধনির্মিত
দ্রব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কু প্রিমাপ করে

^{*} কেইন্সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purposes of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রমণক্তি। (Treatise, vol I P.54)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাথিচুরি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) ছারা সম্ভব হয় না।

উপরস্ত, এইরূপ সাধারণ দামস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শাস্তের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও এই আলোচনা পৃথক চাহিদার ধারণা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু সাধারণ দামস্তর দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইতে অবাঞ্ছিত ভাবে আলোচনার সমযে তাঁহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ দ্বের প্রত্তি অস্পষ্ট ধারণাসমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্স্ বিলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীরা "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পৌছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন পথ এই উভয়ের সংযোগ সেত্

অনেকটা আমাদের স্বপ্ন-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত"।

নগদ লেনদেনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে
সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামস্তরে পরিবর্তন নির্ভর
করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর
ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যথের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন
আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে
ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই তত্তের গুরুত্ব আমরা

ও মোট চাহিদার উপর টাকার মৃল্য (বা দামস্তর) নির্ভর পরিমাণ তবের মধ্যে করে – ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা কিছুই কি সত্যতা নাই চলে না। অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামস্তরে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান

* "So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in......to the theory of Money and Prices,.....we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, General Theory. P. 292

যেমন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ত্ব 'কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে' (hides many links in the chain of causation'); কিন্তু মোটামুটি একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্থুলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবাটসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." তাই, উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয, যদি-না টাকার পরিমাণে মোটামুটি সমপরিমাণে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটে; টাকার যোগান যদি কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা চলে। ইহা শুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-তত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র"।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে (Determinants of Cash Transaction Variables)

দামস্তর নিধারণের জন্ম অধ্যাপক ফিদার PT = MV এই দ্মীকরণকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে V ও T স্ক্লকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আদিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আদিতে পারে। দ্মীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক — সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায় দেশে টাকার মেট যোগান; নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চল্তি আমানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেনা যায় না,

'The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with by theories as simple as the Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of money income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money; an inflation can always be brought to an end if the supply of money is limited. This is an important fact, but it is only a small part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, Outline of monetary. Economics. P. 252.

উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঐব্ধপ আমানতকে ব্যবহার করা চলে না। M-এর পরিমাণ নির্ভব করে তিনটি বিষয়ের কিসেব উপর M উপর: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা নির্ভর কবে বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে; (খ) লোকের হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার (বা রিজার্ভের) অনুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচরা প্রভৃতি) প্রচলন করে, দেশে ব্যবদায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকের হাতে নগদ l টাকা নিছক একটি টাকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জনা রাথে, তবে উহার ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ ঋণগত অর্থ স্থষ্টি করিতে পারে। তাই দেশের মোট নগদ টাকার কত অংশ চাহিদা-আমানতের হিদাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, চাহিদা-আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজম্ব জমা বা রিজার্ভ হিদাবে রাখিবে, ঋণগত অর্থস্ষ্টি তত কম হইবে : আবার এই রিজার্ভের অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-স্থাষ্ট সম্ভব হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানত ও জমার মধ্যে যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদস হইতেছে; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার করা হয়। দেশের মোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে আমরা প্রতিটি টাকার গড় প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল V হইল PT/M. টাকার এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বান্তব বিষয়গুলির (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যক্তিং ব্যবস্থা ও ব্যক্তিং-অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহার উপর ঝণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় করা—প্রভৃতির দ্রুততা নির্ভর করে। যদি সহজ কিন্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের স্ব্যবস্থা থাকে তবে টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিক্লপ, দৈনিক, সাপ্রাহিক, মাসিক বা বার্ষিক,—ভাহার দ্বারাও

কিসের উপর নির্ভর V প্রভাবিত হইবে। মাহিনা ও মজুরির মধ্যে সময়ের করে ব্যবধান যত কম, V তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর ও ব্যয় সম্পর্কে সরকারা নাতি, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের ঝানীতি, যৌধমূলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেও-বউনের নাতি, শেয়ারবাজারের কার্ধকসাপ

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন – এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভন্নী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও ব্লাস পাইবে। লোকে তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিয়োগের স্বযোগ আছে কি না, স্বদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় হারা V প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাভিবে এইরূপ ধারণা থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রব্যসামগ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি—্যেকোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র ইইতে সর্বশেষ স্তব্যে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ম, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ম। দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, T তত বেশি হইবার

T কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভর করে সম্ভাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও ভূমির তুলনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণও কম। উপাদানগুলির

উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিছা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর। স্বল্পকালে অবশ্য প্রকৃতিদন্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিছার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে T দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর। পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে তাফিলেও T বাড়ান যায় না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে T সমান আছে; অথবা T স্থির থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবন্ধা ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপরেও ${f T}$ নির্ভর করে। প্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাডাইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তারে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবসাদার, দালাল, খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্য-সামগ্রী একহাত হইতে অন্থ হাতে চলাচল করিবে, T তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্বয়্থী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি পাকে, তবে T কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে T বেশি হইবে।

P এমন একটি বিষয় যাহা M. V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, M, V এবং T একই দিকে বা একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আদিতে পারে, আবার যথন MV বাড়িতেছে তথন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত করে। M বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে V ব্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে P বুদ্ধি পাইবে না । স্থতরাং, যদি V

P কাহাকে বলে করে

এবং T স্থির থাকে, ভবেই M-এর পরিবর্তন P-তে কিলেব,উপর নিভ'র পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাডিবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সময়ে MV না বাডাইলে P কমিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি

প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকাব, P হইল টাকার সাধারণ ক্রমশক্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার পকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতা পরিমাপের স্থচক হইল এই P.

কেন্দ্রিক সমাকরণ (Cambridge Equation)

কেন্দ্রি, জের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত শার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ-তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিলার যেমন' টাকার যোগান-এর উপর

লোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্বি_জের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে

নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দৃতে কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরিয়া টাকার চাহিদার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোগ্য

শকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্বি জের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্তই চাহিদা স্থষ্ট হয় না, স্বতরাং সেইরূপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ত ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ত বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ত সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

মনে করা যাক্, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, 🕏 অংশ, অর্থাৎ 80 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, স্বতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 5 টাকা ব্যয় হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ধিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্ম্পার আকারেও প্রকাশ করিতে পারি।

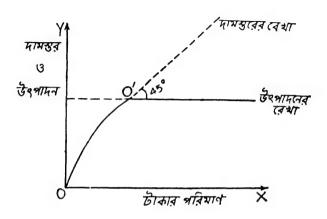
 \mathbf{R} ইইল সমাজের আসল আয় (100); নিদিষ্ট সময়ের ুন্ধ্যে আসল আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং বাহার জন্ঠ তাঁহারা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল \mathbf{K} ($\frac{1}{2}$); টাকার পরিমাণ হইদ \mathbf{M} (400)। তাহা হইলে \mathbf{M} পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা \mathbf{K} পরিমাণ দ্বা ক্রয়

করিতে চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যদামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KR/M টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামন্তর, স্তরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উপ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামন্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P—M/KR. এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; কেইন্স, পিগু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্ব এবং কেম্বিল পরিমাণতত্ত্বে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই ; ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনাসমূহ মোটাম্টি কেমিল পরিমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামন্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে : রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ড টাকার মূল্য" (Value of "Money on the wing")। কেম্বিল জন্ম হাতে জমা-রাখা টাকার মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মূল্য (Value of 'Money Sitting'')।

টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিযাছি যে, ক্লাসিকাল ও ন্যাক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামন্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিলার যে সমীকবণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল ফিলাবীয় তহ্ব PT=MV. তাঁহার মতে, সল্পলালে V ও T পরিবর্তিত হয় না, স্তবাং M-এ পরিবর্তন আসিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আসিতে পাবে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে, এইরূপ অনুমানের উপরই ফিলারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বের মতে দেশে টাকাব পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌছায় সেই অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সবাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কারণ দেশে পূর্ণনিয়োগ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামন্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে তবে জিনিষপত্রের চাহিলা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশের উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারিঃ



তম অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদন ও দামন্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামন্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O'। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনেব রেখা ঐ স্তরেই আছে। তখনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামন্তরের রেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O' বিন্দুতে এই ছুই রেখার মিলনস্থলের কোণটি পূর্ণ কর্মনিয়োগের ভবে ধ্রতি, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে ইহা কার্যকরী হয়

হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা পোষত্বপ্ত পূর্ণ-কর্মনিয়োগ ভরে টাকার পরিমাণতত্ত কার্যকরী হয়।

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামগুরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোজাস্থজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষ-ভাবে দামগুরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইন্সের মতে, টাকার পরিমাণ বাড়িলে, অস্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার প্রথম প্রভাব হইবে হুদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামূটি ছির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া যাইবে, তাই কম হুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ হুদের হার ব্রাস পাইবে। হুদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্স তাই কোন কোন শক্তির জন্ম প্রভাবের মাধ্যমে টাকা দামন্তরকে পরিমাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে কিরপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্তু মনে রাথা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বছবার খলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip) ৷ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হার কমাইয়া দিবে, ইহা আশা সেই পথে কি কি বাধা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের দেখা দিতে পারে নগদ পছন্দ বেশি বাডিতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পারে না। আবার স্থানর হারে হাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাডাইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না যদি মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইতে থাকে. তবে हैका मुख्युशत व्य ना । मर्वर्शिय, यपि कर्यमः स्थान वार्ष्ट, एर्व पायल्यत वृद्धित মাতা নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাডাইবার ক্ষমতার

^{* &}quot;So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment price will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, General Theory, P. 296.

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিদাবে মজ্রী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তরে পৌছিয়া গেল—পথ এত সরল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনরূপ পরিমাণগত ভবিদ্যুত্বাণী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কল কিসেব উপর হহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কল কিসেব উপর ফল নির্ভর করে: (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, (খ) গুণকের আয়তন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব – এই সকল বিষয়ের উপর। সঠিকভাবে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধি পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে কি ?

দামস্তবে স্বয়কালান পরিবর্তন আনমূনকারী বিষয়সমূহ —(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িনে দামস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে; পরস্পারের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমান্ত্রপাতিক।

^{* &}quot;We are able to catch a glumpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected cet par, to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity preferences of the public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest may be expected cet, par, to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, cet. par., to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output his increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money mecessary to maintain a given rate of interest." Keynes, Gearal Theory, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা ঘটায়: টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কারণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয় – মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয় ÷ মোট উৎপন্ন অর্থাণ P = Y/O. মোট উৎপন্ন অর্থাণ O সমান অবস্থায়, য়ি O বাড়ে তবে O বাড়িবে, য়ি O কমিবে।

এই আয়ুক্রোতে বা ব্যয়ুক্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সঞ্চয ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পাবে, কিন্তু ভাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রবেংব সঞ্চয়ে পরিবর্ত ন হইলে বিক্রেতার আয কমিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় ক্মিবে। স্থতরাং, ইহাতে স্মাজের মোট স্ক্ষয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অক্তান্স ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তিব বয়ে কমিলে অন্তান্ত ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয় প্রবাতার (Propensity to 8ave) উপর। দেশে গড় সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত স্ক্রের অনুপাত বুদ্ধি পাইলে মোট স্ক্রের পরিমাণ বাড়িযা যাইবে। পুর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত ছইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামন্তর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আহিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রমে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদের দামন্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নুতন মুলখনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা 😥

সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিযোগেব স্তবে থাকিলে বিনিযোগ বৃদ্ধি হইলে অনিযোজিত
উপাদানসমূহেব নিযোগ বাভিতে থাকে। নৃতন কাজে
নিযুক্ত এই সকল উপাদানেব মালিকদেব আর্থিক আয় বৃদ্ধি
পায় এবং তাহাবা ভোগদ্রব্য ক্রেয়ে অবিক ব্যয় কবিতে থাকায়
দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা, উৎপাদনেব পবিমাণ, উপাদানেব নিযোগ, আর্থিক আয়
ক্রেমে বাভিতে থাকে। কোন কোন উপাদানেব পবিমাণ দেশে কম থাকিলে
তাহাদেব পূর্ণনিযোগ ঘটিবে, দাম বাভিতে থাকিবে, উৎপাদনেব ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
দামস্তবও ক্রমে বাভিয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিযোগের স্তবে পৌছিলে বা তাহাব
পূর্বেই তাই বিনিযোগ-বৃদ্ধিব ফলে দামস্তব বাডে। দেশে বিনিযোগ কমিলে ইহাব
বিপবীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহেব নিযোগ কম হইবে, তাহাদেব আর্থিক
আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীব উপব সমাজেব মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে,
দামস্তবও প্রাস্থ পাইতে থাকিবে।

স্কৃতবাং কোন একটি নির্দিষ্ট সম্যেব মধ্যে সঞ্চণ প্রবণতা ও বিনিযোগেব পরিমাণেব উপব দেশেব আভ্যন্তনীণ দামস্তব নির্ভব করে। কিন্তু সাধাবণত দেখা যায়, সঞ্চয-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থিব ও অপবিবর্তনশীল। লোকেব অভ্যাস, জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কে তাহাদেব চিন্তা ধাবণা প্রভান উপব ইহ। নির্ভবশীল, দীর্ঘকালে ইহাব পরিবর্তন ঘটিলেও স্কলকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থিব। স্কৃতবাং, বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি ইহাব ফলেই স্কলকাল দামস্তবে পরিবর্তন আহে। বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তন স্বাজেব মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়েব পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামস্তব তাহাব ফলে পরিবর্তিত হয়।

মনে বাখা দবকাব, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যেব দাম নির্ভব কবে উহাব উৎপাদন-ব্যযেব উপব এবং উৎপাদনেব পবিমাণ পবিবৃতিত হইলে দেই
উৎপাদন-ব্যযে পবিবৃত্তন আদে। দেশে টাকাব পবিমাণে
পৃথকভাবে কোন
স্বেব্যের দামে পরিবর্তন পবিবর্তন অভাবে কোন বিশেষ-দ্রব্যেব
দামেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে না। তবে, টাকাব
পবিমাণে পবিবর্তন হইলে স্থদেব হাবে পবিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও
পবিবৃত্তিত হইতে পাবে। সঞ্চয় ও বিনিযোগেব পবিবর্তন সমাজেব আর্থিক
আয় ও কর্মনিযোগেব পবিমাণে পবিবর্তন আনে, স্কুতবাং বিভিন্ন দ্রব্যেব

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।*

মুজাক্ষীতি (Inflation)

মুদ্রাক্ষীতির বিভিন্ন ভত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুট ছুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায় — উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিযাছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি টাকার পরিমাণ-ভত্ত্বের কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত অন্থায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর্ম পরিমাণ-তত্ত্বের ধারা বাড়ে, তবে তাহাকে মুদ্রাক্ষীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিময়্যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে বলিয়া মুদ্রাক্ষীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাক্ষীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মতান্থায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহত্ত্বে এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও দিদ্ধান্তে পোঁছিতে হইত। যেমন, অর্থ নৈতিক সংকটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায়্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িজ্ব তবে তাহাকেও অনেক সময় মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত।

এই সম্পর্কে হিতীয় মত বা ধারার স্থ্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহার অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় উহার চাহিদা ও যোগান ছারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তর বাচ্তি চাহিদান্তবেব নির্ভর করে এইরূপ দামস্তরের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট ধার।

চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "স্ইডিশ" মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিন্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাখিয়া যখনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্ত চাহিদা ও উহার' যোগানের দিকে চিন্তা করা যায়, তখনই 'বাড্তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

সঞ্য় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার
 সময়ে কয়া হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান বেখা ত্বটিব দিকে লক্ষ্য রাখিলে আমবা মনে করিতে পাবি যে, 'বাড্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড্তি চাহিদা ধনাত্মক, শৃক্ত বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকাবই হুইতে পাবে।

'বাড্ তি চাহিদা'-ব এই ধাবণা ক্রমশ উন্নত হইযা বর্তমানকালে মুদ্রাক্ষীতিব ব্যবধান (Inflationary Gap) কপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাক্ষীতিব তব্ব বিশ্লেষণের কাজে এবং মুদ্রাক্ষীতির চাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফ াক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে। লর্ড কেইন্স প্রথমে How to pay for the war গ্রন্থে এইরূপ মুদ্রাক্ষাতির কাল আলোচনার স্ক্রপাত করেন। তবে 'মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর সর্ এরাচেকার 1941 সালে কমস্স সভাষ বক্ততাকালে ব্যবহার করেন।

মূদ্রাক্ষীতিব বাবধান কাহাকে বলে । মূদ্রাক্ষীতি হাক হওযাব পূর্বে জিনিদ-পত্রেব দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজাবে বিক্রযথোগ্য জিনিদকে মূল দাম দিয়া গুণ কবিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে দন্তাব। বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিশ্বৎ ব্যয়েব আধিকা বা বাড্তিটুকু হইন মূদ্রাক্ষীতিব বাবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে স্থ্যেব আকাবে প্রকাশ কবা চলে :

মুগাক্ষীতিব ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয — বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।
মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পবিমাণ
টাকাব দবকাব যদি সম্ভাব্য ব্যয তাহাই থাকে তবে কোন মূলাক্ষীতিব ফ'াক দেখা
দেয না দামগুবও বাডে না। সাধাবণত, বিক্রযযোগ্য দ্রব্যাদিব মূল্য ও জাতীয
আয সমান, স্তবাং এক্লেত্রে কোন ব্যবধান স্বষ্ট ইইতেছে না, দামগুব শ্বিব আছে
ও আর্থিক ভাবসাম্য বজায আছে। কিন্তু যদি পুরাণাে
এই ক'াক কেমন করিয়া
মূলাক্ষীতি বা দামগুবে
বা অর্থেব স্রোভধাবা বাডাইয়া দেওয়া হয তাহা ইইলে দেশের
সম্ভাব্য ব্যয বাড়িয়া যাইবে। এইক্রপে সম্ভাব্য ব্যয অধিক
ইইলেই বিক্রয-যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায জিনিসপ্রেব দাম বাড়িতে

থাকে; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মূদ্রাক্ষীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই থাকে তাহা হইলে মূদ্রাক্ষীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মূদ্রাক্ষীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

সম্ভাব্য-বায়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর

(Consumption-savings patterns plus the tax
কিরপে এই কাঁক structure) সন্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য
স্থানির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure)। নিচের উদাহরণ হইতে কিরপে মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান স্থাই হয়, তাহা আরও স্পাষ্ট বুঝা যাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা (অর্থাৎ মূদ্রাস্ট্রীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে)

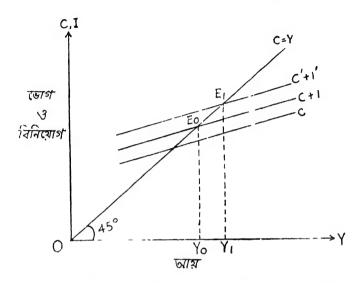
আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে অমুপন্থিত দ্রব্যাদির মূল্য=100 টাকা

স্তরাং মুদ্রাম্মীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400 টাকা।

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি সাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্টীতির ফ'াক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাস্টীতির ফঁাক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবির সাহায়ে প্রকাশ করিতে পারি:

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমাস্তরাল অক্ষে আর পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূন্ত-সঞ্গ্যের রেখা (zero saving function) বলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিন্নপ মোট ভোগব্যয় হয় উহা C রেখা



ছার। বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+1 রেখা। ইছা C রেখাটির উর্ধ্যে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয় = ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয়, তাই E_{\circ} বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাও OY_{\circ} দেখা যাইতেছে। এই OY_{\circ} আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাড়িয়া গেল। C+I রেখাট উপের্ব উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নৃতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল $E_{\circ}Y_{\circ}$, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইড়ে বেশি। E_1 হইডে E_{\circ} -র লম্মুখী দ্রম্থই মুদ্রাম্পীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দ্র না হইলে $E_{\circ}Y_{\circ}$ -র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাম্ফীতি
(True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মপ্রকৃত মুদ্রাফীতি
নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে স্থদের হার
কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিযোজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এই ক্লপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিযোগের
স্তরে পৌছিবে। তাহার পর টাকাব পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বা
উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইযা দিবে।*

অনেক সময পূর্ণ কর্মনিযোগেব স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পান্ন, এরপ অবস্থাকে কেইন্স আংশিক মুদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) বলিয়াছেন। শিল্পে অনুনত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তবে পৌছিবার পূর্বেই এইরূপ আধা-মুদ্রাক্ষীতি (Semi Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা-মুদ্রাক্ষীতির চটি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, ব্রেসায়ীর। বর্বিত টাকার কিছুটা ফাট্কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে আংশিক মুদ্রাক্ষীতির তাহা অপবাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। এই কারণসমূহ অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বাজার তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

খে) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামগুর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অস্থাস্থ উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হ্ইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া

^{*}তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিয়া যদি ক্রমাণত শ্রমিকের উৎপাননক্রমতা বাড়াইয়া
ক্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মৃদ্যাফীতি না-ও ঘটিতে পারে। কিন্তু স্বন্ধকালে
শ্রমিকের উৎপাদনক্রমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে স্কুতরাং ততদিন মুল্লাফীতি চলিতে
ধাকিবে।

পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) করি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্থ উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্থত, নবনিমৃক্ত উপকরণের সাহাযে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওযার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসায়বাণিজ্যের উল্লেভ করে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা ছই ভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া দেয় : দ্রব্যের উৎপাদন-বয়ে বাড়াইয়া এবং দ্রসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (৬) পঞ্চনত, ব্লাকালে ঘার্মের মাত্রা স্থির রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রান্থিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুটা বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাক্ষীতির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্স্, তাঁহার 'Treatise on money' এন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাক্ষীতির কথা বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফার্কপে মুদ্রাক্ষীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাক্ষীতি (Income Inflation)।

দ্রক্টীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্যের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের বায় বৃদ্ধি পাইযাছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যসমূহের উৎপাদন বায়ের তুলনায় উহাদের দামস্তরের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

স্থা ও মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা স্বাক্ষীতি বায়, এই অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বা্যের তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মূলধনী

শ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়েশ মতাকে প্রথমেই কমাইয়া দেয় না ; কিছুকাল পরে মৃলধনী শ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া শ্রব্যমূল বৃদ্ধি বা মুশ্রাম্ফীতি ঘটায়।

মুনাফার্কপে মুদ্রাক্ষীতি তথন ঘটে যে অবস্থায় দ্রবামূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়ক্রপে মুদ্রাক্ষীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রবা- পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্স্ প্রকৃত মুদ্রাক্ষীতি (True Inflation) এবং ভ্যা মূদ্রাক্ষীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকৃত ও ভ্যা
ভ্যা মুদ্রাক্ষীতির স্ফে করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাক্ষীতিকে পূর্ণ মুদ্রাক্ষীতি (Full Inflation) এবং ভ্যা মুদ্রাক্ষীতিকে আংশিক মূদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

অধ্যাপক পিশুর মতে মুদ্রাক্ষীতি ছুই প্রকারের ঃ ঘাট্তি ব্যথের চাপজনিত (Deficit-Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্ম, যুদ্ধের প্রয়োজনে ঘাট্তি-উছুত বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে মজুদ্ধি-উছুত আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও বাড়াইতে হ্য, নৃতন অর্থ স্টে করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাক্ষীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাট্তিব্যয়জনিত মুদ্রাক্ষীতি বলে।

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামন্তরের বৃদ্ধির দক্ষণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজ্রির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজ্রি দিবার জন্ম ব্যবদায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামন্তর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজ্রি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামন্তর আরও বর্ধিত হয়; এইয়পে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাক্ষীতি বাড়িতে থাকে, দামন্তরে বৃদ্ধি—মজ্রি বৃদ্ধি—দামন্তরে আরও বৃদ্ধি, এইয়প এক জ্প্রচক্রের (Vicious Circle) ক্ত্প্তী হয়। ইহাকে মজ্রির চাপজনিত মুদ্রাক্ষীতি বলা হয়।

মূদ্রাক্ষীতি আরও ছুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মূদ্রাক্ষীতি (Open Inflation) এবং দমিত মূদ্রাক্ষীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিশা এবং দামন্তর বাড়াইবার স্থযোগ পায় তখন দামন্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মূদ্রাক্ষীতি বলা হয়। অবাধ মূদ্রাক্ষীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্ঠা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীতিতে (Galloping Inflation)
পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে
দামন্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাং টাকার মূল্যে দ্রুত
পতনকে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাক্ষীতি রোধের উদ্দেশ্যে
জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রুব্যের
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের
ক্ষেত্রে (Investment-sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে
দ্রুব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যান্ধ-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকার
মন্ত্র্রে পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইক্রপ অবস্থাকে ক্ষম্পুণা দিমিত মুদ্রাক্ষীতি
(Repressed) বলা চলে।

কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মূদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে পারে।
এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্ম সমাজে
কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা
যায় আর্থিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এক্ষপ কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী
বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মূদ্রাক্ষীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ
(Inflationary forces) হইল: (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয়
(Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবদায়ীদের লগ্না,
(ঘ) বৈদেশিক চাহিদা।

(ক) ব্যবসায়বাণিজ্য প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঞ্বণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়। যায় এবং মুদ্রাক্ষীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঞ্বণের বৃদ্ধি এক সঙ্গে মুদ্রাক্ষীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট বয়য় বাড়িয় যায়; য়দি করভার কারণসমূহ বাড়ান হয়, তাহা হইলে বয়েয়াপযোগী আয় বা মোট বয়য় কমে। শ্রমক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে বয়েয়াপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) বয়বসায় সমৃদ্ধির য়ুণে বেশি পরিমাণে নৃতন মুলধন লয়ী হয় এবং এই লয়ী বিভিয়রূপে, ষেমন

শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রন্ন, যন্ত্রপাতি ক্রন্ন প্রভৃতি দারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অহনত দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দর্কণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রাস্ফীতির অন্থতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উন্তুত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার অন্ততম মূল কারণ হইল (ক)
উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির ছুস্প্রাপ্যতা

দ্ব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে
গোগানের দিক হইতে বিদেশে দ্ব্যসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া
কারণসমূহ
দেয়। রপ্তানির উদ্ভ একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি
কবে, অন্তদিকে দেশে দ্ব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্ব্যের আভ্যন্তরীণ
চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ আরও
বাড়াইয়া তোলে।

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দ্বারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মুদ্রাক্ষীতিকে সম্পূর্ণ বর্ণখ্যা করা চলে না; ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে সম্প্রকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারিটি উপায়ে মদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। দাম ও আয় স্বৰ্ণে স্বল্প ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফ্লে বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিলার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, আশানিরাশা, ভবিয়াং সম্বন্ধে বিনিয়োগ-ফলে মুদ্রাক্ষীতির গাতরুদ্ধি হারু হাইতে পারে। (খ) কারীদের ধারণা ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দেবগোনগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়র্দ্ধির সম্ভাবনা য**ত** প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand) উপর। উত্তোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অমুযায়ী বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিষ্যতে মজ্রির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাবঃ দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মূদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পারের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্তের (Spiral) গতিতে ইহারা প্রদার লাভ করে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল দকল দময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর স্থায় উ্ছোক্তাগণ ও ফাট্কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যভার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফাঁপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের স্থাই, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদু, হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে ক্যাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামগুর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত ব্রাদ পায়। সন্তান্ত্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) স্বষ্ট হয়।

মনে রাখা দরকার যে, অহুত্বত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

হিসাবে লাভ হয়।

অক্সমাত্রায মূদ্রাক্ষীতি প্রয়োজনীয এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বিশিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্ষ্টি করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাথা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়স্তরের মধ্যে রাথিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বন্দরে উপর প্রভাব: দেশে জনসংখ্যাব বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাফীতি বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের স্থবিধা, কারণ মূদ্রাম্ফীতিতে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোবের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায় টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা টাকার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অস্থবিধা, কারণ মূদ্যাম্ফীতির পূর্বে টাকার মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায তাহারা ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মূদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাক্রপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তিব লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা

মুদ্রাক্ষীতির সমযে উভোক্তাগণের স্থবিধা হয় কারণ দামন্তর বাড়িলে বেশি
দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সন্তাবনা। তাহা ছাড়া,
সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, স্বতরাং মুদ্রাক্ষীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট
টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

উচ্ছোক্তা দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফ**াঁক**(time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মন্ত্র্রি, কাঁচামালের দাম,
যন্ত্রপাতির দাম বা স্থানের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির
সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। "খাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মূদ্রাসংকোচনের সময় উত্যোজ্ঞাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামন্থাস ও উহার ব্যয়শ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফ াঁক থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কথনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা
মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট,
স্থতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী
পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির
শ্রমিক ও বেতনভোগী
হার কম থাকে, স্থতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয়
কমিয়া য়ায়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী
বা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অস্থবিধা হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের স্থবিধা, বেকারি বা কর্মে
নিমুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মূদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের স্থবিধা হয়; কিস্তু যাঁহারা নির্দিষ্ঠ স্থদ বা আয় লাভের জন্ম বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিয় মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ঠ স্থদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন। ক্রমিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ঠ খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিস্তু ভূমিহীন ক্রমি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্পক্ষাজীবি
জাত দ্রব্যের দাম ক্রমিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, স্থতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উল্লোক্তাদের তুলনায় ক্রমিতে নিযুক্ত উল্লোক্তাণণ কম লাভবান হন।

মুপ্রাম্ফীতির ফলে করদাতাদের স্ববিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার জয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়।
রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মৃদ্রা-সংকোচনের সময় করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মৃদ্য বেশি হওয়ায় আসল ভারও মৃদ্রা সংকোচনের সময় বৃদ্ধি পায়।

ৰুজাস্ফীভি নিয়ন্ত্ৰণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাজিতে থাকে তথন মুদ্রাক্ষীতি ঘটে, স্বতরাং মুদ্রাক্ষীতি রোধের ছুইটি উপায় আছে: দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাক্র শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উয়ত ধরনের য়য়পাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাক্ষীতি প্রবলতর হইতে পারে।

সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমাইবার জন্ম যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আর্থিক Monetary) পদ্ধতিসমূহ, থে ফিস্কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। আর্থিক পদ্ধতিঃ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের স্থদের হার ব। হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ বৃদ্ধি. ব্যাঙ্কহার বাডাইয়া দিবে। ব্যাঙ্কহার বাড়িলে থোল। বাজারের কার্য-ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের স্থদের হার বাড়াইবে এবং কলাপ, পুণকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উচ্চোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ নিযম্বণ প্রভাত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক

ব্যায় কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যায়ঝণ; স্বতরাং, ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যায় বাণিজ্যিক বণয়-সমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যায়ের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিন্তি, স্বতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যায় নিজের নিকট গচ্ছিত রাথে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যায়ঝণের পরিমাণ কমিবে, স্বদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা। এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) ক্যাইয়া ফেলা সম্ভব।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations) চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে নগদ টাকা তৃলিয়া লইতে পারে; ফলে আয়-স্রোত হইতে নগদ টাকা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সন্তাবনা। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ম ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার ফলে যে শিল্পে মূলাক্ষীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্কা ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মূলাক্ষীতির প্রভাব অবাঞ্ছনীয়—এইরূপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মূলাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা সন্তবপর। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই বাছাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মূলাক্ষীতির সময়ে প্রয়োগ করা খুবই দরকার; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রচিত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মূলাক্ষীতি বাড়িয়া যাইবে। স্বতরাং, বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্কাদারী ব্যবসায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ফিস্কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী ব্যয় কম হয়। দরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বুদ্ধি করা। সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, স্থতরাং ইহা করপদ্ধতি ঃসরকারীব্যয় ক্মাইলে দ্রব্যুদামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার কমান, আয় বৃদ্ধি, জন-সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নৃতন নৃতন কর সাধারণের হাত হইতে আয় তুলিয়া লওয়া, আরোপের ছারা বা বর্তমান করের হার বাডাইয়া ব্যক্তির রপ্তানি শুক্ষের বৃদ্ধি হাত হইতে ব্যয়োপ্যোগী আয়ের পরিমাণ ক্যাইয়া ফেলাও আমদানি শুব্ধের হাস বাধাতামূলক সঞ্য দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করদমূহের প্রভৃতি কিরূপ, যেন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে, বাজেট উদ্বুত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদ্রান্ফীতির সময়ে সকল কর বাড়ান হইলেও আমলানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিশুল্ক বাড়ান উচিত। রপ্তানিশুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়ুদ্ধ সমাজ-দেহ হইতে টাকা সরাইয়া আনিবার জন্ম বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা পরকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্তরূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, -মুদ্রাস্ফীতির পরে অপস্তত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালের মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল (Inflation-sensitive), তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ম কম মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে প্রতাক্ষ পদ্ধতি : উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রব্যের ভ্ৰব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ, মঙ্গুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে। ও দামনিয়ন্ত্রণ এইন্ধপে উপকরণের নিয়োগবিস্থাদে পরিবর্তন (changes in the allocation of resources) মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাডা ইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মুল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবন্যাতার মান না ক্ষমে, অপচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রার দাম আরও বাভিয়া না যায়। ক্মতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকার. অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুরি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উল্লোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেদের মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বর্ধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তৃতীযত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা অন্ততপক্ষে অবশ্য-প্রযোজনীয় দ্রবাসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু, সাধারণত দাম নিযন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিযা যায় এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। স্থতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্ম ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

अनुमीमनी

 Examine critically the Quantity theory of money.
 Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.

Explain the Cash Transactions Standard.
 Discuss the determinants of cash transaction variables.
 Explain the relationship between the Quantity of Money and the

6. What factors bring short period changes in the price level.
7. Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.

8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation on production and distribution of wealth.

10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Monetary Policy

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্ত আর্থিক নীতিকে প্রযোগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থ নৈতিক নাতিরই অঙ্গ ।

আর্থিক নীতি অর্থ-নৈতিক নীতির অবিক্ষেত্য অংশ এরপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহা সামগ্রিক অর্থ নৈতিক নীতির সাফস্য লাভে সাহায্য করে। স্থতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের

ও রাষ্ট্রের কাঠামো, দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর

আর্থিকনীতি নির্ভর কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আর্থিকনীতি প্রযোগ করা হর্ম তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাঙ্কহারে প বিবর্তন, থোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের জানা শরকার দেশের আর্থিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি লক্ষ্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি।

(১) বৈদেশিক বিনিময় হাবের স্থিরতা (Stability of external value)

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যথন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথন আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমৃ ল্যের স্থিরতা। উধের্ব ও নিম্নে ত্ই স্বর্ণবিন্দ্র মধ্যে বিনিময় হারে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের

ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও ব্য়েস্তবেব স্থানন ব্যবস্থার
কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিয়মসমূহ" মানিফা চলিয়া স্থানান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্ততম প্রধান লক্ষ ছিল বলা চলে। এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যেদায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রশার হইয়াছিল, বৈশেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু সুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায় টাকার বহিম্প্র অপেক্ষা উহার অন্তর্মুপ্র অধিকতর গুক্তুপূর্ণ। কারণ টাকার অন্তর্মুপ্র পরিবর্তন ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবাদ্ধিত হয়, বর্তমান অবহায় অন্তর্মুপ্রকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক মুগের উগ্র অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Authroky) আন্তর্ভরীণ জীবন্যাত্রার মান ও দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়া টাকার বহিম্পার ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও বা পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দরকার।

(২) মুতুবর্ধনশীল জামশুর (A gently rising price level):

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওযা উচিত মৃত্বর্ধনশীল দামস্তর বজায় রাখা, কারণ ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উত্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারি দ্র হয়। খ) মৃত্ব বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর গ্রহণেব পক্ষে যুক্তি-শিল্প সমৃত্বির কারণ বলিয়া রবার্টসন মনে করেন। গে তাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাজে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাণত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন করা ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে; দামস্তবে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Real burden) ক্রমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদের চক্ষ্র অন্তরালে ঋণের আসল ভার ক্রমাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কাজ করাও মৃত্বর্থনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উত্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এবং পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামন্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উত্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামন্তর বাড়িতে থাকায অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা গ্রাহণের বিপক্ষে মুক্তি সমূহ যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ কমাইয়া দিত্তেও পারে। (খ) দামন্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রির হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না; ফলে জনসাধারণের ক্রেয়শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (৬) সর্বোপরি, দামস্তরে মুদ্বৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাট্কা ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্লেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংকটের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের বীজ উপ্ত থাকে।

এতদ্সত্ত্বেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাট্কা ব্যবসায় বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ কর। দিক্ষান্ত উচিত; কারণ, বেকারি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিযোগ ও আয়স্তরে বৃদ্ধির জন্ম দামস্তরে মৃত্ন বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

(৩) মুত্র পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level):

মৃত্ব পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বলা হয় যে, (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্র-কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থ নৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া আদা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ করিতে পারিবে। (থ) তাহা ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর গ্রহণেব পক্ষে যুক্তি সমূহ হিসাবে আদল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরির হার বা অন্যান্থ ব্যয় কথনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পেঁছাইয়া ব্যবসায় শংকটের সম্ভি করে।

এই আর্থিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃত্ব পতনশীল
দামস্তর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়
গ্রহণের বিপক্ষে
যুক্তি সমূহ
এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া বুজায় রাখিতে
পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অগ্রগতির
হার পরিমাপের বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই
উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না।

(৪) স্থির দামস্থর (Stable Price Level):

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি এবং মূল্যের সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঞ্চনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খা দামগুরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের স্ফু জীবনযাত্রা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির ''অস্বাভাবিকতা'' এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত হবিধাদমূহ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামগুর স্থির রাখিতে হয়। (গা) তাহা ছাড়া, দামগুরের বৃদ্ধি বা ব্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। স্বতরাং দামগুর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র স্থায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

দামন্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ঠ পরিমাণে উৎসাহ স্থাষ্ট হয় না, স্তরাং ইহা বাঞ্চনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামন্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। কারণ দামন্তর বলিলে পাইকারী দামের স্তর না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া স্থচকসংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামন্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত অস্থবিধা-সমূহ বিলাস-দ্রব্যের দামে হ্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইল্লপে জীবনযাত্রার মানে শুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্থচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্তু দামন্তর স্থানা থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুরুব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইল্লপ ঘটিতে পারে। কেইন্স্ ইহাকে মুনাফা-ক্টাতি বলিয়াছেন। স্তরাং সর্বদা দামন্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা (Neutral Money):

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আ**থিক** নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মন্ত কাজ করে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে সক্তিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে; নিজ্ঞিয় বিনিময়ের মাধ্যমক্সপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বাটার প্রথায় সমাজে যেক্সপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি-

সম্হের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিন্ত্রষ্ট না অর্থেব নিরপেক্ষতা করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, কাহাকে বলে
ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (non-monetary)

শক্তিদম্হের দারাই যেন দ্রব্যদম্হের দাম বা পাবস্পরিক বিনিময়ের অন্পাত নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষতা বজায় রাথা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (Effective supply) স্থির রাথা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হরণে নিরপেক্ষতা টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। ক্ষায় রাখা চলে সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার পরিমাণ বাড়ালে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (Disintegration in the process of Production) টাকার পরিমাণ বাডান দরকার।

এই নীতির বছপ্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতার রাসবৃদ্ধি অন্থযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা ব্রাস ঘটান হইবে, স্থতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অন্থপাত বাহিরের প্রভাবে এই নীতির স্থবিধা-বিক্বত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের স্থাষ্ট হইবে না, দামস্তরে সমূহ হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নৃতনপ্রচলনের (Innovation) সহিত দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে সামঞ্জস্ম থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ
করার বিশেষ অস্থবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার
প্রচলনবেণে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং
নীতি প্রয়োগেব বাস্তব টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া
অস্থবিধা
দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব
বিলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া
ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের
দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকাব। বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্রিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন স্থাদের হারে বা মোট আয়ব্যুযে পরিবর্তন আনিয়া দ্রুব্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি ভব্বে গলদ (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, স্থতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তার করিবেই।

(৬) পূৰ্বকৰ্মসংস্থান (Full Employment):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে। কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার স্থাষ্টি হয় এবং উহার নিযোগের পরিমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে মন্ধুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই
পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তবে পোঁছানো যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে
সমাজের মোটু ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর
উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পোঁছান সম্ভব
নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী
দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগদ্রব্যর ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদা সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ব্রাস পায়। এমতাবস্থায কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্তরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে ভোগ-বয়য় বাড়ান, বয়িজে উছোগী বিনিয়োগ বৢদ্ধি, এবং রাষ্ট্রায় বিনিয়োগে বৢদ্ধি। আর্থিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-বয়য় ও ভোগ-বয়য় বাড়ান যাইতে পারে বি

ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে হুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে উদ্যোক্তাদের নিকট বিনিযোগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। হুদের হার কমাইবার জন্ম ব্যক্তিহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং পূর্ণ কর্ম সংস্থানে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ম খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি আধিক নীতিসংহ নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ট্র উচ্চোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যাহ্বগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম হুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থস্থ করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উচ্চোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে কিন্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্ষয় বাড়ান করা চলে, কিন্তির নিয়মকানুনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক নীতির দারা ভোগব্যুরের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

জন্তান্ত নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণকর্মস্থানে
পৌ ছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া
না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং স্থদের হার
আর্থিকনীতির
কমাইয়া ব্যক্তি-উভোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ
সীমাবন্ধতা
অবস্থায় শুধু আর্থিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই-সহিত প্রচুর
পরিমাণে রাষ্ট্র-উভোগী বিনিয়োগ-বয়য় করিতে হয়; নিয়তম ভোগবয়য় বাড়াইবার
উদ্দেশ্যে ভোগদ্রের ক্রেরে ক্রেত্রে কিন্তির সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিয়তম প্রাথমিক নগদজমার পরিমাণ (Minimum down Payments) কমাইলেই চলে না;

ইহারই সহিত পুনর্বন্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) পেবর্তনও প্রয়োজন।

হুতরাং, অন্তপ্রকার নীতির দাহায্য ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন স্থলত আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্কত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (Economic growth):

দামন্তর স্থির বাখা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় বাখার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অতুরত দেশসমূহে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুনত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয়

যুদ্ধোত্তৰ পৃথিবীতে বিশেষত অনুনত দেশ সমূহে

ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইযা দাঁড়াইযাছিল, দেইরূপ বর্তমানে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মনে রাখা দরকাব যে, লক্ষ্য হিদাবে পূর্ণকর্মদংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রম-বৃদ্ধি এক নছে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োশের লক্ষ্যে পৌছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিদমূহ গ্রহণ করা হয় তাহা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে

ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিন্তিবন্দী ক্রয়ের (Instalment

পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান ও অৰ্থ নৈতিক ক্রমরন্ধি—এই চুই পারে, তুই লক্ষ্যের উপযোগী আঁপিক নীতি পৃথক হইতে পারে

পারে। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের লক্ষে। বিরোধ ধাকিতে দ্বারা সেই হারে রুদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অক্ত প্রকার পদ্ধতি গ্রহণেব প্রযোজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে পৌছাইবার উদ্দেশ ভোগ-বয়ে (Consumption expenditure) বাডাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যান্থ ভোগদেব্য

(purchases) স্থবিধা করিয়া দিল। কিস্তু অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। স্তরাং উভয় লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অমুষায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারক্ষারিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত স্থাষ্ট হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ন্যায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।
যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে কোপায় পার্থক্য
ক্ষেত্র ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিযোগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিশ্বতের সন্তাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইযা চলা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্ম কিন্ধপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতির দারা নিন্ধপিত হইয়া থাকে।

व्यम्भीननी

- 1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?
- 2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?
- 3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ করিতে দক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া বেকার পাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি। এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছারুড বেকারিকে বা ^{(ৰচ্ছামূলক বেকারি ও} ইহাদের কর্মে অনিয়োগকে বেকারি বলা চলে না। অনেকে অনিছামূলক বেকাবি আছেন যাঁহারা বর্তমান মজুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, সঠিকভাবে বিচার করিলে তাঁহাদেরও বেকার বলা চলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন, তবেই তাঁহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং এইক্লপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলাচলে। এইক্লপ বেকারিকে অনিচ্ছামূলক বেকারি (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্ৰিক সমাজে ইহা অন্ততম প্ৰধান অৰ্থ নৈতিক সমস্তা হিদাবে গণ্য হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ আছে, বলা চলে। ঐ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারি ও তাহাদের কারণসমূহ নিমে বর্ণিত হইল।

(১) স্মাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্ৰজনিত বেকারি (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন উৎপাদন—পদ্ধতি, মৃলধন-প্রগাঢ় নৃতন যন্ত্রের প্রচলন, ব্যক্তনিত বেকারি নৃতন দ্বন্তের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অভ্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে স্রান, পুরাতন বা

প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে।

- (২) মরস্থাী বেকারি (Seasonal unemployment) বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রেরাজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারথানা, ধানকল, ক্রমিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি ছানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরস্থাী বেকারি বলা চলে।
- (৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিযোগের পরিমাণ কমিয়া যায এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্যচক্রেজনিত বেকারি (Cyclical unemployment)
 বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় সমৃদ্ধি স্বর্ফ হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই
 বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।
- (৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের বেকারিকে অনেকে সংঘাতজনিত বেকারি (Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থাোগ স্থবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুন:-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া সংঘাত জনিত বেকারি

যাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাময়িক অভাবের জন্ম বা বৎসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়

এই সকল কারণের জন্ম উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতস্থ বেকারি (Frictional unemployment) বলে।

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে প্ৰাক্তন্ত বেকারিও (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে। বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়)
শ্রামিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রামান্তিক, নৈপুন্ত, কার্যের
সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম
হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিদেস্রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন
(যেমন ভারতীয় ক্ষমকগণ বৎসরের করেকমাস কাজের
প্রভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের
অন্তাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের
অন্তা কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার স্থযোগ নাই, তাই কম আয়
হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র
বিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া সারা বৎসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও
বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার
বা স্থোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার
দ্রুত বন্ধি।

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দার। আলোচিত বেকারি আর ভারতের স্থায় অনুনত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরিও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই দকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্যকরী চাহিদ। কম থাকার বেকারি থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দার। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ফানিছাক্ত বেকাবি চাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে দকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রেয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রন্সসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে ছইভাগে বিভক্ত করা চলে: ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির দলে শলে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত

ক্রমাণত কমিয়া আবে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো
না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে; যে
পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ
দীর্থকালীন জড়ত্বের
বেকার থাকিয়া যাইবে। আধুনিক কালে ধনতান্ত্রিক
ফলে ভবিশ্বতে বেকারি
বৃদ্ধি সম্ভাবনা
বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও

আর বাড়িতেছে না — ফলে, স্থায়ী ও ছ্রারোগ্য বেকার সমস্থার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় য়ন্ত্রপাতি (Automation) আবিষ্কার ও প্রয়োগ সমাজের মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্রমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা স্বষ্টি করিয়াছে এবং ইছার ফলে বিভিন্নপ্রকার যক্ক উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে। মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular Stagnation) আসিয়া গিয়াছে, স্বতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি এবং ভবিয়্য়ৎ-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা—ইছাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

বেকারির কলাফল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবদায় ও বাণিজ্যের প্রদার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজ্রিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করানো যায়, অর্থাৎ কম মজ্রিতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজ্তুত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি ত্বান্ধিত করিবার জন্ম ব্যয়স্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক, স্থতরাং কল্যাণকর।

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল ছঃথ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের স্থযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মে
নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্য সামগ্রীর জন্ম চাহিদা
সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের
জীবনযাত্রান মানও উন্নত হইবে। শ্রমণজ্ঞিই সম্পদ স্থাষ্টর প্রধান সক্রিয় উপাদান,
ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয়
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া
যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও
ভবিষ্যৎএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের
আইন শৃংখলাব উপর সে আন্থা হারাইমা ফেলে, তথাকথিত ''সমাজ-বিরোধী''
কার্যকলাপে লিগু হইয়া পুড়ে; দারিদ্র্য দূর করার ''সহিংস'' পথে চলিতে পারে।
বলা হয যে, ইহাই জার্মানী ক্ষালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাদিবাদের উন্তবের কারণ।

বেকারি দ্ব হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্থফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিবাপন্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপন্তার
ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর
পূর্ণ কমসংস্থানের হফল
হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার
পাইয়া নিজেকে প্রহৃত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি
সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়।
গণতন্তের প্রসাব ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পবিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া
উঠিতে সাহায্য করে।

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দ্র করিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দ্ব করার জন্ম কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাময়িকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতাযাতের ব্যয় ক্মানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্থােশ স্বিধা দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

মরশুমী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্ম শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্থ শিল্পের কাজ হাক হাইতে পারে। ক্বাকদের জন্থ অন্থান্ত ক্রিনি শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার; ইহার ফলে বৎসরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; আর বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচহন বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রদারের গতিবৃদ্ধি করিয়। বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূব করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর-দম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরির হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্সের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতিসমূহের দারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির দারা সমাজে অধিক আয় স্পষ্টি করা – এই সকল পদ্ধতি দারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মগংস্থানের পরিষাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিলা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (supply of labour is a function of the rate of real wages)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দেয

কিছু পরিমাণ খাছ বন্ত প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ
আদল মজ্বির
ভারদাম্য হার
নির্দিষ্ঠ আদল মজ্বির পাইলে তবেই শ্রমের যোগান হয়।
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্ত চাহিদা হয়
উৎপাদন-পরিমাণের দেই স্তবে, যেখানে আদল মজ্বির হার শ্রমিকের প্রান্তিক
নীট উৎপাদনের দমান। সমাজে নির্দিষ্ঠ আদল মজ্বির হারে দকল দামি মিলিয়া
মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইরূপে, দেশে
আদল মজ্বির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে দমতা
সাধন করে।

বদি কথনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল বেকারি থাকিলে শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম আধিক মজুরি কমাও
আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। স্থতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মজুরি হ্রাস করা। আর্থিক মজুরি কমাইয়া দিলে প্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তন্ত।

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইন্স্ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, আসল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বৃদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজুরি ব্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আর্থিক মজুরির হার কমাইতে গেলৈ তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইন্স্ আধিক মজুরি কমান বিলয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর বায় কি না করে না; ইহা আর্থিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অনমনীয় (rigid downwards)। ও ইহার কারণ হিসাবে কেইন্স্ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের ল্রান্তি বা মোহ আছে (Money

ইহার অহবিধা—
টাকার ছলনা

একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই থাকে। আমরা
ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা
চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূস্য বাড়ে
ও ক্ষে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়"। †

ভাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে স্থানিদিট পরিমাণে সমাজের অবস্থায়ারী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্ম উল্লোক্তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার প্রবৃত্ত হইতে পারে।

^{† &#}x27;A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্সের মতে, যদি দেশে মজুরির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক মজুরি সমান রাথিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্নীয়। জিনিসপুত্রের দাম

তাই কেইন্স বলেন দাম বাডাইয়া আসল মজরি কমাও বাড়াইলে আদল মজুরি কমে, স্থতরাং দেই পথে অগ্রদর হইলে দেশে বেকারি হ্রাদ পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্দের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা দাধারণত আর্থিক

মজুরি হ্রাপ করাকে বাধা দেয় কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী দ্রবাদামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না।'* এইরূপ 'টাকার ভ্রান্তির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্থান্থ শিল্পের শ্রামকদেরও একই অবস্থা। অন্থান্থাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আদিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীত্র আপন্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্মে উহা ঠেকান যায়, কারণ দেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আসল মজুরি হ্রাপ পাইলে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়মের কার্যকাবিতার ফল।

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি ব্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই আংশিক ভারসামের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম কমে এবং এই নৃতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইথা পড়ে, এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না। সকলে একত্রে আর্থিক র্যাহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা মজুরি কমাইলে প্রত্যেকেরই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-ব্রাসের কি দেশা দিবে প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের সকল শিক্ষে একসঙ্গে মজুরি ব্রাস করিলে লোকের হাহত ক্রয়শক্তি দ্রাস পাওয়ায় সকল দ্রস্যামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেন, জিনিসপত্র অবিক্রীত

^{* &}quot;Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of wage-goods." Keynes, General Theory. P. 9.

রহিয়া গেল, সকল শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে। মজুরি ব্রাসের ফলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

স্তরাং দেখা গেল যে, মজুবি ব্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তারা করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয় তিনটি বিংয়ে পরিবর্তনের দ্বারা— ভোগপ্রবণতা, স্থদের হার এবং মূল্যনের প্রান্তিক কার্যকারিতা। মজুরি-ক্রাসের ফল এই সকল শক্তিগুলিকে কার্যকরী চাহিদার কিরপ প্রভাবিত করিবে আলোচনা করিলে তবেই বলা চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর কভটা ও কোন্দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মজুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কভটা কমিবে ভাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল ভোগ প্রবণতা হ্রাস আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তকে গড় ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগ-ব্যয় করে না।

দিতীয়ত, উত্যোক্তারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আর্থিক মন্ত্রি কমিলেও ভবিশ্বতে শীস্ত্রই উহা বাড়িবে ছবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইকে এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিশ্বতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার উপর প্রভাব অনিন্তিত প্রবল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিজে থাকিবে, ভোগপ্রবণভাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপরপক্ষে, যদি 'আর্থিক মন্ত্রির হ্রাস দেখিয়া উভোক্তারা মনে করে ভবিশ্বতে ইহা আরও কমিবে, ছবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি হাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অভাক্ত

হুদের হার কমাইলেও এই নীতি গ্রহণযোগ্য नग्र

অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে কম টাকা রাখিবে। ইহাতে স্থদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু স্থদের হার কমাইবার জন্ম 'নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করাই ভাল, এইরূপ 'নমনীয় মজুরি নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার

তিনটি কারণ আছে। (क) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। (খ) সামাজিক স্থায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা উচিত নয। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) স্থদের হার কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পায়, **ইহা** আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া তাহাদেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা স্থাবিবেচনার কাজ বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পডিবার সম্ভাবনা।

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment):

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দুর করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। ''কল্যাণ রাষ্ট্রের'' ধারণা স্থ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পেঁীছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত পাক। বুঝায না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত

প্রথা প্রভৃতি); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান কামুন জনিত বেকারি (দৈনিক শ্রমের সময়, চারুরি হইতে কাহাকে বলে অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিম্নতম শিক্ষার বয়স প্রভৃতি);

নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অস্থ প্রভৃতি)— এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মচ্ছুরির হারে যাঁহার। কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামুটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামূটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্যে (Say) রাসিকাল ধারণা বর্ণিত নিয়ম অমুমায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্বষ্টি করে; শ্রামিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রামিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তথনই থাকা সম্ভব যদি শ্রামিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রামিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হইবার সম্ভাবনা।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্স্ ও তাঁহার অনুগামীগণের
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না;
বা এই ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি
আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে।
পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা - ইহাই রাষ্ট্রের
অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (Full Employment Equilibrium) নাই; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from Full Employment) কারণ কি? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে, পূর্ণ কর্মসংস্থান সইতে বিচ্যুতিব কাবণ কর্তৃক ক্লিন্তিভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির স্তর-ই ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রামিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা

* পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহা নহে, জীবন যাত্রার মান উত্নত করা, বর্ষিত আয়ন্তরে বাধীন হবী জীবন নিরাপন্তার সহিত যাপন করার ধারণীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল; আধুনিক কালেরজ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচ্নর পারিশ্রিমকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাবও উপবাস হইতে মক্তি, ভবিষ্যুতের গভীর অনিক্রেছা হইতে মক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও

দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের হুযোগ স্থবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক

অর্থ নৈতিক লক্ষা হইতে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রেমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়কে ছুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, স্তরাং যদি বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজেব মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে ? শ্রমিকদের দার। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে।

ইহার জন্ম সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য পূর্ণ কর্ম সংশ্বাদে পৌছিবার তিনটি পথ

শ্রেরে দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার। সমাজে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত উভোক্তাগণ এবং দরকার। স্থতরাং, পূর্ণ কর্মদংস্থানে পোঁছিবার তিনটি পথ : ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং দরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানো।

ভোগদ্বেরের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতাসম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার
রুদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অস্কৃষ্ণতার বীমা,
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর
ভোগবায় বৃদ্ধির উপায়
সমূহ
হাতে ভুলিয়া দেওয়া – কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি।
একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার
কমাইয়া দিলে ভোগবায় বাড়িয়া ঘাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য

কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাথিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বন্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উত্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্ম বিশেষ ধরনের স্থবিধা দেওয়ার বলোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুনবিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল স্থাদের হার কমাইয়া রাখা

এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্তান্তু প্রত্যক্ষ কর

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্তান্তু প্রত্যক্ষ কর

বৃদ্ধির উপায়সমূহ

পদ্ধতির স্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থবিধা হইল ব্যক্তিগত

বিনিয়োগকারীরা এক্কপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম স্থাদের হার বা

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

স্থান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি
স্বাকারী বিনিয়োগ
বৃদ্ধির উপায়সমূহ
হইবে, কর্মণংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে
না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার হুই
উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারেঃ (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি।
প্রত্যক্ষকরের যতখানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই
পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি হারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে
সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত
বিনিয়োগের জন্ম অর্থ ক্মিয়া যাইবে, ভোগবায়ও কিছুটা
সংকুচিত হইতে চাহিবে। স্থতরাং তাহা না করিয়া রাষ্ট্র
প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের সাহাব্যে নতন টাকা স্থিষ্টি করিয়া (Deficit Financing)

প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নৃতন টাকা স্বাষ্ট্র করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাট্তি পদ্ধতির দারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নৃতন টাকা স্বষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা স্থদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্ম রাষ্ট্রকে কোন স্থদ দিতে হয় না।

ঘাট তি বায়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে মাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্ম, (ক) শ্রামিকের চলনঘাট্তি বায় পদ্ধতির
আমুম্বন্ধিক বাবস্থা

হিতে পারে (খ) নৃতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location)

সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উল্লয়নমূলক নির্মাণকার্য (Public Works) স্থক্ষ করিতে হইবে।

ঘাট্তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের ছুম্প্রাপ্যতা স্ট্র করিতে পারে। অনুরত দেশসমূহে ঘাট্তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে অধিক আয় স্ট্র করিবে, কিন্ত মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দক্ষণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে। স্বতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রায়ের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

আর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার কক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মৃলধনী দ্রব্যাদি প্রস্কৃতির হার পুরই বাড়াইয়া
দিতে হইবে, (মেন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া,
ঘাট্তি বায়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ
বাটতি ব্যক্ষের অস্থবিধা
সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রাক্ষীতির
ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ) সরকারী খণের পরিমাণ
বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, হৃদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান
ঋণ-ব্যবস্থার স্টিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অস্থবিধার স্টিকরে।
অসুশ্লভ দেশ ও পূর্থকর্মসংস্থান ভল্ব (Underdeveloped countries
Full Employment Theory):

অসুরত দেশসমূহ পোনত ক্ষি প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র
সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে। দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে
চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম,
অসুরত দেশের
অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্মকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপত্রের একটি
বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা
ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উঃত দেশসমূহের স্থায় সহজে কার্যকরী হয় না।

বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী তরে
সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। হি তীয়
ত্তরের আয় পুনরায় ভোগয়েব্য বয়েত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়িয়া প্রথম বারের-বর্ষিত আয় ও কর্মসংস্থান×গুণকের আয়ভন— এই পর্যন্ত
বাড়িবে। কিন্তু অমুরত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী তারসমূহের ভোগবায়
বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক তারের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী তারসমূহে উহাদের
আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রাত্তিক ভোগপ্রবিশতা
থাকে খুব বেশি এবং ভত্তামুয়ায়ী গুণকের আয়ভন খুবই বড় হওয়া উচিত, কিন্তু
বাহুবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান ক্রারণ হইল এইরূপ
তাক ও ত্বরুক উভয়ই দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগদ্রের ভিগোদন ও যোগান
তাক প্রতির ভিগ্রাপক আর অমুরত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির থেয়ালেই

ক্ষমির উৎপাদনে ব্রাদ বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকান্ত্র ক্রমত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর ক্রমিঙ্গাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে ক্রমকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিযা যাইতেও পারে।

খাভ দ্বেরে চাহিলা বৃদ্ধি পাইলে (ক্ষিজাত দ্বেরে উৎপাদন সমান থাকার) দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্তান্ত শ্রেণীকে বেশি দাম দিয়া খাভাদি ক্রয় কবিতে হইবে ; কিন্তু কৃষকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্তান্ত ক্ষেত্র (sector) আয় বৃদ্ধির স্থবিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্বা ক্ষেয় করিলেও শিল্পেব উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও দরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায। অনিচ্ছাক্ত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকায় বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছা বেকারদের আয় বাড়াইলে উহা দিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইরূপ চল্তি মন্থুরির হাবে অন্যন্ন চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধ্বনেব "তথাক্থিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এব স্থরে থাকে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাক্ষীতি-ই ঘটায়।

अनुगीमनी

- 1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.
- 2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes?
 - 3. How is the level of Employment determined in a country?
 - 4. What factors determine the volume of Employment in a country?
- 5. What is full Employment? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society?
- 6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

আয় ও কর্মদংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে সাধারণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানের সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহাদের এই চিন্তা প্রকৃষ্টভাবে রূপ পাইয়াছিল 'বাজার সম্বন্ধীয় স্থে-র নিয়ম'-এর মধ্যে (Say's Law of Markets)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থে বলিয়াছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা স্থাই করে' (Supply creates its own demand)। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধারণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়তি

উৎপাদন (General over-production) সম্ভব নয় ৷ ব্যসিকাল ধারণাঃ কোন একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যের জন্ম চাহিদা হঠাৎ কম সামগ্রিক হইতে পারে, বা চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান বেশি অধিকোৎপাদন সন্তব নয় হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপান্ত নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীর জন্ম চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়তি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিন্ধপে স্বীকার করা যায়। মিল (James Mill) বুলিয়াছেন 'উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে' (consumption is coextensive with production); তাঁহার মতে 'চাহিদার একমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা স্টুটি না কবিয়া ইচা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না';* 'বাংস্রিক প্রিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক রিকার্ডোও বলিয়াছেন, পরিমাণকে কখনই ছাডাইয়া যাইতে পারে না।'†

^{* &#}x27;Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent.'

^{† &#}x27;Whatever the amount of annual produce it can never exced the amount of the annual demand.'

'একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না'। ('in reference to a nation, supply can never exceed demand')।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের Principles of Political Economy এন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সক্ষ প্রকার দ্রব্যামগ্রীর জন্ম চাহিশার ঘাট তি দেখা দিয়াছে, ইহা কি সম্ভব ? যাঁহারা এইরূপ মনে কেন তাহাদের এইরূপ করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্রব্যবামগ্রীর লেন-ধাবণা হইয়াছিল দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্য-সামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্রেক্তেই অন্থ ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ম দাম দিবার মাধ্যম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যদামগ্রী। দকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্দণত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা বিশুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিদপত্তের পরিমাণ আমাদের বিশুণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাং ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রেয় শক্তির পরিমাণ্ড আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আদিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিম্পত্র আছে। · · · ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য ব্রাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"*

-Book III, Section 2, Chapter XIV.

^{* &}quot;is it...possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses, All sellers are inevitably and ex vi termmi buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange...... It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। म्हान्यान् त्रिकार्डात्क वृथारेवात रहें। कतियाहिलन त्य, त्मत्न हाहिमा कम থাকার দর্রুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তথন গুহীত হয় নাই। কেইনুস্ বলিতেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘাটুতি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্থাস তীত্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যাল্থাস, স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিন্ধপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাটুতি বা বাড়্তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন মাালখাস ও রিকার্ডোর ভাগাবার ও রেকাডে।র মধ্যে মতবিরোধ ছিল কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন; এবং পবিত্র খুষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংলতে নির্ফ্লশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহবের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবদান হইল; অপর দৃষ্টিভংগী দম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধার্মী, ম্যাল্থাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।"*

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উভ্যোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

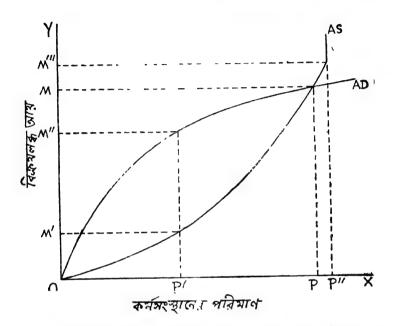
[&]quot;Malthus, indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an altenative construction: and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased; the other point of view completely disappeared; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature."

J. M. Keynes, General theory, P. 32.

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উচ্চোক্তারা মিলিয়া সামগ্রিক যোগান দাম জিনিসপত্র বিক্রেয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই ও সামগ্রিক চাহিদা পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে দাম কাহাকে বলে বলে দামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদম করেন, তাহার মোট ব্যয়কে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উত্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, দামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা বায় কিছ-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে দকল উত্যোক্তারা মিলিয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তরে উচ্চোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণকে তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) যদি উভয়ের মধ্যে দামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ প্রস্তুত করা যায়। উল্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয়লর যে প্ৰিমাণ কৰ্মসংস্থান নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় টাকার সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভযে মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়লব্ধ টাকাব হ্য, তাহাই কৰ্মসংস্থানেব অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল ভাবসামা স্তব উল্মোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌছান যায় যথন সাম এক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তথন সেই কর্মনিজ্যাশ্যের পরিমাণে ব্রাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের ভারদাম্য-স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয় ৷ এই স্তরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তবে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও এইরূপ ভারসাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium)। এইরূপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোন ঝোঁক নাই। নিচের রেথাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে:



 বিক্রয় করিয়া OM" পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বিশিষা তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

সামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দেশে কর্মদংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উত্যোক্তাদের মনে প্রত্যাশিত আদায়ের পরিমাণ (AD) নিমতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উচ্ছোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দেশে কর্মসংস্থানের স্তর কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাডাইতে থাকিবে। যতদর পর্যন্ত নির্ভর করে এই ছই রেখার মিলনবিন্দুতে AD রেখা AS রেখার উপরে ততক্ষণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহার কারণ হইল ঐ স্তরেই AS রেখা ও AD রেখ। মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় করিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর। যদি তাহারা OM পরিমাণ মোট ব্যয় করিতে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি। সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার

সামাত্রক চাহিদা ও সামাত্রক যোগানের এই নিলাবিদ্ধ কাবিদ্ধানালয়ের (Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের স্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কর্মকরী চাহিদা থাকাতেই সেই নিদিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ঐ বিন্দুতে সেই বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পায় চাহিদা দাম, সামাত্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উধ্বে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মৃহর্চের্চ বা স্ক্রকালের মধ্যে কোন একটি দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামাত্রিক চাহিদা ও সামাত্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। ইহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাই বলিতে পারি, এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দক্ষণ-ই কর্মসংস্থান এই স্তরে আছে।

শ্রায় ও কর্মশৃন্থানের স্তর কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

কার্যকবী চাহিদা বলিলে টাকাব হিসাবে, কোন বিশেষ স্তবে কর্মনিযোগপবিমাণেব দ্বাবা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্যকে বুঝা যায়।
জাতীয় আব জাতীয
ব্যব ও কাষকবী চাহিদা
হইষা যায়; অথবা বলা চলে যে, চাবিটি উপাদানেব সকল
প্রকাব আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্য গঠিত হয়। স্থতবাং কার্যকবী
চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্রব্যসামগ্রীব মুল্য।*

সাধাবণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং বিনিযোগ-দ্রব্য , স্থতবাং কার্যকবী চাছিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগ্যদ্রব্যে

প্রণম পরিচ্ছেদে জাতীয় আযের পবিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা কবা হইরাছে।

সংগাতত্ত্বে হিসাবে নির্দিষ্ট সম্বের মধ্যে, কোন দেশে বিনিমর্যোগ্য সকল প্রকার
সম্পূর্ণোৎপর (Final Product) দ্রব্য সামগীব মোট মূল্যকে মোট জাতীয আয বলা হয়।
সকল প্রকাব দ্রব্য সামগ্রীব বিক্রষ্ণল্য হইতেই সকলের আয়, স্ত্তবাং জাতীয় আয় আব
সামগ্রিক চাহিদা সমান।

সামাথিক চাহিনা (Aggregate Demand) চাবি ধরনের বিষধ লইষা গঠিত হয (ক) ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়, (খ) ব্যক্তিগত বিনিযোগ-ব্যয়, (গ) রাষ্ট্রীয় বিনিযোগ-ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশা দ্রব্যকার্ধাদিব উপব দেশীয় জনসাধাবণের ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় কার্মাদিব ডপব বিদেশা জনসাধাবণের ব্যয়ে আধিক্য (বা ঘাটতি)। স্কুত্রা কোন নির্দিষ্ট সমব্যের মধ্যে, সম্পূর্ণাৎপদ্ধ দ্রব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনের উপব আর্থিক ব্যয়ের স্থোতকেই আমবা সাম্যিক চাহিলা বলিতে পাবি।

সংখ্যাতন্ত্রানুষায়ী হিসাব কবিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয উৎপন্ন (Gross National Product) একই বিষয়। ইহাবা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে ছুইদিকেব দৃষ্টিভঙ্গী হুইতে দেখা চলে: আয় ও বায়। বিক্রেতাষ যাহা আয়, ক্রেতাব তাহাই বায় ঃ কম ও নহে, বেশি ও নহে। স্ক্রাণ বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হুইল নিদিষ্ট সম্বেষ মধ্যে সকল সম্পূর্ণোংপদ্ম স্রবাসামগ্রীব মোট মূল্য বা চল্তি সম্পূর্ণোংপদ্ম স্রবাসামগ্রীব ভপব মোট আর্থিক বায়। যেমন, যদি কোন বংসবে মোট সম্পূর্ণোংপদ্ম স্রবাসামগ্রীব মূল্য হ্ব ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হুইলে ইহা হুইতে বুঝা যায় ওই সম্বের মধ্যে দেশের মোট বায় হুইল ৫০০ কোটি টাকা অথবা ওই সম্বের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদা ও ৫০০ কোটি টাকা ।

মোট জাতীৰ উৎপপ্পকে বিশুক্ত কবিলে আমবা Y=C+1 এই কেইনসীৰ স্ত্ৰ পাইতে পাৰি। এথানে Y হইল মোট জাতীয় উৎপ্য (বা মোট জাতীয় আয়), c হইল ভোগ এবং I হইল বিনিয়োগ। I-এব মধ্যে ব্যক্তিগত, বাষ্ট্ৰীষ বা বৈদেশিক সকল প্ৰকায় বিনিয়োগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়

— মোট ভোগ্যদ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয় ; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়

— মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয় । ছতরাং,

কার্যকরী চাহিদা= মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,

- —ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর বয়য়,
- =ভোগদ্ৰব্য হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয় + বিনিয়োগ দ্ৰব্য

হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে;
অর্থাৎ কে) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্মনিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাজিয়া
যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় বা
বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা
হইলে কর্মসংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল ?
কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ইহারা নির্ধারিত হয় ?

(ক) সমাজে ভোগবংয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা মিলিয়া ভোগদ্রেব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ-

"সম্পূর্ণে(ৎপন্ন' কণার অর্থ হইল যে হিসাবের সময় আধা-উৎপন্ন দ্বাসামগ্রীর বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোট" কণাটতে বোঝা যায় মূলধনী জব্যের ক্ষমক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষমক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য হইতে বিত্রয়কর বা অন্থান্থ ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পারি বিক্রম মূল্য হইতে করেগক, সকল দ্বা সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্ম বায় বা সকল উপাদানের আয় (ধাজনা, মজুরি, স্বদ এবং অবশ্টিত মুনাকা)।

কুতরাং বলিতে পারা যায়, ভূল জাতীয় উৎপাদন—মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি পূরণ≔ নীট জাতীয় উৎপাদন।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর — জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ত্ব বিল্লেষণ করা হয় না; বিল্লেষণের জন্ম মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয়; কারণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্তিপূরণ বাবদ অর্থ বধাত্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্তৃক ব্যয়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা স্থাষ্ট করে।

প্রবণতার উপর। আয়-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু যে হারে আয়ে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে দেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর। তাহা ছাড়া, সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টিত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়। যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে যদি

ভোগপ্রবণতা নির্ভর
করে মোট আয়; আয়ভাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধিক সংখ্যক গরীব লোকের
বৈষম্যের হার, প্রচলিত হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা
অভ্যান ও রীতি; দক্ষিত
তবল সম্পত্তির পবিমাণ,
কর কাঠামো প্রভৃতি নীতি, চিন্তা, ও অভ্যান প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন

নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল : কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্তা, নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রস্থৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপস্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্ম এবং ভবিদ্যুতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় ইইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর

উপরও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাৎ করসমূহের
প্রন্ধানে ইহা মোটাশুটি স্থির
প্রকৃতি এবং হার উভয়ে ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব
বিস্তার করে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই
সকল বিষয়সমূহে পরিবর্তন হইয়া সমাজের গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটিলেও
স্কল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থায়ী বিষয়।

খে) সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে তুইটি বিষয়ের উপর: (১) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of বিনিয়োগ-বায় নির্ভর
বিনিয়োগ-বায় নির্ভর
করে মূলধনের প্রান্তিক দ্বা উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের উধ্বের্ব যে নীট কার্যকারিতা ও ফলের আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নৃতন মূলধনী ত্রোগণোদন হারের উপর
হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার —ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়। বাজারে প্রচলিত ফলের হার হইতে যদি সম্ভাব্য আয়ের হার বেশি হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ-বয়য় বৢদ্ধি হইবে; মূলধনের

প্রান্তিক কার্যকারিত। বা সম্ভাব্য আয়ের হার হুদের হার হুইতে কম হুইলে সমাজে বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় শিলিয়া ছির করে বিনিয়োগ-প্রকাতা (Propensity to Invest)।

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষ্টের উপর নির্ভরশীল। (ক) যেমন, ভবিয়তে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি না ৷ চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) জন-মূলধনেব প্রান্তিক সংখ্যা বুদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কিসেব কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গা সেই বিশেষ প্রকার উপর নির্ভব করে মুলধনী দ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নৃতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক ধাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণত। বেশি। (%) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিন্ধপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায় বাণিজ্যের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ছুই ধরনের: আশাবাদী প্রচলিত ধারণা মনোভাব সম্বন্ধে ধাকিলে মলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবাদী প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে ধারণা ছই প্রকার: সম্মকালীন ভবিষ্যং সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরনের আশা ও ভয়ের ভবিষাৎ সম্বন্ধে শ্বল-ভিন্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কালীন ধারণা ও দীর্ঘকালীন ধারণা কাল যত স্কল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, নিশ্চয়তার অমুভূতি তত প্রবল; কাল যত দীর্ঘ, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাবিহীন বাজার-ভিন্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে (business confidence) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরত। বৃদ্ধিব কারণও বটে)।

(২) স্থদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দের তালিকার উপর। টাকাব পবিমাণ কমিয়া গেলে অথবা স্থদেব হাব নির্ভব কবে নগদ-পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে স্থদের হাব বৃদ্ধি পায়; নগদ পছন্দের হার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হাব কমিয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হাব কমিয়া গেলে স্থদের হার ভ্রাস পায়।

স্তবাং কর্মসংস্থানের স্তব-নির্ধাবনী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায়।



ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণেব সমষ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রযে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ-পরিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ প্রধানত কিলের উপর নির্ভরশীর্ণ
কৈইন্দের
মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা
নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার জন্ম চাহিদার

যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের উপর নির্ভরণীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখা- চিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আয়ের পরিমাণে (\mathbf{Y}) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয (\mathbf{C}) হইতেছে তাহা একটি তালিকাতে সাজান চলে:

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা Consumption Schedule (কোটি টাকার হিসাবে)

Y	C
0	20
50	65
100	100
150	130
200	155
250	175
300	185

বিভিন্ন আয়স্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (বা Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়স্তর আছে বলিয়া ঐক্লপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ C=f(Y). ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়প্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্ব্যুখী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়স্তরে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ দেবাইতৈছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততথানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শৃক্যতার রেখা (Zero-savings line) বলিয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেভারা ঐ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের

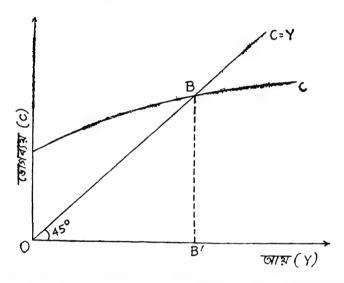
সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। C রেখাটি ধীরে

আযন্তর ও ভোগের

ধীবে বাঁকিয়া যাইতেছে অর্থাৎ আয়বন্ধির সঙ্গে সঙ্গে

পার্থন্তর ও ভোগের বাকিয়া বাইতেছে, অর্থাৎ আয়র্বন্ধির **সঙ্গে সঙ্গে** দল্পর্ক ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ ক্রিয়া

আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। C রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে হুরু হয় না কাবণ আয় যখন শৃক্ত তখনও ভোগব্যয় শৃক্ত



নয়, অর্থাৎ যখন Y=0 তখনও C=২০ কোটি টাকা। C রেখাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়ন্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে (an increasing function of income)। উভয় রেখার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেখানে C=Y. B' বিন্দুরা দিকে বঁঅর্থাৎ OB' পরিমাণের কম আয়ন্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে; B' বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB' পরিমাণের বেশি আয়ন্তরে ভোগব্যয় কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে। তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন ন্তর প্রকাশ করে যেখানে ১০০ কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দ্রম্থ বিভিন্ন আয়ন্তর (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

স্থতরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (Propensity to consume) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হুইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (position and slope) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার ছুইটি টেকনিকাল ধর্ম (technical attributes) আমাদের আলোচনা করা দরকার: প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও **িতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা।** বিশেষ কোন আয়স্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ C/Y, ইহাকেই গড় ভোগগ্রবণতা বদা হয়। যেমন, যদি 100 টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল 👯 🕏 অর্থা । ৪০% বা 0.8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয় প্রবণতা হইল 20% বা 02। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় দঞ্চযপ্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায় এবং C/Y হ্রাস পায়। আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেথার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্দুতেই জানা যায় আথের কত অংশ ভোগব্যর বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে. এই গড ভোগ প্রবণতা সাধারণ অবস্থায় L হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে।

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্যয় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। (Marginal Propensity to consume)

় এই গড় ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাংপর্ধ কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মনংসানের স্তরে যে পরিমাণ দ্রবাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহানের মোট বায়ের কত অংশ কেবল ভোগাদ্রব্য বিক্রম্ন করিয়া তুলিয়া আনা ঘাইতে পারে, আমরা তাহা ইহার সাহাযো জানিতে পারি। ভোগবার হইল ভোগাদ্রব্যের জক্ষ মোট বায়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগাদ্রব্য বিক্রমজাত আয়ের পরিমাণ, স্বতরাং ভোগাদ্রব্যের চাহিলা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপরপক্ষে সকল দ্রবাসামগ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য বিক্রম করিয়া তোলা যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রবের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অস্তান্থ বিবয় সমান থাকিল্লে জেশে ভোগাদ্রবেরে এবং মূলধনী দ্রবে র উৎপাননের পারম্পরিক অমুপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিকোন্নত নেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণতা কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে। স্বতরাং দীর্ঘকালীন উর্য়ন বা স্থায়িজ (stability) বজায় রাখার শর্ত আলোচনার জন্ত গড় ভোগ ও সঞ্চয়-প্রবণতা ধারণা ছইটি থুবই প্রয়োজনীয়।

বলে। যদি δ -কে অতি অল পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবর্ণতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল পরিবর্তন ভোগে অতি অল পরিবর্তন আনিবে এবং এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাত কিন্ধপ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। স্বতরাং $\delta C/\delta Y$ ধনাত্মক হইলেও উহা 1 হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 1; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত 1-এর বেশি; আয়বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বিল্যা উহা 1 হইতে কম। তাই আমরা বিলতে পারি $0 < \frac{\delta C}{\delta Y} < 1$, অথবা $1 > \frac{\delta C}{\delta Y} > 0.*$

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্ক্লকালে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে; তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা শুধুমাত্র আয়ের উপব নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আলে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অন্ত কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ-প্রবণতা অপরিবৃতিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনাব করা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনাব সম্বে আমাদের ছুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমরা

* এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুকত্বপূর্ণ। সমাজে আয়ন্তবে যত টুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব্যয় হইবে এবা কিছু অংশ সক্ষয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়ন্তর বজায় রাখাব জন্ম কতথানি বিনিযোগ ব্যয় করা দবকাব তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (১০০ কোটি টাকার গুর হইতে) ৫০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল ৩০ কোটি; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হইল ৬০% বা
০০৬। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল ৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ভোগব্যয় ৩০ কোটি
ইওয়ায় (৫০—৩০) ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয় হওয়া দরকাব। তাহা না হইলে আয়ন্তর ১৫০ কোটি টাকার বজায় রাখা যাইবে না।

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই ছুইটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

দর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বন্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বন্টন অধিকতর বৈষম্যমূলক হইলে অল্প কয়েকজন বাজ্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাক। আয়বন্টন যত কম বৈষম্যমূলক আয়-বন্টন কাঠামো
হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বন্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তত বেশি অর্থাৎ সঞ্চয় প্রবণতা তত কম। রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে আয়বন্টনে বিপুল পরিবর্তন আসিলে ক্রেতাদের অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আসিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদ্লাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে প্রীছিবার চেষ্টা করা হয়।

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax structure)
ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশি থাকিলে
ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে
কব কাঠামো
ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর
সাধারণত সঞ্চযের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগবায়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগবায় কমে।

কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগবায় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ রীতিনীতির উপর (corporate

^{* &#}x27;The most important influence on the demand for cansumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, The Problem of Ful Employment, P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া
কত অংশ লভ্যাংশ হিদাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে
যৌথমূলধনী
কোম্পানীগুলির
আর্থিক নীতি অভাবিত করে। কোম্পানীরা নিজেরা টাকা সঞ্চয় করিলে
কোর্থাকে নীতি তেন্তাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়,
তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং
লভ্যাংশ বন্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, (গুণকের ফলে)
আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

তাহা ছাড়া, ক্রেডাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেডাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চল্তি ও সঞ্চযী আমানত এবং সরকারী বণ্ড—এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিশ্বও ভোগব্যয় ও নুতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায না।

পরোক্ষভাবে হইলেও, স্থদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়।
স্থদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজেদের লগ্নী হইতে বেশি আয়
হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। স্থদের হার বাড়িলে
বগুগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ ব্রাস পাইয়া বংগুর চাহিদা বাড়িয়া
যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যন্তব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি
স্থদের হার
প্রভৃতি) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে,
স্থদের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি
ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় ব্রাস পাইতে পারে। আবার স্থদের হার কমিলে
ক্রেভারা বণ্ডের জন্ম চাহিদা কমাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগদ্রব্যগুলির জন্ম চাহিদা
বাড়াইয়া দিতে পারে।

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও ইহারা বদলায় না বলিয়া অমরা ধরিয়া লই হৈতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল—ইহাণধরিয়া লইবার জন্ম আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বিদিয়া মনে করিয়া লই: নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপন্তা সম্পর্কে: বার্থক্য, অস্কৃত্বতা ও অন্তান্থ বিপদ আপদের জন্ম সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপন্তার (Social security measures)

মনোমত বিষয়গুলি
—স্বল্পালে ইহারা
মোটামটি স্থির

ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। দ্বিতীযত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভন করে, সমাজে কিন্ধপ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা

ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের

অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিয়তে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভোগ কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছায়ত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে যাহাতে ভবিয়তে জীবনযাত্রার মান বাড়ান যায়। চতুর্থত, আধিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিয়ত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যয়পাতির পরিমাণ ও উৎকর্ম, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্ত কোন স্থে হইতে টাকা পাওয়ার স্বযোগ স্ববিধা, য়য়্তপাতির ক্ষয়-ক্ষতি প্রণ-এর প্রয়োজন — এই প্রকার বিষয় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, সয়্ককালে ভোগপ্রবণতা মোটামটি অপরিবর্তিত থাকে।

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income: The Investment Function)

বিনিযোগ বলিলে বোঝা যায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকং লগ্নী করা। সমাজে পুরাতন কোন বগু, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইক্লপ বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ টাকার লগ্নীতে নৃতন কর্মসংস্থান ও আয় স্পষ্টি হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, তাহাতে নৃতন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হইলে অর্থাৎ বর্তমনের ভূলনায় আয় ও

কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে। আবার উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেকা কমিয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ করিলে তাহাকে অবিনিয়োগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উভোজ্ঞারা মিলিয়া নতন মলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটান, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিনিয়োগ ব্যয় বহু বিচিত্র প্রকার শক্তির ধারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে

বিনিয়োগ নির্ভর করে অনেক প্রকারের উপর :

পুথক করিয়া ফেলা দরকার, তাহা না হইলে এই জটিলতা খণ্ডন করা যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে উহাদের মধ্যে ছুইটি উছ্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের স্বযোগ স্থবিধার নির্দিষ্ট

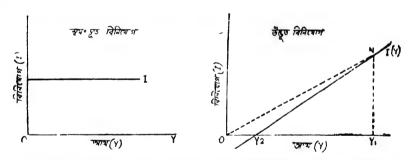
প্রধান একটি ধরন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি নিদিষ্ট (investment opportunities historically given) ৷ আমরা স্কলকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, সমাজে মুলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে। । এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থির ধরিয়া লইয়া আমরা ত্বইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন প্রভাবগুলিকে হিদাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তর, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা এবং স্থদের হারের উপর।

- (ক) আয়স্তরের উপর বিনিয়োগ কিরূপভাবে নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে হইলে বিনিয়োগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা দরকার: স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and আয়স্তরের উপর Induced Investment)। সমাজে কিছু পরিমাণ বিনিয়োগের নির্ভর্শালতা বিনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন আয়ন্তরে এইরপে বিনিয়োগ সমান থাকে, আবার আয়ন্তর সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবর্তন হইতে পারে— এই ধরনের বিনিয়োগ
- স্দীর্থকালের বিল্লেষণে কেইন্স্ বলিয়াছেন যে, বিনিয়োগের উপর অক্তান্ত প্রভাব ছাড়াও, মূলধন সঞ্যের পরিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তার করে। দীঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের স্থযোগ স্থবিধার অভাব এবং অপ্রনিদিকে প্রভূত মূলধন পেখা দিলে মূলধনের অতিদীর্ঘকালীন জড়ত্ব (secular stagnation of capital) দেখা দেয়। আবার হারড্ বলেন, দীর্ঘল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরশীল আমুর্দ্ধির হারের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক। সরকার নৃতন কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, সামরিক মন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভলোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে 'if public nvestments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.' অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তর রক্ষা করার জন্ত যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিযোগ। সংক্ষেপে বলা চলে, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই (Income-

শ্ববংভূত বিনিয়োগ ও inelastic investment function), তাহা স্ববংভূত ভিছূত বিনিযোগ বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

আছে, (Income-elastic Investment function), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ। নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বৰংভূত বিনিয়োগের রেখাটি আয়স্তর রেখা অর্থাৎ Y অক্ষের সমান্তরাল,আয়স্তর বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।



ভানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেখাটি উদ্বৃত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওযা হয় যে, আয়স্তর বাজিলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্বৃত বিনিযোগের বিভিন্ন পরিমাণ কিতাধে কার্যকারণ সম্পর্ক দারা যুক্ত (Functionally related), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। OY_1 আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল OY_1 .

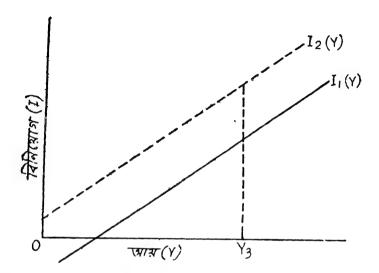
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের I(Y) রেখা হইতে আমরা ছুইটি বিষয় জানিতে পারি: ইহারা হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (average propensity to invest and marginal propensity to invest)। মোট আয় ও ঐ স্তরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা; ইহাকে আমরা I/Y রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার —এই ছুই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা $\delta I/\delta y$ রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই ছুইটি ধারণার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত গড় ও প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা এবং হাদের তাৎপর্য (মাট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যে উৎপাদন করিয়া পাওয়া ঘাইতেছে অধ্বা হিন্দোর তাৎপর্য (মাট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যে বিশ্বারণ দ্রব্যে বিশ্বারণ স্থান নিমুক্ত

হইতেছে প্রতিটি আয়স্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে পারি এই গড় বিনিযোগপ্রবণতা দারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্ত পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতথানি উঠানামা (Fluctuate) করিবে ভাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা I(Y) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্তের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আযের স্তরেই উছুত বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাড়িবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্ম ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_2(Y)$ রেখা $I_1(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল।*

^{*} বাস্তবে অবশু এইরূপ না হওয়ারই সন্তাবনা। আয়ন্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত করা দ্রব্য ও উপকরণ
এবং বন্ধপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (ıdle capacity ın the form of
unused inventories and fixed equipment)। আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত
ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়ন্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই পভাবনা। এইরূপ
অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তরে উভূত বিনিয়োগর পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, মুইটি উভূত বিনিয়োগর
রেখা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্রেপে বলা হয় বে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক তথন
non-linear ইইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইক্সপ ঘটিছে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, স্থদের হার হাস পাইয়াছে,



তথন এইরূপ সন্তব। মজুরি ব্রাস, শ্রামিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা টেকনোলজির উন্নতি—যে সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (shift parameter)।

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরুপো
বিনিযোগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা
মূলধনের প্রান্তিক কার্য_ করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের
কারিতা ও স্থাদের হার
পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা
বিনিয়োগপ্রবণতা ত্ইটি বিষয়ের কার্যকল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের
হার।*

কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (investor) বিনিয়োগ করে কেন ? ইহার কারণ হলৈ, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (return) পায়।

এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিরা লইতেছি বে, হ্রদের হার স্বাধীনভাবে নির্মাপ

হইতেছে (Independently given)। এই অবস্থার বিভিন্ন হ্রদের হারে যে বিভিন্ন পরিমাপ

বিনিয়োগ ঘটবে তাহার তালিকাকে বলা হর মূলধনের প্রান্তিক কার্বকারিতার তালিকা

(Schedule of the Marginal efficiency of capital)।

কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, দে এই টাকা নৃতন মূলধনী স্তব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বণ্ড কিনিতে পারে। মূলধনী স্তব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া

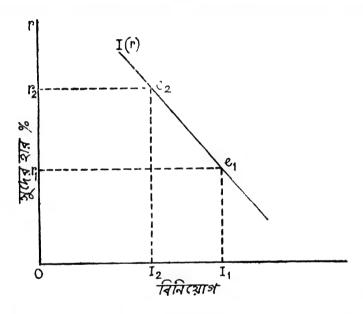
প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের কম হইলে চলিবে না একমাত্র তথনই বিনিয়োগ করিবে যথন বণ্ড হইতে তাহার আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত হলের হার হইতে বেশি; অন্তওপক্ষে কম নয়। আয় একটি অবস্থার

কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-ফদ দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থদের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা জুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নৃতন মূল্যনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিন্ধপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূল্যনী দ্রব্যের নৃতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূল্যনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চল্ তি স্থদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিযোগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূল্যনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

স্থানের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চিত্রটিতে আমরা ভূদমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্বমুখী আক্ষে হুদের হার পরিমাপ করিতেছি। I(r) হইল বিভিন্ন হুদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। হুদের হার Or_1 হইতে বাড়িয়া Or_2 হইলে বিনিয়োগ OI_1 হইতে ব্রাদ পাইয়া OI_2 হইতেছে। হুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোঁন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিত। ক্ষিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের সম্ভের যোগান যত বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত ব্রাস পাইবে।
এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত
মূলধনী স্রব্যের পরিমাণ
ও প্রান্তিক কার্থকারিতার সম্পর্ক
আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি বেশি
টুৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার
সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে হাস
অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভ্যের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হ্রাস পাইবে।



ইহা সকল মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I(r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, স্থাদের হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদ্র তাহা দেখা দরকার। বিনিয়োগের হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় হৃদের হারে অক্স
শরিবর্তন হইলে বেদবকারী উত্থোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি
শরিবর্তিত হয়। এই তুই পরিবর্তনেব হারেব অরুপাতকে বিনিয়োগের হৃদগত
স্থিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা
বিনিয়োগের হৃদগত
যায় যে, বিনিয়োগের হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম
স্থিতিয়াপকতা
কাহাকে বলে (more inelastic) I (Y) বেখাটি তত অধিকতর খাড়া
(steeper)। ইহার হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি
(more elastic), এই রেখাটি তত বেশি চেটাল (flutter)। ইহা আমবা
সহজেই বৃঝিতে পারিতেছি। কথা হইল, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডেও
আমেরিকায় মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা হৃদের হাবেব উপর কতথানি নির্ভর করে।
সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই সকল দেশে বিনিয়োগের হৃদগত
শ্বিতিস্থাপকতা কয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবার সম্ভাব্য কারণ কি কি গ

যত কম সমযের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহ'র যোগান দাম ফেরৎ পাওযার সম্ভাবনা থাকে স্থানের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রেব জীবনকাল যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে উঠানামার উদ্ভোক্তার পরিক্রনা সম্ভাবনা তত প্রবন্ধ, কারণ বহু বিচিত্র ঘটনাও শক্তির কাল প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই স্থানের শারের প্রভাব স্বাপিক্ষা বেশি।

যখন ফার্মগুলি নিজেদের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করে তথন মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদার স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার কারণ হইল যে, সাধারণত উত্যোক্তারা নিজস্ব টাকা খাটাইলে তাহার উপর স্থদ হিদাব করেন না। মনে কর, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ঋণ করিয়া আনিলে যে-স্থদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রেয় করিয়া যে রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই স্থদ বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ হিদাব করা দরকার। কোন ফার্মের মালিক, যথেষ্ট হিদাবী হইলে নিজের টাকা খাটাইলেও যে-স্থদ (Imputed interest;) তাহাকে অন্তর্ত্ত দিতে হইত উহা বাদ দিয়া নীট রেভিনিউর হিদাব করিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা করেন না। ফলে স্থদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ততটা নির্ভর করে না, বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মন্ধুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উছোজ্ঞারা বিচলিত হন, কিছু স্থাদের হারে পরিবর্তনে তভটা বিচলিত হন না ।*

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে স্থাদ পাইতে পারিত, উভোক্তারা ভাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তভুক্তি কবিয়া থাকেন।

বিনিয়োগের হৃদণত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য (practical significance) কমন্য। যদি সত্য সভ্যই ইছা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে হৃদের হারে পরিবর্তন আনিয়া চল্তি বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। হুদের হারের নীতি বা হুলভ টাকার নীতি ইহার বাস্তব তাৎপর্য (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাপ্ত আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় হুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষক্ষ বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সময়ে (policy consideration) তাই, অভান্থ যে-সকল শক্তিম্পুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

স্থুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule—other than the Interest rate)

স্থানের হার ছাড়াও অন্থান্থ বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল স্থানের হারেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাও ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, স্থানের হারের পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আন্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গৃতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি ৷ কেইন্সের ভাষায় বলা চলে যে, উছ্যোক্তাদের মনে মূলংনী সম্পত্তি হইতে

^{*} আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নির্দিষ্ট
একই ব্যক্তি ব্যাক্ত ও কার্মের মালিক থাকে। ফলে হুদের হার বাড়িলে কার্মের মালিক হিসাবে
ভাহাদের লোকসান ব্যাক্তের মালিক হিসাবে পুরশ হইয়া যায়। ভাই হুদের হার বাড়িলে ভাহার৳
ভাতটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectations)
পরিবর্তন আদিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আদিতে পারে।
ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মুনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়'
বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা
এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)

বহিরাগত (Exogenous)

আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের হার; ভোগ্যন্তব্যের চাহিদার স্তর এবং উহার গতিধারা (trend); মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের; আর্থিক মন্থ্রির হার এবং অন্থান্থ উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত।

আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাকৃতিক সম্পদ;
ক্রেতা-গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব; সরকারী
আর্থিক ও করনীতি; রাজনৈতিক
আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা
(Labour Movements); সামাজিক
আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক
বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মন্যুস্থী
অস্তান্থ প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া
ও অপ্রত্যাশিত অন্ত কোনক্রপ অবস্থা।

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার স্থবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থ নৈতিক কার্যামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং; অংশত ইহা বান্থ নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থক্যের আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিয়্যদ্বাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিম্যদ্বাণী করার সময়ে মোটামূটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে, বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকতর স্থবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইন্স্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাঞ্বা দ্বকার, যেমন, উত্যোক্তাদের 'নার্ভ ও হিন্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের

'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্স্)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগদ্রেরের জন্ম চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদা অনেক বেশি অনুকৃতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না।

ভারল্যপছন্দ ও স্থদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয ও কর্ম সংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল স্থানের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্ম সংস্থান নির্ভব করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের ত্বইটিই প্রভাবিত হয় স্থানের হার হারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে স্থানের হার নির্দ্ধপিত হয তারল্যপছন্দের তালিকার হারা। স্থতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসের উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে স্থানের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে। তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্ত

বিনিয়োগেব উপর হুদের
ভারেব ও অন্তাল
প্রথান করি বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রস্থাই হইবে এইরূপ
প্রভাব জানিতে হইলে
তাবল্যেব বিচাব
দ্বকার

ত্রেল সম্পত্তিগুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত
হুদের হারের সম্পর্ক, তারল্যহীন সম্পত্তিগুলির দাম (prices

of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কম সংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্ম এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

ভারলঃপছন্দ কাহাকে বলে—"মজুত-প্রবণতা" (Liquidity Preference—the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving)
ও মজুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য

—ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক,
ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয়; অর্থাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই
সেই নির্দিষ্ঠ স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা,
ভোগব্যয় ৪০ টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে
সঞ্চয় কাহাকে বলে
ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই।
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিন্বা মান্থরের তলায়, ব্যাকে
বা শেষার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের
পার্থক্যই সঞ্চয়।

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর মজুত হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজুত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বলিলে আমরা বুঝিব ব্যক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না, নগদ টাকারপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে বয়য় না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজুত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে স্থদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত করার অর্থ ই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (স্থদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত মনস্তাত্তিক।

মজ্ত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে হৃদ পাওয়া যায়, তাই হৃদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজ্তের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন হ্রারে হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, হৃদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম; আর হৃদের হার কম খাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্স্ বলিয়াছেন 'টাকার চাছিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন হৃদের হারে টাকার চাছিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার ক্রপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্ম অর্থাৎ তারল্যের জন্ম চাছিদা এবং টাকার

যোগান— এই ছুইয়ে মিলিয়া স্থাদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে মজুত (hoarding) এবং টাকার প্রচলনবেগ (velocity of money), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ-ভাবে, কেইন্সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামস্তর হ্রাদ পাওয়া। স্থতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ ক্ষিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইকে মজুতের বিভিন্ন রূপ কি না তাহা নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মান্তরের তলায় জমানো টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে দে অবশুই চলম্ভ টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান দ্রাদের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্মই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কথনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের ক্লপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল होका लात्क व्याद्ध क्या तात्थ. তবে উहात कन थाताल ना-छ हहेत्व लात्त । কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মন্কৃত "provides the offsetting facilities for some other party.'' মুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাকণ্ডলি এই টাকা বসাইয়া না রাথিয়া হুদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আসিলে ব্যাত্বগুলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ **উ**९পाদন ও व्यवनाय-वानिक्ष्य श्रोहेर्चात स्याग भारेटिक ना, रेहा अस्तर भत्र। এই সকল বিদ্ধাপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাস্থজি বলিতে পারি যে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না 🕪

ভাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরপ ধারণা লোকের মনে থাকিলে উহার মনন্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয় কারণ চল্তি আয় হইতে বেশি অংশ বায় করায় ইচ্ছা থাকিতে পারে। স্তরাং লোকের মন্ত্ত টাকা কোন্রপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচনা দরকার। কেইন্সই সর্বপ্রথম মন্ত্তের ধারণা লইযা স্থদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও

কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে,
মন্ত্তের পরিমাণ স্বদের
দামগুরেব উপর মজ্তের প্রভাব পড়ে স্বদের হারের মাধ্যমে।
বিনিয়োগকে প্রভাবিত কেইন্সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছায়
কবে কিরূপ পরিবর্তন আসিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার

প্রচলনবেগ নয়। মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইন্সের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মজুত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে স্থানের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ এভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই, এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মজুত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের' তালিকার সহিত স্থাদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর যোগাযোগ।

নগদপছন্দের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

আলোচনা করা যাউক।

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা তরলক্ষপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি হুদের হারে টাকার জন্ত মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। বিশ্রেজ চাহিদা থাকে এই মিশ্রিত চাহিদা ত্বই ধরনের চাহিদা লইযা গঠিত:
ক) বিনিময়ের মাধ্যমক্রপে টাকার চাহিদা লইযা গঠিত:
ক) বিনিময়ের মাধ্যমক্রপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে শত্তিয় ব্যালান্স (active balance), এবং (খ) মূল্যের ভাণ্ডারক্রপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিজ্ঞিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমক্রপে টাকার চাহিদা হয় ত্বইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডারক্রপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাদারির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের স্বল অধিবাসী একত্তে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে; ব্যবদায়ীদের লেনদেনের আভপ্রায়
কাহাকে বলে ও কিনের
কাহাকে বলে ও কিনের ইহাদের মধ্যে এইরূপ সম্যের ব্যবধান (time lag) দেখিতে উপৰ নিৰ্ভৰণীল পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার জন্ত নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগৰ টাকা হাতে রাথার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাদের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় দপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগৰ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রদঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাথা দরকার তা**হা** হুইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা ব্রা শক্তি নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করির্টে পারি এইভাবে যে, $\mathbf{L_t} = \mathbf{f}(\mathbf{Y})$; $\mathbf{L_t}$ হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং \mathbf{Y} হইল আয়স্তর।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যথন তুলনামূলকভাবে আয়ন্তর, কর্মপংস্থান স্তর এবং দামগুর উঁচুতে আছে দেই অবস্থায় ব্যক্তিও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে এই Lt বা লেনদেনের রাখা দরকার। আয়ন্তরই প্রধান শক্তি, যাহা দামগ্রিকী টাকাতে কথন চাহিদাকে এবং ফলে দাধারণ দামগুরকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তন আসে স্তরাং আমরা স্পষ্টই বৃঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত টাকা আয়ন্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রদক্ষে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আদে অনেক কারণে, যেমন, ব্যক্তির মনে ভবিশ্বৎ আয়ন্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও খরচার মধ্যে প্রচলিত সম্য়ের ব্যবধান পান্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার স্থবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে।

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছদেশর আর একটি কারণ হইল যে, অধিবাসীদের সর্বদ।
আকস্মিক ও অচিন্তঃপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া তোলা যায় এইরূপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তর্ত্ত্ব টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু সাবধানতার অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর কিসের উপর নিভ্রন্দিল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় স্থলভ মূল্যে বা

নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্ত্যনীয় কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সন্তায কাঁচামাল কেনার হযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর—কারণ এই সবল আমুষ্কিক ব্যয়গুলি (incidental expenses) আয়ন্তর বাড়িলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়ন্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, $L_p=f(Y)$; L_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টোকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিয়ুৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার স্থবিধা ও তরল টাকা হাতে রাখার খরচা (ব্যাক্ষের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আগিলে।

এবং সাবধানতার রক্ষিত টাকাকে কেইনুস একই *লেনদেনে*র জন্ম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জন্ম চাহিদা মোটামটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিয়াদাণী ইহাদের একই শ্রেণীতে করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিম্যের ধরা হইয়াছে কেন মাধ্যমন্ত্রপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা স্থদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। স্থদের হার বাড়িলে বা বণ্ডের माम कमिल এই ছুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায না, মোটামটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। স্থানের হার 🕻 % বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে এই ছাই উদ্দেশ্যে লাৈংক কম টাকা হাতে রাখিয়া বেশি বণ্ড কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার ক্রদের হার ½% কমিলে বণ্ড বিক্রম করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিন্তু এই ছুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাধার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে হুদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

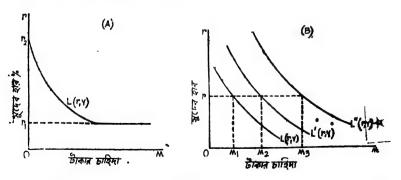
তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়দ্ধপে কাজটি পুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে, কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয় গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা শোকগানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, স্থদের হারে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। (यमन धनी व्यक्तिता এवः विनित्यागकाती প্রতিষ্ঠানদমূহ (व्याह, वीमारकाम्भानी প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিশ্বতে স্থাদের হার চড়িবে, তবে তাহার। বর্তমানে শীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে স্থাপর হার 4%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাকা আছে। সে এই টাকা দিয়া কিছু বও কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া দে এই 1000 টাকা অলদ অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে; ইহাতে দে স্থদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজায় আছে, এই অবস্থাকেই সে তুলনামূলকভাবে স্থবিধান্তনক মনে করিতেছে। মনে কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, স্থদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বত্ত হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাংসরিক আন্ধ পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0.05)। ইহার ফলে ব্যক্তির 200 টাকা মূলখন বাঁচিয়া গেল, টাকাটা আবন্ধ না রাখায় ভাহার পক্ষে এই অবস্থার স্থােগ লওয়া সম্ভব হইল। এইরূপে ফাট্ক। নিয়ােগের অভিপ্রায়ে লােকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হুইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন আদে স্থাপর হারে পরিবর্তন আদিলে, ইহাকে তাই স্থাপর অপেক্ষক (function of rate of interest) বলা চলে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে বে, L. = f(r). কেইন্দ টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা হৃদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে পুরই অমুভতিশীল।

নগদপছন্দের ভালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

বিভিন্ন হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাছিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলন্ধপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আয়স্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাছিদা হুদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে (inversely varies with the interest rate)। হুতরাং নগদ পছন্দ হইল হুদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা হুদের হারের উপর নির্ভরশীল (is a function of the interest rate), হুদের হার বাড়িলে

ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্থাদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ
নগদ-পছন্দ স্থাদের
হারের অপেক্ষক
বা তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই
লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে কাতর হয় না। স্থাদের হার মত বেশি
বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা
ধার দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতরল সম্পতিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে
পারিবে।

কোন এক বিশেষ আয়ন্তরে এই নগদপছলের তালিকাকে, অর্থাৎ স্থদের হারের সহিত নগদপছলের অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) আমরা নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি:



উপরের (A) চিত্রে দেখা ঘাইতেছে, নগদপছন্দ হইল স্থানের হাসমান

অপেক্ষক (a decreasing function of the rate of interest or $\delta \mathbf{L}/8r < 0$)। কম স্থদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি স্থদের হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি স্থদের হারে. নগদ পছন্দ বেথার যেমন, 12 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) আকৃতি কিরূপ ও কেন মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না. তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বয়খী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে L(r,Y)=O. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্ম লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে যদিও উহার উপর স্থান না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, খুব কম স্থদের হারে, যেমন 11-এ টাকার চাহিদারেখা ভূসমাস্তরাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম হলের হারে তারল্য পছনের হাদগত স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যথন হৃদের হার খুব কম তথন লোকে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায; স্থদ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার স্থবিধা অনেক বেশি।

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্থানের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে $-OM_1$, হইতে OM_2 , OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। স্থাদের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে হারে, যদি আযস্তব বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত আয়স্তরে লোকের। সকলে মিলিয়া পুরাণো স্থির স্থাদের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে। *

কেইন্দের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা L(r,Y) রেখা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া হৃদের হার নিদ্ধপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে Mরেখা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আর্থিক

^{*} কেবলমাত্র আয়ন্তর নহে, ভবিয়ৎ সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তন আসিলে, আর্থিক মঙ্কুরি, কর হার, প্রভৃতি বদলাইলেও এইরূপ ঘটতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্তন আয়ন্তরে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই নগদ পছলে পরিবর্তন আনে।

কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি

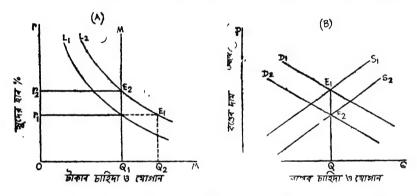
L ও M-এর ঘাত প্রতিঘাতে স্থদের হাব স্থিব হয অমুযায়ী। ইহা স্থদের হারের অপেক্ষা রাথে না তাই লম্বুখী অক্ষের সমান্তরাল। টাকার যোগান বা M রেখা ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা বামে সরিলে টাকার যোগানে হ্রাস বোঝা যায়। M রেখার

অপদরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কাবণে ঘটিতে পারে, যেমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্তান্ত নীতিসমূহ।* পূর্বপূষ্ঠার চিত্রে r_o হইল ভারসাম্য-স্থদের হার; টাকার চাহিদা রেখা L(r,Y) এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান রেখা M—এই উভয়েব ছেদবিন্দতে এই স্থদের হার পাওয়া যাইতেছে। এই স্থদের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উভযেই OM. যদি বিভিন্ন স্থদের হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া বাখিতে চায় তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা $L_1(r,Y)$ দেখা এই অবস্থায় হলের হার কমিয়া আঙ্গে, নূতন ভারদাম্যের হৃদ 📭 পাওয়া টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদলাইলে ফদের হাবে পরিবর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ কমিলে স্থদের হাব বাভিবে এবং বাভিলে ইহা কমিবে। আমবা মোটামটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারদাম্য স্থাপিত হয় সম্যের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time) | ভারসাম্য স্থদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝা যায্যে, লোকেব আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাডাইবার বা কমাইবার কোন ঝোঁক নাই। বণ্ড বিক্রম করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাভিয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তিব কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

^{* &}quot;Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M function might simply be considered a matter of central bank decisions. If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

[†] ইহাদের সামঞ্জন্তসাধনকারী শক্তি হইল dr/dt = f(L - m)। ইহাদের সুধ্যে dr/dt হইল স্বদের হারে পরিবর্তন এবং L - m হইল টাকার চাহিদা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ। ভারসাম্যের স্তরে L(r,Y) - m = 0, অর্থাৎ যেখানে আয়হীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের পরিমাণ এবং আয়শীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, স্টক ও বঙ্জ)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদপছন্দ ও স্থদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদপছন্দ কমিযা গেলে স্থদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম স্থদেই দে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বগু বা সিকিউবিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপন্থি আর ততটা তীত্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান M্নিদিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2 -তে বৃদ্ধি পাইলে স্থদের হার



 r_1 হইতে r_2 হইযাছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চাম, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিভেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি স্থদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুত কারীরা (marginal hoarders) নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ত্র য করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 স্থদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা Q_1 Q_2 বেশি। এই স্থদের হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আদিতেছে না। একমাত্র বিদত স্থদের হার r_2 -তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2 , অর্থাৎ Q_1 E_2 হইল ভারসাম্যের স্থদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1 -এ কমিয়া গেলে স্থদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।

(B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিন্ধপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া স্বদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয়া বাওয়ায় বণ্ডের জন্ম চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাখা স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা $S_{f 1}$ হইতে S_2 পরিমাণ বণ্ড (যোগান বৃদ্ধি) বিক্রযের জন্ম বাজারে স্থদের হারে পরিবর্তন আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির প্রকাশ পায় বণ্ডের বাজারে দরুন উহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বতের দাম হ্রাদের অর্থ ই হইল ফদের হারে বৃদ্ধি। এইরূপে টাকার চাহিলা ও যোগানে পরিবর্তন কিরূপে স্থলের হারে পরিবর্তন আনে তাহা বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনই

মতরাং কেইনদের মতে, ভারদাম্য মদের হারের শর্ত হইল M= $M_1+M_2=L_1(Y)+L_2(r)$. টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চল্তি বাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও গাবধানতার অভিপ্রায়ে

স্থদের হারে পরিবর্তনের স্থচক।

রক্ষিত টাকা ($L_t + L_p$); M_q হইল ফাটকাদারির টাকার যোগান ও অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, L_1 (Y)চাহিদা যেথানে সমান হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং $L_2\left(r\right)$ হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, স্বদের হারের উপর নির্ভরশীল। তার্ল্যের এই স্মীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কিরূপে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্দুতে স্থদের হার নির্ধারিত হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ: ক্লাদিকাল ও নয়াক্লাদিকাল ধারণা (Savings and Investment: Classical and Neo-Classical doctrines):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল ফদের হার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়ন্তর ও কর্মদংস্থানের ন্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ঠিক দেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার ক্রাসিকাল ধারণা ঘাত-প্রতিঘাতে স্থদের হার স্থির হয়। চলতি স্থদের

কিরূপ ছিল হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের

পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারদাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আসিলে

বোঝা যায় যে, দ্রবংটির যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে দেশের আয়স্তর স্থির থাকে, অথবা আয়স্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই স্থদের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্থাপন করে।

শ্রে-র নিয়ম (Say's Law) আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্বষ্ট করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিন্তুপে ও কোন পথে ইহাদের ভারসাম্য আসে

স্তে-র বাজারের নিয়ম হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি তাহা আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, চল্তি হুদের হারে যত খুশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা

চলে, বিনিয়োগের স্থযোগের কোন অভাব নাই, এবং স্থদের

হারে পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে।

স্থানের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লগ্নী করার অফুরন্ত স্থােগ থাকায় সবটাই বিনিয়ােগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বের নিহিত ধারণা (implied idea) হইল, সঞ্চয়াধিক্য (over-saving) বা বিনিয়োগাধিক্য (over-investment) বলিয়। কিছু থাকিতে পারে না।

অপরপক্ষে, সঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর, তবে অদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চল্তি স্থদের হারে বিনিয়োগের স্থেমাগ (investment opportunities) যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে বিনিয়োগের স্থদগত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। যদি আমরা মানিয়া লই য়ে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়ন্তরের উপর নির্ভর করে, স্থদের হারের উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সঞ্চয ও বিনিযোগ নির্ভব করে আয়ন্তরের উপর, স্থদের হাবেব

উপর নয়

তারতম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়-দম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয় বিনিযোগের উপযুক্ত স্থযোগের অভাব দেখা যাইতেছে।

এই আয়ন্তরে হদের হার যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতে পারিতেছে না।

নয়া ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উইক্সেল, মাইসেস্ হায়েক, প্রভৃতি এই সম্পর্কে একটু নুতন ধরনের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে শুমাজে অর্থ নৈতিক সংকটের কারণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্জের কমতি (under saving)। এই কথা বুঝাইবার উইকদেলের তম্ব: জন্ম তাহারা স্থাপের 'স্বাভাবিক হার' (Natural rate) "স্বাভাবিক" স্থদের এবং 'বাজারের-হার' (Market rate) সম্পর্কে আলোচনা হাব করিয়াছেন। স্থদের 'স্বাভাবিক হার' বলিলে বোঝা যায়

এমন হার যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তর পরিবর্তিত হয় না। আবার বাজারী স্থদের হার হইল দেশে চল্তি স্থদের হার, টাকার বাজারের অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যথন দেশে এই বাজার হার ও স্বাভাবিক হার সমান থাকে তখন সঞ্চয ও বিনিযোগ সমান হয়, দামস্তর অর্থাৎ টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, দেশে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। "স্বাভাবিক স্থাদের হার" ব্যাখ্যা করা বিশেষ অস্থবিধাজনক, কারণ বিভিন্ন লেখক এই ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (rate of profit determined by the

productivity of capital), তাহাকেই স্থানের 'সাভাবিক 'সদেব স্বাভাবিক হাব" কাহাকে বলে

হার' বলা হইয়। থাকে। 'স্বাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বাজার' হার ইহা হইতে পুথক হইলে

অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামন্তর স্থির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারদাম্য বিচ্যুত হইবে।

উভযের তারতম্যের ফলে আর্থিক ভারদাম্য হইতে কিরূপে বিচ্যুতি ঘটে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। স্থদের 'বাজার-হার' যথন উহার 'স্বাভাবিক-হার' হইতে কম থাকে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইয়া উঠে, কারণ ঋণের দাম অপেক। যন্ত্রপাতির প্রতিদান বে দি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ

দামস্তবে উঠানামা কেন হয

বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধির গতি থামিয়া যাইতে পারে, যদি ভুল ব্যাঙ্কিং নীতির ফলে স্থদের বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয়

করিতে না থাকে। সঞ্চারে ঘাট্টি ((under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেরা যদি বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্যাঙ্ক বা মুলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকদের মুলধন-যোগান অব্যাহত না রাথে, তবে নিশ্চয় সংকট দেখা দিবে। ভোগবিদাদী জনদাধারণই তাই সংকটের জন্ম দায়ী. বিনিয়োগকারীরা তো বিনিয়োগের জন্ম দর্বনা প্রন্তুত হইবাই আছে। বাজারে

স্থদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-স্থোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্সীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, স্থদের 'স্বাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। এই তত্ত্বের ক্রটি যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'স্থদের স্বাভাবিক হার' শতকরা ৩ টাকা; নৃতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী স্থদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দরণ স্থদের বাজার-হার শতকরা ২-ই-এর কম কখনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নৃতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই কারণেই, 'হুদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (Monetary disequilibrium) ব্যাখ্যা করার কাজে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণাও নিছক অবাস্তব হইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে হানেও কম আছে—এইক্লপ অবস্থাতেও 'হলের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্য় উচ্চোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী স্থদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্স্-ই এথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে ম্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর কেইন্সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে তাহা সম্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 'স্বাভাবিক হার'কে কিরুপে বাড়ানো যায় বা 'বাজারী হার'কে কিরুপে ক্মানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্সীয় সঞ্য-বিনিয়োগ তত্ত্ব শুক্ত করার পূর্বে আমরা আর এবটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্যাধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাট্তিব তত্ত্ব (Theory of over-saving or under-consumption)। তই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্সন (Hobson)। ম্যাল্থাস, সিস্মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ সঞ্চাধিক্যের বা ভোগঘাট্তির তত্ত্ব

বিষয়ের দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে
ভোগব্যুর বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দরুণ ক্রমাগত মূল্বন-সঞ্চয়
বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ
বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময়
বেকাবি স্থাই হয়।

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্সের তত্ত্বকে গড়িযা তুলিতে হব্ সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন-গঠন এই তত্ত্বের শুক্ত প্রকার উপর তত্তা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত প্রপ্রাণিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বণ্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্ সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়্তি সঞ্চয়কে বাড়্তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাখা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্সন্মনে করিতেন যে, স্পের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্সন্ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্ত নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্তা, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্করে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের স্থোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্যাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার স্থোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্সীয় ভন্ধ (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

থেমন, বিভিন্ন দামে ক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ কেইন্সের মতে বিভিন্ন আয়স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উভয়ের মিলিত প্রভাবে দামগ্রিকভাবে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের আয়স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে থেমন দ্রব্যের যোগান
ও চাহিদায় ভারসাম্য থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্তরে উঠানামার মাধ্যমেই

আয়স্তবে পরিবর্তন ইহানের ভাবসাম্যে লইয়া আসে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি সমথের ক্ষণ-বিন্দুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন

এক বিশেষ ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্দুতে সমান, কিন্তু আয়ন্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে সদানিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন আয়ন্তরে ইহাদের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহারা তাই সর্বদা সমান, কিন্তু একবার অসমান হইলে আয়ন্তরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আবার পরস্পারের সমান হইয়া পড়ে। আমরা তাই ইহাদের ছুই দিক হইতেই আলোচনা করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহারা সমান (accounting equality) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিক হইতেও ইহারা সমান (Functional equality)।

হিসাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদা সমান। যে কোন আয়ন্তরে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিরা গ্রহণ করে তব্ও ইহাতে কোন ভুল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সমান বলিলে ঠিক বলা হ্য না, ইহারা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে ত্বই দিক হিসাবের দিক হইতে হুতে দেখা হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই ভুলারা অভেদ ভুলারা অভেদ ভুলারা অভেদ ভুলারা অভিদ ভুলারা একই হুই দিক হইতে একই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত। ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-ব্যয় হয় তাহাকেই আমরা বিনিয়োগ-বায় বা বিনিয়োগ বলি, অর্থাৎ I = Y - C. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয়

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ S=Y-C. স্বতরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলেঃ

উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় হইল আয়—ভোগবায়, এবং বিনিয়োগও হইল আয়—ভোগবায়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহারা সংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (ex definition), ঠিক য়েমন, MV ও PT পরস্পর সমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যাহাতে ইহারা সমান হয়। মোট বায়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগবায় (C) ও বিনিয়োগবায় (I); আবার আয়ের (Y) একাংশ দিয়া ভোগবায় করা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ বায় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই হিসাবগত অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্লেত্রেই প্রযোজ্য। ইহারা পরস্পর সমান-এই কথা চিন্তা করা বা ধারণায় আনা অস্থবিধাজনক, যদি আমরা ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন, সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিতেই নুষ্টাল্ড বিক্রিয়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাডাইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্সের আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আরও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাডানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। সঞ্য ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান রহিল, তুর্ আয়ন্তর ব্রাস পাইল।

দঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই দমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে

ক্ষেত্রের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাঁহারা সঞ্চয় বাড়ানোকে
ব্যক্তিগত গুণ কিন্তু
সামাজিক দোব

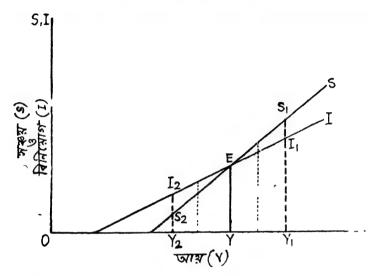
করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্স্ দেথাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে

যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে।
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক
আয় ও কর্মসংস্থানস্তর ব্রাস পায়।

তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহাব বিশ্লেষণগত উপযোগিত। খুবই
সীমাবদ্ধ। সঞ্চয় ও বিনিযোগে কিন্ধপে সামঞ্জন্ম আসে, সেই পথ বা ধারার
(adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে
আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা সামঞ্জন্ম সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার
সমান ধরিলেও ইহাদের
ভক্ত কমে না
(tool of static analysis)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের
পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কিন্ধপে গতিশীল ধারার সামঞ্জন্মে
পৌছে সেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে।
ভাই আধুনিক কালের আযতন্ত্বে ইহাদেব গতিশীল (dynamize) করিয়া ভোলা
হইয়াছে। নিশ্চল ও নিক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রোণদান করিয়া সচল ও সক্রিয় করিয়া
তোলা হইযাছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship)
বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিলাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে ভারসাম্যের আয়ন্তরে (at the equilibrium level of income)। যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়ন্তর বজায় না থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিযোগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দাম, সেইরূপ এইক্রেত্রে উহা হইল আয়ন্তর । পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়ন্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় এবং লম্বমুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে।

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা $\mathbf S$ নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর $\mathbf Y_{\mathbf s}$ থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায বিনিয়োগ $\mathbf I_{\mathbf s} \mathbf S_{\mathbf s}$ বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,



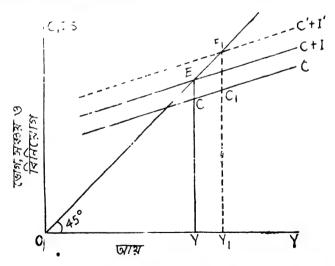
কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাণত উঠিতে থাকে, য়তক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পৌছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োণ পরস্পর সম'ন থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পার সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY₁ থাকিলে বিনিয়োণের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইক্লপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ

বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of income)। আয়স্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সামপ্রস্ত ঘটার সঙ্গের আমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়স্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ ক্ষিলে আয়স্তর কমে। সঞ্চয় ও

বিনিয়োগ সমান একমাত্র ভারসাম্য-আয়ের স্তরে, বেথানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ মস্থা করিয়া রাথিয়াছে, ইহাদের পরস্পারকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহুর্তে স্ষষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের আয়স্তর নিজেও ইহাদের দারা প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্ধপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয়প্রবণতা) এবং বিনিয়োগআবার সঞ্চয় ও
বিনিয়োগ উভয়ে মিলিয়া
কিন্ধপে আয়ন্তর
বিশিরোগেকে স্পরভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (independent variable) এবং আয়ন্তরকে অপরপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (dependent variable) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেইন্সের মত অনুসারে আমরা স্কল্পকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতেছি; এই অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিন্ধপে আয়ন্তরে পরিবর্তন ঘটায়; নিচের ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।



লম্ব্যুণী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। C রেখা হইল ভোগরেখা, উহার উপরে C+Iরেখা হইল ভোগ ও বিনিয়োগের সম্মিলিত রেখা। প্রভিটি আয়ন্তরে

সেই স্তরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই ছুইটি রেখার লম্বয়খী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দ্রত্ব অনুযায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি। উপরের ছবিতে C রেখা ও C+I রেখার দ্রত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পার সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরনের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্প্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45°

রেখাটির সহিত E বিন্দুতে মিলিত হইতেছে, OY হইল
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগউভরের সমতার বিন্দুতে
ভারসাম্যের আয়
দেখা দেয় ব্যয় করিতে চায় এবং ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ বিনিয়োগ
দেখা দেয়
ব্যয় করিতে চায়, এই ছুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের
আয়—যে-আয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহা বাকি

থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়য় করে। অর্থাৎ এই ছই বিন্দুতে মোট ভোগদ্রব্যে বয়য়র পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়য়র সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ য়তক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, য়খন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে YC+CE=YE; অর্থাৎ ভোগবয়য় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ)=মোট আয়।

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নৃতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেখাকে E_1 বিনিয়োগের পরিবর্তনই আয়ে পরিবর্তন ঘটায় OY_1 পাওয়া যায়। এই নৃতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নৃতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পার সমান। অপসর্গশীল ভারসাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1 , ইহারাই আয়ন্তরে পরিবর্তন পরিমাণ স্ক্লকালে দ্বির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন নিশ্বয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়ন্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি।

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়স্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক: গুণক তম্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Incomelevel: the multiplier):

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের গুণক (Income Multiplier); আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানের যতগুণ মোট কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)। আনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের গুণক (Investment Multiplier) বৃদ্ধা হয়।

গুণক কাহাকে বলে? উপাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্ভি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নৃতন ভাবে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্ত 1 লক্ষ টাকা গুণক কাহাকে বলে: ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্ত কিলোগে পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার দ্ব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের আয় বাড়াইয়া তোলে জন্ত এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্ম সংস্থান ও আয় স্ফেই হইল এবং অন্তান্ত উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু আয়-প্রসাবের ধারা এই স্তরে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া স্বটা সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের ওপক নির্ভর করে সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়া যায়. তাহা হইলে সমাজে ওই প্রাপ্তিক ভোগএবণতার উপর

া লক্ষ টাকার-অধিক মোট আয় স্পষ্ট হইতে পারিল না; আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বুলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বুদ্ধির ফলে ভোগের. পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে শুণক হইল 1 (K=1), অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দক্ষন যাহার। একলক টাকা নূতন আর

পাইবে, ইহার বেশি নছে।

হিসাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ্টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহার। যে সকল দ্রব্যাদি ক্রেয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের 1 লক্ষ্টাকা নূতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্যামের আয় হয়, শ্যামের ব্যয়ই যদ্বর আয়, যদ্বর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এই এক লক্ষ্টাকার সম্পূর্ণ টাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্বাহি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি, সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অথাৎ বর্ষিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($K=\infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ টাকা যাহাদের আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয করিয়া বাকি অংশ বায় করিল, এই ব্যয় আবার অন্সের আয় স্থাষ্ট করিবে; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বর্ধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয় ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাগত স্থষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নূতন আয় স্ষ্ট্রের পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ষিত আয়ের পরিমাণ যথন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আব নূতন আয় স্ষষ্টি হইতে পারিতেছে না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নৃতন বিনিয়োগ হইতে স্বষ্ট প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বছক্ষণ বেশি আয় স্বষ্টি করিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছুঁড়িলে জলে চক্রাকৃতির ঢেউ-এর স্বাষ্ট হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে দেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার স্থাষ্ট করে। সমাজের অর্থ নৈতিক পেহে নূতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্ম সংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নূতন আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউ স্বাষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থ নৈতিক কাজকমে'র স্তরে উন্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চভায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়।

স্থতরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta 1}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তন (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর । প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যয় হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় স্থাই করে । প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে, গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তী স্তরে কম পরিমাণ আয় স্থাই করে । যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণকে হইল 2; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{5}$ হইলে গুণকের আয়তন 4।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নূতন 100 টাকা আয়ের 80 টাকা মদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাক। সঞ্চয় হইতেছে; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{8}$ হুণকেরে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{1}{8}$. গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, K=1/S; K হুইল গুণকের আয়তন এবং S হুইল প্রান্তিক সঞ্চয-প্রবণতা; উপরের উদাহরণে $K=1/\frac{1}{8}$; \ldots K=5.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমর। জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয-প্রবণতা যোগ করিলে 1-এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{5}$ হইলে ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{5}$, উভযে মিলিয়া পূর্ণদংখনে 1; এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (m) হইল= 1-S=1-1/K. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$. এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m, $K=1/1-\frac{1}{5}$, $K=1/\frac{1}{5}$, অর্থাৎ K=5. আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে m বা S জানিতে পারি।

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নৃতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইল5000, অর্থাৎ, 8Y=K8I. বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যথন আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়ে তথন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয়; বিনিয়োগ
কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান
ধনাত্মক গুণক ও
ক্ষণাত্মক গুণক
কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative
শাত্মক গুণক
Multiplier) বলা হয়। গুণক 5 হইলে 1 লক্ষ টাকার
বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে; ঠিক দেইরূপ 1 লক্ষ্
টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায়।

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিন্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে আয়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কমাইয়া দেয়; স্থতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে কালে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয় গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার, খ্বণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সময়ে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের ব্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিযোগের পরিবর্তন
সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসম্প্রানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে
কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। 1 লক্ষ টাকার বিনিযোগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার
আয় স্বাষ্টি করিলে এবং পরবর্তীবারে (क প্রান্তিক ভোগগুণক কাল বা প্রবণতা থাকিলে) ৪০ হাজার টাকার নৃতন আয় স্বাষ্টি
করিবে, ইহার পরবর্তীপ্তরে 65 হাজার টাকার নৃতন আয়
স্বাষ্টি করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই
সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-স্বান্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়;
ইতিমধ্যে অক্যান্ত বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে।
কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা ব্রানের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন
তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period)
বলা হয়।

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় ধারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিদ্রসমূহ" (Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের দক্ষণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নৃতন আয় যাহাদের
হাতে আদিল তাহারা উহার সাহায়েয় পুরানো ঋণ পরিশোধ
ছিদ্রসমূহ
করিতে পারে, (খ) আয় বৃদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি
পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়য়া যাইতে পারে,
(গ) বিদেশী আমদানি-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,
খি দামবৃদ্ধি হইতে পারে।
যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগয়েরেয়র উৎপাদনক্ষেত্র হইতে
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগয়েরয়ের উৎপাদন কমিবে।
উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রবয়সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, য়থেৡ পরিমাণে
আয়-বৃদ্ধি সন্তব হইবে না।

অন্ত্রনত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাই কর্তৃ কি বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাই নিজেই বিনিয়োগের জন্ত মূলধন তুলিয়া অন্ত্রনত দেশও লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাগ্যদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় স্পষ্টি করিতে পারে না।

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory):

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় ভাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়: স্বয়স্ভূত

আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন = রপ্তানিতে পরিবর্তন × সঞ্চয় + আম্লানি-প্রবণতা

[♣] রপ্তানি ইহতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ভায় কাজ করে, এবং
দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই ভায় । রপ্তানির
উপর বিদেশীয়দের বায় রপ্তানি-দ্রব্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়,
ভাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত ইইয়া দেশে নৃতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-হাটয় পরিমাণ
শুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে । আমদানীকে "ছিন্দু" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তিক
সঞ্চয়-প্রবৃণ্তান (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক পরিমাপ করা
চলে । অর্থাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিয়লিথিত স্ত্রয়ারা হিসাব
করা বায় ঃ

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্সান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অন্থান্থ কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, ত্মই প্রকার বিনিয়োগ যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি; অধবা নূতন আবিষ্ত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওয়া যাইবে এন্ধপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়ন্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োণের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভত বিনিয়োগ। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের সেই চাতিদা থাকায় জগ্য উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়: আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী ত্বরণসহগ বা ত্বক পাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কাহাকে বলে ভোগদ্যব্যের জন্ম চাহিদা; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় বাডিলে ভোগ্যেদব্যের উৎপাদকগণ আরও ষন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন –এই ছুই-এর অমুপাতকে তুর্ণদৃহণ (Acceleration Coefficient) বা ত্বক (Accelerator) বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাড়িয়া যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্বত বিনিয়োগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণসহণ বা ত্বক হইল 2। যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ 8 কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে

যদি ভোগদেব্যের উৎপাদনে কোন মুলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয়
(যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অসভ্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া
আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে
বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও
কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ
০ বা ধ্বই কম
ক্ষেকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে
যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত অবৃস্থায় থাকিলে
(excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নৃতন যন্ত্রপাতির জন্ম চাহিদা খুবই
সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়্মস্কৃত বিনিয়োগ ঘটিলে কারণ
ইহা বিভিন্ন অনার্থিক ও বাহ্ন কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন

ত্বরণদহণ বা ত্বক হইল 4।

কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে না, বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{18}$ বা $\frac{1}{80}$) হইতে পারে ।

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যন্তব্য উৎপাদনের জন্ম এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ বেশি উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিন্ধপে কার্য করে, বা ভোগব্যম্ম বৃদ্ধি হইলে কিন্ধপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় ? ধরা যাউক্, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব বংসর। স্থতরাং প্রত্যেক বংসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে

পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) 100টি যন্ত্র ত্বধানীতি কি ভাবে কাজ করে নৃতনভাবে প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও

বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের চাছিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও 100টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্ত বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। স্থতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন স্বন্ধ করিতে হইবে, বিনিয়োগে ও কর্ম সংস্থান দ্বিশুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পরের বংসর যথন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তথন আর 200টি যন্ত্রের চাছিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনস্থাপনের জন্ত যাহা প্রয়োজন) উৎপন্ন হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ 50% কমিয়া যাইবে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

শুণক ও ত্বণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিভ প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ছরণ এই ছ্ই-এর সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া বায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বংধিত আয় ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দর্ষণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভূত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া দিলিত ফলাফল ব্রণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সন্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, বায় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইমা দিবে। ঋণায়্মক গুণক ও ত্ববের প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সন্মিলিত ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিতেও পারে। এই ত্বই এর মিলিত ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি—এই ত্বই-এর অনুপাতকে লিভারেজ্ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভয়ের মিলিত প্রভাবকে একত্র করিয়া উহাকে অতিগুণক (Super-multiplier) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট

উইক্সেলের স্বাভাবিক স্থদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

আট্রয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্দেল্ (Knut Wicksell) স্থাপের বাজার-হার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আসল' বা 'স্বাভাবিক হারের' (a real or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ঋণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে স্থাপ্ত বাজাবে

তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই ঋণ-হার অথবা বাজার-শাভাবিক হার অনেক ভাবে ব্যাগা করা হুইয়াছে বলিলে তিনি বুঝিয়াছেনঃ (১) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা

এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পর সমান হয়; (২) যে হার মোটাম্টিভাবে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে উঠানামার ঝোঁক থাকে না: (৪) টাকার লেনদেন-বিনা আগল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আরুতিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

^{* (1)} At which the demand for loan Capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned in natura.

উইক্সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, স্থদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-হার পুথক হইলে দেশের অর্থনীভিতে প্রসার বা সংকোচনের গভিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নানা কারণে জিনিসপত্তের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উ্ত্যোক্তারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে ক্ষ্যের স্বাভাবিকহার ও পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-স্বষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উচ্চোক্তারা উপকরণের জন্ম চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মজুরি ও অন্সান্ম উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বুদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন কমে। এই সকল বিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ হুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা হইতে কম থাকার আর্থিক ভারসাম্-ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছাক্লড হীনতার কারণ সঞ্য ছারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ ন্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, হুদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে ক্বত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনের ধারা হুরু হয়, সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থ নৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্কেছাক্বড সঞ্চয় হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হইবে, দামন্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার অংকে প্রকাশিত হুদের হার মুলধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইব্লপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্দেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা মদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরেনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদক

monetary equilibrium) |

কমাইতে হয় না, উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি রাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধির ঝোঁক স্থগিত রাখা যায়,

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা কোণায় অন্তত কিছুকালের জন্ম তো বটেই। ইহার তাৎপর্য হইল যে, দেশে ছুইটি স্বাভাবিক স্থাদের হার আছে। একটিতে দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে, আর অন্মটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফীতিমূলক উৎস হইতে ফ্লান্সভাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিক্রুযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, বলা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের (investment potential) তুলনায় সঞ্চয়ের যোগান কম থাকে।

উইকদেলের পূর্বের লেথকের। স্থাদের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থদংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, স্থাদ হইল মূলধন-নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলধনের আসল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাক্ষীর শুরুতে উইক্সেলের তত্ত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্ত্বের শুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনের তত্ত্বকে একরে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইন্স আরও এক ধাপ উইক্সেল ও কেইনস্
আগ্রসর হইয়াছেন এবং স্থানের হার নিরূপণে একমাত্র আর্থিক কারণ ছাড়া অন্থ কোন বিষয়ের উপর বিশেষ শুরুত্ব দেন নাই। কেইন্সের মতে 'স্থানের হার এক ধরণের 'দাম' নয় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' ইহা এমন ধরনের 'দাম' যাহা নগদ টাকার রূপে সম্পদ ধরিয়া রাখার ইচ্ছার সঙ্গে নগদ টাকার পরিমাণে সমতা আনে অস্থান হার হইল তারল্য ছাডিয়া দেওয়ার পুরস্কার।''*

^{* &}quot;The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash......The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, General Theory, P 167. তিনি আরও বলিতেছেন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards—i.e. it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes Economic Journal, vol XLVII (1937) P. 250.

- 1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.
- 2. "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as "involuntary" unemployment." (Keynes: General theory, P. 6.), Explain.

3. What is Effective Demand? Why is it unstable?

4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.

5. Explain the Income equation Y=C+I.

- 6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.
- 7. What is Propensity to Consume? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and output.
- 8. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (Keynes General theory, P. 96) Explain.
- Compare classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.
- 10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed?

Explain why S=I

12 Distinguish between savings ex ante and saving ex post.

13. Define Knut Wicksells 'real.' or 'natural rate of interest.

- 14. It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction. Explain.
- 15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.
- 16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.
- 17. Distingusih between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important?

18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an

economy at a particular Income level. 19. Explain the determinants of the I Function.

- Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory?
- 21. Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.
 - 22. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.
- 23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.

- Explain the motives to Liquidity-Preference.
 Define the so-called "multiplier". Compare it with the incomevelocity of circulation of money.
- 26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process?

27. Explain the Acceleration Principle.

28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment : the Trade Cycle

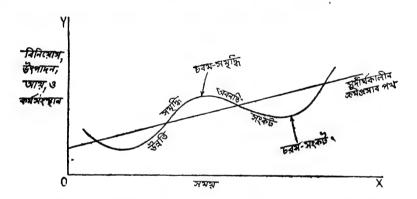
পৃথিবীব যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবেব ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ইততে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তবণ কবে তাহাদেব অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিযোগের অন্প্রপাত বাড়াইয়া দ্রুব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ ফ্রীর্থকালীন ক্রমপ্রমাণ শতান্দীর ফরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক কর্মসংস্থানে স্বল্পকালীন অগ্রগতিব এই ধারা বিশ্লেষণ কবিয়া দেখা গিয়াছে, এই উঠানামা সকল দেশে ফ্রনীর্থকালীন ক্রমপ্রসাব (Secular Expension) ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়স্তব, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত-ভাবে, প্রায় নির্দিষ্ঠকাল অন্তব, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জ্যোযারের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটেব ভাটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসায়জগৎ আশায় উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়স্তব, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

^{*} টেউ-এব মত এই ডঠানামা বা চক্র সাধাবণত তিন প্রকাবের দেখা গিয়াছে: (ক) দীর্ঘ চেউ অথবা কন্দুতিয়েক চক্র: ৫০ হইতে ৬০ বছবেব মধ্যে ব্যবসায্বাণিজ্যেব উঠানামা—এইবপ তুইটি চক্রের আলোচনা ইইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪,; ১৮১৪ ১৮৯৬,); তৃতীয়টি যাহা বিংল শতাব্দীর প্রথম হইতে গুলু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে। গুঃম্পিটাবের মতে, প্রথম চক্রেব কাবণ হইল শিল্পবিপ্লবের নৃতন আবিদ্ধাব; দ্বিতীয় চক্রের কাবণ হইল বাপা ও ইম্পাত প্রচলন; তৃতীয় চক্রের কারণ হইল বিছাৎ, বাসাযনিক শিল্প প্রভৃতিব ব্যবহাব। বর্তমানে ব্যবহ্রিয়শক্তিব দ্বাবা যন্ত্র চালনা ও আটমের ব্যবহাব নৃতন চক্রেব অবতাবণা কবিতেছে। (থ), স্বল্পকালীন টেউ অথবা জাগ্লার চক্র: ৮ হইতে ১০ বংসবেব মধ্যে এইবপ উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলা হয়। (গ) স্বল্পতর টেউ বা অত্যল্পকালীন চেউ অথবা কিচিন্ চক্র: প্রত্যেক জাগলাব বাণিজ্যচক্রেব মধ্যে তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটিব স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ কবিয়া আমেরিকায়, ১৮—২০ বংসব লইযা গৃহনির্মাণশিলের চক্র লক্ষ্য করিয়াছেন।

খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয় *

ব্যাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উধ্ব'গতি ও নিম্নগতি (Upswing and downswing) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে ছুইটি স্তর: উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity);

চক্রের বিভিন্ন ন্তর নামার দিকে বা মন্দার দিকে ছুইটি ন্তরঃ অবনতি
(Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক
সমৃদ্ধির বিন্দু হইল চরম-সমৃদ্ধি (Boom); নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু
হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।



আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্রু' বলা হয় কারণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপরদিকের অতিরিক্ত গতি স্ষষ্টি করে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্থাষ্টি করে। ইহাকে চক্র কেন ঘড়ির দোলকের ভাষ কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি বলা হয় অভা দিকে যাইবার বেগ স্থাষ্টি করে; সমৃদ্ধির মধ্যেই সংক্রটব বীজ উপ্ত থাকে. আবার সংকটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশন্ত

*"What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Iudustrial Revolution'—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, Trads cycle P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায়; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা

বাণিজ্য চক্তের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উহ্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্থ শিল্পের উন্নতির সহায়ক; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্থ শিল্পের অবনতি ডাকিয়া আনে; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক ৰাণিজ্যচক্ৰেব বৈশিষ্ট্ৰসমূহ (১) একত্র সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামটি (২) আন্তৰ্জাতিক

আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানি-রপ্তানির উপর দেশের (৩) মুলধনী শিল্পে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্থ প্রভাব তীব্রতর

(৪) প্রত্যেক চক্রের নিজম্ব ক্লপ

দেশের উন্নতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক ত্ববের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি

স্থাষ্টি করিবার স্থযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্তের প্রভাব সকল শিল্পেই অমুভূত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া পাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দরুণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অক্সচক্র হইতে কিছুটা পূথক, প্রতে কটি চক্রেরই নিজ্স রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজ্যচক্তের বিভিন্ন শুরসমূহ (Different Phases of a Trade cycle)

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিচ্যা চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

* "By a cyclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first-cather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating. in the opposite direction ; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, General Theory. P. 314.

(ক) উল্লভি (Revival or Recovery)

থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিলা ক্রমশ বাড়িতে স্থক্ষ করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপুরণের জন্ম বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নৃতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্ম তাগিদ দেখা দেয় ৷ পরস্পব সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির সেই সময় হইতে উন্নতির স্থরু দেশে প্রচর বেকার ঘূৰ্ণাবৰ্তন বা আয় ও মজুরিব হার কম, উভোক্তা ও ব্যাক্ত লির হাতে বিনিয়োগ-বিনিয়োগে উদ্ঘূর্ণমান যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই বৃদ্ধি সহায়ক। কিছুকাল ধরিষা ব্যবদায়ীরা ব্যবদায় ও ভোগের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী (durable and sami durable goods)। বৃদ্ধান দ্রকাব, আর উহাদের না কিনিলে চলে না। দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা স্থক্ত হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ডাব পাইতে স্থক্ত করে। শিল্পের উত্যোক্তা উৎপাদন স্থক্ত করিবার জন্ম ব্যাস্ক হইতে কম স্থানে পাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রেয় করে ও নূতন শ্রমিকদেব কর্মে নিযোগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় স্পষ্ট হওয়ায় তাহা ব্যের ফলে দ্রবাদাগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুলক ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্সের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চ**লে** (cumulative expansion process), বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মদংস্থানকে ক্রমে বাড়াইযা দিতে থাকে, মূলগনের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মূনাকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাড়িতে

(খ) সমৃদ্ধি (Prosperity): বিনিয়োগ ও আয়র দির এই ধারা অগ্রসর হইষা অর্থ নৈতিক নেহে সমৃদ্ধিব সঞ্চার কবে। কাঁচামালের দাম ও স্থানের হার বাড়িলেও মজ্রির হার পিছনে পড়িয়া থাকে; সংকটকালীন চুক্তিগুলি চলিতে থাকায় স্থিব বয়ে তভটা বাড়িতে পারে না। তাই দামন্তর বাড়িলেও উৎপাদন বয়ে সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবস্তের ওতিয়ান্তাদের মনে ভবিয়্তাৎ মুনাফার হার আরও বেশি ঘূর্ণাবর্তনের অভিহৃদ্ধি থাকে; উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, ওসমৃদ্ধির শীর্ষবিশ্ব আয় বয়য় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পারকে প্রভাবিত করিয়া দামন্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র বয়বায়ী সমাজে এক অস্বাভাবিক

অন্ধিরতা ও চাপল্য স্থরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উচ্ছোক্তা-দের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজাবে ফাট্কা স্থরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে: কাঁচামাল ও উপ-করণ সমৃহের জন্ম চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণস্ষ্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাক্ষসমৃহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, হ্মদের হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে রৃদ্ধি, হ্মদের হারে রৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইযা দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়্মমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইয়পে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) অবনতি (Recession):

চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্ম নিয়োগ কমাইয়া দেয়, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চরমসমৃদ্ধির বুধু, দ ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীত্র অবনতি দেখা দেয়। পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উছোক্তা উৎপাদন করে না, হ্রাসের ঘূর্ণাবর্ত ন ব্যাঙ্ক বা অক্সান্ত ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্ম চাপ আয় ও কর্মশংস্থানে দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে অধোঘূৰ্ণমান হ্ৰাস কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাহে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের দঞ্চয়ের দর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয় |*

(ম) সংকট (Depression or Crisis)

এইরপে অর্থ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়ন্তর, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

* "prosperity ultimately bring on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation, prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক ত্বনের ফলে)। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামগুর কম থাকিলেও দ্রব্যবিক্রম করা সম্ভব হয় না:

কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না।

ঘূর্ণাবর্তনের গতিরোধ,
সংকটের নিয়বিন্দু
থাকে, অনেকের "সম্পত্তি" (assets) মৃল্যহীন হইয়া পড়ে,
বহু তুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থ নৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে,
পুরাতন উল্লোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উল্লোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত
হয়। কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কসমূহ ক্রমে পুনরায় হুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায়
উন্নতির পথ প্রশন্ত হয়। নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ফুরাইয়া যায়,
যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অক্তব
করা য়ায় না। য়য়্রপাতির স্থায়ত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজুতের খরচার উপর
সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি স্বর্ফ হইবার মত অবস্থার স্থিষ্ট হয়।

বাণিজ্যচক্ৰ কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাসিকাল যুগ হইতে স্বৰু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্ন কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারদাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বাহ্ন বিষয়ের উপর জোর দিয়া আলোচনা করিয়াছেন; আবহাওযা, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিকার, ইহার কোনটিই বাদ যায নাই। এইগুলির শারা ভারদাম্যের বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জম্ম অনেকক্ষেত্র ব্যাধ্যা করা চলে বটে, কিন্তু ঢেউ-এর মত, স্বয়ংগতিসম্পা এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্যুতির কারণ হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া বাহ্নকারণগুলি অসম্পূর্ণ মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থ নৈতিক দেহে স্বয়ংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

^{* &}quot;The explanation of the time element in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes. General theory, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের ছারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলন্ত চেয়ার ও পেওুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাকা দিলে এই দেহ উহা আত্মন্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তভূ ক করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল মডেল আমরা আলোচনা করিব না; আসল (Real), মনস্তান্তিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ আমরা কয়েকটি মডেল (Saving-Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচনা করিব আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেভাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ স্থদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে।

স্থ্যমপিটারের নৃতন-প্রচলন ভত্ত (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্থাম্পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নৃতন প্রচলন, যন্ত্র-কৌশলের কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অহ্য কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থ নৈতিক দেহ গতিশীল উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্যু, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভার্ক্তন প্রচলন সমাজের করে। এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাঠামো হইতে নৃতন স্তরে উনীত হয়, মৃল্ধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দক্ষণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী শক্তি কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নৃতন-প্রচলনের ফলে ভোগ্যন্তব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিদা বাড়ে

বলিয়া উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উছোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকৃচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্থামপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আত্মসংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্থাপটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নৃতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নৃতন-প্রচলন প্রবর্তনকালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নৃতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নৃতন প্রচলন ঘটে আকম্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উভোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উভোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নৃতন-প্রচলন একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিযা আসিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি মন্থণ ও অচঞ্চল রেখায অগ্রসর হয় না, আক্মিক কতক-শুলি ঝাঁকুনি ও কাঁপুনির মধ্যে দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, বেকারি নাই, এই অবস্থায় কোন উভোক্তা কোন বিষয়ে নৃতন-শ্রচলন স্বরু করিল। ব্যাক্ষগুলির
নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে,
ভরতিও সমৃদ্ধি আরও অনেক উভোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার
লোভে সকলে মিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুথে
অনেক পুরানো ফার্ম উঠিযা যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দিতীয়
ন্তরের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দ্বিতীয় তরক্ষ দেশের সমগ্র
ব্যবসায়-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই নৃত্ন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রদারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শুরু। নৃতন-প্রচলনের চাপ সমাজদেহ
আত্মন্থ করিয়া লয়, এই নৃতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজের গতির সামঞ্জন্য আনে।
অনেক পুরানো ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইযা লইতে পারে
না, ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি-কালের মধ্যে সমাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইযা
নৃতন ভারসাম্যের আশেপাশে ("neighbourhood of
equilibruim") পেঁছি, অবনতি-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জন্য সাধ্যে
কিরূপ সময় লয় তাহাব উপর (length of depression depends on the
length of the period necessary for adaptation)। গতিশীল ও
অগ্রসরমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইযা লয়,
তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্থ্যপিটারের অভিমত।

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসারের ফলে উভোক্তার রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উভোক্তাব উপর এতটা শুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোনয়নেব কাঠামো অনেকথানি অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (strong personal element)। সর্বোপরি, স্থামপিটার অন্তান্থ বহু বিষয়কে তত্ত্বের মধ্যে আনেন নাই, যেমন শুণক, ত্বরণ, মূলধনের গ্রান্তিক কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদার স্তর প্রভৃতি। একমাত্র নৃতনপ্রচলনের ধারার সাহায়ে বাণিজ্যচক্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

মনস্তাত্ত্বিক ভত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিশু (Pigou) এবং তাহার অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজের কোন 'আসল' কারণের (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্ত দেখা দেয় না ; ইহার মূল কারণ হইল মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পরিবর্তনকে বলা হয় 'আসল' কারণ, আর বাৃস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকৈ বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কারণ। বাস্তব অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলিতে পরিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিশুর মতে, বাণিজ্যচক্তের পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থ নৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার ভূলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্তই বেশি, ইহারাই মাসুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যন্থাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কাবণ লকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বৰ্তমান শিল্প-জগতের ছইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিয়াম্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়. (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিশ্বং চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিন্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন ব্যবধান যত বেশি থাকে ভূলের সমযের শুরু হয়। আশাও নিবাশাব সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্তের গভীরতাও তত বেশি। প্রাবলা দেখা দেয মুলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার কেন উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্ত

হুইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রথর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অস্থান্থ দেশের তুলনায় অধিক।

ভবিশ্বদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থ নৈতিক কাঠানোতে ক্রেতাদের পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়া, উৎপাদকেরা বহু দ্রের বাজারে বিক্রযের জন্ম উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল প্রকৃতির মধ্যেই ভুল ভবিশ্বদ্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রেল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কার্যক্ষা,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ দে হস্তগত করিবে। দেশে যথন আর্থিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান তত্টা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাড়িতেছে—এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)৷ দাম যতদিন কখন ও কিরূপে বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবদায়ীদের মনে উহা বৃদ্ধির ইহা ঘটে প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাটুকাদারদের দর্রুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রসর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যন্তব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবদায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায়। অবনতির সময়েও ফাটকাদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে. ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক ব্যবদায়ীর মানদিক প্রবণতা অন্থ ব্যক্তিতে দঞ্চারিত হইতে থাকে. ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবন্ধ জনতার মতামত –এই সকল মিলিয়া বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি করে।

বিশুদ্ধ আর্থিক তম্ব (Purely monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইছাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্টে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র আর্থিক কারণের উপর ভিন্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্ম চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি • আছে, তাহাই প্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিলা। ক্রেডাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে .এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তখন বেশি টাকা খরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেভাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।
বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না,
টাকার গতিস্রোতে
উঠানামাই বাণিজ্যচক্র
পড়ে। এই টাকা ক্রেভারা পায় দেশের ব্যান্ধব্যবস্থার
মাধ্যমে, ব্যান্ধগুলি ঋণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়,
অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুদ্রান্দীতি বা
মুদ্রাসংকোচনের নিয়মিত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃশুকাশ, ইহা সম্পূর্ণঅর্থসংক্রোন্ত ঘটনা ('purely a monetary phenomenon')।

যদিও দেশের ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্রের জন্ম মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদয়ের স্তরধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যথন দ্রব্যসামগ্রীর মজুত বাড়াইতে চায়, তখন ব্যাঙ্কের নিকট <mark>ঋণের জন্ম চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে</mark> ঋণস্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সন্মিলিভভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঞ্চ-খণের ভরদায় ব্যবদায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে. উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। কিকপে সমৃদ্ধি দেখা চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা দেয পৌছায, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকার রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চযই ব্যয় হইবে, তাই দেশে টাকাকভির ব্যয় বাড়িতে থাকে। এইরূপে কম হৃদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীর। দ্রব্যসামগ্রী মজুত করার যে ৫চেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ তাহারা বাড়াইয। তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে এবং এইরূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইযা তাহারা মজ্ভদ্রব্য বিক্রয়ের স্থযোগ গড়িয়া তোলে। এইরূপে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (cumulative process of expansion) কাজ করিতে থাকে; টাবার ওচলন-বেগ বাড়িয়া যায়; দ্রব্যমজুত, ব্যাক্কঋণ, কার্যকরী চাহিদাও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদের বাডাইয়া তোলে।

কিন্তু এই স্থান্য চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিত হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণস্থীর ক্ষমতার দীমা আছে, একটি স্তরে পৌছিয়া ভাহারা ঋণপ্রদার ক্মাইয়া দিতে চায়, স্থাদের হার বাড়াইয়া দেয়। স্থামান অবস্থায় দেশে স্বর্ণ-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রসারের এই সীমা নির্দিষ্ট করে।
স্থান হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুতের পরিমাণ কমাইবার
চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন
কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হ্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও
কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাক্কঋণের পরিমাণ কমিয়া আসে,
লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাক্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে।
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মজুত করার ইচ্ছা আবার দেখা
দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কও থোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি প্রযোগ করিতে থাকে।
ব্যাক্কের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, স্থদের হার
কমাইলে ব্যবসায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহার। ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেবণ করিলে আমর। কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্যচক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যান্ধব্যবস্থা আছে হট্রে মডেলের মূলকথা গৈখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হইবে; ব্যাক্ষব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো; টাকার যোগানে এই হ্রাস্কৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাধ্যা করা সম্ভবপর; এই বাণিজ্যচক্র ব্যাক্ষ্পণের হ্রাস্কৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হট্রের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্যচক্রের সকল ঘটনার নেতা হিদাবে পাইকারী ব্যবদায়ীদের গণ্য করা চলে
না, উহাদের উপর অতিরিক্ত শুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবদায়ীরা স্থাদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতিশীল বলিয়া মনে হয় না। স্থাদের হার কমিলেই ব্যবদায়ীরা মজুত করিবার
জন্ম উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল
নয়। মূলধনের প্রাপ্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োণ, কর্মসংস্থান ও
আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরস্ক, বাণিজ্যক্রকে

আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া • মনে করিতে
পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিদ্ধার, যন্ত্রকৌশল,
বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার
শহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাক্ষণা ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওয়া চলে না। সর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাক্ষখণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্রে ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (যেমন স্থাদের হার বা ব্যাক্ষঋণের পরিমাণ) পূর্বের স্থায় তত্টা গুরুত্বপূর্ণ বিলিয়া মনে করা হয় না। *

হায়েকের ভত্ব (Hayek's theory)

বাণিজ্যচক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই তুই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কতত্ত্বকে তাই আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা কর। যাউক।

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজ নিযুক্ত আছে, ভাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা চর্লে। ভোগকারী হিসাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলির

^{* &}quot;Recent theory has also tended to minimize the importance of such factors as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining, the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. Inappropriate monetary policies and barking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditions; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles......Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের
সদাসর্বদা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের
দাল লইয়া দেশের
উৎপাদন কাঠামো নিম্নস্তরের উৎপাদন (lower stages of production),
গঠিত আর দ্রের জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন (higher stages of production)। এই সকল বিভিন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের
উৎপাদন-কাঠামো (structure of production)। যেমন জামা, জুতা
প্রভৃতির উৎপাদন নিম্নস্তরের, আবার ব্লাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈযারী উচ্চস্তরের
উৎপাদন।

শ্মাজের মোট আয়কে লোকেরা ছুইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি ব্যয় অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা সরাসরি ভোগ্যন্তব্য ক্রয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ করে না। লোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা কোম্পানী বা অন্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঞ্চয় উত্যোক্তাদের হাতে পড়ে, তাহা বিনিয়োগের পথ ধরে। দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের মুল্যের সমান হয় যদি দেশে 'ভারসাম্য স্থদের হার' বজায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পাকে। এই 'ভারসাম্য স্থদের হার' হইতে দেশের বাজারসমান হার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে; আবার ইহার তুলনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু

বিনিয়োগ বাডে।

বাজার-স্থেদর হার যদি ভারসাম্য স্থাদের হারের তুলনায় কম থাকে, তবে লোকের সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিন্ধপে সন্তব ? লোকের স্বেচ্ছাকত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উভোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করার টাকা পায় কোথা হইতে? সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই পার্থক্য কিন্তু বাজকণের প্রসার সন্তব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাক্ষগুলি ঋণস্প্তে করিতে বাবা সঞ্চয অপেকা বিনিয়োগ বেশি পারে। স্থতরাং বাজার-স্থাদের হার কম থাকিলে অধিক হইতে পারে
বিনিয়োগ ঘটে কিছুটা স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয় হইতে, আর কিছুটা ব্যাক্ষঋণের সাহায্যে। বাজার-স্থাদের হারে ব্রাস মূলধনী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয়, উভোক্তারাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্নস্তরের উৎপাদন হইতে উপকরণ্ডলি সরিয়া আসিয়া উচ্চস্তরের উৎপাদন

নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়ে।

ম্লধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রশারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয় বাড়ে, তাহারা ভোগদ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া ম্লধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্মও উপক্রণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, এবং উহাদের দাম বাড়ে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে জনদাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (forced saving), কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশের উভোক্তারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজের উপকরণগুলি আবার 'উচ্চন্তর' হইতে 'নিমন্তরে' চলিয়া আসিতে চায়। আবার দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার হইয়া পড়ে। দেশের স্কেছাক্ ত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জন্ম সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

হতবাং হাযেকের মতে, ভারসাম্য-হ্রদের হার অপেক্ষা বাজার-হ্রদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয়: চরমসমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিয়োগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ কেন সমৃদ্ধি ও সংকট উহাব পিছনে স্নেচ্ছাক্তত সঞ্চয় নাই, ব্যাঙ্কঝণের ভিন্তিতে দেখা নেয
ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্নেচ্ছাক্ত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যথন দেশের উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে – স্বেচ্ছাক্ত সঞ্চয়ের পবিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদনকাঠামোর কাটছাঁট করার সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

এই প্রদক্ষে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের
ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন।
ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect)
হারেকের হিতীয় মৃতঃ রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মন্ড্রি বাড়িলে উল্লোক্তারা
রিকার্ডো প্রভাব
প্রনিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে,
আবার মন্ড্রি কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

থাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expension) ভোগ্যনুব্যের জন্ম চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদের উৎপাদন না বাড়িয়া মূলধনীদ্রব্যের প্রদার হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ আদল মজুরি (real wages) কমিয়া যায়। আদল মজুরি কমিলে উত্যোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিয়োগ কমায়। এই বিনিয়োগের ব্রাসই অবনতির পথ উন্মুক্ত করে। মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কমানোব অর্থ ই হইল উৎপাদনধারাকে ব্রস্বতর করা বা কম চক্রাকৃতি করিয়া ভোলা (to shorten the production-process or to make it less round-about)। তাই দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির স্থ্রপাত হয়। আবার, রিকার্ডে৷ প্রভাব দংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যদামগ্রীর দাম কম, অর্থাৎ কিরপে কাজ করে আসল মজুরি বেশি। উত্যোক্তারা আবার কথনও 'রিকার্ডো-প্রভাব' প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা করে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর করা

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হয় যে, উছোজার। 'আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্মের রূপ ও নীতি নির্ধারণ করে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে ব্রস্ক করা মোটেই শহজসাধ্য নয়, আর স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে পাওয়া য়য় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার শুরুক করিলে আসল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানো য়য় না, উহাকে সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোকসান। চতুর্থত, ভোগ্যন্তব্যের দাম রিদ্ধির সঙ্গে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুরি সমান স্তরে থাকিয়া মাইতে পারে।

হয় বা আরও অধিক চক্রাকৃতি করিয়া তোলা হয়। এইক্লপে উন্নতির পথ

কেইশ্সীয় ভম্ব (Keynesian Theory):

প্রশস্ত হয়।

কেইন্সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ষ্টিঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাতে উঠানামার দক্ষন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইক্লপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মশংস্থানের পরিমাণ মোট
মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায়
আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের
জোয়ার ভাটা
পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিতঃ মূলধনের
প্রান্তিক কার্যকারিতা, স্থদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা। সাধারণত, স্বল্পকালে
স্থদের হার ও ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হয় না, স্থতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের
উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি।
নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা
বলা হয়।

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাডিতে থাকে, আয়স্তর বাডিয়া যায়. বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের উন্নতি প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নৃতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্তান্ত উপকরণের ঘাটুতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন বাড়িলেও বিক্রম সেই অমুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা দেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বুদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে হুদের হার দেই সময়ে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব হয় না। কারণ (ক) ব্যান্ধ-ঋণের জন্ম চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাট্কা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ম নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হ্রাস অধচ স্থানের হারে বৃদ্ধি-এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়িগণের সম্মিলিত দলমতের প্রভাবে ব বসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবন্ধ বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মগংখান, আযন্তর সবই কমিতে থাকে;
শুণকের প্রভাবে অবস্থার নিমগতি ক্রমবর্ধিষ্ট্ হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ
দ্রুতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায় বৃদ্ধির স্থচনা হইলেই পুনরায উৎপাদন ও
সংকট
কর্ম সংখান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি
শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির
শ্বায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং, (থ) গুলামজাত সবস্থায় যন্ত্র বা
দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া,
(গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর।
মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ ব্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং
মূনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায়; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে
থাকে; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশন্ত হইতে থাকে।

হিক্সের ভন্ধ (Hicks' Theory):

হিক্সের মতে, অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্থা; ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক ধারার ছুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পদ্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির উদ্বর্শ মুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামাঃ
তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক
ও ত্বরক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই
ত্বই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উন্তব ঘটে,
হিক্স্ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিযোগে, বিশেষ করিষা উদ্ভূত বিনিযোগে, কিন্ধপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে ।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিযোগ প্রধানত ছুই ধবনের: স্বয়স্ত্ত বিনিযোগ এবং উদ্ভূত বিনিযোগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধবনের বিনিযোগ-ব্যয় দ্রব্যস্থানীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্র করে না। ছুই শ্রেণীর বিনিযোগ বাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, বাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রস্তৃতি বা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় স্বষ্ট হইতে পাবে এইরূপ বিনিযোগ, ইহাবা দকলে স্বয়স্তৃত বিনিযোগ স্ইহা অপবাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্রশীল নহে। ক্রম্ব্রপ্রাব্যান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিযোগের পরিমাণ বাডে। অপবপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ রৃদ্ধি কবিতে হইলে কোন কোন ধবনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বস্ত্রের চাহিলা রৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

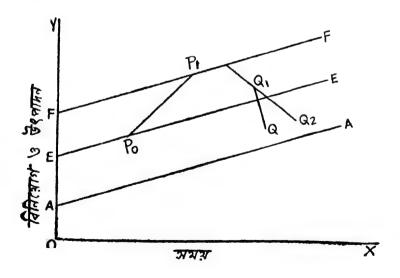
কেইন্দীয় কর্ম-শ্বানতবে গুণকতর প্রধান স্থান অধিকাৰ কবিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিযোগ × গুণক, গুণককে সমান ধবিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের হাব = মোট বিনিযোগেব পরিবর্তনের হাব × গুণক। স্তবাং, বাণিজ্যানক্র বা আয়ত্তরে পবিবর্তনের কাবণ বিশ্লেগণ কবিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বের উপর বিশেষ নির্ভর কবিয়াছেন।

হিকস এই তন্ত্ৰকে কাৰ্যত অগ্ৰাহ্য কৰিবাছেন। কেইন্সীয় গুণকতন্ত্ৰকে বাদ দিয়াই বাণিজ চক্ৰ বিশ্লেষণেৰ চেষ্টা কৰিবাছে। কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিবাছেন ক্ষণোৎভৰ গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশেষণ কৰিতে গিয়া কেইন্সের ভোগপ্রবাতা তান্ত্রের প্রকৃতি মনে বাথা দবকার। তাঁহার মতে, চন্তি গোগবায় চন্তি আর হইতেই করা হয়, এবং চন্তি ভোগবায় সঙ্গে সঙ্গে কি পবিমাণ মোট আয় স্পষ্ট কবিতেছে তাহা গোপপ্রবাতার উপব নির্ভব কবে এবং সেই নির্দিষ্ট বাস্থায়ী গুণকের দ্বাবা পরিমাপ করা যায়।

হিকদ্ কিন্তু ভোগপ্রবণতাকে অগ্নভাবে দেখিবাছেন। তাঁহাব মতে তাকের পরিমাণকে নিশিষ্ট ও স্থানী বনিবা ধবা চলে না। আয় প্রসাবের ধাবাব অগ্নগতিব সঙ্গে সঙ্গে তাকের আয়তন বনলাইনা যাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বনাই পবিবর্তনদীল; ইহার সাহাযো মোট আর ও মোট কর্মসংখানের পবিমাপ কবা চলে না। তিনি বলিবাছেন যে, চনুতি ভোগবায় নির্ভর করে "গত কালেব" আয়েব উপর, কেইন্সের মত চনুতি আশেব উপব নির্ভব করে না। আয় এবং ভোগ বায়ে সমযের বাবধান (time lag) খীকার কবিয়া লইলেই এবং সেই বাবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিরা লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অগ্রভাবে হিসাব কবা প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থাব, ত্তাকের আয়তন স্থায়ী ধরিরা লইলে বিনিয়োগ পবিবর্তনের ফলে নুতন সামানবিহার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক-কেক্রাভিম্থী শ্রেণীর পেবে (at the end of the infinite convergence series । স্তরাং বিশেষত, শ্রুকানীন বিবরের বিশ্রেণে, তাক হরের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও মন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও মন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে।

কোন দেশে যে আয়ন্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দারা
নির্ধারিত: স্বয়ন্ত্রত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং
ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে,
বিনিয়োগ ও আয়ন্তর স্বয়ন্ত্রত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উধ্বে উঠিতেছে, কারণ
সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাই ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে।
উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উধ্বে অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত
তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা
হইতেছে:



চিত্তে AA রেখা স্বয়স্কৃত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর
ও আয়ন্তরের নির্দেশক; উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল

এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

ধরা যাক, Po বিন্দুতে আয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং সেই সময়ে কোন সয়য়ৢত বিনিয়োগ ঘটিল: কোন আবিকৃত দ্রবেরে উৎপাদন বা সরকারী বয়ে প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওযায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাভিতে লাগিল। গুণক ও ছরণের মিলিত ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, PoP1 রেখা অবলম্বন কেন সয়দ্ধির শুক হয় করিয়া উৎপাদন ও আয় বাভিতে থাকে। ব্যবসায়সয়দ্ধির য়য়ণ মুনাফার প্রভ্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আরও বাড়াইয়া দিতে পাবে এবং গুণক ও ছরণের ফলে তাহাও অবিক আয় ও কর্মসংস্থান স্পৃষ্টি করিতে থাকিবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির স্তর নির্ভ্র করিবে (ক) প্রাথমিক স্বয়ম্বছ বিনিয়োগ, খে) গুণক, গে) ছরণ, ঘে ব্যবসায়ীদের মনে ব্যবসায়ের ভিবিয়্রও সম্বন্ধে আশার স্বষ্টি, ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ—এই সকল বিষয়ের শক্তিক করপ তাহার উপরে।

यमि हेहाता मिलिया विराय मेक्किमाली हय, जाहा हहेरल छे९भामन वृद्धि হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয ceiving) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মদংস্থান স্তরের উৎপাদন FF রেথায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নৃতন আবিষ্ক ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্ম সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুরানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিস্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় স্থাষ্ট ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইন্ধপে পূর্ব-সংস্থান স্তরে পৌছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উর্দ্ধতিম সীমা নির্দিষ্ট- সমাজ এখন রেথার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। কারী বিষয়সমূহ কিন্তু উৎপাদনের রেথাকে নিম্নে নামিতেই হইবে, কারণ স্বয়স্থৃত বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অভ

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বৃঝিয়া আবার স্বয়স্তৃত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঝণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিয়োগ উভূত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_{1q} রেখায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থামী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থামী মূলধনের ক্ষয়্কতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। স্বতরাং Q_1Q_2 রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্সের মতে, প্রধানত ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি ত্বরান্বিত হইবে।
প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ
ঝণস্থাই কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে স্থদের হার
নিম্নগতি কি কারণে
ত্ববাহিত হইয়া থাকে
বাড়িয়া যাইতে থাকে; তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া
মাওয়াতে স্থদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক
শুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে, উৎপাদন, আয়
ও কর্মসংস্থান নামিযা আসার গতি দ্রুততর হইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায়
ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্কের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সংকৃচিত করিতে
থাকেন; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness)
উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক স্বাষ্ট করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার
বাজারের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অস্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আদারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দারা এই নিম্নতম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু নিম্নতম সীমা নির্ধারণকারী বিষয়- পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না সমূহ থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া ষে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, স্থতরাং তাহ।
চলিতে থাকিবে; এমন কি ছঃখ-ছুর্দশা দূর করার জন্ম কিছুটা বাড়িতেও পারে।

ভূতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়স্থৃত বিনিযোগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্ম ব্যয় সমাজে চলিবেই; ইহারা চল্তি অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার নিয়তম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চরম সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে; ইহারা বেকারির উধ্ব তম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

মজ্ত মূলধনী প্রব্যাদির অবিনিযোগ (Disinvestment), এবং তাহাদের ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজো হইবা যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংকটকাল স্থায়ী হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্ত উন্নতির ওক কিছু নৃতন বিনিযোগ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে, আবার সেই গুণক ও ত্বরণের সাম্মলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুক্র হইবে, সমাজের সংকট আণ ঘটাইযা উন্নতির পথ প্রশস্ত কবিবে।

ৰাণিজ্য-চক্ৰ নিমন্ত্ৰণ বা অৰ্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ করিষা অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু
প্রকার নীতি আলোচিত হইয়াছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে ছই শ্রেণীতে
বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্কাল নীতি
(Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন য়ে,
উপযুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে
বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা চলে। যেমন, হয়ে (Hawtrey)
মনে করিতেন য়ে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাল্পভালিকে
প্রমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের
প্রশিষত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (Hayek) বলিতেন য়ে,
দেশে এমন স্থানের হার বজায় রাথিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্থেছারুত সঞ্চয় দেশে
বিনিয়োণের মোট মুল্যের সমান হয়। উইক্সেলের (Wicksell) মতে অর্থনৈতিক এই স্থায়িত্ব তথনই সম্ভব হয় যথন দেশে স্থানের স্বাভাবিক হার ও বাজারহার সমান থাকে।

আমরা জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই কার্যকরী চাহিদ। নির্ভর করে মোট ব্যযের উপর অর্থাৎ মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর। আর্থিক নীতির কাজ হইল দেশের বেদরকারী বিনিয়োগ ব্যযের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা। দেশে ব্যাঙ্কঋণেব প্রসার কমান ও বাড়ান এবং স্থদেব হার কমান ও বাড়ান – ইহাবাই আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার কমান বা বাডান-ব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থোলাবাজারী নীতি প্রযোগ ক্রিতে পারে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগুলজমার অনুপাতে পবিবর্তন আনিতে পাবে। উন্নতিকালের শেষে সমাজ যথন সমৃদ্ধির পথ ধরিষা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্ত বিক্রম করিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তির হাত হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইযা দেয়। আবাব সংকটকালে সমাজকে যথন উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া দবকাব তখন খোলাবাজাবী নীতি ও কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও নগদ জমাব অনুপাতে পবিবর্ত্তন ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পবিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কেব নগদ জমাব অনুপাত কমাইযা দেয। এইরূপে চরম সমৃদ্ধি বিন্দুর (Boom) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিযোগেব মাত্রাতিবিক্ততা বোধ করার চেষ্টা কবে , আবার চবমদংকটবিন্দু (slump) হইতে সমাজকে উত্তরণেব উদ্দেশ্যে বেদরকাবী বিনিযোগের মাত্রাধিক ঘাট্টি দূব করাব চেষ্টা কবে।

কিন্তু টাকাব যোগান বাড়াইবার এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদ। সফল হব বলিষা মনে করা চলে না। আত্রিক্ত মাত্রায় সমূদ্ধি ঠেকাইবাব এই চেষ্টা সফল হয় না, কাবণ আজকালকাব রাষ্ট্রেবা সর্বদা প্রভূত পরিমাণে ঋণ কবে বলিষা বাজারে অজপ্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার বাণিজ চক্র রোধ জন্ম যদি আরও কিছু ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে কবিতে পাবে না ব্যাক্ষগুলি বা ব্যক্তিরা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট বিক্রয় করিয়া বা জমা রাথিয়া আবার নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরস্তু এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভয়ানক কমিয়া যাইতে পারে। তীব্র মুদ্রাম্ফীতির দক্ষণ টাকার মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়া রাখাই ভাল, এইক্লপ মনে করিয়া লোকে বেশি টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে। আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধার নিতে চাহে না, বিনিয়াগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যক্ত্মণের প্রসার সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিয়তের উন্নতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (থ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল স্বদ-নীতি। চরমসমন্ধির বিন্দৃতে পেঁছাইলে এই সমৃদ্ধির বৃদ্বৃদ্ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে স্বদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত স্থদের হার পরিবর্তন বেশি স্বদের হারে উভ্যোক্তারা বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে স্বদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

ক্রদের হারে পরিবর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে

তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল সীমাবদ্ধতা ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। বিনিযোগের আতিশয় বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই স্থাপের হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রুটি আছে। কেইন্স বলেন যে, স্থদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমন্ধিতে পৌছাই**তে** কিন্তু কেইনস্বলেন চাই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে উহা সম্পূর্ণ ভুল নীতি চাই (Stabilisation at full employment point), রাখা দরকার। স্থদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী ইচা মনে হইয়া যাইতে পারে, লোকের ভোগপ্রবণ**া** বিনিযোগ বন্ধ আনক ক্মিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা ক্মিয়া যাওয়ায় সুরু হইয়া যাইতে তংক্ষণাৎ অবন্তি ও সংকট পারে. স্ম্রির স্থদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দুরুকার যাহাতে আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্ত যে কোন গদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা কমিয়া না ্যায়। * তাই কেইন্সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ঠেকাইতে হই**লে**

^{* &}quot;The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, General theory, P. 321.

কিছুতেই উচ্চস্থদের হার ধার্য না করিয়া নিম্নস্থদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাথা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভূলি পস্থা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে বক্ষা করা। তাই স্থদের হার বাড়াইবাব নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অস্থ সারান-র নীতির মতই বিপদজনক। ★ এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিয়াছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্যে, তাই তিনি আর্থিকনীতি অপেক্ষা ফিস্কাল নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আমরা জানি মে, কার্যকরী চাহিদায় তীত্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাও হ্রাসর্দ্ধি ঠেকান দরকার। সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্যয়, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে $\mathbf{Y} = \mathbf{C} + \mathbf{I} + \mathbf{G}$. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল \mathbf{I} -এর পরিমাণে অস্থিরতা রোধ করা; আর ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল \mathbf{C} এবং \mathbf{G} এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে \mathbf{Y} -তে তীত্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া ফিস্কাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে

ফিস্কাল নীতিব অক্ত ও বিভিন্ন অংশ চক্র বিরোধী ফিন্কাল নীতি বলে (contra-cyclical Fiscal Policy)। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় হঠাৎ কমিয়া যাওযাই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ব

কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দ্রকার হইত ততটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যবধান পূবণ করাই তথন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পূরণমূলক ফিস্কাল নীতিও বলা

^{* &}quot;Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom.....Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes, General theory, P. 322-323.

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার ছুইটি দিক : (ক) পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এবং পূরণমূলক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়কে নীতি বা পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকার।
সরকারী ব্যয়কে মোটামূটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: (১) সাধারণ
পরিচালনামূলক ব্য়য় (ordinary operating expenses
পরণমূলক বামেব নীতি
কিকপে কাজ কবে

of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer
payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকারী
বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজ্যচক্র নিযন্ত্রণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ
করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে,
যেমন সংকটকালে অধিবতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজের
মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিয়োগ
এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা হ্রাস
পায়। এইক্নপে সরকারী ব্যয়-নীতির হারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়
উভয়ের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পুরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি, মোট সরকারী ব্যযের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ক্মান বা বাড়ান চলে। করনীতিকে ছইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে। যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষ্ম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের মোট ভোগবায় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ-প্রবণতা কম, তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট পূবণ্যূলক কর্নীতির ভোগবায় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাতে কাজ কিৰূপ দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ ভাহাদের ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার করনীভিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইরূপ হওয়া দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবাব স্ফীতি-কালে বেদরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় থাকা যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অসুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। দেশের কর কাঠামোর মধ্যে এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে সমুদ্ধিব যুগে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় বেশি হয়। আবাব সংকট-কালে আপনা আপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রেব বিভিন্ন স্তবে এই কবগুলি হইতে আদায় নিজ হইতে পবিবর্তিত হইষা চক্রেব প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পাবে। ইহাদেব তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বদাবনকাবী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিদ্কাল নীতিব এই ত্বই অঙ্গ —সবকাবী ব্যয় নীতি ও কবনীতি –বাস্তব কাজ কবে বাজেটেব (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বংসব বাজেটে স্বকাবী আয় ও ব্যয় সমান বাথিবাৰ ক্লাসিকাল নীতি পৰিত্যাগ না ক বলৈ বাণিজ্যচক্ৰ বিবোৰী ফিদকাল নীতি কাৰ্যকৰী কৰা চলে না। বাজেটে প্ৰতি বংসৰ সমতাবিধান কৰা একান্ত গোঁডামি, বাণিজচেক্র বোৰ চদকালীন বাজেট কবিবাব উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেট বচনা কবা দবকাব বচনাব নীতি (cyclical budgeting)। (যমন, সমৃদ্ধিব প্রাবল্যকে বাধা দিতে পাবিলে আসন্ন দংকট বোধ কবা থায়, তাই এই মুগে ব্যয় কমাইয়া আয বাডাইযা বাজেটে উৰ্ত্ত বাথা প্রযোজন। সমৃদ্ধি যুগেব বাজেট বচনায সমতা বাখিলে চলে না। অপব পক্ষে সংকটকালে বাঘ বাডাইযা আয কমাইযা বাজেটে ঘাটুতি বাখা দবকাব। দেই সম্যেও বাজেটে সমতাব নীতি গ্রহণীয় নয়। উৰুত্ত বাজেটেৰ সময় যে অৰ্থ ছাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাটতি বাজেটেৰ সমযে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দৰকাৰ। এইকপে সমগ্ৰ চক্ৰকাল লইয়া একটি বাজেট বচনা কবা চলে, এই চক্রকালেব উভয় দিক লইয়া মিলিতভাবে বাজেটে

সর্বশেষে, মনে বাথা দবকাব যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পাঃত ধনতাপ্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোব অঙ্গ, এই পতন-অভ্যুদ্ধেব বন্ধুব পহাতেই ধনতাপ্ত্রিক দেশে স্থাবিকালীন ক্রমপ্রদাব ঘটে; নিযমিত ঝাঁকুনি, উঠানামা কিন্তু বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রাই ও অন্থিবতা এই প্রকাব সমাজেব আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতিব একমাত্র পথ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপে সমাজেব উৎপাদন ব্যবস্থাব মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবদাযীদেব হাতে, তাঁহাবা সমাজেব

পূর্ণ-চক্রকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

প্রযোজনেব কথা না ভাবিষা নিজ মুনাফাব উদ্দেশ্যে উৎপাদন কবেনু। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এই উছোক্তাদেব বিনিযোগেব পিছনে সাবা দেশব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় পবিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র বোধ কবাব পছা হিসাবে কেইন্সেব মত সমর্থন কবিষা বেশিব ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাল বলেন যে, বিনিযোগেব সামাজিক

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্থতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুন্ত দেশ ও বাণিজ্যচক্রঃ

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে ক্বষি-উৎপাদনে উঠানামার উপরেই প্রধানত নির্ভর করে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইক্লপ দেশে কম। তবে, অভাভ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগস্থ্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থ-নৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো পরস্পর নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। স্বতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে স্বন্ধ হইয়া ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে; ইহারা কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক ও ত্বরকের আযতনের উপর।

যদি কোন অনুনত দেশ প্রধানত ক্বিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আনুকূল্যের মাধ্যমে সে আমদানিকারী উন্নত দেশের সমৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার ছ্রাবস্থা ছই প্রকারের: (ক) ক্বিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্ভূপ্তাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

^{* &}quot;In conditions of laissez fairs the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, General theory, P. 320.

তবে যদি কোন অসুন্নত দেশ প্রধানত ক্রমিজাত খাগ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক হয়, তাহা হইলে সংকটের সমযে তাহার সর্বাধিক স্থবিধা, কারণ উন্নত দেশে

কুষিজাত কাঁচামাল অথবা গাল্যদ্ৰোব

সংকট আসিলেও সে খাগ্য ক্রয় করিবেই, স্থতরাং অসুরত দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সস্তা রপ্তানি-কারক দামে নিজের প্রযোজনীয় শিল্পজাত দব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে: বাণিজ্যহার তাহারই অমুকলে আসিবে, আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আদিলে অবশ্য তাহার স্পবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধিব ফলে খাছা দ্রব্যের চাহিনা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক দেই সম্যে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকৃলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

अमृगीलगी

- 1. Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.
 - 2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.
 - 3. Discuss Schumpeters' theory of Business cycles.
- 4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.
 - 5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.
- 6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar?
- 7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries?
 - 8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.
 - 9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.
- 10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.
- 11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.
- 12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.
- 13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.
 - 14. Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.
- 15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই;
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোপাও বা উহার পরিমাণ কম।
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে
নিয়োগ করা হয। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন
অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-বয়য়
সেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের
উৎপাদন-বয় অধিক হয। সতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা
(Availability of factors) অমুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ
আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ
ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি,
সামর্থ্য অমুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন
অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে
তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-বয়য় সর্বাপেক্ষা
কম।

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নহে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত,
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থনিদিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক এই বিষয়ে পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্থ রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইচার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের কেরে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্থার শৃষ্টি করে। প্রথমত, উপাদানসমূহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের
কারণ ইহা আভ্যন্তরীণ
বাণিজা হইতে পৃথক

ব্দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি
হইলে অস্থান্থ অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না।
কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; অন্থ রাষ্ট্রে মজুরি, হৃদ বা মূনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ
নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্থ রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না।

তুলনামূলক চলনশীলতা
ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান
নহে; বিভিন্ন দ্ববের উৎপাদন ব্যথের উপর ইহার বিশেষ অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। হৃতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্ত দেশের টাকায় নিজস্ব আর্থিক বাবস্থা স্ধপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় পেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মৃদ্যুও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্ম বিশেষ ধরনের আইন-কান্থন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও দেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে পৃথক অর্থ নৈতিক বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক সংগঠন ও পরিবেশ ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রভিদ্যানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের রীতি-নীতি ও যোগ তা পৃথক। স্থতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রাসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের পৃথক বাণিজ্য নীতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরমাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্থার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভু ক্ত ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিন্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade: Difference in cost-ratios):

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয বা কেন এক দেশ বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্ম ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেক্টি দেশ

কোন্ধরনেব দ্রব্য আমদানি ও বপ্তানি হইবে সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা স্থবিবা তুগনামূলকভাবে অধিক। সেই দেশের জলবাযু, জমি, খনিজ ও ক্ষমিম্পদ, লোকের চরিত্রগত

বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রযোজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্ধৃত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অহা দেশে প্রেরণ করিবে এবং অহা দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক স্থবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।*

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিন্ধপ স্বাভাবিক স্থবিধা আছে তাহা এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্থ দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

^{* &}quot;To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. It will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, International Trade P. 125.

যাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক স্থবিধা বেশি বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারেঃ সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পার্থক্য (Equal difference in costs):

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-কয়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধবা যাউক—

A (प ् म,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	20 ইউনিট ধান, এবং
,	10 দিন পরিশ্রমেব ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
আবার, B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	45 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানের বিনিময়ে 1 টু ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যের আভান্তরীণ বিনিময় হার হইল 1 ধানঃ 1 টু কাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ত হইতে পারে না, কারণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিক অন্ত দ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ত হইয়া গেলে উপাদানের নিযোগে দিক্-পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যযে পরিবর্তন আদিবে, ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যয় পার্থক্য (Absolute difference in rosts) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভযের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা যাউক—

A (9(*),	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয।
B (97%)	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয।

 $\bf A$ দেশের মধ্যে $\bf 1$ ইউনিট ধানের বদলে $\bf 1$ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, $\bf B$ দেশের মধ্যে $\bf 1$ ইউনিট ধানের বদলে $\bf 2$ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। $\bf A$ দেশের

धान উৎপাদনে চরম স্থবিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্থবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য : A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজম্ব স্বাভাবিক স্থবিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই ব্যয়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে বিনিময় ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য কবিলেই ইহা বুঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য (Comparative difference in costs):

উৎপাদন ব্যয়ে চরম পার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক —

A দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং

10 দিন পরিশ্রমের বায়ে 20 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়.

B দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের কাষে

20 ইউনিট ধান, এবং

10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে

30 ইউনিট কাপড উৎপত্ন হয়।

A দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল 1:1 এবং এই হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল 1:11, দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিময় হয়। কোন দেশেরই কোন দ্রব্য উংপাদনে চরম স্থাবিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে স্থবিধা বেশি। যেহেছু

^{* &}quot;The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to zones and the tropics....The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land and industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, International Trade P. 127-28.

ছুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে. সেইজন্ম উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। তুলনালক বার-A দেশের ব্যবসায়ীগণ l ইউনিট ধানের বদলে নিজের পাৰ্থকোর নীতি দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে, B দেশের ব্যবসায়ীগণকে l ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে 1½ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1½ ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। স্থতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানের রপ্তানিতে ও কাপডের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে; অপরপক্ষে B দেশেব উৎপাদকণণ কাপডের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধরা যাউক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থব্ধ হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে 1 ইউনিট ধান=1½ ইউনিট কাপড। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে A দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া 🕯 ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে ; B দেশেও প্রতি 1 ইউনিট ধানের আমদানিতে 🕯 ইউনিট কাপ লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহেব নিয়োগে পুনবিভাগ হইতেছে, A দেশের উৎপাদকগণ কাপডের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; B দেশের উৎপাদকের। ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিযোগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক স্ববিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে।*

This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, International Trade, P. 129.

^{* &}quot;The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of good A in the country I a_1 and in country II a_2 , and the labour cost of good B in country I be and in country II be. Then there is an absolute difference in costs if $\frac{a^1}{a_2} < 1 < \frac{b^1}{b_2}$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $\frac{a^1}{a_2} < \frac{b^1}{b_2} < I$. This means that country I has absolute superiority over country II in

সমালোচনা: — অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার

সমালোচনা ও তাহার উত্তর পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে। (১) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনা-

মুলকভাবে অন্ত দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) প্রমশক্তির হিদাবে উৎপাদন-ব্যয় হিদাব না করিয়া টাকার হিদাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মুলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইহা ভুল ন্য যে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক বায়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয় আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিময়ে আমাদের দেশ ,হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-ব্যুক্ম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিষা লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনর্বিভাস সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা ব্রাদের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও দ্ধপ পরি-বর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে কমিতেও পারে। কিন্তু পারে বা তাহাতেও নীতি

প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক বায় পার্থকোর নীতি

হিসাবে তুলনামূলক ব্যযের নীতি তুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না।
উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অব্শ্র এমন এক সময় আসিবে যথন ব্যয়-পার্থক্য বিল্পু

হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎে দেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বছদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আলে না, স্থতরাং এক দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, স্থতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে,

পারিবহন ব্যয় ও তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয়ে ধরিয়া লইলে এই পার্থক্যের নীতি নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটক অধিক

হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সন্তব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশ্যই বলা চলে।

এই ভবের করেকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিশানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Laws of Returns and the doctrine of comparative costs):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার গুভিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, A দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিযোগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উৎপাদন

নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব ব্যয়ে কোন দেশে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে

ব্যয়ের অমুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দক্ষণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ষ হইতে পারিয়াছিল, সেই পার্থক্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অমুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্ষেত্রেও দেইরপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কথনই মিলাইয়া যাইতেছে না।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার B দেশে কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংক্রচিত হইয়া আদিয়াছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। A দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান ক্রমহাসমান প্রতিদানের রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের নিয়ম ও এই তত্ত্ব ব্যয় কমিয়াছে, B হইতে আর কাপড় আমদানি না করিয়া (B·তে ব্যয় বাড়িয়াছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা-ই স্থবিধাজনক। ঠিক এইক্সপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইযা দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় ব্রাস পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাজিয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য কমিয়া আদিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের কখন বিশেষায়ণ ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পূৰ্ণ হ্য না বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ছইটি দ্রব্যই ছই দেশে কিছুটা পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে। *

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। অনেকে আছেন, যাঁহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না। কোন কোন ক্লেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্লেত্রের আলোচনাও আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম (Graham)

^{*} আরও ছুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মধ্যে কিছু অংশ বিশেষ শুণসম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (থ) শুক্ষ বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন ত্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থায় এই নীতি অমুযায়ী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিল্প বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইক্সপ দেখা যায়।

বিষাছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত্ত্ব

অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়—
ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের
নিয়ম ও এই তত্ত্ব

উহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি
উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছুইটি

দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অন্থ্যায়ী বাণিজ্য স্থক্ত হইলে উহার মধ্যে
একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে
ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া
আসিতে হইল যেখানে ক্রমন্থাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, ক্বমিপ্রধান

দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ
মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমন্থাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার
ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্বরের উৎপাদন
ক্রমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই স্থবিধাজনক—

যে সকল শিল্পে ব্যয় ব্রাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার
করিতে থাকিবে।

গ্রাহামের এই বক্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন
শিল্পে ক্রমবর্থমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশুদ্ভাবী নিয়ম
অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান হুরু হয়। এই নিয়মের
কিন্তু আমরা পূর্ণ
প্রতিযোগিতা ধরিয়া
লইতে পারি না পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়।
কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের
পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী
যোগান দিতে থাকিবে।

একটি কথা মনে রাথা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের স্থবিধা পাইতেছে
এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমন্ত্রাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইরা পড়ে, প্রতিযোগিতার হটিয়া
বাহ্ ব্যয়সংকোচ
প্র বাজ্য উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার
ও শুক্ষ
ব্যয় বাড়ে, তথন তাহাকে সাময়িকভাবে সংব্রক্ষণী শুল্ক
দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুল্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের

স্থযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাছ ব্যয়সংকোচের স্থবিধা কিছুটা লাভ করিভে পারিবে।◆

আন্তর্জাতিক মূল্যের ডম্ব: বাণিজ্য হার (Theory of International values: The terms of trade):

আন্তর্জাতিক মৃল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপদিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিন্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে: নিজের দেশে অন্ত দেশের তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানি পাইবে, অর্থাৎ বাণিজ্যহার কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-বলে হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান: 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান: 1 के কাপড। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড আমদানি করা হইল (যেমন, 1_{12}^{1} , 1_{8}^{1} , 1_{4}^{1} , 1_{8}^{1} ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অমুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্ত দেশের দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

* "It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competion...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by competition...The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily potented by a tariff." Haberler, International Trade, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক প্রচাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্ম B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ম A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার নির্ভর করে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে পারম্পরিক চাহিদার B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে): এবং A-এব উপব অমুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ রেশি পাইবে। আবার A-এর দ্রব্যের জন্ম B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ম A-এর চাহিদা হইতে কম শব্দ্ধিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অমুকূলে আদিবে এবং A-এর অমুকূলে যাইবে। অন্সের দ্রব্যের জন্ম নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্ম অন্ম দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা— এই দ্বই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, 11 ইউনিট কাপড় পাইবে; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে. ধরা যাউক, 1 💤 ইউনিট কাপড় পাইবে।

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

আমদানির দাম × আমদানির পরিমাণ রপ্তানির দাম × রপ্তানির পরিমাণ আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান পাকিলে,

> বাণিজ্য হার = আমদানির দাম রপ্তানির দাম

স্তরাং বাণিজহোর জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুল না করা দরকার হয়। ইহা কিল্পপে করা যায় । কাছাকাছি কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের বাণিজ্যহারের স্চক স্ঠন করে কিল্পপে প্র আমদানি-দামের স্ফক তৈয়ার করিতে হয় (Index of export prices and Import prices)। ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতি বৎসর কতথানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের স্ফেক রপ্তানি-দামের স্ফেক) একটি তৃতীয়

স্ফচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্ফচক সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমদানির দামস্তরের তুলনায় রপ্তানির দামস্তরে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের স্ফচক (Index number of the Terms of the Trade)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিরূপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ (gains from trade) কমাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। বেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা হ্রাস পায় ও দাম কমে, তবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। চা-এর বাণিজ্যহারের শুরুত্ব, উৎপাদকের আয় হ্রাস পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও প্রভাব মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অন্তান্ত শিল্পের আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের অনুকূল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেন্হামের ভাষার বলিতে গেলে "The real income per head of a country depends mainly on its output per head and partly on its terms of trade."

কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, Graham) আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং সমালোচনা ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার ছারা নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অক্স অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিষ্ঠুক থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর দেশ হুইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে

উৎপাদন করিতে ছইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা
মোট লাভ নির্ভর করে:
বাণিজ্যের মোট
শরিমাণের উপর
বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকস দেশের মোট
লাভ তত বাভ়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুদ্ধ ব্রানের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বিমাণ বৃদ্ধি বিদ্ধান বিদ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতম্বভাবে কিরুপ লাভ করে, অর্থাৎ মোট লাভ কিরুপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, ইহা নির্ভর করে ছাই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যযের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক বায়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের **উ**श्लानन वारत्र जुलना-পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে মূলক পার্থকে।র পরিমাণের উপর পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অমুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর ৷ আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষ্মতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমনানি করিতে পারিব); আমাদের রপ্তানি দ্রবাঞ্জনির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দেব্য রপ্তানি করিব)।

দিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য-হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে দিদেশ হইতে

মনে রাথা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিতেন।
 তাঁহাদের মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের খারা সম্পান বৃদ্ধি অপেকা বর্তমানে বাণিজ্য শুল্কের
 খারা নেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইরা তোলা দেশের পক্ষে অধিকত্তর লাভ্যনক ইইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের নির্ধারক।

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারম্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জস্তু অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জস্তু নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অমুকূলে আসিবে। স্থতরাং এই পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্তু বৈদেশিক চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ ব্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহারই অমুকূলে আসিবে।

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানি-দামের তুসনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহার। অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

- ভৃতীয়ত, অস্তাস্থ দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আর্ত্তাইকিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্ম তাহার চাহিদা খুবই কম এবং দেশের আয়তনের উপর
ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না। কিন্তু তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্ম বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশি এবং ফলে লে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধা পাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ছারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের ছুইটি ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্ম উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট হাবারলারের নৃতন পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরিমাণ সন্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা বায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে
মার্শাল ভোগোদৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইযাছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ
কোন দ্রব্যের জন্ম যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত লাভের পরিমাণ:
(১) ভোগোদ্ভের হারা
অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার
দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি
দেশের লাভের পরিমাণ।

টাউসিগ্ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায়
দেশের মধ্যে বর্ষিত মন্ত্রির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের
দারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ
অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানিত্তরের দারা
ক্রয়ে উৎপাদনকারী শিক্সে মন্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।
এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রির হার বৃদ্ধি পাইবে।
রপ্তানি-শিক্সে বর্ষিত মন্ত্রির হার (প্রতিযোগিতার দর্মণ) দেশের অন্তান্ত
শিক্সে মন্ত্রির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ন্তর বৃদ্ধি
পাইবে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহাব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির কল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্থায়, ইহার ফলে দেশে নৃতন আয় স্থষ্টি হয়, ভোগ্যদ্রব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নৃতন আয়, নৃতন বিনিরোগের ধার। প্রসারিত হইতে

পাকে। কিন্তু নৃতন আয় স্থাষ্ট বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

(Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়,
(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের
আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে
বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানিপ্রবণতার বৃদ্ধি ছিন্তর্নপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ
ক্মাইয়া দেয়, দেশের আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না।
কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয়
আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে
(Foreign Trade Multiplier)।

ৰিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রমণজ্জিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিন্তিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্যে। তাঁহাদের সম্মুথে প্রধান প্রমাছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিন্ধপে বন্টিত হইয়া য়ায় ? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্ততার রেখা (ptoduction substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। হাবারলারের উৎপাদন দেশে উৎপাদনের উপাদান ছির ধরিয়া লইয়া সভাবনার রেখা উহাদের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সন্মিদন কি ভাবে উৎপাদন করা যায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্য। এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল (slope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অমুপাতের সমান । অধ্যাপক হাবারলাল দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিরূপে সৃষ্টি হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায় । পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff) এই উৎপাদনসম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও স্ম্পাষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন ।

এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) রূপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে: ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রবেরেই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যস্তের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে ছইটি দ্রব্যই

কপান্তরণ বেখা কাহাকে বলে কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে ক্লপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপসারণ করিয়া

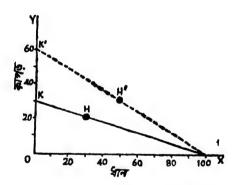
অপরের উৎপাদন নিয়োগ কর। সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় 10:3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরপ্ত ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অনুপাত 10:3 হইলে) ভারতে 90 ধান:3 কাপড়, 80 ধান:6 কাপড়, 0 ধান:30 কাপড়— প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা, নিচে ইহা দেখান হইয়াছে।

^{*} এই তালিকা, রেথাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থটি হইতে লওরা হইয়াছে। অনুসন্ধিংফ ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

অর্থ তত্ত্ব

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	100	0
В	90	3
C	80	6
D	70	9
${f E}$	60	12
${f F}$	50	15
${f G}$	40	18
H	30	21
I	20	24
J	10	27
K	0	30

এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপাস্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচের চিত্রে, X অক্ষে ধান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমর। পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অমূপাত নির্দিষ্ট, ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরলরেখার আকার লইয়াছে। (ক্রমন্ত্রাসমান বা ক্রমবর্থমান ব্যয় ঘটিলে উহার আরুতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার স্থবিধার জন্ম উভয়ের ব্যয়ের অমূপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ধ ঠিক

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নৃতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK রেখা দারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে স্থইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

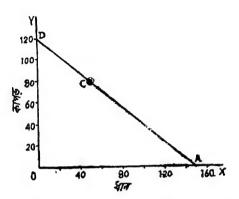
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলগ্রের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলগ্রে শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অন্থপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি বে, ইংলগ্রে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা বায়। ইহাই ইংলগ্রের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা ক্রপান্তরণের অনুপাত। ভারতের ক্যায় ইংলগ্রেরও এইক্রপ একটি ক্রপান্তরণের তালিকা আছে, বেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
В	100	40
\mathbf{c}	50	80
D	0	120

10:8 নির্দিষ্ট অমুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

* কেন ভারতবর্ধ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে ? এই প্রশ্ন প্রথানে আলোচা নর। তবুও সংক্ষেপে বলিরা রাখা দরকার। পরিকর্ধিত অর্থ নৈতিক কাঠা মোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিকরনা কমিশন; কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ধার করে এই তব্যগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। আনির খ্রিত দাম-ব্যবহাই বিভিন্ন দ্রেয়াংপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিরোগ-বিক্সাস নির্ধারণ করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি।
নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমরা



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হওয়ার পূর্বে ইংলও 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য কর্ক্ন হইবে। কি হারে ধান ও কাপড় পরস্পরের মধ্যে বিনিমর হইতে পারে? ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলগু রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10:3 ও 10:8-এর মধ্যে 10:5; 10:7 প্রভৃতির যে কোন একটি হার স্থির হইবে, ইহাও আমরা স্পষ্ট বৃঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিমর ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (Terms of Trade), বা দামের অমুপাত (price ratio)। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিষ্ট ব্যোমপাতের

বাহিরের দিকে (10:3 % 10: 8-এর বাহিরে) কোন বাণিজা হরু হইবার বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10:1 বা 10:12 এই তুইটি অহুপাত দুইয়া দেখা যাউক। ভারত

ষদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে দে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে দে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে ? শুধু তাহাই নহে। যদি 10:1 অমুপাত জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবদ কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি ? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদদে 10/3 অর্থাৎ 3·33

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অনুপাত 10:1 রাধা হয়, তবে দে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 1.25 ইউনিট ধান পায়।

বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান ব্যয় পার্থকো অনুপাতের শুরুত্ব বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে

সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয় প্রব্যের বাণিজ্য-হার 10:8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10:12 হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন স্থক্ষ করিবে, কেহ কাপড উৎপাদন করিবে না।

স্তরাং এইরূপে আমরা এই দিদ্ধান্তে নিশ্চয় পোঁছিতে পারি যে 10:3 এবং 10:8 এই ছুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অমুপাতে যেমন 10:6 ছারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা-মূলক স্থবিধা অমুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলও কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই

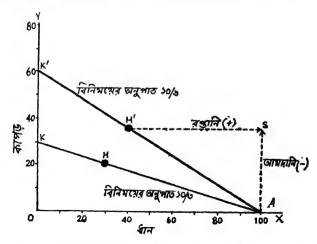
কেন বাণিজ্যে ছই দেশেরই বেশি লাভ হইবে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাঝার মান লাভ করিবে। ভারত নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে ক্মপান্তরিত করিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে দে একই পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে ক্মপান্তরিত করিতেছে।

ইংলও নিজের দেশে ৪ ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে ৫ ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিমৃক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect production) বলা চলে।

ঠিক কোন্ বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অমূপাতের অন্তবর্তী

কোন ভরে বাণিজ্যহার স্থির হটবে? সাধারণ বৃদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10:51 হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ করিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন ষ্টু য়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, ছুইটি ব্যয়ের অনুপাতের মধ্যে ভারসামোর বাণিজা-বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য ছইটির প্রত্যেকটির হার**ঃ পার**ম্পরিক যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম চাহিদার তত্ত্ব দিয়াছেন পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব (Theory of Reciprocal Demand)। সমগ্র পৃথিবীময় সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য ত্বইটির চাহিদা ও যোগান ভারসাম্যে পৌছিষাছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি (ক) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনক্রপ পবিবর্তন আসে।

এই 10:6 অমুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভর দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই বৃঝিতে পারিতেছি। যেমন, ভারতের কেত্রে ইহার আরুতি কিরুপ হয়, আমরা তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



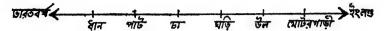
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সন্তাবনার রেখা ছিল এ0:3 বিনিময়ের অমুপাত অমুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পরে, যথন 10:6 বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তথন তাহার এই রূপান্তরণ রেখাটি উর্দ্ধের্ব উঠিয়াছে। ইহা হইল AK'. ঠিক যেরূপ কোন আবিন্ধার বা যন্ত্রকোশলের উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK'রেখার কোন বিন্দৃতে সে স্থইটি দ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিন্থাস কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক

উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনার উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিব্দুপ ? বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন আসিবে, ধরা যাউক সে তাহার নূতন রেথার H'বিন্দৃতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই রেথাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেথা বিলিয়াও গণ্য করা চলে, ইহার H' বিন্দৃতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট

কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেখা-ছুইটির সাহায্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) দেখান হইতেছে। এইক্লপে ইংলণ্ডের ক্বেরে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের ফলে ছুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে।

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিন্ধপ দাঁড়ায়, তাহা আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাণ্টায় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত হাবারলার বলিয়াছেন নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় যে, এই ছুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বান্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আথ প্রভৃতি ক্ষমিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যেও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সন্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্ (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যথন স্থুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীভিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ধ করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক স্থবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অসুযায়ী নির্দিষ্ঠ স্তরক্রমে সাজান চলে।

যেমন. আমাদের তুলনামূলক স্থবিধার স্তরক্রম অমুসারে আমরা নিচের জিনিসগুলিকে সাজাইয়া বাখিয়াছি:



এই স্তর অমুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন দ্রব্যের ব্যয় ত্রনামূলকভাবে স্বচেয়ে কম. ভারতে ধানের ব্যয় স্বচেয়ে কম, তাহার পর পাট · · ইত্যাদি। ইংলণ্ডের তুলনামূলক স্থবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি, তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভারতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে

ভুইটি দ্রব্যের বেশি

মোটর গাড়ি প্রস্তুত হুইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেকে ম্বাদ এব্যাস ব্যাল পাকিলেও এই তত্ত্ব লক্ষতম। কিন্তু কোন্কোন্দ্ৰব্য রপ্তানি ও আমদানি মূলত সঠিক হইবে তাহার সীমানারেখা (dividing line) কোথায় পড়িবে ? পাট ও চা-এর মধ্যে ? অথবা ভারত চা পর্যন্ত

উৎপাদন করিবে এবং ঘডি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংল্প্রের হাতে ছাডিয়া দিবে ? আবার এই শীমানারেখা ছুইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; সেই অবস্থার সেই দ্রবাটি ছইটি দেশেই কিছ কিছ উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায কি ঘটিতে পারে ?

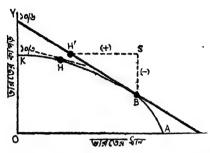
ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যেব আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধানও পাট এর জন্ম আন্তর্জাতিক চাছিদা বাডিয়া গেলে ভারতের অনুকলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদের এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা দকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিয়া চা উৎপাদন ত্যাগ করিতেও পারি; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানেব মরুভূমিতে সহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিষ্কার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক স্থবিধার গুরক্রম সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

^{* &}quot;So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it imports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, International. Trads, P. 137.

সংখ্যায় ছইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের বাহিরে অন্থান্থ সকল দেশকে এক শ্রেণীভূক্ত করিয়া ছইট দেশের বেশি "পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ" (rest of the world) বলিয়। গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের স্থবিধার কোনরূপ যোগস্থে নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্ত প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই ক্লপান্তরণরেখা সরল রেখার ক্লপ লয়। কিন্তু বাস্তবে দকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে বায় বাড়ে; এই রেখাটি ভাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন ইংলতে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান ক্ৰমহাসমান প্ৰতিদান ও উৎপাদন বায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের বুদ্ধিব ফলাফল উৎপাদন ব্যয় বাডে বলিয়া ভারতেও কোন কে'ন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। স্থতরাং, ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়েব নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের धाता मन्त्रुर्ग इरेटा भारत ना ; উভয় जरवातरे किছू किছू भतिमान উভয় **एए**न উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

 অন্নূপাত (10 : 3) উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; H বিন্দুতে AK রেখার ঢাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10:6; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্তুতে সরিয়া আদে। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া আদে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্তু B-তে পেঁছায়। প্রভিষোগিতার দক্ষন ঐখানে রেখাটির চাল হইল 10:6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্ম কিছুটা কাপড়ের ব্যয় এবং এই ছইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্তুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্তুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10:6 দাম অনুপাতের হিসাবে) স্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নৃতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, H বিন্তুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের স্থায়, ভাঙা রেখাগুলি রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমন্থাসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দক্ষন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশেষায়ণও ততদ্র প্রসারিত হয় নাই। ভারসামের বিন্তুতে উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্রব্য ছইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10:6-এর সমান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া

শিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের
উপকরণ আদানপ্রদানের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি,
পরিবর্তে ক্রব্যের
আদান প্রদান
ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ
অনেকটা ব্রাষ পায়। জমির জন্ম অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষে,

মন্ত্রির তুলনায় তাই খাজনা ব্রাস পায়। অপরদিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের

প্রভাব কার্যকরী হয়, ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জক্ত জমির উপর চাপ বাড়ে, মন্তুরির তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয় ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সনান। ঠিক যেমন, ইংলও হইতে ভারতে লোক চলিয়া আসিলে এথানকার শ্রমের ছম্প্রাপ্যতা কমিত, থাজনার তুলনায মজুরির হার হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদান প্রদানের ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইরূপে উভয় দেশেই অতি ক্সপ্রাপ্য (superabundant) উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং ছম্প্রাপ্য উপকরণের ছল'ভ্তার লাঘব ঘটে। ইহাই হেক্সার-ও'লীন তত্ত্ব (Hecksher-Ohlin theory) নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হইল, দ্রব্যদামগ্রীব আদানপ্রশানের ফলে দকল দেশে উপকরণের ছম্প্রাপ্যতা কিছুটা হ্রাস হয। ও'নীন ক্লাসিকাল ংক্লাব ও'লান তত্ত্ব তত্ত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অবাধ যাতাযাত থাকিলে উহা মন্থবির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি দমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের দীমানা ছাড়াইয়া উপকরণগুলিব যাতাযাত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দবকার। দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়ের বর্তন এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের অধিবাদীদের সামগ্রিক কল্যাণ হাদ পায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুইটি কারণ দেখানো হইবাছে:

(ক) বিভিন্ন দেশেব মধ্যে তুলনামূলক বাবে পার্থক্য এবং (থ) ক্রমন্থানন ব্যয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার জন্ত বাণিজ্যের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণটি বলা প্রয়োজন। উভা দেশের বায় সম্পূর্ণ সমান চাহিদাব পার্থক্য হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও রু.চি ও পছলে তারতম্যের দর্মন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সন্তর্পুর। যেমন নরওয়ে ও স্ইডেন মোটামুটি একই হারে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু স্ইডেনের অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুনী, আবার নরওয়ের অধিবাসীরা তুলনায় মাছ পছন্দ করে বেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয়

দেশই লাভবান হয়; স্থইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংস আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

লুভন বিকর ভল্পের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নৃতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে ছুইটি সংকোচক অসুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তত্ত্বপরি, এই নৃতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে।

অধ্যাপক Viner অবশ্য এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নৃতন পদ্ধতির এই স্থবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাকে আডাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উৎপাদন-ভাইনারের সমালোচনা পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নিদিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন (য, ইহা সঠিক নয়। টেকনলজির ছারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপর। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর। সংক্ষেপে ভাঁহার মতে, উপোদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের "আসল ব্যয়" হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের কেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, ভবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেকরেখা (Community Indifference curve) উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আয়-বন্টনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাইতে পারে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিবপেক্ষ রেথা গঠন করা যদি কোন মতে সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাড়ায কি না এই তত্ত্ব গঠন কবার কোন উপায় থাকে কি ? স্থামুয়েল্সন (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেথকদের এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য পূর্বাপেকা বেশি স্থানুযেল্সন্ বলেন যে, স্থানুযেল্সন্ বলেন যে, পরিমাণে পাইতে পারে। মোট লাভের কোন বাস্তব না গেলেও কল্যাণ প্রিমাপক পাও্যা যায় না ইহা ঠিকই : কিন্তু স্কল উপকরণ বাডে ক্ম ব্যবহার কবিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ নিশ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল পেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

বাণিজ্যব্যালান্য ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন এক ট দেশের আয়স্তর এবং বাণিজ্যব্যালান্সের মধ্যে পরস্পর প্রভাবশীল সম্পর্ক (reciprocal-relationship) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশের আয়স্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়স্তরে পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্সের অবস্থায় পরিবর্তন আনে।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্ম কয়েকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া লওযা দরকার (assumptions)। আমরা মনে করি যে, প্রতিট দেশে দামস্তর, স্থানের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সম্বান আছে, বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ উপরস্ক প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকারি আছে। এই অনুমানটির কারণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার কোন দেশের দ্রব্যের জন্ম চাহিদা বাড়িলে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই বাড়িবে, দাম

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ছুইটি দেশের টাকার বিনিময় হার (exchange rate of two currencies) ছির আছে।*

আয়স্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিব্লুপে পড়িতে পারে ? আয়স্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও বঞ্চানির মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আযের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কল্পনা করি, সেইন্ধপ দেশে বর্তমানের আয়ন্তর অনুযায়ী ভবিষ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়ন্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পায়, আয়ন্তর কমিলে আমদানি ব্লাস পায়। যেমন, আয় পরিবভিত হইলে ভোগ পরিবভিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্ম আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি; ঠিক দেইক্লপ, আয়ের সহিত আমদানির আগ্রস্তর ও আমদানিঃ ফম্পর্ককে আমরা বলি 'প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা' প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal Propensity to import)। আয়ন্তর পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণ্তা বলে। যেমন, আয়ন্তর 100 বাড়িলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল 📆 অর্থাৎ 0.1.

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে।
প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবিণতা সাধারণত শৃষ্ণ (০) হইতে বেশি হয়,
অর্থাৎ দেশে আয়ন্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।
অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়ন্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল
আমদানি বাড়িলে
আমদানি বাড়িলে
বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝোঁক স্মষ্টি করা;
কারণ আয়ন্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরূপ কোন
কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়ন্তর বাড়িলে ভাহাদের আমদানি বৃদ্ধি
পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে।
দ্বিতীয়ত, আয়ন্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে।
আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যয়

^{* &}quot;This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency in each country do not vary." A.C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 37L.

দেশের মধ্যে নৃতন আয় স্থাষ্ট করে না। দেশের জিনিস কিনিয়া টাকা খরচ করিলে উহা দেশীয় দ্রব্যোৎপাদনকারী ও বিক্রেতার আয় সরাসরি বাড়াইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। যেমন, বিনিযোগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের মায়স্তর বাড়িল। বর্ধিত আয়ের কিছুটা দেশী জিনিস ক্রযে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ আমদানি বৃদ্ধিব ফল বিদেশী জিনিসে খরচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপ্রে সক্ষ্যেব মতন ব্যয় হয়, উহাব ফলে দেশেব লোকের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে, আয় প্রসাবেব ধারা এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে। অপরপক্ষে বর্ধিত আয়েব যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশেব মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না; সঞ্চযের মতনই উহা দেশেব আভ্রেরীণ আয়-প্রসাব শোতেব ধারা হইতে বাহিরে রহিল।

এইরপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনা উল্লেখ করা দরকার। রপ্তানিব ফল হইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই। আয-নির্ধারণের তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, দেশে নৃতন বিনিয়োগ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল উপর নির্ভব কবে না নয়, বর্তমান আয়স্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের কোনরূপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় (যেমন ইহা আনেকাংশ নির্ভরশীল শিল্প-টেকনিকের উপর)। ঠিক সেইরূপ দেশের রপ্তানিস্তর উহার আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহা স্থির হয়, যেমন বিদেশী আয়স্তর দ্বারা। অর্থাৎ বিনিযোগের ভায়ই কোন দেশের রপ্তানিস্তর সেই দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না।

শুধু তাহাই নহে। রপ্তানিস্তরে পরিবর্তন আসিলে, (অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের স্থায় প্রভাব হয়। ইহা দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুগুণ রপ্তানিতে হ্রাসর্হদ্ধির ফল বিনিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধির স্থায়
উৎপান দ্রব্যের বিক্রেয় বৃদ্ধি পায়; এই সকল, উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, তাহাদের এই ব্ধিত আয় দেশের মধ্যে ব্যয়িত হইয়া শুণ-প্রসারের ধারা (multiplier expansion) হতরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-হ্রাসের দক্ষন বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক প্রসার শুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য ব্যালান্সে কেন্দরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The foreign trade Multiplier)

জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্ম আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বংসরে ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূলে।র রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

থেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমরা E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিল্পের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মূনাফা এবং শ্রমিকদের মজ্রিদ্ধপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলেঃ (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়, (থ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা বিদেশী ভোগব্যয়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার করিবে।

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল c. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ধিত আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিবে, তবে $c=\frac{1}{4}$ । 10 কোটি টাকা নূতন আয় স্ফষ্টি হইলে লোকে 10 কোটি $\times\frac{1}{4}=2\frac{1}{4}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, সম্প্রকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে। বর্ষিত এই E পরিমাণ আয় হইতে লোকে E imes c পরিমাণ টাকা আভ্যস্তরীণ

ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেভাদের আয় Ec পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দ্বিভীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় Ec পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পরিমাণ টাকা খরচ করে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী স্তরে জাতীয় আয় বাড়ে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পরিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধির ধারা ততদূর চলিতে থাকে যতদূরে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইযা আর নৃতন আয় স্ফাষ্ট করিতে পারে না। অর্থাৎ E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচের অংকটি হইতে:

$$E+E_c+E_{c^2}+E_{c^3}+E_{c^4}$$
.....

ইহা যোগ করার স্থ্র হইল $E \times 1/1-c$. এইরূপে E পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় উহার কতগুণ বাড়িবে তাহা আমরা জানিতে পারি E-কে 1/1-c দিয়া গুণ করিয়া। স্তরাং এই 1/1-c কে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি। যেমন c হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10 \times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10 \times 1/1-\frac{1}{6}=10 \times 1/\frac{3}{6}=10 \times 4/3=13\cdot3$ কোটি টাকা।*

রপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহার প্রভাব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক হইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যদি হয় ${f F}$, তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে ${f F} imes 1/1-c$ পরিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা' এই ছুইটি ধারণার কথা মনে রাখা দরকার। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে c+m+s=1, কারণ বর্ধিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপরের সমীকরণ হইতে আমরা লিখিতে পারি যে, 1-c=m+s, স্থতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে 1/1-c না লিখিয়া আমর, 1/m+s লিখিতে পারি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকভ $\frac{1}{2}$ পাঃ এ+প্রাঃ সঃ প্র ; (অর্থাৎ, 1/2শান্তিক আমদানি প্রবণতা + প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা)।

Sum = 1st Term x 1/1—Common Ratio.

অৰ্থ তত্ত্ব

अनुनीमनी

- 1. Why should there be a separate theory for International trade?
- Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.
- 3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not to import it from the second." Explain and illustrate.
- 4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.
- 5. Do you think that if there are more then two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped?
- 6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences."

 Comment.
- 7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.
- 8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.
- 9. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repurcussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.
- 10. What are the gains from foreign trade? How these gains can be measured? On what factors these gains depend?
 - 11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণ (conversion) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনেব অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। করাংক বলে স্থতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে জেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

অর্থের এই রূপান্তরণ বিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেভা, হুতরাং বিক্রেভাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হুইবে।

মি: সেন চা রপ্তানির সময় একখানা হণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিষা
মি: টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন : ধরা যাউক, মি: টম্ 90 দিন পরে পাউগু দিবেন
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 90
ক্রিপে আন্তর্জাতিক
বালিজ্য দাম মিটানো
হয়: বিনিময়বিল ও
ব্যাক্ষের ড্রাফট
তপন্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন,
প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের
ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা হণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন
উপ্তীর্ণ হইলে মি: টমের নিকট উহা উপন্থিত হইল এবং ইংল্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার
নিকট হইতে পাউগু পাইয়া গেল। আমদানি হইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্ম বা অর্থের রূপান্তরণের জন্ম সাধারণত ব্যাক্ষের ড্রাফট্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ দেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউগু মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাক্ষে গিয়া টাকার বদলে পাউগু কিনিতে চাহিলেন। ব্যাক্ষ তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ দে 1 টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাউগু ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ দেন ব্যাক্ষের নিকট হইতে 600 পাউগুর একথানি ব্যাক্ষের ড্রাফট্ পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফট্ প্রশানকারী ব্যাক্ষের লগুন শাখা বা অফিস হইতে পাউগু পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ বপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিম্য-ব্যাক্ষে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে দেশী টাকার বৈদেশিক চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা ও যোগান চাহিদা স্ষ্টি হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমদানি করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্ম বিনিময ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদে**নী** অর্থ ক্রম করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের চাহিদা স্বষ্ট হয। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদা শেখা দেষ, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইচা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লগুনে পড়িতে যাইবে। সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউগু কি নিতে চাহে। ইহাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাজারে বিদেশী অর্থের জন্ম চাহিদা স্ষষ্টি ষায়। ঠিক এইরূপ, ইংলণ্ডেব কোন ব্যবদায়ী আমাদের দেশে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায বা দেখানকার কোন ব্যক্তি ডাজমহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউও জমা দিয়া ভারতীয় টাকার চাহিদা স্বাষ্ট্র করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে ইহা লইয়াই লেনদেন-(मर्ट्यात गर्ट्या वित्रमी व्यर्थत **এवः वित्रा**संब ব্যালান গঠিত (मनीय ठोकात ठाहिमा (मथा यात्र, (मन(मन, विनित्यांत्र अ) ফাটুকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (Transaction, investment and speculation)। ইহাদের একতা হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালাক ও লেনদেন ব্যালাকা (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্ম বিদেশীয় অর্থে দাম
পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্ম
দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির
মূল্যের একত্ত হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয়।
বাণিজ্য ব্যালান্স
নাগিজ্য ব্যালান্স
দামের সমতা থাকিবেই এরপ কোন নিশ্চয়তা নাই।
এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদামি-রপ্তানির দরুন বিদেশের
বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা
হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষে
রপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স
অনুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও অন্থান্থ বহু বিষয়ের জন্থ বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন লেনদেন ব্যালান্দ করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন ব্যালান্দ (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্ন-লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ

I. চলতি ব্যালান্স (Current Balance)

ক) দ্ব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্ব্যাদি বা 'দৃশ্য"
(Visible) বিষয়সমূহ। (খ) "অদৃশ্য' (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন
জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, ভ্রমণকারীদের
লেনদেনের উদ্দেশ্যে
ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ
প্রেরণ প্রভৃতি।

II. পুঁজির ব্যালাজ (Capital balance):

দেশ হইতে বিদেশে পু^{*}জির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পু^{*}জির আমবানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিদাবকে (Capital Account) ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্বল্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মূলবন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হুইতে দেশে আদে তাহাদের এই খাতে হিদাব করা হয়। ইহাকে বদা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment বিনিযোগ ও ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকাৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ চাহিদা ও যোগান এই খাতে হিদাবের জন্ম ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে স্থদের হার বাড়লে বা কমিলে) স্বল্পকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট্কা-নিযোগের ক্ষেত্র (Speculative sector): স্বল্পালীন পুঁজির হিদাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া বিদেশের ব্যাল্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এবং দেশের ব্যাঞ্চ বা দেশীয় ব্যবদায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবদায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এই সল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

লেনদেন-ব্যালাকে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments) :

হিদাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুষায়ী কোন দেশের
লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার ছুইট দিক সর্বদা সমান থাকিবে।
নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উত্তয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে। দেশ
হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি
লেনদেন ব্যালান্সের
দেনা পাওনার উত্তয় কোন দেশ অত্য দেশের তুলনায় অধিক দ্রব্য, শেয়ার
দিকই সর্বদা সমান ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির ছারা
অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার
পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অত্যের নিকট হইতে পাইবে।
যদি এই মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, ডবে সেই লেনদেন

দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যান্ধ-ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অক্তকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। স্বতরাং, লেনদেন ব্যালান্সে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি করা হইল

রপ্তানি দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের

সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের

সমতা ও ভারসাম্যে পার্থকাঃ লেনদেন ব্যালান্দে ভারসামে৷ এবং ভারসাম্য-বিহীনতা

কাহাকে বলে

অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থাদৃঢ় আছে এক্নপ বোঝা যায়। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার

স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের

বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্ম চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা দেশে আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়- হার (Rate of Foreign Exchange) মোটাম্টি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না—এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (Equilibrium in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা

না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আদিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালালে ভারলাম্যবিহীনতা (disequilibrium) স্থাষ্ট হইয়াছে। স্মতাও ভারদাম্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসামাবিহীনতা আদিতে পারে যদি

(ক) দ্রবাসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (থ) স্বল্পকালীন ও
দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন
ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে
পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশেব বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নদ্রপ
হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যাব বৃদ্ধি বা রাস ঘটে (যাহাতে
দ্রব্যাদিব চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণ গ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপূরণ দান
বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময-হারে পরিবর্তনের দক্ষন আমদানিরপ্তানিব দামে পরিবর্তন হইযা উহাদেব চাহিদাব পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির
আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আদে যদি (১) নুতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে,
(২) ঋণ পরিশোধ বা হৃদ প্রদান শুদ্ধ হয়, এবং মুনাফা বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে
ফাট্ কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আদে।

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা আদিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়া আসে। ভারসাম্যে পৌছিবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই ছুই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং

বে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিক্ল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অমুক্ল রাসিক্যাল তবঃ ধর্ণের গতিবিধি ও দামন্তরে পরিবর্তনের ধারা

যাইবে। অপরদিকে, প্রতিক্ল লেনদেন ব্যালান্সের দর্কন অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার

অর্থের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, দামস্তর ও কমিয়া আদিবে। কালক্রমে, যেদেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের
দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে
আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা সাধিত হইবে। বে দেশের দামস্তর কমিয়া
গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক
থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা
ফিরিয়া আদিবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রকিক্লতা থাকিবে না। এইকপে ছই
দেশের লেনদেন ব্যালান্সেই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিবে। স্বর্ণ য়াতায়াতের
ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে মহতাসাধনের এই
ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

আধুনিককালে ভারদাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা ইইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীর পরিমাণতত্ত্বের উপর
নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণের রাদিক্যাল ভব্ত্বর
সমালোচনা
পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং
অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আদিলে দামস্তরও পরিবর্তিত
হাইবে (অর্থাৎ সমাজে পর্ণকর্মনিয়োগ শুর ধরিয়া লওয়া হাইতেছে)।* কিন্তু

হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ শুর ধরিয়। লওয়। ইইতেছে)।* কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন ইইলেই দেশের দামস্তর পরিবাতিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে স্থাদের হার কমিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামস্তরে বৃদ্ধি হয় না।

^{* &}quot;The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Metzler, A survey of contemporary Economics, P 212.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্ণের যাতায়াত এবং দামন্তরে পরিবর্তন ছাডাও লেনদেন ব্যালাফো ভারসামা ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে করা যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালাফা অনুকূল হইয়াছে এবং B দেশের লেনদেন ব্যালাম্স প্রতিকৃল অবস্থায় আছে। A দেশ আধনিক তম্ব: আয়-সংগ্রাম তবৰ সাম ভারেও কর্মসংখ্যান ভাবে হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-পরিবর্তনের দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়ম্ভরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম বপ্তানি হওয়ায় আভান্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া গিয়াছে। A দেশে তাহার আয়স্তর বুদ্ধি হওয়ায় আমদানি-প্রবণতা (Propensity to import) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাডিবে। অপরপক্ষে, B দেশে আয়ন্তর কমিয়া যাওয়ায় A দেশ হইতে আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভার সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

ক্লাসিক্যাল তত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন
ভারসাম্যাবস্থায় ফিবিয়া আসিবার জন্ম স্বয়ংক্রিয়
ছই তত্ত্বের মিলও
ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের
পার্থক্য
পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিক্যাল মতে দামন্তরে পরিবর্তনের
শারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে।

মনে রাথা দরকার যে, ফাটকাদারি মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

^{* &}quot;Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explanation normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. Moreover, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments."

Metzler, P 220.

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য সম্পুণভাবে ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে।

এরপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ

থ্য কিল করা হয়

এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে

প্নরায় সমতা ।ফরিয়া আসিল। এরপ অবস্থায় যদি
ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকুল্ভা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে

এইরপ প্রতিকুল্তা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ত তিনটি পদ্ধতি
গ্রহণ করা যাইতে পারে:

- (ক) রপ্তানি রৃদ্ধি: উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভান্তরীণ ব্যয় সংকোচের দারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- (খ) আমদানি হ্রাস: প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) দাব। আমদানির পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা।
- (গ) **অর্থের বৃহিমূল্য হ্রাস**: সরকারীভাবে বিদেশী অথের হিসাবে দেশীয় অর্থের বিনিন্দ্র মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে দেশীয় দ্রবাদি বিদেশের বাজারে সন্তঃ হইবে এবং বিদেশা দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালাব্যে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরুপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined?)

গুই দেশের অর্থ যে-হারে পরস্পারের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে ।কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে বৈদেশিক বিনিময়হার কাহাকে বলে পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজ-দেশের অর্থের মূল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়-

হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিম্ল্যও (External Value) বলা চলে।*

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অন্ধণাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিম্য-হার নির্দ্ধিত হয় তাহাদের ছুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন: (১) যথন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

[্]র যেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে অরপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত ।
(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ:

যদি স্বৰ্ণমান প্ৰচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বৰ্ণমুদ্ৰা প্ৰচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় কাগজের টাকা ও অর্পের মধ্যে বিনিময়ের অমুপার্ভ নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। এইকপ অবস্থায়, উভয দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্থর্ণের স্বৰ্ণমান ব্যাস্থায পরিমাণগত সম্পর্কের ছারা। ধর। যাক্ A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমান স্বর্ণ আছে দেই সমপরিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মর্ণের হিসাবে 1 A মুদ্রা 3 B মুদ্রার সমান মূল্যের ; স্থতরাং 1 A মূলার বিনিময়ে 3 B মূলা পাওয়া যাইবে (1A = 3B) ; ইহাই প্রস্পারের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়েব সমহার (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্দে ভারদাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধাবিত व्यानात्म ভातमभण नष्टे श्रेटल উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও উঠানামা (Fluctuation) হইবে; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট দীমা পাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অন্থ্যায়ী সেই নির্দিষ্ট-সীমার মধ্যে বিনিময়-হাক নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিম্থ-হারে উঠানামার সীমা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার বায়ের উপর।

বৈদেশিক লেনদেন থাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে বিনিময় হার তাহার অফুক্লে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়-হার তাহার প্রতিক্লে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালান্স A এর অফুক্লে হয় তাহা হইলে A এর 1 মৃদ্রা B দেশের বিনিময়-হারে বিচ্নির লানদেন ব্যালান্স A এর প্রতিক্ল হইলে বিনিময়-হারও লেনদেন ব্যালান্স A এর প্রতিক্ল হইলে বিনিময়-হারও তাহার প্রতিক্লে গাইবে, অর্গাৎ 1 A মৃদ্রা=3 B মৃদ্রা— স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই ছই ছারকে ছাডাইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যবসামীরা

উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাক্ষ হইতে A মূদ্রা কিনিবে না, ব্যাক্ষ উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে অর্ণ ক্রম্ম করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দিতীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মূদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, অর্ণ ক্রম্ম করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই ইইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই হই সীমাকে উচ্চ অর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন অর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নিধারণ:

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতুবিন্দুগুলির (Specie points) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যথন অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তথন বৈদেশিক অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তথন বৈদেশিক অরূপান্তরনীয় কাগজী ক্রিনময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সন্তব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে ছুইটি প্রচলিত তত্ব আছে:

ক্রিমশক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

কে) ক্রম শক্তির সমতা তত্ত্বঃ সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ্ক্যাসেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রয়-শক্তির সমতা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অমুযায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ

হুই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মুল্যের সমতা করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শত্তির এবং অন্থ দেশে অপর অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শক্তি—এই উভর দেশের অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দৃতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। বেমন, ইংলণ্ডে

কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরনের সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি ভারতের অর্থে 15 টাকা হয়, তাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রেয়-ক্রমতা সমান। স্ক্তরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ড = 15 টাকা।

এই তত্তিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে

অর্থের ক্রমশক্তি মাভান্তরীণ দামন্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহা আমরা জানি। স্থতরাং তৃই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অমুপাত উচাদের দামন্তরের অমুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

 $\frac{1}{1}$ পা: (\pounds) = $\frac{\pounds$ -এর ক্রয়শক্তি তারতের দামস্তর $\frac{1}{1}$ টা: $\frac{1}{1}$ Rs.-এর ক্রয়শক্তি ইংলণ্ডের দামস্তর

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটলে বৈদেশিক বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটবে; আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহিম্প্রিড কমিবে.

আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহিম্ল্যও বাড়িবে। স্থতরাং বিনিময়হারে উঠানামা ও তাহার কারণ পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তবে দামস্তবের পরিবর্তন

অমুখায়ী ইহা পরিবর্তিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তিনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাওয়া যায়। Cassel বলিতেছেন যে "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ=15 টাকা বিনিময়-হার দ্বির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, স্চকসংখ্যা অনুযায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় নূতন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ=টাকা $\frac{15\times200}{300}$ = 10, অর্থাৎ 1 পাঃ=10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহিমূল্যিও কমিয়া গিয়াছে , পাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাক। পাওয়া যাইতেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাত্ত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীর।
বিভিন্ন কারণের জন্ম গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে সূচক-সংখ্যার
সাহাযে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কবা হয়, সেই
সূচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে
এইরূপ সর্কল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তত্ত্ব
নির্ভূল থাকিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের
সমালোচনা
দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব
বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও

প্রভাবিত করে না। আর, শুধু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দ্রব্যের সাহায্যে হুচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তব সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (থ) মূলধনের আগমন বা নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিশেশে রপ্তানি দ্রবোর চাহিদা বাডিলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা বাডিলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে) আভান্তরীণ দামস্ত র পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময়-হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made it apparent that the theory was not a general explanation of exchangerates, but was applicable only under special conditions."

স্থুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত কেবল মাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে; যথন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্য-হারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিময়-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবুও আমরা এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারিনা। দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভামরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-চারকে নিশ্চয়

কিছুটা প্রভাবিত করে। বিনিময়-হার নির্ধায়ণের তত্ত্ব এই তত্ত্বের আংশিক সভাভা

হিদাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ করা হয় না বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর সেই

দেশের অর্থের আভান্তরীণ ক্রয় শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্ত্বের সাহায্যে এই সতা উদঘাটিত হয়।

(খ) আধুনিক ভত্ত্ব: কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ঃ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন, বৈদেশিক অর্থেব হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রবা-সামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার ঘারা বৈদেশিক বাজাবে ভারসাম্যের বিন্দৃতে নিরূপিত হয়. সেইরূপ অবাধ অর্থের চাহিদা ও যোগানের ছারা আন্তর্জাতিক বাণিজা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার थाकिल व्यर्थत विश्वनाछ रेत्रामिक वाजात उँशत

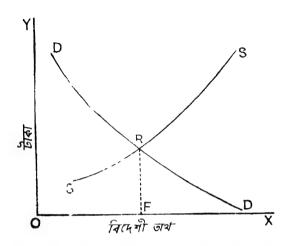
চাছিদা ও যোগানের বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির মৃল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্পের পাওনার চাহিদা ও যোগান দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের কোপা হইতে উভুত হয় যোগান নির্ভর করে আমদানির মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্পের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অন্তর্গুল হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় চাহিনা বা যোগানে পরিবর্তন বিনিময়হারকে অর্থ ক্রেয় করিতে হইবে, অথাৎ বৈদেশিক বাজাবে বিনিময় পরিবর্তিত করে হার দেশের অন্তর্কুলে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজাবে অর্থের বোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিক্ল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক ব'জারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থের ক্রয় করিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিক্লে যাইবে।

স্তরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা
নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য
লেনদেন ব্যালান্স থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার
গঠনকারী বিষয়সমূহই
বিনিময়-হার
নির্ভার করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহ
বিনিময়-হার
নিধারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত
হয়, কে) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (খ)
মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending)
ভারা।

এই তত্ত্বটিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তখন উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে সস্তা হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশী অর্থের চাহিদা



বাড়ে। অপরপক্ষে, বিদেশী অর্থের যোগান-রেথ। (SS) উপর দিকে উঠার পথে ডান দিকে হেলিয়। থাকে। ইহার কারণ হইল বিদেশী অর্থের দাম বাডিলে উহার যোগান বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম বাডিলে দেশীয় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সন্তঃ হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে, বিদেশী অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। DD ও SS রেখা R বিলুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিলুতে বিনিময়-হার নির্ধারণ হইতেছে RF: OF, অর্থাৎ RF টাকার বিনিময় OF বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই বিনিময়-হার বজায় থাকিলে বিদেশের বাজারে টাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বা DD ও SS রেথার আক্কৃতি নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানির জন্ত বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (থ) নিজ দেশের রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, (গ) 'বদেশী আমদানির জন্ত আমাদের দেঁশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় 'বাণিজ্যাবস্থা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্তিত

ভাবে চলিতে পারিলে দেশায টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মূহুর্তে বিনিম্য-হারে এই ভারসাম্য আমদানি ও রপ্তানিব

আমদানি ও রপ্তানিব পরিমাণ কিদের উপর নির্ভব কবে খাত-প্রাত্থাতে, প্রাত মৃহুতে বিনিম্য-হারে এই ভারদাম্য স্থাপিত হইতেছে। আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আদিলে এই ভারদাম্যের বিনিম্য-হারও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মিদেদ

বৰিনসনের ভাষায় বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange-rate and at the ruling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment."

বিদেশ অর্থ বা দেশায় অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রব্যের আমদানি-বপ্তানি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণের উপরও ইহা নিভর করে। আবার বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকার প্রভাবের বারা নির্ধাবিত হয়ঃ কে) শেয়াব বান্ধারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক ঋণদান, স্কদ প্রদান,

বৈদেশিক ঋণ্দান কিনেব উপর নিভব করে ঋণপরিশোধ, দেশীয লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের ক্রমবিক্রয় বা বিদেশা কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রম-বিক্রম প্রভৃতি। (থ) ব্যাক্ষিং প্রভাবসমূহ (Banking

Influences), বিনিম্য-বিল, ব্যাঙ্গের ড্রাফ্ট ক্রয-বিত্রম, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আন্মন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের মুদ্রাব্যস্থার উপব বিশাস ও আহা থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আদে, মুদ্রবনের আগমন (Inflow) ঘটে। অপর পক্ষে, মুদ্রব্যস্থার উপর আহা হাবাই্যা ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইযা যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দার। বৈদেশিক
বিনিম্য-হার নির্ধাবিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে
বিনিম্য-হারে উঠানামা
লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘ.ট, বৈদেশিক বাজারে
দেশায় অর্থের থোগান ও চাহিদাব পরিবর্তন আসে, বি নময়-হারে উঠানাম।
(fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) ঃ

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchage)
অন্তযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়; এবং স্বর্ণস্থানান ব্যবস্থায
প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়হার উঠানামা করিতে পারে। স্কুতবাং, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত
বিনিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার।

কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব গ্রহণ করিলে, উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার কাগজীমান বান্ত্রায় অফুপাত ই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময-হার। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময-হার স্থিব থাকে না; আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না; লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনাব উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজাবে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার দ্বারা

আধুনিক লেনদেন বালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory)
অনুষায়ী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিম্ব-হার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক
বাজারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাৎ বিনিম্বহার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান
লেনদেন বালান তত্ত্ব
বা আধুনিক তথ্যনুষায়ী থাকে। বৈদেশিক বাজাবে দেশীয় টাকার যোগান ও
চাহিদা নির্ভর করে বাণিক্য-ব্যালাক্ষ (Balance of
Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালাক্ষের' উপব (Balance of Lending)। বাণিজ্যব্যালাক্ষ নির্ভর কবে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকাব
থিতিস্থাপকতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালাক্ষ নির্ভর করে শেষার বাজারের
প্রভাবসমূহ, ব্যাক্ষেব প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থাব উপর। যে বিনিম্বহার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান
রাথে যাহাতে লেনদেন ব্যালাক্ষে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য স্থাইতে বিচ্যুতিসাধনকারী প্রভাবসমূহের ক্রিয়া শুক ন। হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাবহার
বিনিম্ব-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে, নীভিনির্ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে, এই তন্ত্বগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিমর-হারের দকণ লেনদেন ব্যালাক্ষ গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতি-স্থাপকতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না, অথবা কতথানি অস্থায়িত্ব (Instabilty) স্থাই হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের পরিচালক রাগ্নার নার্কসে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভার-সাম্যাবস্থার বিনিমর-হার হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধরিয়া লেনদেন-ব্যালাক্ষকে ভারসাম্যাবস্থার রাখে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

"কিছুদিন ধবিষা" বলিলে বৃঝা যায় যে খুব অল্ল সময় হিসাব করিলে চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালাসে সামন্ত্রিক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বল্পকালীন উঠানামা বা ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্ম প্রত্যেক দেশই কোন না কোন বন্দোবস্ত রাথে; সাধারণত বৈদেশিক অর্থ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল—স্বর্ণ, বৈদেশিক মৃদ্রা ও বিভিন্ন দেশ ঋণ পাইবার স্থ্যোগ, স্থবিধা সংজ্ঞার ব্যাঝা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালাক্ষ স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুপ্ত থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুপ্ত থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। স্থতরাং বলা চলে "যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।"

"লেনদেন ব্যালাক্ষ" বলিলে এক্ষেত্রে দেনাপাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক অর্থ। (খ) মূলধনের স্বল্পকানীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকানীন মূলধন ওই প্রকৃতির : (১) ভারসাম্য আনম্যনকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব বাড়াইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মূহর্তে

বাহিরে চলিয়া হাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোনা প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায়" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা নিষেধ আরোপ না করিয়। দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না।

মিসেস জোয়ান রবিনসন বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিবকালের জন্ত নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিময়-হার নাই। দেশায় টাকার ব। বিদেশা টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে দ্যা-সর্বদাই লেনদেন বালান্দে ভারদাম্য থাকে: এই যোগান ও চাহিদায় কোননপ মিদেস রবিন্সন পরিবর্তন নিজেকে প্রকাশ করে বিনিময়-হারের পরিবর্তন কি বলেন আনিয়া। নিৰ্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোৰ মধ্যে স্থাদেব হাবে ও কার্যকরী চাহিদার বিভিন্ন শ্বরে বিভিন্ন ভারসামোর বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিময়-হার ভারসাম্যের অবস্থা সাময়িকভাবে বজায় না রাখিলে স্থদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়া বিনিয়োগ ও আয়ন্তর বদলাইয়া ফেলিয়া দেই বিনিময়-হারকেই ভারসাম্যের হারে পরিণত করা চলে। স্থতরাং, তাহাব মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given."

অগ্ৰ-বিনিময় (Forward Exchange)

যথন কোন দেশের বিনিম্থ-ছার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে ন। (স্বর্ণমান ব্যতীত স্বান্থা কোতে), তথন ব্যবসায় বাণিজ্যে ঝু কি থাসিয়া পড়ে, কাবণ বিনিম্থ-ছারে স্থানিশ্বিত উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের স্থপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

^{*} Mrs. Joan Robinson, "The Foreign Exchanges", Readings in the theory of International Trade.

ঘটিতে পারে। বিনিমর-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ বিনিমর হারে উঠানামার ক্রয়ের জন্ম চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মি: সেন ইংলণ্ডের মি: টমের নিকট হইতে 1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস পরে এই দাম দিতে হইবে দ্বির হইয়াছে। মি: সেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রতি পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে পাউণ্ড ক্রয়ের জন্ম ব্যাক্ষের সহিত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন।

স্থতরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ছই প্রকার বিনিময়-হার থাকে; বর্তমান লেনদেনের জগু তৎকালীন হার (Spot-rate) এবং ভবিষ্যং লেনদেনের জগু অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তির অগ্রহার কাহাকে বলে

সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিথিত (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায় দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাত্তয়। যাইবে; অগ্রহার প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী অর্থ পাত্তয়। যাইবে।

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, সুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) ছই দেশে প্রচলিত স্থাদের হার এবং
(২) ভবিদ্যাং বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে স্থাদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে।
অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে
ব্যাক্ষ রাজি হইবে। ভবিদ্যাতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ
গুইটি বিষয়ের উপর
হা নির্ভর করে
বিক্রের জন্ম সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাক্ষ নিজে ঝুকি
এড়াইবার জন্ম এথনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে;
বিদেশে স্থাদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে
অধিক আয় হইবে উহারই দর্শন সে বাট্টা দিতে পাইবে। অপর পক্ষে, যদি

স্থদের হার দেশে অধিক থাকে ভাহা হইলে ব্যাহ্ব এথনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ

করিবে না, তাহাতে স্থদ হইতে আয় কম হইবে। স্থতরাং দে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় কবিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দিতীয়ত, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দারাও অগ্রহাব নির্ধাবিত হইবে।

বহিমুল্যপাতন (Devaluation) :

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালাম্পের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যস্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আায়ের পরিমাণ ক্মাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা করা হইত।

কাগজীমান ব্যবস্থা সেকপ কবা সম্ভব হইলেও আধুনিক লেন্দেন ব্যালাস ভার্মাম্বিহীনতা কালে জাতীয় গর্থনীতির স্থাবিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্ত দেশের দূর করিবাব উদ্দেশ্য উৎপাদন আযন্তব, ও কর্মসংস্থান ক্যাইবাব নীতি কোন

আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিদ্যি উপায়ে যদি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি কর। সম্ভব না হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার মৃল্য কমাইয়া

(मन।

বৈদেশিক মূদ্রার ব। স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মূদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইযা দেওবা হইলে তাহাকে বহিমূল্যপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, 1949 সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্থর্ণের) তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য 1 টাক, = 30 সেণ্ট হইতে 1 টাকা = 21 সেণ্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বহিমূল্যপাতনের ফল হইল, মূল্যহ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহ্রাসকারী দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়া। যেমন কেন ভারদাম্য 1949 সালের সেপ্টেম্বের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিকা

হইতে দেখানকার 30 দেও দামের জিনিস পাওযা যাইত,

কিন্তু বহিমূপ্য-স্থানের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 দেণ্ট দামের দ্রব্য পাওরা যাইবে; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে, বহিম্পা পাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেণ্ট
দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহিম্পা-ছাসের পরে মাত্র 21
রথানি বৃদ্ধি ও
আমদানি হ্রাস
পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের
আর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রথানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। স্কৃতরাং
বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ
হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দ্র
হইয়া পুনরার ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহিম্ল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি পরিমাণ কমিবে ভাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি মৃল্যপাতনের বহিমূ ল্যপাতনের প্রভাব পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহিমূল্য হ্রাদের স্থিতিকাল ছইটি বিষয়ের উপর নিৰ্ভৱশীল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণেব উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। দিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিক্বত দ্রব্যের জন্ম দেশের চাহিদ। **অ**স্থিতি-স্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দক্তন বৈদেশিক খাতে দ্েনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি জ্ব্যাদির জন্ম বিদেশের চাহিদা অম্বিতিস্থাপক হয়, তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সন্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অমুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে। বহিমু ল্যপাতনের অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে পরিমাণও ছুইটি বিষ্য মল্য-হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও অনুযায়ী স্থির করা হয় রপ্তানি বাড়িবে। স্থতরাং বহিমূল্যপাতনের ফলে মোট

প্রভাব কি দাড়াইবে দেই অমুযায়ী বহিম্পাপাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফলাফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহিম্পাপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অত্যাত্ত দেশের তুলনায় অধিকতর স্থবিধা পাইবার উদ্দেশ্তে ব্যবহার করা হইলেও বহিম্পাপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত,

ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে (মজুরির হার বৃদ্ধির দরণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির দরণ)। দ্বিভায়ত, অস্তান্ত দেশও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিম্পাপাতন ঘটিতে পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অস্তান্ত দেশ সাধারণত উচ্চহারে আমদানি-শুক্ক ব্যাইয়া থাকে।

কিন্তু এত বিপদ সন্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal economic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্সে ভার-সাম্যের বিচ্যুতি দ্ব করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিতে বহিষ্পূল্যপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক ধারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে কোন "মৌলিক বা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি" Fundamental or structural dis equilbrium) সংশোধন করিবার জন্তই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।*

विनिमग्न निम्नुखण (Exchange Control) %

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—
অর্থাৎ বৈদেশিক থাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময়-হার এবং দেনাপাওনার দিক্ নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
কাহাকে বলে

ত্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও অর্থমান পরিত্যাগের দুরুণ বৈদেশিক

^{* &}quot;One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in the developed country A, technological progress is taking place faster in all commodities than in country B, which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A." Kindleberger, International Economics. P. 520.

লেনদেনে যে বিশৃংখল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্মই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের থাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control):

বছবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি র্দ্ধির জন্য, রুজিন বিনিময় হার রক্ষা করিয়। টাকার বহিমূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে অথবা, সম্ভায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে রুজিন বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য রৃদ্ধির জন্য; (২) মূলধন অর্ণ বা অত্যাবশুক ক্রবাাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অত্যাবশুক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরক্ষাক্ষির ক্ষমতা বাডাইবার জন্য; (৫) লেনদেন-ব্যালান্দে ভাবসাম্য রক্ষার জন্য; (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশা শিল্পর হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে; (৭) রাজস্ম রৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি); (৮) কোন বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার জন্য; (৯) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যের মারফং আক্রমণ চালাইবার জন্য; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি; কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় ব্রেদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of exchange control) ঃ

বিনিময় হার বৈদেশিক খাতে দেনা পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্ত কোন রাষ্ট্র বছবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বছপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention): রাষ্ট্র যদি মনে করে ধে সাধারণ স্প্রবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা বিনিময়-হার থেরূপ হইতে পারে তাহা অপেকা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে (বহিমূর্ণে) বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার হত্তক্ষেপ পদ্ধতির উপায়
ভাগ্) হস্তক্ষেপ করিতে পারে । ইহার জন্ম সে নিজম্ম তহবিদ হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহা ক্রয়

করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপের দারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের বৈদেশিক টাকা মন্ত্ করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা চাড়া, হতক্ষেপের দারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) ঃ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক
সর্থসংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ
নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়য়্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য
সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনভাকে
সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত ব্যবসায় নিজেই
পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকায়ন স্বষ্টি করিয়া এই নিয়য়্রণ
কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে
কতৃপক্ষের অয়মতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদিষ্ট
মবরোধ পদ্ধতির
বিভিন্ন উপাধ
কার্যনিই সাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন্ দেশে
পাঠাইতে পারিবে তাহাও রাষ্ট্র স্থির করিয়া দিবে। বিদেশ

হইতে টাকা আদিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আদিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক টাক। কর্তপক্ষের নিকট জম। দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইনেস্স গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে না, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন দেশ বা কোন মুদ্রাঞ্জ (currency area) হইতে আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে তাহা নির্দিষ্ট পাকে। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (freezing or blocking of accounts)। आটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওনা জমা দিবার জন্ত দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (মেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের হারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত প্রিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যাক্ত আব্ইংলওের রক্ষিত দ্বিতীয় অ্যাকাউণ্টে ভারতের পাওনা ষ্টালিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

- (৩) চুক্তি (Agreements) নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অস্তান্ত দেশেক সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে পারে।
- (ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (Barter Agreements): অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ ছই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিযা ভাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক-বিভিন্ন প্রকার চুক্তিদমূহ বাষ্ট্রসমূহ অভাভ রাষ্ট্রের সহিত বা অভ রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সহিত এইরূপ চুক্তি বারা আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়া থাকেন। (খ) क्रिशांतिং চুক্তিসমূহ (Clearing Agreements): উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির দার। দ্রবাসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত বিনিময়-হার স্থির করা হয় এবং উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রন্ত করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাপের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে হই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) লেনদেন চুক্তিসমূহ (Payments Agreements) ঃ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দারা বা অপর কোন তৃতীয দেশের টাকার দারা উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। व्यथना, किन्द्रोत्र नारक्षत्र निकृष्ठे छहे होका क्षत्र। थारक, এবং পাওনাদারগণ আগামী বংসরের বাণিজ্যে দেনাগারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় ছই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি থাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সহ-যোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic cooperation) এবং ইউবোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ (European Payments nion) প্ৰভৃতি ।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control):

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান স্থবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সম্ভব। দিতীয়ত, নিনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাট্কা ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-বিনম্ব নিয়ন্ত্রণের চারি হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের ছশ্চিস্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়ত, গত স্থবৃহৎ অর্থ নৈতিক সংকটেব সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইকপ চুক্তি কবিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়ন্বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিময় নিয়য়ণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থত, অয়য়ত দেশসমূহ দেশের শিল্পস্থাসারণ করিবাব জন্ত অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উল্লয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

ইহার প্রধান ক্রটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, স্থতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। বিতীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা (Bilateral Trade

Agreements) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তর্জাতিক চারি প্রকার দোষ বা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। অথবিধা
তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক রেষাবেষির ও অক্সকে ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা স্থবিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার স্থিষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্ম যে উন্মৃক্ত অবাধ পরিবেশ ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী ব্যবস্থার ক্রেটিসমূহ; দীর্ঘস্ত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন আধ্নিক জগতে ইহার করিতেছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাসমূহের শার্থক রূপারনের জন্ত আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি
নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, স্ক্তরাং দোষ ফ্রটি ও রেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার নিকট ভবিশ্বতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

ব্ৰুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

लनएन वालात्मत यहाकालीन ऐंद्रानामात करल रेवएनिक विनिमयुकारक উঠানামা ঘটিয়া থাকে: বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার

সরকারী-হার ও বাজার-হার

পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিম্য-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of

Exchange) সর্বদাই অন্তির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পর্ণ নির্দিষ্ট নতে।

সেইকপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে. বিনিম্য-হারে তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউও কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিম্য-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউও পাওয়া যায়, 30 সময়ের পার্থকো বাজার দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রয়ের জন্ম চুক্তি করিলে হারে পার্থকা পাউণ্ডের জন্ম অন্য দাম দিতে হইতে পারে। স্বতরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকাব সময় অনুযায়ী অগ্রাবিনিময়ের (Forward Exchange) দক্ষণ বহুসংখ্যক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রেব নির্দেশেই ছই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয় ; একই সময়ে ছুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক

निर्मिष्ट इहेड । जमलंद উष्मत्थ मार्क किनित्न अक नाम, कान स्वा कराइद

কিন্তু সরকারী ভাবেই বিভিন্ন বিনিমর-হার ধার্য পাকিতে পারে। উহাকে বহুধা বিনিম্য হার বলে

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ

করা হয়

বিনিময়হার চালু রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates) বলে। সরকার এইরূপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্রেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কুত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ করাকে কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় কবিতে হইলে দেশীয় টাকার হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমহ ও পরে জামানী এইরূপ বছ্ণা বিনিম্ম-হার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রযোগ কবে এবং বিশেষ নিন্দার্হ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বহুধা বিনিময়-হার বজায় রাথিয়াছে। যেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাকা মার্ক ক্রেয় করিতে হইলে উদ্দেশ্ত অমুযায়ী উহার দাম উদ্দেশ্রে অন্ত দাম. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরপ দাম, এইরপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্রে ভলার ক্রয়ের জন্ম বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানির উদ্দেশ্রে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্তু বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অস্বশস্ত্র ক্রয়ের জন্ম আবার ভিন্নরপ্রিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বছধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মূনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়; কারণ কম দানে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দানে বিক্রয়ের স্থাগা ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। স্থতরাং, বছধা বিনিময়-হার প্রথা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়, বস্তুত আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াজন হয়। বহির্ম্ল্যপাতন Devaluation বা বহির্ম্ল্যবর্ধনের Appreciation তুলনায় এইরূপ বছধা বিনিময়-হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিজনক। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বছধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিক্লম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতাদীর ব্যবসায় বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে বাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অংনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে বৃদ্ধিসমূহ: দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি, বায়্যাস, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের স্নফল ভোগ করিবার আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি স্বযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক স্থাবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষ্য উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদনসমূহের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন বায়রও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক স্থবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুল্ক আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ কুল্ল হয়।

সংবক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদানসমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক স্থবিধা অন্থযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ
করে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু কোন দেশ অন্ত দেশের তুলনায় কিছুকাল
পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ স্থক করিয়াছিল, সেই জন্ত তাহার অনেক পূর্বলব্ধ স্থবিধা
থাকিতে পারে। পূর্বে স্থক করার এই সকল স্থবিধার ফলে তাহার তুলনায়
অন্ত দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহার। প্রতিযোগিতায় হারিয়া
যায়।

স্কৃতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের স্থবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইয়া তাহার পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় হুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপত্য বজায় রাথিবার এবং হুর্বলকে শক্তিশালী না হুইতে দিবার ছল মাত্র।

সংরক্ষণের পক্ষে বৃত্তি
সমূহ: তুর্বলের বা নবাগতের প্রতিযোগিতার
ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীর
বার্ব রক্ষা অস্থান্ত
ব্যবদারের বিরুদ্ধে
আার্ক্রনা, ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা বাণিজ্যতক্র
রোধের উপার প্রভৃতি

এবং ছবলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষমতা
বাড়াইয়া তোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর
প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক কারণে অবাধ
বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বহু কারণে
যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার
পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক
হইলেও অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার

যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশুই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপের দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অস্তায়ভাবে ক্ষাজিগুলু করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অমুকূল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবনয়াত্রার মান বাডান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে; একপ অবস্থায়, বিশেষত, অমুনত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদেব রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্য-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা খুবই দরকার। চরম সংকটেব কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাডিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অপর কোন দেশের বাণিজ্য-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পাবে, তাহার উদ্দেশ্যেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

স্তরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি স্ন্ফলদায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কখনই
গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে
জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অমুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection) ঃ

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য পাইলেও টাকা পায় বিদেশীর।; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়। ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্ম বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

কিন্ত এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ
হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই
বাকি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে?
দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায় না, কারণ তাহ। হইলে রপ্তানি
হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে
অবশেষে কাহারও উপকার হয় না: সকলেবই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য

বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক স্থবিধাগুলি কেহই লাভ কবিতে পাবে না।

২। দেশের বাজার স্ষষ্টি করা (Home Market Argument)

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে,
দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয়
দ্বি
দ্বাদির আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল
শিল্পেরই লাভ হইবে—ইহাই এই যুক্তির রূপ।

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভূলিয়া যান যে, সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি
কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। স্কুতরাং আমদানি বন্ধ করিয়া
সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন স্কুক করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার
বিরন্ধ যুক্তি
বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি
স্থাস পাইবার দকণ বপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত
হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ নৃত্ন আয় পৃষ্টি হইল, ভাগা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, ভাগা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। স্থভরাং সভাভা উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সভ্যতা নির্ভির করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবদ্বায় এই যুক্তি সভ্য চইতে পারে।

৩। বাণিজ্য ব্যালাক্স অমুকূল রাখা (Balance of Trade Argument)

প্রাচীন মার্কেটাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদ্শালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্যানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা ছুদ্ধি উচিত। রপ্তানি আধিক্যের দ্বারা সর্বদা বাণিজ্য-ব্যালাস্য অমুকূল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে।

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অফুকুল বাণিজ্ঞা-ব্যালান্সের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যস্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিষ্যুতে রপ্তানি কমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্তীয় তব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অমুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্দের ফলে দেশের আয়স্তর বর্ধিত হইবে, স্থতরাং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতায় রন্ধির দক্ষণ আমদানিরা পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালান্দের আয়কুল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বাণিজ্য ব্যালান্দ অমুকূল রাখার নীতি গ্রহণ করা তাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নতে। যদিও কেইন্সের মতে রপ্তানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অমুরূপ—ইহার ফলে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে স্থক্ষ করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা স্থাষ্ট হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্থার্থর বিনিময়ে নিজের স্থার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

(৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages)

অনেক সময় বলা হয়, নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক না বসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। বৃজি কারণ, অপর দেশে নিয় মজুরি-হারের ফলে তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারের ফলে উৎপাদন-ব্যয় বেশি। স্থতরাং আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হাব বজায় রাথাব উদ্দেশ্যে নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক বসান উচ্চত এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

এই যুক্তি গ্রহণ কর। চলে না, কারণ উচ্চ মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয়
সর্বদাই অধিক হইবে বা নিম্ন মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে—ইহাও ঠিক
নহে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরণ বা উন্নত সাংগঠনিক
নৈপুণ্যের দরণ বা প্রাক্ততিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরণ হইতে পারে। ফলে
প্রক্তপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি বায় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইব্ধপ অবস্থায় সংবক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রকা না করিয়া

কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক স্থ্রিধাজনক ক্ষেত্রে
নিযুক্ত না হইয়া কম উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক
নিযুক্ত হইতে স্থক্ষ করিবে, স্থতরাং জাতীয় সম্পদ বা
মজুরির হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দ্রব্যের দাম
বাড়িবার দক্ষণ আসল মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। এরূপ অবস্থায় নিম্ন মজুরি সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্থবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরি-সম্পন্ন দেশের পক্ষে অস্থবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরি কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment)

অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূব হইয়া
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল
বৃদ্ধি পায় ও ক্লাসিকাল
বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলেও
পাষ না
ব্যানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকাবি
বাড়িবে; স্কভরাং দেশের মোট কর্মসংস্থান নীট বৃদ্ধি হইবে না।

তবে, যদি আমদানি গুলের দারা আমদানি কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান বাড়ান হয়, অথচ রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাডিতে পারে। অবশ্র আধুনিক বুক্তি যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়। কিরূপে আমদানি স্থির রাবিয়া রপ্তানি বাডান তাহাদের আমদানির উপর শুক্ত বসায় তাহা হইলে রপ্তানি যায়. ১। অর্থ সাহায্য কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি হ্রাস বন্ধ করার জন্ত দেশটি তুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি শুক্ত হইতে প্রাপ্ত অর্থের দারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বজায় কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে পারে। গ্রহণ করিবে।

विजीयज, यिन मश्तकनकांबी दिन त्रथानि-वाधित्कात नक्षण भाउना विदिन्ती

টাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায়্য হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানিতে বিপুল বাধা স্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্ম উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসায়-যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্ম সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দর্ফণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্মবাহিনী রক্ষা করে।

কিন্ত এই নীতি নিতান্ত স্বল্পকালীন, কারণ স্থানিটি কালের জন্ম কেহ
মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় স্থানে যথন স্থানল
পরিশোধ লইতেই হইবে বা স্থান লইতেই হইবে; এবং
এই পদ্ধতির অস্থাধা
এরপ স্থাবন্ধানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।
তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া স্থাভ্যন্তরীণ
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires)

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের স্থাবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর স্থযোগ, স্থবিধা, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। স্থতরাং, শিল্পে অমুন্নত শিল্প অমুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের কাজ স্থন্ন করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অমুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্থরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ক্রেডারিক্ লিষ্ট এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে,

ক্ষমি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অমুন্নত দেশ" সম্বন্ধে, কিন্তু আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্লকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে কক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সত্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অম্ববিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অম্বায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পস্থ্রে সহিত প্রতিধ্যালি কর্মান করা আর্থাং সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুক্ত বসান দরকার। কিন্তু পূব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্ল এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুক্ত বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে আবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়ংপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণা অন্থযায়ী নিজেকে উল্লত করিতে পারে সেইজন্ত দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা। প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্র প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পর উল্লতির জন্ত নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। অ্যাভাম্ শ্বিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশ-রক্ষার তুলনায় টাকার শুক্ত্ব কর (opulence is less important than defence)।

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping)

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাথিয়া অন্ত দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা ছয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিভাম্পিং-এর বিক্লজে যোগিতায় টি কিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়। যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার স্থাযোগ পাইবাব জ্ঞাদাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশ্রই তাহার বিরুদ্ধে শুক বসাইয়া দেশায় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুক্ চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুক্ক বসান হইলে সেই অহবিধা

শুক্ক অস্তান্ত আইন-কান্তনের স্তায় স্থায়ীভাবে সরকারের নীতির অক্স হিসাবে বাঁচিয়া থাকে।

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection):

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ক্রটি ও বিপদ আছে। যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উত্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উত্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে; সকল গ্রেকার উন্নতি প্রতিযোগিতার য়ান.
আমদানি য়ান, দামবৃদ্ধি,
একচেটিথা শিল্পগগঠন. কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে রাজনৈতিক অসাধ্তা,
প্রপাতির উন্নতি করা হয় না এবং অনেক সময় উচ্চ-হারে অভ্তি
আমদানি শুক্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ থুবই কমে, মোট রাজন্বের পরিমাণও কমিয়া য়য় ।

ভোগকারীগণ দামবুদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুল্কের ভার থুব কম ক্ষেত্রেই উত্যোক্তার স্কল্পে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপের আরও চাপ পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতা দূর হইলে দেশীয় উত্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্ম একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধৃতা ও অস্তায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্ত ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রেয় করিয়া রাথেন, অস্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুট নিম্নলিখিত কয়েকট রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(5) **愛霉** (Duties):

শুক্তকে চুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: রাজস্ব শুক্ত (Revenue Duties) এবং সংরক্ষণী শুক্ত (Protective Duties)। প্রধানত সরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্রে প্রথম প্রকার শুক্ত বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্রে বিভীয় প্রকার শুক্ত বসে। অবশ্র এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্রের ভিত্তিতে শুক্তের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজম্মের দিক হইতে যে শুক্ত বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়। যায় ও রাজম্ম আদায় থুবই কমিয়া যাইতে পারে। দ

শুক্ষকে আরও হুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুক্ষ ও রপ্তানি শুক্ষ।

কে) আমদানি শুল্ক: বিদেশ হইতে আমদানিক্কত দ্ৰব্যের উপর শুল বসাইলে তাহাকে আমদানি শুল বলা : য়। এইক্রপ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, ছুই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্কে (Specific duty) এবং মূল্যামুসার শুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টামুসারে শুল্ক দ্রব্যের গুল্কন,

অবশ্র দীর্ঘকালে, সংরক্ষণী গুল্কের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজত্ব
আদায়ের পরিমান বাড়িয়া বাইতে পারে।

আয়তন বা অস্তান্ত বৈশিষ্ট্য অমুষায়ী শুক্ষের হার স্থির করা হয়; মূল্যামুসার শুক্ষে দ্রব্যের মূল্য অমুষায়ী শুক্ষের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান যাইতে পারে। বপ্তানি শুল্কের ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল ফুপ্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা রুদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ কুল্ল করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা

(২) অৰ্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে ব। বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, একপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানি-শুক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধাবণত উৎপাদন্দের পরিমাণ অম্বায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিছে
হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন,
বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীয়
শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যস্ত
বেশি পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট
হইতে কর আদায় করিয়া তাহা মৃষ্টিমেয় শিরপতির স্বার্থ রক্ষার জন্ত ব্যয় করা
উচিত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক।

কিন্তু অর্থ সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয়, (ক) শুল্কের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রাদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে,
বিশ্ব করা ও সেই অমুধায়ী অর্থ-সাহায্য করা সন্তবপর,

(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জয়ু ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অন্ন্যায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) লাইসেন্স প্রদান করিয়া আমদানির পরিমাণ নিয়ম্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ লাইসেন্স স্থবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন-ব্যায়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্ম সফল করিতে যথেষ্ট্র সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিক্রদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাডিয়া যায়। শুল্কের ঘারা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি-

শুৰু ও পরিমাণগত বাধা-নিষেধ, উভন্তর-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দরুণ মুনাফা ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ ধার্য করিলে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন্ আমদানিকারীকে কতটা আমদানির সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন্

দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার স্থযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শোষণের স্থযোগ পায়।

(খ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয়া দ্রব্য মিঞ্জিত করিয়া। তবেই বিক্রেয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে

(standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্র দেশীয় দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রেয় নিশ্চিত কর। যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আমু-পাতিক অংশ বা কোটো নির্দিষ্ট করা।

যথন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্ত তাহা
পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তথন তাহাকে বিশ্বব্যাপী
(Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিসর্বব্যাপী কোটা
কারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি
পক্ষণাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। স্থতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে
কোন দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

বদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুক্তে বা কম হারে আমদানি
করিবার অন্তমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি
শুক্ত কোটা
করিতে হইলে শুক্ত বা অধিক হার শুক্ত দিতে হয়, তবে
তাহাকে শুক্ত-কোটা (Tariff Quota) বলে। অধিক হারে শুক্ত দিলে অবশ্র

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে
কোন সরকার কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে আমদানির
একপাক্ষিক ও
জিলাক্ষিক কোটা
কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের
সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে
ভাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection) :

শাসন সংক্রাস্ত বহু আইনকামনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) গুরু কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রাস্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য নিজের আয়তে রাথে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার কবিয়াছে। অভাত্য দেশের নিকট হইতে দর ক্যাক্ষির ক্ষেত্রে স্বাধিক স্থ্বিধ। লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অস্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে।
কৃষিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা,
বৃদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় মালমশলা মজ্ত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্ত
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের
উদ্দেশ্তন্ম্
ইউরোপীয় দেশসমূহ ও নয়া চীন ছাড়াও আর্জেন্টিনা;
গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা,
লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্তান্ত ধাতুসমূহের এবং থান্তদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলও
এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন।
ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্থবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেভারা উপকৃত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া ফ্বিলা

দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত দরক্ষাক্ষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অমুকুলে আসিবে। অর্থনৈতিক পরিক্লনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভূল পরিমাণে এবং ফুট্দেম্হ ভূল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিব্রুতা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অবিকার স্থাষ্ট হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত বাবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইকপ বিশৃংখলার উত্তব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসাযের ভার এক্ষেত্রেও উত্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে তুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রন্থ হইতে থাকিবে।

আন্তৰ্জাতিক আৰ্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) । পৃথিবীতে যথন স্থানান প্রচলিত ছিল তথন বৈদেশিক বিনিময়হার স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্ধাবিত হইযা পভিত এবং স্থানের সাদান প্রদান দারাই আমদানি ও বপ্তানির মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার লেনদেন করা হইত । 1929-30 সালের মহা অর্থ- প্রান্তর্কাবিত বাবারার বিনিম্বন্ধির ফলে স্থানানের পতন হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিম্বন্যবস্থা (Exchange-Mechanism)

সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর স্থক হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অন্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহিমুল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামন্তর, আয় ও কর্মদংস্থানের শুর সঠিক রাথাই প্রত্যেক হইয়া দাঁডাইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন প্ৰধান লক্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গডিয়া তোলার मिन প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা যাহার দারা বজায় এবং আমুর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন চলিতে পাৰে। ব্ৰেটনউডদ্ চুক্তি দাবা স্থাপিত এই আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ভাণ্ডার পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নৃতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান; কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় আন্তর্জাতিক অর্থ
ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা

দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাক্ষর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইনসের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে নৃতন এক ধরনের মূদ্রা প্রচলন এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে; ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাথে জাতিসমূহও নিজ নিজ ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত ভেত্ত কর্ম ভ্রাসত কেইন্সীয় প্রতাব বা , নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাথিবে; স্বর্ণের সহিত নিৰ্দিষ্টহাৱে নিৰ্ধাৱিত ব্যাল্কর (Bancor) নামে নতন ব্যান্তর পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্ত-র্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভত সকল দেনাপাওন। এই টাকার হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জম। বাডাইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভা হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ, ইহাদের নামেই এই হিসাব রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জ্ঞমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জন্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালাম্পের আফুকুল্য বা প্রতিকূলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোব করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারড়াফট্ লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপর কোন দেশের দেন। মিটাইবার জগু কিছুটা সময়ও পাইবে।

আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার

আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত হোরাইট প্রস্তাব বা ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্ত রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্ত রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্ত তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের

রূপই হইবে এক মুদ্রার দারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যান্ধর পরিকল্পনার আয় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা স্থষ্ট করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা ফ্রন্ত ফুরাইয়া আদিবে (অন্তান্ত দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে); লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাণ্ডারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অন্তান্ত দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)।

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া হই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নৃতন এক পরিকল্পনার উত্তর হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন ভাঙার স্থাপন উভ্স্ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চুক্তির হুই অংশঃ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত।
1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য
মুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভাই নিজ দেশের মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা ডলারের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থক্রেয় করিতে পারে।

880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইয়া এই অর্থ-ভাণ্ডার গঠিত, যাহারা এই ভাণ্ডারের সদস্ত তাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota) জমা দিয়া এই তহবিল

সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্থের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত্ত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ ভাণ্ডারের দংগঠনের ও কার্বকলাপ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্থ রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি

রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্থ রাষ্ট্রই অর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মূদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (উম্বেবা নিয়ে) সর্বাধিক 10% পর্যস্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্থগণ প্রয়োজন অন্থ্যায়ী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের অন্থ্যান্ত শইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালাম্পে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব; কিন্ত ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অন্তর্ম এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। অর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মূদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পভিয়াছে।

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলত। আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্তরাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারিবে। সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে 1% অবিক দামে উহা ক্রয় করিতে হইবে; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাওয়া যাইবে। কোন সদস্ত-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটার 25% পর্যস্ত অন্ত দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন। কেনা সদস্ত দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিজে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্ম এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদের হার বেশি; স্বল্পকালের জন্ম এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদের হার কম। ভাণ্ডার কোন

ভাগোরের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মূলা যাহাতে ফ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদক্তরা
ভারদামাবিহীনতা দুর করিবার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন—নেই উদ্দেশ্তে এইয়প ব্যবস্থা
করা হইয়াছে।

দেশের মূজাকে "গুপ্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদশু-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মূলা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অমুরোধ জানাইতে পারে।

ভাত্তারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি कार्यकरो পরিচালকরন্দ (Executive Director); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় পরিচালনা ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্ত) পাঁচজন প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপবাপব আমেরিকার দেশগুলি হইতে ছইজন; অন্তান্ত দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকবৃদ্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাণ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাগুারের উদ্দেগ্র হইল পৃথিবীব স্বান্তর্জাতিক বাণিজ্যেব পরিমাণ বৃদ্ধি ও পবিধি বিস্তৃতিব জন্ত বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্রেপে বলিলে সকল দেশের অর্থেব বছমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। তাহা সত্তেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়ত। বিচাপ করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিবেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দুর করাব কথা ভাণ্ডারের নিষমে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিযন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বছধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) সচৰ वांगा याहेरज भारत ; जरत मस्रत इहेरलहे जातः राननाम वाानास्य स्वत्यात हेन्छि घिटल हे हेशां एव भविशांत कवा कर्जरा विलया घाषणा कवा

বাধানিবেধসমূহ

স্বান্তর্জাতিক অর্থভাগ্রার হইযাছে। ভাণ্ডাব হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই স্বস্থাস্ত সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্নীয় **इटेर्ड ।** 5 ब्लम्ब भरब्छ बहेबभ वाब्हामि প্রয়োগ করিতে इटेरम ভাণ্ডারের অসমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দারা স্থির হইয়াছিল। এইরূপে স্বান্তর্জাতিক স্বর্থভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্সের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থাথিত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া विनिमय-नमनीयजा (Exchange flexibility) ज्यानिदात्र एन्हे। कृतियाएक ।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্দের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থার ন্তায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা রহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপাস্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) স্থক হইতে পারে, এরূপ আশার স্পষ্ট হইয়াছে। দিতীয়ত, পরিবর্তনের যুগে

বার্থজাতিক অর্ধ-ভাঙারের গুণাবলী

কিন্তা স্থাক্ত প্রস্থা প্রমিত ত্রা করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পার হইয়া আসার স্থযোগ দিয়াছে—ইহা সঠিক অবস্থা বিচার ও বৃদ্ধির পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্ল হইলেও লেনদেন-ব্যালান্দে সাময়িক ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত, দেনাদার দেশগুলির ঋণভার লাঘ্য করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

বে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক

অর্থভাগুার সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার অভাব-ই আন্তর্গান্তক মর্থ-ভাগুারের দোধাবলী বা ইহার অসাফল্যের কারণটি স্ফুষ্ট করিয়াছে। তাহা কিছুটা মসাফল্যের কারণ ছাড়া, বহু সদস্ত রাষ্ট্র ভাগ্ডারের নিয়ম-বিরোধী কাজ

করিলেও সেই সকল বেআইনী কার্যাদি বন্ধ করা অসম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাগুরে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ষ্টালিং-এর বহিম্ল্যে নিয়মবিক্রম পরিবর্তন হইয়াছে; ভাগুর কর্তৃক নিদিষ্ট দামের উধের্ব দক্ষিণ ভাফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রমের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বছ বাধা বিপত্তি ও পরম্পর-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামক্ষম্ম সাধন করার এই প্রেচেষ্টা খ্বই প্রয়োজনীয়; আর কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোখাও হইতে নিশ্চয় স্থক্ষ করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্ম আন্তর্জাতিক ব্যাস্ক (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্দ্উড চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুন্র্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যান্ধ স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বক্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্নর্গঠন এবং অম্বন্ধত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই
এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্ত-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ
উদ্দেশ
করিয়া 1000 কোটি ডলার অমুমোদিত মূলধন লইয়া এই
ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাঙ্কেরও
সদস্থ বটে।

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্বুত্ত মূলধন বহিয়াছে তাঁহার। যদি স্বল্ল-মূল্য-ধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দাবিদ্রাধনীদেশেব জীবন যাত্রাব মান কেও নিচে টানিয়া ভক্ষ রাখে। তাই এই ব্যাহ্বের গুক্ত খুব্ই বেশি, অন্তর্গত দেশসমূহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাহ্ব সাহায্য করিবে।

এই ব্যান্ধ হইতে বিভিন্ন দেশের সরকাব বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ কবিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারাণ্টি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা উৎপাদন-শীল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাবী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যান্ধ তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান কবেন, নিজেরা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন।

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য স্থরক হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগুরেরর ন্তায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী পরিচালনা পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়।

এই ব্যাক্ষের বিক্জে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে
সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ
প্রয়োজনের তুলনায় সামান্ত। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার
রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ
মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার
সমালোচনা
করা হয়, এরপও বলা হয়। অন্তর্গ্গত বলা হয় দেশ
শুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে,
উদ্বন্ত মার্কিন মূলধনের বহিনিয়োগ এবং মূনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান

লক্ষ্য; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের কেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

जनूभी ननी

- 1. "Our Imports are paid for our Exports"-Elucidate
- 2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected?
- 3. On what factors the gains from International Trade depend? How the gains can be measured?
- 4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (a) Countries on gold standard (b) Countries on Inconvertible paper money.
- 5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.
- 6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.
 - 7 Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade
 - 8. State the case for Free Trade.
 - 9 Discuss the case for Production.
 - 10 Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.
- 11. Do you advocate Free Trade or Protection 9 Give reasons in support of your answer.
- 12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection,
- 13 Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.
- 14. Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.
- 15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected?

রাফ্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয় Government finances ; Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অস্তাস্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির
নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance)
বলে: এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাধ্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ।
রাষ্ট্রয় আয়, বয়য়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের
রাষ্ট্রয় অর্থনীতি:
খনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্রমতার উপর প্রভাব বিস্তার
করে; জাতীয় আয়েয় পরিমাণে ও জীবন যাত্রায় মানে
হাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রয় আয়ে হ্রাস সমাজের সামগ্রিক আয় কমাইয়া দেয়,
রাষ্ট্রীয় বয়েয় বৃদ্ধি সামগ্রিক আয় বাড়ায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর্রনির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আয়বয়রয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকাম্বন ও
নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। স্কভরাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের
অংশ-বিশেষ।

চিস্তাজগতে উনবিংশ শতানীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের দক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, উনবিংশ শতানীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজ-

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির শুরুত্ব বৃদ্ধি চালতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনক সমাজ-বিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের

স্মায়, ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্মর্থনীতির স্নালোচনা তাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বছক্ষেত্রে পার্থকা দেখিতে পাওয়। যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আয় অমুযায়ী বায় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে বায় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। বিদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বায়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অমুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়-বিভাগের বাবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক থাকে।

দিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যস্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গোলে সকল ঋণই বাহিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ স্থাষ্ট করিয়া নিজের বায় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অর্থ স্থাষ্ট করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিশ্বতের জন্ম সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ভ-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাট্তি ব্যয়ের দারাও জ্রুত শিলোনয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিশ্বৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাথিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যথের প্রভাবের রূপ পূর্থক ধরনের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যর ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়। হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিস্ক রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্ম সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যথন ব্যয় করে তথন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিত। পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্ত চেষ্টা করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরকার জন্ত অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে অবৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে স্থফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance):

রাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্মাতস্ত্র্যান্দ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, স্থতরাং অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সর্বনিম পরিমাণ ব্যক্তির হাতেই ছাডিয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। তাহা ছাডা, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অমুৎপাদক হইবেই, অস্তভ ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপার্দনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। স্বতরাং প্লাড্রান্তর ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রস্থ হইবার জন্ম অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে।
সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর
কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য
এই নীতি গ্রহণযোগ্য
করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়

fructify in the pockets of the individual)!

যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয় করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়াল খুশীতে অযথা ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে। অবশ্র, কর এরপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যয়িত হইয়া না পড়ে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social advantage)। ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সকল সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া বাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তাস্তরণের দারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে. ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যার কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজম্ব

বিচার্য বিষয় সমূহ :
(ক) কর প্রকৃতি ও
কর পদ্ধতি
(ধ) রাষ্ট্রীয ব্যরের
প্রকৃতি ও দিক্ বিচার

তোলা যাইতে পারে। কোন ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও বা ইহা কম। স্থতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া বাঞ্চনীয় যাহাতে করভার (burden of taxtion) সর্বনিম হয়। দিতীয়ত, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন।

যদি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোত্তম ও সঞ্চয় স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্-বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় বায় মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থ নৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য। পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বায় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংথলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বায় থাটি অর্থ নৈতিক বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর হটতে পারে।

আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রাষ্ট্রীয়

অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরপ
শিল্পপ্রধান দেশসমূহে
পূর্ণ কর্মনংয়ান স্তরে
তাহাব ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে
পৌছান ও তাহাবলায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণরাধা বা আর্থিক অসাম্য
দূর করা
সমূহের নিয়োগ বাডে, আ্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে।

এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাদম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আদে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষ্ম্যের পরিধি ক্যানও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্পে অম্প্রত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অথনীতির লক্ষ্য হইবে ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বরারিত
করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে
অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) ক্রততর হইবার উপযোগী
শিল্পে অম্প্রত দেশসমূহে
অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) ক্রততর হইবার উপযোগী
শিল্পে অম্প্রত দেশসমূহে
অর্থনৈতিক প্রগারকে
ত্বরাহিত করা
জাতীয় আয়, বিনিযোগ, সঞ্চয় ও মূলগন-গঠন সকল
কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে পাকে অথচ তীত্র মূলাফাতি ঘটিতে না
পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অম্থায়ী ব্যক্তিগত
ক্রেত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্লেত্রে
(Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া
যাইতে পাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

লার্ণারের ফাংশানাল ফিনান্স তম্ব (Lerner's theory of Functional Finance) :

অধ্যাপক লার্ণারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে
দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সন্মুখে
রাখিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই
আমরা ফাংশানাল ফিনান্স বলিতে পারি। তিনি বলেন,
"Taxing and spending, borrowing and lending and buying and selling constitute the six fiscal instruments of Functional Finance whose objective is the

task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি বারা এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিস্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্মই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই সরকারের নিজস্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহা দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের হুইটি প্রভাব: করের দরুণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের একমাত্র

সরকারের হাতে টাকার পারমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার করনীতির একমাত্র মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের কর্মনংখ্রান হাতে টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন কথনই কর-আরোপ করা না হয়, কারণ সরকার যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। স্থতরাং, লার্গারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাকা তোলা না হয়। সরকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রেরের নাম করিয়া টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, নচেৎ নহে।

কর-আবোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চরম ধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখিয়া সরকারী ঋণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশিই হউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশু পূর্ণকর্মসংস্থান দেশে বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইহা কোনরূপ ঋণনীতির লক্ষ্য ও তাই ভার নয়, কাবণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণের

স্থদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকেরা নিজেরাই নিজেদের টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ স্থাষ্ট হইতেছে সম্পত্তির। একমাত্র বৈদেশিক ঋণই জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। স্থতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ স্থাষ্ট করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্যা, ইহাই লার্পার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

বাড়াইয়া দিয়াছে।

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন
যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র
কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ
দান। পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম স্কৃতরাং
পূর্বের তুলনার রাষ্ট্রীয়
ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের
তত্ত্বালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের
পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রায় ব্যয় ক্রতগতিতে ও ক্রমবর্ধ মান হারে বাড়িয়া
যাওয়ায় এবং কেইন্সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন
পদ্ধতি (Marco-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচনা ক্রমশ

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্থায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বিধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বিধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। বিতায়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; অভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্ত অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবনয়াত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় বায় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে মুদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিজেষ ব্যয়সাধ্য সাধারণভাবে সর্বত্র বাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ন্ধ-প্রস্তুতি, য়্বদ্ধ-পরিচালনা প্রয়াব্যয় বৃদ্ধির কারণ

প্ৰুমত, সমাজতান্ত্ৰিক ভাবধারার প্রসারের ফলে

রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কণ্টা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট
পরিমাণ নেই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের
ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীর
ইচ্ছা ও প্রয়োজনামুষায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা
উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত
আায়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকান্খিত স্তরে
শইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন:

- (১) প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (থ) রাজ্যের ব্যয় বা প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্থায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।
- (॰) দিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রয়মূল্য (Purchase Price)—এইকাপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের দকণ রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়।
- (৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সন্তার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সন্তার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অমুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।
- (৪) চত্তুর্থত, ডাল্টন এর মতে রাষ্ট্রীয় বায়কে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়:
 (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যস্তরীণ বিশৃংথলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বুদ্ধর উদ্দেশ্যে ব্যয়।
 - (৫) পঞ্চমত, আসল-বায় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তর-বায়

(Transfer Expenditure)—এই তুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। বে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু ষে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ বা হ্লদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-ব্যয় বলা হয়।

- (৬) ষঠত, প্লেহ্নের মতে জনসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।
- (ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, ষেমন পুলিশ, সৈগুবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচা, যেমন সমাজবীম। প্রভৃতির জগু ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জগু ব্যয়। (খ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জগু ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income):

সরকারী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে স্থুম্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বৃঝি? ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অথবা সকল কি কি বিষয় লইয়া উপাদানের আয়ের সমান। এই ছইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন I বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যায় মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় যোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় বায় ও জাতীয় আয় সমান।

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :— (১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (C), (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে

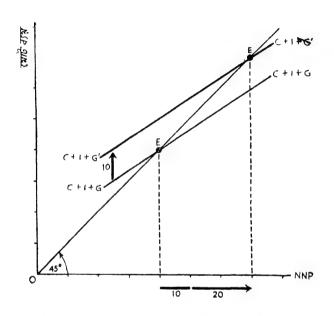
পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এত ইহার মধ্যে সরকারী বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকর্ণসমূহের পূর্ণ

বার একটি গুরুত্বপূর্ণ বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের পূর্ণ অংশ নিয়োগ ঘটতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক

অৰ্থ নৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি

নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে।

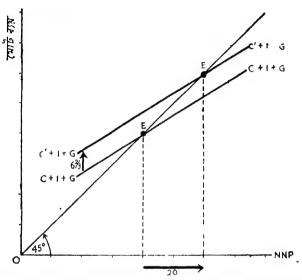
সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগবায় নির্ভর করে আয়ন্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ভোগপ্রবণতা পূথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের ক্রমবর্ধমান অপেক্রক (increasing function of income), যদিও আয় বৃদ্ধির তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চয় হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উত্তোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ ন। হয়, তবে আয়ন্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম বা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহায্যে এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালস্তরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা: এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগবার এবং 4000 টাক। সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উত্যোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী कालखरत वर्षाए II-ए. नमार्कत व्याप्त इहेरत 8000 होका। भूर्ववर्की কালস্তরে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালস্তরে সামগ্রিক আয় হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলে এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। স্থতরাং I কালস্তরের আয় হইতে ষতটুকু ভোগ ও বিনিয়োগ, বায় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালন্তরের আয়। I কালন্তরে সমান্দের বায়স্রোতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। (injection of new money) বা মঙ্গুড-পরিত্যাগ (dishoarding) স্থক হয়, II কালস্তবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাডিয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়- শ্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G'-এর ফলে জাতীয় আয়ের শুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় G হইতে বাড়িয়া G' হওয়ায় জাতীয় আয় ব্যয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িয়। গিয়াছে, E হইতে E'হইয়াছে। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সন্তবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে অথবা অন্ত কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, অর্থাৎ C এবং I কমিয়া না যায়।

এইরপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হ্রাসের ফলাফলও আমরা পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হ্রাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে, ফলে $C+I+\mathring{G}$ -র মধ্যে C বাড়িয়া যায়। নৃতন $C\acute-I+G$ -র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে $E\acute-$ বিন্দৃতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র ছইটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-হ্রাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে যে আর বাঁচিয়া যায়, ভাহার কিছু অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা \S অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে CC বৃদ্ধি পাইবে $\S \times 10 = 6\S$ । মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আর কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্ম টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্তি আয়, (২) পুরানো মজ্ত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরুপে সরকারী আয় হইল ভাহার উপর তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহার। ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় সংকৃচিত

করে, তবে জাতীর আয় পূর্বাপেকা বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরূপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাঁড়াইবে। যদি অবশু জাতীয় আয়ের যে অংশ মজ্ত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী বায় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নৃতন টাকা স্প্রীর ধারা সরকারী বায়ে বৃদ্ধি ঘটান

হয়, তবে অন্যান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রসারিত। হটবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতথানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়,
তৃতীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও গুণক ও ত্বরণের দক্ষণ
মোট চাপলন্ধ প্রভাব
ভিত্ত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হইতে থাকে।
শেষ স্তর পর্যস্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের বে
পূর্ণ প্রভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লন্ধ বা ভার-লন্ধ প্রভাব (Leverage

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effets of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদন (Production) ঃ

effect) I

ভাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে: কর্মোগুম ও স্ক্রের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোতাম ও সঞ্গের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। (য সকল ব্যয়ের ফলে (ক) কর্মোত্তম ও সঞ্জের জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা ,... (৩) কর্মোভ্তম ও দঞ্লের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ম ব্যয়, তাহার। লোকের কর্মোভ্তম বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (গ) উপকরণের নিয়োগে বাড়ে। আধুনিক কালে वाष्ट्रीय ব্যয়ের দিক-পরিবর্তন জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বুদ্ধ বয়সে পেন্শন্ हैजाि हिमार राज्या दय, जानिहानत मराज देशात वर्ध निजिक कलाकन অন্তভ, কারণ ইহা কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায্য করিয়া বিশেষ ধরনের শিল্প জাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক-পরিবর্তনের ফলে যদি মেট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হটলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থ নৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য।

(খ) বল্টন (Distribution) ঃ

এমনভাবে সরকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া
ফেলা যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ
বয়সে পেন্শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়বৈষম্য কিছুটা কমে। ডাল্টনের মতে এইয়প উদ্দেশ্যে
বায় প্রসাতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার
ধন-বউন

অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়-বৈষম্য কমাইয়া মোটামূটি বন্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলম্ভ বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষ্পতা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে।

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income):

সমাকে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের মোট ভোগবায় বা বিনিয়োগ বায় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া য়াইবার সম্ভাবনা; স্মৃতরাং একপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় বায় বাড়াইয়া কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে হ্রাস ঠেকান য়াইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের সম্পূর্দ্ধর মুগে য়থন অত্যধিক ব্যবসাযক্ষীতি ঘটে, তখন কালে বা সংকট প্রতিন ক্রায়ায় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক ক্রায়ের ব্যবহার
ব্যয়ের ব্রয়িয় দামস্তরে ও বাণিজ্যে উয়তির সহায়ক হইতে

পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশু এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-ক্লেন্নির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আরম্ভর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন হইবে মাত্র।

ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মশস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে ভাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

পুরণকারী ব্যম্ন (Compensatory Spending) ঃ

যথন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তথন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দারা সেই কাঁক পূরণ করিতে পাবিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আর ও কর্ম-সংস্থান বজায় রাথা চলে। বাণিজ্য-সংকটের যুগে যথন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বয় কম, তথন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাডাইয়া দেওয়া হয়; যথন বাণিজ্যোরতি (recovery) স্থক হইয়াছে তথন ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম-উন্নতির boom) কাছাকাছি আদিয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয় বয় য়ুয় য়ুয়ই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পরে মুজা-ক্ষীতির যুগে এমন কি ঋণায়ক রাষ্ট্রীয়-বয়য় (negative public spending) করিতে হয়, অর্থাৎ বয় না করিয়া করের সাহাযো অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্ব করিতে হয়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সংক্চিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়শ্রোতে অধিক টাক। সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে

দামস্তর, আগস্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর কমিতে থাকিলে রাষ্ট্র অধিক বায় করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিয়া প্রসারশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে

শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উদ্দেশ্য। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণত খুবই বেশি হওয়া দরকার; কারণ দেখা যায় যে, সংকটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগবায়ও কম।

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট্তি ব্যয়, কারণ কর-বৃদ্ধির দারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা ইইবে, ব্যক্তিক্তেরে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশু করের সাহায্যে লুকান মজ্ত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরপ কিছু ঘটবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা

করের দাবা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রদারশীল প্রভাব (expansionary effects) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজ্ত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমূদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ

দামশুর, আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানের শুর বাড়িতে থাকিলে অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয যভ বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে

পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ ন। ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঝণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করব্দির দারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য স্পষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মৃদ্রাক্ষীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উদ্ভ করিতে হইবে।

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা প্রণম্লক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-priming expenditure) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা ষায় পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতথানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দারা পূরণ করা। আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় স্মবনতি বা সংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া দেখেয় যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘূরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা স্থক হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া ধরা হয় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, প্রকৃতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রসংক্ষ মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না; অবনতির গহরের হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে টানিয়া তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য লাভের সন্তাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

जञ्नीन भी

- 1. What is public finance? Is there any essential difference between private finance and public finance?
- 2. "The basic principles of public finance are the same as those of a family budget". Explain.
 - 3, What are the objectives of public finance in a modern state?
 - 4. What is Functional Finance?
- 5. What are the causes of increase in Public Expenditure in recent years?
 - 6. Classify Public Expenditure.
 - 7. Discuss how Public expenditure influences National income.
- 8. What are the effects of Public Expenditure on (a) Production, (b) Distribution, and (c) Employment & Income.
 - 9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?
- 10. Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?
 - 11. What are the principles which should guide public expenditure?
- * Pump-priming means a volume of public spending, for the pu-pose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending.....Pump priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump-priming is different from 'compensation' in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going on its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greater than the volume of expenditures made. Hansen, Fiscal policy and Business cycles, ch 12.

সরকারী আয় ও করনীতি Public Revenue and Taxation

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue):

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নিত্য নৃতন আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আয়ের চারিপ্রকার উৎস আছে: (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিত। আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের ঘারা বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায় করা হয এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, সমপরিমাণ কোন স্থবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তান্ত হত্ত সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাত। নির্দিষ্ট কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্রে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাসনভান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্ম প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনভান্ত্রিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়। অবশু উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রেয় করে তাহাদের জক্ত দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবগ্র উংপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

না-ও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম স্থির থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকায় একচেটিয়াস্থলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্ত উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশ: শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রবের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-বায় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যন্ত উহা করেব পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্ত বায় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, য়েমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্ত বায় করা হয়।

কর-কামুন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কাতুন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদার করিবে, ভাহাদের কর-কাতুন বলা হয়। আ্যাডান্ স্মিথ চারিটি কর-কাতুনের কথা বলিয়াছেন।

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কাফুন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্ম তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অন্থ্যায়ী কর দিবে ইহাই প্রথম কাফুন। আড়েম্ শ্মিথের মতে, সমতার কাফুন প্রদান ক্ষমতা অন্থ্যায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Reai burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার স্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

দিতীয়ত, নিশ্চয়তার কাছন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার।
অ্যাডাম্ স্মিথের মতে সমতার কাছন হইতেও।নশ্চয়তার নিশ্চরতার কাছন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়,

ঘূষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অস্থবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ভূতীয়ত, স্থবিধার কামুন। প্রত্যেক কর এরপভাবে ও এরপ সময়ে আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ স্থবিধা হওয়ার সম্ভাবনা গ এই কামুনের অর্থ হইল করদাতাদের অস্থবিধা যেন সর্বাপেকা কম হয়; যথন ও যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক স্থবিধাজনক, খ্বিধার কামুন যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় করা হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত, ভাহার পূর্বে নহে।

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কায়ুন। প্রত্যেক কর এরপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়ের ব্যয় খুব কম পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ কম বায়ে রাজস্বসংগ্রহের কামুন

পরিমাণে উহা আদায় করিবার জন্মই ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর অর্থ নৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরস্ক ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাধা দরকার যেন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর কর-আরোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

করকান্থনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম কান্থন হইতে অস্তান্ত তিনটি কান্থন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কাম্বন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কাম্বন সম্বন্ধে বলা চলে,
ইহা যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থ নৈতিক বিবেচনার
উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কাম্থনটির অস্পষ্টতার আরও
কাম্বনসমূহের সমালোচনা
কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অম্ববিধা হইল, সমাম্পাতিক হার বা
ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অম্থায়ী
সকলের ত্যানে স্বীকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার স্থস্পষ্ট বিচার
ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অ্যান্স কাম্বনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের;
উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা মাত্র, অর্থ নৈতিক আলোচনার দিক হইতে
গুরুত্বনীন।

1

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কান্থনসমূহের সহিত আরও গ্রইটি
ন্তন কান্থন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (থ)
হিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অথাৎ দেশের অর্থনৈতিক
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদার
উৎপাদনশীলতাও
হিতিস্থাপকতার কান্থন
অধিকতর রাজস্ব আদার হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে
জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় রুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে
অধিকতর রাজস্ব আদার হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতার কান্থন।
হিতিস্থাপকতার কান্থন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর
হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর
এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ
বাঙ্গিঙ্গাচক্রকালীন বা উয়য়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন।
করসংক্রান্ত নী ভিসমূহ (Principles of Taxation) ঃ

যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রাস্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিয়ে আলোচিত হইল।

(ক) উপকারিতা তম্ব (The Benefit theory) ঃ

এই নীতি অন্থায়ী, রাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতথানি প্রবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ দেই অন্থায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি স্ক্রিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ স্থবিধাণ্ডলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্ত কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ স্থবিধার জন্ত নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্ত, পুলিস বা বিচার-বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পূথক স্থবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশি স্থবিধা পায় তাহা হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তর গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদন্ত মোট স্থবিধা অম্বায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্বের ব্যয় তম্ব (The cost of service Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অমুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কার্যোর ব্যয় তত্ত্ব কর আদায় করিয়া শুওয়া উচিত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতিব প্রয়োগ অবাস্তব। ডাক বিভাগের দ্রব্যাদিব দাম, রেলের ভাড়া, সরকারী বাসের ভাড়া বা সংকারী কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজ্য সমালোচনা হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ বরা সন্তব নহে। এই ভব্ব অন্নথায়ী বৃদ্ধ বয়সে পেনশন ভোগিগণ প্রতি মাসের পেনশন ভো ফেরত দিবেনই, উপবন্থ, সরকারী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও উাহাবা বহন কবিবেন।

(গ) প্রদানক্ষমতা তম্ব (Ability to Pay Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অমুষায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অমুযায়ী রাষ্ট্রকে কর দিবেন। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্ত স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, স্কতরাং শকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইহাই প্রদানক্ষমতার তত্ত্ব। অ্যাডাম্ স্মিথও তাহার করকামুন-সমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থ নৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ভারসঙ্গতও বটে, স্কতরাং আধুনিক কালে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু এই তন্ত্বাস্থায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে
বিশেষ অস্ক্রবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমতা
প্রিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওয়া
যায় না।

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কর কম। কিন্তু দুেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাপের প্রদানক্ষমতা পরিমাপের মানদণ্ড: আদর্শ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ করা চলে না। সম্পত্তি: সমালোচনা অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আঁওতায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিক

এই ফট দ্ব করিবার জন্ম অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতামুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধরিয়া ব্যক্তিগত ব্যর: স্বালোচনা বেশি থাকিলে বা অস্থ্য-বিস্থাথের জন্ম ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক।*

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদানক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত,
উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং
বান্ধির আর

নিয় আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অলহারে কর আরোপ
করা হয়। বলা হয় যে, এইরূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ-স্বীকারে সমতা
আনা যাইতে পারে।

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণর পে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির আথিক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে তুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা সমালোচনা পৃথক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় বায়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরস্ক, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ঠ তারতম্য থাকা সম্ভব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে।

স্থতরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন ।

^{*} এতদ্সব্যেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে ব্যক্তিপাত ব্যরকর স্থাপন করা বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মত ও বুজিসঙ্গত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার বে, আর গোপন করিলা কর বাঁকি দেওরার চেষ্টা করা ইইতেছে। (২) তাহা ছাড়া, আরের উপর অধিক কর ছাপন করিলে কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহা কমিয়া যার। ব্যরের উপর কর কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহাকমিয়া যার। ব্যরের উপর কর কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আর-বৈষম্য ক্মাইতে ইইলে বা সম্পদের পুনবর্তন করিতে ইইলে ব্যর-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ, ধনিব্যক্তিগণ পুরানো মঞ্চুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান অলহারাদি ইইতে যথেই আর অথবা হ্ব-হ্বিধা ভোগ করেন, তাহাদের কর-প্রদানক্ষমতা অধিক, অথচ ইহারা আরকরের আঁওতার আনেন না। ব্যর-কর স্থাপিত নাচ ইইলে তাহাদের নিকট ইইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আগির করা যার না।

4। উৰু ত্ত-বিচার

ভার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত. কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার বে, কোনু সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে লাভ হইলেও হয়তে।বর্তমান বৎসরে প্রাভূত লোকসান হইতেছে, স্নতরাং কর দেওয়া কইসাধ্য হইয়া পডিতেছে। ভাই যথন আয় হইল তথনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া দরকার। ইহাকেই 'আয়-করো-আর দিতে-থাকে' ব্যবস্থা আর অনুযারী সঠিক (Pay-as-you earn) वन। इत्र। अत् जाहाई नहरू, কর-প্রদানক্ষতা নির্ধারণের পাচটি বিচার ইহাও দেখ। দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা ১। কালবিচার অনিয়মিত কি না। উপরস্ক ওই আয় পাইবার জন্ত ব্যক্তি ২। নীট-আয়বিচার সারাবংসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম আব-উৎস বিচার 🗷। পারিবারিক করিয়া অবশিষ্ট কাল আলভে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য অবস্থা বিচার

Income test)। দেখা দরকার বে, সেই আর পাইবার জন্ত কিরপ আয়্যদিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়কতি হইয়াছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে ষে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অবিক হারে এবং পরিশ্রম দারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্যতি, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোদ্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। পঞ্চমত, উর্ভ-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উর্ভের অংশ কতথানি; ব্যয় করিয়া কিরপ উর্ভ থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিয়তম যোগান-দামের (Minimum Supply Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

রাখা দরকার। দিতীয়ত, নীট-আয় বিচার (Pure-

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার

না করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অমুযায়ী কর ধার্য করা হয়।
বাষ্ট্রের প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে
অবস্থার প্রয়োজন
অমুযায়ী কর-নীতি
নির্ধারণ
সংক্রফণের উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্তা, কোন দ্রব্যের

ব্যবহার কমাইবার জন্ম (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্ম, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্তে, এছতি নানারপ কারণে কর আবোপ করা যাইতে পারে।

আধুনিক কালে শিরোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা আয়-বৈষম্য ক্যানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির নিকট হইতে এরপভাবে কর আদায় করিতে হইবে শিরোন্নত দেশসমূহের বাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না ক্ষে পূর্ণকর্মসংস্থান বা অবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চত্তের সংকটকালে কর-হার ক্যাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের ভক্ত রাথিয়া দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জক্ত অর্থ ক্ম রাথা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জক্ত ভোগ-প্রবণ্ডা বাড়াইবার উদ্দক্ষে বিক্রয়-কর ক্যানো চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্বব্যাদির উপর বিক্রয় কর ক্যাইয়া দেওয়াও সম্পর্ব।

শিল্পে অনুনত দেশসমূহে অথনৈতিক পরিবল্পনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্রে করন্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরপভাবে করন্থাপন করিলে ক্রুত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রুমোরতি অনুনত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসার (economic growth) ত্রাহিত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া কর নিরপণ করা হয়। অযথা বিলাস-দ্রেরের বা ভোগাদ্রব্যের ত্রয় কমাইয়া সঞ্জ স্পৃহা ও কর্মোত্তম বাভানো, দেশে মূলংন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (heards) সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্রেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ— এই স্কলই অনুনত দেশসমূহের করসংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বঞ্চন সংক্রান্ত অনুপাতিক হারের এবং ক্রমবর্ধ নশীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বউনসংক্রান্ত নীতি বালোচন। করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আফুপাতিক, ক্রমবর্ধনণীন ও ক্রমন্থাসমান।

আর যাহাই হউক না কেন, সকল আর হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর
আদার করিবার নীতি অন্থসরণ করিলে তাহাকে (Proআমুণাতিক, ক্রমবর্ধনান
ও ক্রমগ্রাসনান

করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধনান কর (Progressive Tax) বলা হইরা থাকে।

অধিক আরম্ভরের ব্যক্তিনের নিক্ট হইতে ক্রমণ কম হারে কর আদার
করিবার নীতি অন্থসত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমগ্রাসনান কর (Regressive Tax)।

ইহা ক্রমবর্ধনান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আন্থপাতিক
ও ক্রমবর্ধনান-হারের নীতি তুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আমুপাতিক নীতি অমুধায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না चाना। मकन वाक्तिहै यनि छाँहाव चाम हहेर निर्मिष्ट अकहे हारत कर रान-ভাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আদে না। অ্যাডাম্ শ্বিথের কর-সংক্রাপ্ত প্রথম কান্থনে আমুপাতিক নীতির তাই এইরপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। গুণ ও দেখি নীতির গুণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত मत्रवाही कत-नीकि निक्रभागत अम्बूप्र निर्धातक दहेरा भारत ना। ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উক্ত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আয়-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপযোগিত। অধিক। বেমন, 100 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 5 টাকা এবং 1000 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 50 টাকা কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ক্রমবর্ধ নশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাম স্মিথের করকাত্বন সংক্রান্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিরাছি বে. প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অভ্যায়ী রাষ্ট্রের ব্যব্ধ নির্বাহের জন্ত কর দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেওয়ার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমান্থপাতিক করের কথা ব্রিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বোঝায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিয়া লইয়াছেন। এই নীতির পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইর্তে গুক্তর যুক্তি ততটা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের স্পক্ষে যুক্তি কি কি সমর্থনের উপর ইহা স্প্রপ্রতিষ্ঠিত। আয়-বৈষম্য দ্র করা উচিত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিকাংশ অধিবাসীদের ইছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তব্প বহুদিন যাবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তত্ত্ব গডিয়া তুলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনা করিতে পারি।

ক্রমবর্ধনশীল কবের স্বপক্ষে স্বাঁপেকা। গুক্তবপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম। দ্রব্যসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইহার পরিমাণ যত বাড়িতে থাকে, টাকার প্রাস্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 1000 টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি লইয়া আদিলে যে আয়ের ক্রমহ্রাসমান প্রস্তিত শেষ টাকাটি সরাইয়া লইলে তৃপ্তি-হ্রাসের পরিমাণ কম। গুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আয় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ স্থীকার সমান হয় না। 100 টাকার আয়ে 1 টাকার য়েরূপ গুরুত্ব, 1000 টাকাব আয়ে 1 টাকার য়েরূপ গুরুত্ব, 1000 টাকাব আয়ে 10 টাকাব গুকুত্ব উহাপেক্ষা কম। স্নতরাং এই আয় হইতে 10 টাকার বেশি, য়েমন, 50 টাকা তৃলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমতা দেখা দিতে পারে।

বিতীয়ত, অধ্যাপক হব্সন একটু ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনী তিকে সনর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে ভব্ত হুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উব্ভ । আয়ের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ করা ঠিক নয়, কারণ উহাতে আয়ই নয় হুইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হুইল আয়ের ঐ উদ্ত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হব্সনের মতে, আয় যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা-মূলকভাবে উহাতে উদ্তের অংশ অধিক। স্থতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর আবরাপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে অধিকতর উদ্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক
হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের
সামালিক ভার্মবিচার
বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত
হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ভায় বিচার
রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই ভায়বিচার সাধনের অন্ততম প্রধান অস্ত্র হইল
ক্রমবর্ধনশীল কর।

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিগু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছইটি তত্ত্বর সাহায্যে: সর্বনিম সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (Least aggregate sacrifice theory) এবং সম-ত্যাগের তত্ত্ব (Equal sacrific theory)। প্রথম তত্ত্ব অক্স্থায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের স্বটাই রাষ্ট্রের তুলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বণ্টনের দিক হইতে (from distributional

aspects) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোগুম বা উৎপাদনের নিমতম এবং দমান তাাগের নীতি
কিন্ত হইতে (from announcemental aspects) ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই ছই বিরোধী অবস্থার চাপে,

মধ্যপদ্বা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ব, অর্থাৎ সমত্যাগের নীতি অমুষায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকটা নির্ভর করে। স্কুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর।
আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহাসমান প্রান্তিক এই সকল যুক্তির এই তিথারি উপযোগিতার নীতি মানেন না। আনেকে বলেন যে, আর বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও আভাববোধের পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীত্র হয় ম আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলনা (interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মূল কথা; ভাহাও আর মানিয়া লওয়া চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি আনেকাংশে নির্ভর করে "প্রতিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, ষদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্ত(কি-হারে ব্যক্তির প্রাপ্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility)হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। স্ক্তরাং ক্রমবর্ধনশীলতার মে-হার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থির করে উহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক)

(ি বিতীয়ত, হব্সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উৰ্ভের যে ছইট অংশেব কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতাস্ত মনস্তান্থিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড (objective criteria) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব ?

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি ন্তায়-অন্তায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অন্তচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমামুপাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের থেয়াল-খূলির উপর) Mc Culloch বলিয়া গিয়াছেন, ''The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same proportion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit.'' (এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, করের ক্রমবর্ধনশীলতার দক্ষন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোভ্যম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার ক্রমে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হ্লাস পায়)।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পুথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর ধেয়ালখুশি অম্বায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার

এই বিষয়ে কেইন্স্ কি বলেন ন্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশালতার দরুন দেশের মূলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইকপ দুষ্টাস্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায়

না। সর্বোপরি, কেইন্সীয় তত্ত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্থপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অবিকাংশই কেইন্সীয় তত্ত্বের অন্নগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিজদের ক্ষেত্রেইহা বেশি। আয় বাডিলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত্র হইয়া জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাডিতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণপ্ররে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিজদের হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান শুরে পৌছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক)। কেইন্দের মতে, "Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity to consume."

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃতভর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation) ঃ

প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি মর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যসাধনের প্রতেষ্ট্রা

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া দেশের করকাঠামো
গড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অমুযায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা
বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।
ক্রপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া
আলোচনার শুক
আলোচনার শুক
করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; আডাম স্মিপ তাঁহাদের
করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; আডাম স্মিপ তাঁহার
বিখ্যাত করকাম্বন (canons of taxation) বোষণা করিয়া গিয়াছেন।
ক্রাসিকাল যুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই
বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Edgeworth, Dalton,
Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সপ্পর্কে
আলোচনার প্রসার প্রানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সপ্পর্কীয় তব্তের
বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান শাস্তের উন্নতির উপর; এই শাস্তের বর্তমান রূপের

আমরা পূর্বে বলিয়ছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্ম্প্র যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহার উপযোগী ও অম্বর্কপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিককালে, মোটামুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সর্বাধিক স্থানীনতা দেওয়া; * (২) দেশের উপকরণ, উংপাদনকৌশন, এবং ক্রেতা ও উপকরণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জ্য রাখিয়া জীবন্ধাজার মান সর্বোত্তম করা; † (৩) তৎকালীন সামাজিক তিনটি লক্ষ্য অমুখায়ী

মান সর্বোত্তম করা; † (৩) তৎকালীন সামাজিক তাড়িয়া তোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অমুখায়ী দেশের করকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজকাল গৃহীত হইতেছে। ইহারা হইল:

ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

(১) অর্থনৈতিক নিবপেক্ষতা (Economic neutrality): দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা সকল উপকর্ণের সর্বোত্তম

^{*} Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others.

[†] Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.

[‡] A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society,

নিয়োগ-বিন্তাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা স্পষ্ট করিবে না; এবং সম্ভব হলৈও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। তিনটি নীতি (২) ন্তায় (Equity): সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি বে আয়বণ্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার অফুরপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ (Quality of Tax adminstration): দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খবচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অস্কবিধা স্বচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম নীতি হইল ষে, অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্ম করসমূহ এরপ ধরনের হংয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে। অর্থ নৈতিক শক্ষাসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে

পরিবর্তন না-আনা ব্রনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য ১। অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রের কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা

ক্রেতার পছন্দ বদ্লাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধৃতি কাপড়ের উপর কর বসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ ভুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টর দাম এখন কম। দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উত্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ম সচেই হইতে পারে। ভেলাক্রব্য এবং মূলধনী-ক্রব্য উৎপাদনের অমুপাত বদ্লাইতে পারে। স্থতরাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন ষাহাতে রাট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরপ করই আরোপ করা উচিত।

দিতীয় নীতি হইল যে, যাহাতে স্থাঃভাবে করতার বন্ধতি হয় (Equity in the distribution of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে হাষ্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছা থে-জায়বন্দীনকে হাষ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অন্তর্কণ ভাবে বন্ধিত হয়। ভাঃনীতির হুইটি দিক আছে (two aspects): একটি

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দ্বিতীয়টি হইল পূথক ব্যায়তা অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অনুষায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্তা নাই; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্তা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থার" কাহাছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

করভারের ন্যায়-সংগত বণ্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে ছই ধরনের **আলোচনা** বা তত্ত্ব দেখা গিয়াছে: একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা (benefit), আর অপরটির ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay)। উপকারিতা ও প্রদানক্ষমতা উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি বেমন দাম দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট

উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অমুঘায়ী। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ইহাই স্থায়সংগত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কথনই স্থায়সংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে স্থায়নীতি অমুদারে প্রানা-ক্ষমতা অমুঘায়ী করভার বিশ্বনই মোটামৃটিগৃহীত হইতেছে।*

^{* &}quot;In tracing the development of thought on this matter, we find two distinct points of view. One may be referred to conveniently as the benfit approach....... The other may be referred to as the ability-to-pay approach....... In the benefit approach, the relation of the tax payer and Government is seen, as John Suirt Mill putsit, in quid-pro-quo terms. Since the relation is one of exchange, the rules of the public household are taken to be more or less the same as those of the market. In the ability to pay approach, the proper contribution to public services is treated as an independent problem, quite separate from that of benefits received. Taxes are seen as compulsory payments, and the revenue-expenditure process is viewed as a planning problem not subject to solution by the automatic functioning of the market."

উনবিংশ শতাকীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যস্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার জন্ম ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। ক্ষমতা অহুষায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটাযুট তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গা দেখা গিয়াছে; সমত্যাগনীতি (principle of equal বিভিন্ননপ ত্যাগের sacrifice), আহপাতিক ত্যাগনীতি (principle of नौजि proportional sacrifice) এবং নিম্নতম সামগ্রিক ভাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice) ৷ এই সকল তত্ত্বই মোটাম্টি চুইটি অমুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে, (ক) ক্রমন্ত্রাসমান আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (law of diminishing income utility) এবং (থ) সমান আ্ব হইতে সকল ব্যক্তির তৃপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্তঃব্যক্তি তুলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালেব কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই ছইটি অমুমানই মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্বগুলির সাহায্যে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে না।

তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিয়তম ব্যয়ের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, তানিয়তম বার করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত স্কুপট থাকে, কর-আদায়ের ব্যয় ও বিদ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পষ্টতাই করনীতির অগ্রতম গুণ।

কর-বহন যোগ্যতা (Taxable capacity):

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতা থাকে। স্তার্ জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অন্তিত্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে-টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অন্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দরকার হইবে, ভাহা ছির করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। ভাহা ছাড়া, এই উছ্ভের্

সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিশ্বৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগাতা কমিয়া যায়।

স্থুতরাং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অফুগ্ল রাখা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে ভাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অসপষ্ট এবং কর-বহন যোগ্যতা অস্ত্রবিধাজনক। মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা জনসাধারণের নির্ধারণের অহৃবিধা দক্ষতা বজায় রাখার জন্ম কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুগ্ন রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে. কারণ

ভাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। স্থভরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অম্প্রবিধা আছে। ইহা সম্প্রণ আপেক্ষিক; ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্ধ যে-বিষয়গুলির ছারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বণ্টনের নির্ধারণকারী বিষয়-উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত সমূহ: মনস্তম্ব, জাতীয় আরের বন্টন, জনসংখ্যা বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, বৃদ্ধির হার, দেশের জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর শিল্প-সংগঠন, জীবন-ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় যাত্রার মান, কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু ব্যয়ের প্রকৃতি আয়ু কমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায় ৷

চতুর্থত, দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অন্মুন্নত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম। কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিশ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর; কারণ উহা দারাই তাহাদের মনস্তব্ধ, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। মন্তব্ধ, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অক্ষ্ম রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, আত্ম প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে-করা চলে।

ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অম্পন্ত, চ্ডান্ত কর-বহন
যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে
মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্ডলে
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে
ইহার স্থান
আছে; আভাবিক এবং অবাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ
সর্বাধিক কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অম্পন্তভাবে হইলেও,
সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয়
আায়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ
করিয়ায়্রেন।

ক্রমাত ও করপাত (Impact and Incidence of Taxes):

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি করের দক্ষন প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোপিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটতে পারে। যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন;

আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আয় হইতে কর-প্রদান করিয়া যাহার আর্থিক আয় কমিয়া য়ায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর-পাত (Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়ির অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর-প্রদানের দায়ির অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণ (Shifting) বলা হয়।

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উত্যোক্তা ধনি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, কলাফল ও করপাত এক নয় তাহ। হইলে বিক্রন্ন কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, বয়য়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুল বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরের আর্থিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে।

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অমুবায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কর-সরণের রূপ

কমাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণ অগ্রম্থী (Forward) বা পশ্চাৎম্থী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা কর-সরণের দিক্ নির্ণন্ন অগ্রম্থী কর-সরণ : যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রেয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারম্পরিক করাপসারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি

করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্তের উপরু সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যস্ত দামে করপাতের সাধারণ বৃদ্ধি করিতে পাারলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্তের উপর সরাইয়া ∙ৰীতি দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেডার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া যায়।

দ্রবাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে নিভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপ কতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাডান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খ্বই কমিয়া যাইবে: এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেডাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। চাহিদা অফিভিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম রুদ্ধি হইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে

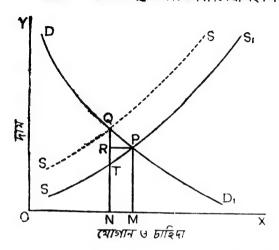
চাহিদা ও যোগানের करतत अधिक अः भ क्रिकामित वहन कतिराज हहेरत ; **ন্থিতিস্থাপকতা** যদি অন্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ

বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। স্থতরাং করের আর্থিক-ভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের দ্বিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভব্ন कद्रित् ।

সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

করভারের বিক্রেতার অংশ _ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা করভারের ক্রেতার অংশ বাসানের স্থিতিস্থাপকতা

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেখা-চিত্তের সাহায্যেও প্রকাশ করিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে DD1 এবং SS1 হইল মথাক্রমে দ্রব্যটির চাহিদারেখা ও যোগান রেখা। P বিন্দুতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান ইইতেছে। কর-আরোপের ফলে বর্তমান দাম দাঁডাইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে QN-PM=QR এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে OM-ON=PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেডারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফং এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সমরসাপেক। স্থতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে; সমর-বিচারের শুরুষ বিদ্যালি, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপ করিলে অন্তান্ত দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, শীর্ষকালীন করপাত সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবাহিত হয়, যেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে

* যদি করে থুব অল্পহারে পরিংওন ইইয়াছে বলিয়া আমরামনে করি, তাহা ইইলে Pও Q খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরশার নিকটতম বিন্দুবলিয়া ধরিয়া লইতে পারি:
সেই অবস্থার,

চাহিদার হিভিহাগকতা =
$$\frac{MN}{OM}$$
 + $\frac{QR}{PM}$ = $\frac{MN}{OM}$ × $\frac{PM}{QR}$ এবং যোগানের হিভিহাগকতা = $\frac{MN}{OM}$ + $\frac{RT}{PM}$ = $\frac{MN}{OM}$ × $\frac{PM}{RT}$ হিভিহাগকতা = $\frac{RT}{QR}$

[্]রকরভারের বিক্রেতার অংশ করভারের ক্রেতার অংশ

বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সন্মিলিত প্রস্তাবে দী**র্ঘকালীন কর-পাত** নির্ধারিত হয়।

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপরের নিয়ম (Law of Constant Returns)
অন্থ্যায়ী উৎপত্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আবোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ

পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে। কর-আরোপের ফলে দাম স মহারপ্রতিবানের নিরম ও কর-পাত পরিমাণ পরিবর্তিত হইকে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে স্থাতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বৃদ্ধি হইতে পারে না।

দ্রব্যটি যদি ক্রমন্থাসমান উৎপল্লের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্থমান উৎপাদন-ব্যমের নীতি অমুবায়ী উংশন্ন হর, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। ষেমন, ধরা য়াক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রক্তি উৎপাদন-ব্যম 7 টাকা। ইউনিট-ক্রমন্থান-প্রতিগানের প্রতি 1 টাকা কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া য়াওয়ায় উৎপাদন ক্রমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, (ধরা য়াক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যম্ন ক্রময়া 6টু হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে 7টু, অর্থাৎ ক্রমের পরিমাণের ভূদনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ন্ত্রব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপরের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমন্থাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থায়ী উৎপর হয়. তাহা হইলে দ্রব্যের দাম র্দ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। বেমন, ধরা ফ্রমবর্ধমান প্রতিদানের বাউক 100) ইউনিট দ্রব্য উৎপর হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপর হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া 7½ টাকা হইল ; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৪½, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের ভুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশি হইল।

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর।
সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করিলে
একচেটিয়া ব্যবদারে
ও কর-পাত
প্রিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করে এবং সেই
অমুধারী দাম দ্বির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে

কোন পরিবর্তন হইবে না—ভাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত ঘটবে ।◆

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রাস্তিক বায় বেশি শ্রতরাং দামও বাড়িয়া যায়।

দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ভাগকারীকে কর-পাতের কিরপে অংশ বহন করিবেন,

তাহা চাহিদার স্থিভিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

চাহিদা যত বেশি স্থিভিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার তত্তই কমিবে—এইরপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা স্টে করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের শ্রবিধা হইয়া যাইতে পারে।

প্রাক্ত কর ও পরে ক কর (Direct and Indirect Taxes)

্যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ শুরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)।) যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি কর-ভার অঞ্জের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অঞ্জের

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে

কর কাহাকে বলে

কর কাহাকে বলে

সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর.

আমদানি শুল্ক প্রাভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা প্রভাক্ষ কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের স্থবিধা হইল যে (:) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা অমুযায়ী তাহার নিক্ট হইতে কর

শুনাকার উপর তিল একার কর জায়োপিত ইইতে পারে. (ক) মুনাকা ইইতে মোটামুটি কিছু পরিমাণ অর্থ. (ব) মুনাকার শতকরা কিছু জংশ. (গ) মুনাকার উপর ক্রমবর্ধমান হারে।
ফকল ক্ষেত্রেই সাধারণত কর-পাত একচেটিরাদায়ের উপর। এই বিষয়টি আবার পরে আলোচিত
ইইতেছে।

আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কখন, কি-পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে

তাহা নিশ্চিত ও প্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়েই
নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩)
প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচশীল। (৪) প্রত্যক্ষ
কর খুবই প্রসারশীল (elastic); কর-হার অল একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর
হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা
রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়। উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার
সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ করের অন্থবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয় ।
সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপভন্দ
করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও
ইহা অপছন্দের অগ্রতম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি

দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবন্ধতা বাড়াইয়।

দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধনান হার সম্পূর্ণ
অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত
উচ্চ আয়ন্তরে বে-হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায়, তাহার
সহিত ক্রমবর্ধনান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিন্তু বাস্তবে উহা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে
প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-ম্পৃহা বা কর্মোগ্রম কমাইয়।
দিত্তে পারে।

পরোক্ষ করের স্থবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর
দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে।
(থ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ
ইহা প্রতিবারে থ্ব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের
গরোক্ষ করের স্থবিধা
দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিম্ম
বোধ হয় না । (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিলা অস্থিতি স্থাপক হওয়ায়
উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে প্রভৃত রাজস্ব পাওয়া বাইতে পারে। (৬)
পরোক্ষ করের সাহায়্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদ্র অপ্রসর করানো
যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুক্ত)।

পরোক্ষ করের অস্থবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় কর। হয়, স্থতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতাস্ত্রিক বয়য় অনেকক্ষেত্রে খ্বই বেশি; স্থতরাং বয়মনির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্ভ রাজস্ব পাওয়া য়য় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগবয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা স্থান্তি হয় না।

যদিও স্থায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজত্বের
প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয়
উপসংগর
ভান পায়। বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে
ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।
ক্রের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (০) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক্ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোপব্যয় কমাইতে বাধ্য হয়
(যেমন মজুবি বা থাতের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় থুব
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় থুব
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় থুব
কম, কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর
সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়া যায়।
সাধারণত দেশের আয়-কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উধ্বর্গ হইতে ধার্য করা হয়;
সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিয় আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে
অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্ক্ররাং আয়কর তাহাদের কর্মোতাম বা কর্মক্ষমতা
সংকৃচিত করে না।

कान कर मद्दक यनि এक्रभ शादना इय (य, हेश अज्ञकान द्वांयी

হইবে, তাহা হইলে উহা কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্বায়ী কর করদাতার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; স্থাতরাং তাহার কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের বে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইয়া দিবে। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত

চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। অধিক (the elasticity of কর্মোভম ও সঞ্চার উহার ফলাফল demand for income is large)। নিমু আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় কমিয়া

বাওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্ম কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাডিয়া যাইতে পারে। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোয়া আছে বা ব্যক্তি ভবিয়তে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্ম বর্তমানে স্কয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ভাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

ষে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেথানে ম্নাফার হাব তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অভা শিল্পে (যেথানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে

উপাদানসমূহের নিরোগে দিক-পরিবর্তন সংক্রাম্ভ ফলাফল এইরপ মৃলধনের ক্ষেত্রাস্তবে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা

আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানি-শুল্কের ফলে দেশের শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাস্থনীয়, যেমন রপ্তানি-শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অমুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned, Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটেনা।

ষদি কোন বিশেষ অঞ্চলে ছানীয় করের (Local Taxes) হার অধিকহুর, তাহা হইলে মুলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা
ব্যাহত হইবেই। যদি অবশু সেই আর হইতে উপযুক্ত
উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর কলাকল ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যর হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দর্মণ
সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দর্মণ উৎপাদন
স্থাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।
কর্মেকটি কর ও ভাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। আয়কর (Income tax): সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাক কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। স্তরাং ইহার করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্উইন্ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা ষাউক।

কেহ কেহ বলেন বে, ব্যবসায়ীরা ভাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে
কিছুটা অপসারণ করিতে পারে; দ্রব্যের বিক্রেয়স্ল্য বাড়াইতে পারিলেই ক্রেজাদের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের
দাম নির্ধারণ করার সময়ে যথন ভাহার ব্যয়ের হিসাব করে,
ব্যবসায়ীদের বৃত্তি:
কিছুটা অপসারণ সম্ভব
ভাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের
অবস্থা ভাহার অফুক্ল হইলে সে এমন স্ভরে দাম স্থিব করে যেখানে ভাহার
ইচ্ছা বা প্রয়োজন অফুবায়ী নিয়তম নীট আয় সে পাইতে পারে।" প

কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করে না। বেমন ডালটন্ (Dalton) বলেন যে, অন্তান্ত স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের

^{*} The colwyn committee Report on National Debt and Taxation.

^{† &}quot;When a trader endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." Evidence of the Association of British Chambers of Commerce before Colwyn committee.

ব্যয় নয় (not a true overhead charge)। ব্যবসায় হইতে আঘের কেজে ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া থে উদ্ ত টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। স্থতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। দিজীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্ত বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ষেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার যে-বিন্দুতে উৎপাদন ও দাম স্থির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই স্থরেই দাম নির্ধারণ করিবে,

কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না কারণ অন্ত কোন দামে তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অন্ত বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অস্থবিধান্তনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (থ) অন্তান্ত প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, স্থতরাং সে নিজদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অন্তেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদনব্যয় কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় স্থক্ষ করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উল্লোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উল্লোক্তার কোন উব্ ত থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রান্তিক উল্লোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়। যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দক্ষণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উল্লোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও (corporate income tax)
দেখা যায় যে, ইগার অপদারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টবর্গণ ব্যক্তিগত
মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপদারণের চেষ্টা
ঘৌধকোম্পানীর ।
ভারকর
নাই। উপরস্ক, যদিও মুনাফার উৎস্বিন্দুতে সমান হারে
কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source)

তবুও ধনিক শেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিওবান শেয়ার ক্রেতারা রিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন তবের ব্যক্তি লইয়া শেয়ার ক্রেতাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎস্ক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফার্মগুলির উপর বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আয়কর আরোপি ত হয়, প্রত্যেকট ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম তাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিবার জন্ম দাম কম বাডাইত। দাম বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভ্রেও দেশের মধ্যে এইরূপ দাম-বাড়ান সন্থব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপসারণ সম্ভব হয়
না কারণ যাহাদের উপর কর আবোপিত হইল তাহাদের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। অর্থাৎ

ব্যক্তির যোগান ও স্মাবের জন্ম চাহিদা উভযই অন্তিভিন্নাপক আয়কর দিতে হইবে বলিয়া লোকে আয় কর। বন্ধ করিয়া দেয় না, কান্ধের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া, আয়কর হইল সাধারণ বা সার্বিক ধরনের (general);

ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে দরিধা গিধা অপর ধরনে আয় করিলেও তাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে সংকুচিত করিতে পারে না। আয়ের জন্ম ব্যক্তির চাহিদাও সংশূর্ণ অস্থিতিস্থাপক অর্থাং আয়ের উপর কব হইলেও দে আয়-করা স্থগিত রাথে না। এই কারণেই আয়-কর এডান সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক দেলিগ্ম্যান (Seligman) অবশ্য হুইটি বিশেষ অবস্থার কথা বলিয়াছেন যথন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, দ্রুত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উলোক্তারা করেব দমান পরিমাণে দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। স্বল্লকালে ইহা সম্ভবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রলোভনে সারও মনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিয়া আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের

সেলিগ্ম্যান কি বলেন মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা স্ষ্টি করিয়া কোন খুচরা লোকানদার যথন কাজকারবার চালায়, তথন এই অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ

বর্ধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন যে, আয়কর কিছুটা পরিমাণে অপসারণ কর। সন্তবপর। তাঁহার মতে, ছব্যটর দমে যদি প্রতিনিধি-

স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তত্ত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম আভাবিক মুনাফা রবার্টদন কি বলেন
পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই আভাবিক মুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এই আভাবিক মুনাফাই উত্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়কর লওয়া হয়। আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, ভবে আয়করের অপসরণ একেবারে সন্তব্পর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

মাসহেভ্ (Musgrave) প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, বোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মৃনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রেভাব বিস্তার করে। স্বল্লকালে ফার্মের চল্তি মৃলধন (working capital) হইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-বায় প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্রমিককে মোটামুটির মৃনাফার অংশ বিলয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই শারশ্রেভ্ কি বলেন পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকর্মদাম বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় বারনায়ীর আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (output and price policy) পরিবর্ত্তন আনে। সংঘরদ্ধ দরক্ষাক্ষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমতা মধন বিচার করা হয়, তখন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবহায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যায় দেশে মৃলধনের ও উল্রোক্ষমতার বোগানের মাধ্যমে।*

^{* &}quot;The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-run adjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'parctical' argument that businessmen do not act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and cutput. These include the return to working capital, menopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective pargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilites, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short run. In addition, there are the longrun considerations where the tax may act upon the supply of capital and entrepreneurship. On balance, the theoritical argument lead more support to the mederate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is persed on than it lends to the extreme position that ro such adjustments occur." Musgrave, The theory of Public Finance. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর ছই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে:
(১) উৎপাদন-পরিমাণ হইতে নিরপেক্ষভাবে (independent of monopoly output) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর হইটি রূপ লইতে পারে:
(ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax); অথবা, (থ) একচেটিয়া
মূনাফার উপর শতকর। কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-র্দ্ধির
মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন
পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাথে যেখানে তাহার নীট

[ক] মোটামূট-কিছু-পরিমাণ কর এবং [ধ] মুনাফার উপর শতকবা হাবে কর একচেটিয়া মূনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন দাম নির্ধারণ করিলে ভাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুট-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে

দাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রাস্তিক রেভিনিউ (MR) এবং প্রাস্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দৃতে উৎপাদন ও বিক্রন্ন কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করপাত তথন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে বে দামে তাহার সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেরে বেশি। (খ) যদি আমার একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে কর আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে; তাহা হইলেও দাম পান্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নীট রেভিনিউ হইবে স্বাধিক পরিমাণের 85%। স্কতরাং একচেটিয়ার উপর স্মান্ত্রপাতিক আয়কর (proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে।

যখন একচেটিয়া ব্যবদায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কম-হারও পরিবর্তিত হয়, তথন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবদায়ী দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের উপর কর অপদরণ করিতে পারিবে, করপাত তথন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে অস্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ **উ**ৎপাত্তৰ পরিমাণের কর-পরিমাণে দাম বাডাইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়। উপব কর যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা কর অপুসরণ করিতে পারে। যোগান যভটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহাসমান œाछिमात्मत निश्चम कार्यकती हहेला करतत करन मामत्रीक हहेरला थहे माम পুর্বাপেক্ষা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড় ও প্রাস্তিক ব্যয় কমে, এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড ও প্রাস্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়াপড়ে। স্থতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতি-দানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর করের ভার অধিকতর।

স্থামদানি-রপ্তানি-শুক্কের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহিবাণিজ্যের উপর শুক্ত আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী হুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

বেষন, কোন দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিলে আমদানিকারী
ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের
আমদানি-শুল্কের ভার:
কিন্তু হৈতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।
কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়,
তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা।
এই অবস্থায় আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে।
যদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি
পাইতেছে না, তবে তাহারা অন্ত ব্যবসায়ে চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্র বিদেশী উৎপাদকের যোগান অন্থিতিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সন্মুথে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে: যে দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ।
নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুল্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা।
আমদানি শুল্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে।
ঠিক এইরূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীয় যোগানের তুলনায় যত কম, তাহাকে শুল্কের তত বেশি অংশের ভার বহন করিতে হইবে।

রপ্তানি-শুল্কের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (খ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্ম চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপ্তানিকারীব সন্মুথে দ্রব্যটির জন্ম বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুল্কের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশা ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর।

ষদি কোন দেশ প্রধানত কাচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্ম চাহিদা সাধারণত অন্থিতিস্থাপক; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্যে, উহাদের চাহিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুল্কের কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রেয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। স্থতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুল্কের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবণর।

উপসংহারে আমরা ভাল্টনের ভাষার আমদানি-রপ্তানি শুক্তের করপাত সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."

জমি ও বাড়িব পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক থাজনার (economic rent) উপর
কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পডে।
সকল জমির অর্থনৈতিক
থাজনার উপর
(surplus), ইহা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, স্থতরাং দাম
বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা
চলে না। এই উব্ভুত্ত বা থাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক
তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিয়, যদি মালিকেরা উব্ভের
সবটুকুই ইতিমধ্যে খাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে থাজনা
বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে
পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসক্ষে কর আরোপিত না হইয় কোন একটি বিশেষ শস্ত-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা কর-অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী উৎপাদনের ব্যবহারের জমির উপর কর আরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার উপর জন্ত ঐ জমিতে চা ব্যতীত অস্তান্ত শস্ত উৎপাদন হফ হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হাস পাইবে, ইহার

হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাডিবে, ক্রেতারা বর্বিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার তাহাদের উপর পড়িবে।

আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অফ্বারী করহার ধার্য কর।

^{*}Dalton, Public Finance, P. 57.

হইলে করণাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।
উৎপাদনের পরিষাণ
এই করের দরুণ শশ্রের উৎপাদন-বায় বৃদ্ধি পাইবে,
অনুযায়ী করের ভার উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে
করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের
উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইকপ
অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে,
শস্তের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হাদ
পায়, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, খাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অস্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাড়ের ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রবাটির ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান হই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির বাড়ির উপর করের ভার জন্ত চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। তবে করের পূর্ণ পরিমাণ চারিট শ্রেণীর উপর বাডিভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্তত্ত চলিয়া পড়িতে পারে মাহিতে স্কর্ফ করেন, তবে বাড়ের মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর

উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়,
নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ
ভাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে
কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে; এই অবস্থায়
ভাড়াটয়ারা করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটয়া যদি দোকানদার হয়, তবে
সে তাহার জিনিসপত্রের দাম অল্ল একটু বাড়াইয়া বর্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের
ক্রেভাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে
ক্রেভাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

করের মুল্ধনীকরণ (Capitalisation of Taxes):

করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইছে করের মূলধনীকরণ আয়ের উপর কোনরপ কর আরোপিত আছে কিনা। কাহাকে বলে স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নৃতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্ত কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত স্থদের হারে মূলধনে রূপাস্তরিত করিয়া সেই হিসাব অমুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্ত কম দাম দিতে প্রস্তুত্ত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বহরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত স্থদের হার হইল বাৎসরিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাড়ি ভাডার উপর 10% হারে নৃতন কর বসান হইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাঁড়াইবে 90 টাকা। বাজারে একপ করভার এড়ান

দশ্বৰ করিয়া দেখা যায় বাডিটির দাম হইবে 100 টাকা। বাডির ভবিশ্বৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মৃলধনে রূপাস্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িটি কিনিবে, এইরূপে ভবিশ্বতে চিরকালের জন্ম কর-ভার এডাইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিশ্বতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% স্থানে হারে তাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কমদামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। আর বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

বাড়িব বর্তমান মালিক ছই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দরুণ তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি সে এই আয়-য়াস এড়াইবার জন্ত বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজন্তই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানো করের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

করের এইরূপ মূলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অমুকুল পরিবেশ থাকে, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর আরোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনের হওয়া দরকার। স্থায়ী না হইলে করের ফলে উহা হইতে আর কমিবে, ফলে যোগান ব্লাস পাইবে। তথন
উহার দাম বাড়িবে। এইরপে করভার ক্রেতাদের উপর
মূলধনীকরণের
অপক্ত হইবে। বিতীয়ত, করটি এমন হইবে যে, সকল
ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না, কেবল

বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে।
সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকারীরা সর্বএই এই
কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না। তৃতীয়ত,
করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না।
করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a
reduction in the capital value of the asset); ইহা তথনই সম্ভব
যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়; চতুর্বত, করের পরেও সম্পত্তির
যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পর্কগুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে
না, উহারা মোটামূটি সমানই থাকিবে। যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর
বসান-র পরে যদি হঠাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়, তবে বাড়ির দাম
বাড়িয়া যাইবে, করের মূলধনীকরণ না-ও ঘটিতে পারে।

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন স্থবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের

বিপরীত দিকেও মূলধনীকরণ দেখা দিতে পারে মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপব কর-হার হ্রাস বা কোনরূপ বিশেষ স্থবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অন্ত সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই

বিশেষ স্থবিধা পাওয়ার জন্ত, এই স্থবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেতার। মূলধনে রূপান্তরিত করিবে, এবং বাড়ির জন্ত পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

জ্ঞানেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মূলধনীকরণ একপ্রকার প*চাৎমুখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদের মতে নৃতন ক্রেতা সম্পত্তির জন্ত কম দাম দিয়া করের ভার প্রাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া

কর-অপদারণ ও কর-মূলধনীকরণ এক নয় দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিঁস্ত, করের অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিষেপার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার

বিক্রয়ের সময়ে এই করের দক্ষণ দ্রব্যটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যস্ত কমিয়া যাইতেছে

বিক্রেভার নিকট হইতে কম দামে ক্রেভা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিভেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের স্থানে হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান এইজন্ম বলিয়াছেন "If a tax is shifted, it cannot be capitalised; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

করেকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল: আয় কর (Nature and effects of few taxes: Income-tax)

জ্যিজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসের মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অমুমায়ী ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাথিয়া ইহার হার আয়করের গ্রুক্ত কি সাজান চলে। এই কর আদাবের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কব হইতে সরকারের কত আদায় হইতে পারে তাহা মোটামুটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সন্তবপর। আয়-করের আরও একটি স্থবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামুটি ইহার প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের তুলনায় বেশি।

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আয়ও ছই ধরণের কর সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। অভি-কর (super-tex) বলিলে বুঝা যায় উধর্ব আয়য়য়য় সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ আয়-করের সহিত এইরূপ অভি-কর আরোপ করা হয়। অভি-কর ও কোম্পানী কর ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় য়ে, কোন এক নির্দিষ্ঠ শুরের পরে টাকার বা আয়ের প্রাপ্তিক উপযোগিতা খুবই কম। বোধ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় য়ৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিঠান সমূহের মোট মূনাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বলিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীব আয়ের উপর এই কর আয়োপ করা হয়। কর-আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায় করা হয়।

কথা হইল কর আবোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার তুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দ্বিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিম্নলিখিতভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে: আসল আয়, মানসিক আয এবং আর্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোত পাওয়া যায় তাহাই আসল আয় (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পার, তাহার সেই সকল উপযোগিতার স্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আয় (Money Income) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরপ টাকা সে পাইতেছে। আ্বায় বলিলে কি কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ বুঝা যায় করা চলে না, কারণ ইহা নিতাস্ত অন্তভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অরুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিখু তভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পার। অম্ববিধাজনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিদাবে ধরা হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিদাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপকাঠি হইতে পারে না। অর্থাৎ আয় সমান ছইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির আদল আয় পৃথক হইতে পারে। তাই অনেক দেশেই, কর আবোপের সময় ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে টাকা ছাড়াও "অহান্ত স্থবিধা গুলি" হিসাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিসাবে কোম্পানী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল স্থবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা হয়।

ব।ক্তির আয় হিসাব করার সময়ে একটি গুক্তবপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার।
মূলধন হইতে যাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে কিন্তু
মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ তাহাতে দেশের মূলধন হাস
পাইবে। স্থতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার
মধ্যে মূলনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে অকুয় রাখার উদ্দেশ্যে স্থল আয় হইতে

ক্ষঃ-ক্ষতিপূবণ বাবদ কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য নাট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থুল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রন্থে অধ্যাপক হিক্স্ 'আয়' কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-স্কুত্র অবস্থার মত সমান স্তরে থাকিতে পারে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অস্ক্রিধা হয় না। ইহা তথনই সম্ভব হয় যদি তাহার মূলধন অক্কুর্ম থাকে।

কর-কাঠামোকে মোটামৃটি স্থায়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিয়তম একটি
সীমা পর্যন্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই
নিয়তম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার
আর্থিক দায়িত্বের কথা অরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয়স্থায়তার নীতি
অরসমূহে আয়করের হার থুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে
করদাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার।
স্থার জোশিয়া স্থ্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন।
যেমন, তাঁহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য
করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটির
তুলনায় বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

সাধারণত এক বৎসরের মন্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ সেই বংসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডারের

হিসাব ধরিয়া বারো-মাসের মধ্যে ঐ আয়ে তথন পাওয়া আয় কথন হাতে আসিব বা কতদিন ধরিয়া উঠা স্টে হইল অয়েন, তথনই আয়ের স্টে হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। মজুরি মাহিনা স্কদ প্রাভৃতি আয়ের কেত্রে ইহা

কিছুটা সভ্য হইলেও মুনাফা বা রয়াল্টির কেত্রে ইহা সভ্য নয়। প্রভিটি

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নৃতন ব্যবসায় হইতে প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক স্থনাম সৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য শুরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চল্তি বৎসরকালের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে তাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা ভায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আয় করিয়া যঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বংসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বলিয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসবের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বিলয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড়-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসবের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বিলয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসবের আয়কে

করের ভিত্তি হিদাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন গড়-বংসর পদ্ধতি ও প্রবর্তী বংসর পদ্ধতি বংসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই ছইটি

পদ্ধতির পারস্পরিক স্থবিধা-অস্থবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।
পূর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল
ও স্থবিধাজনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতির ক্রটি হইল
পূর্ববর্তী বৎসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহাতে
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গ ৬-বৎসর
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বৎসর পদ্ধতির অস্থবিধা হইল এই যে, 'লোকে পূর্বের
ভাল বৎসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল তাহা বিশেষ দেখা যায়
না, তাই পরবর্তী বৎসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অম্থায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট
হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বৎসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বংসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বংসর পরিবর্তন, এই ছটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বংসব পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশ্র পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বংসর পদ্ধতি (currnet year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খ্বই স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুক্তপূর্ণ একটি ভ্রটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় হিসাব করার অস্থবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বংসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবহাও (refunds) রাথিতে হয়।

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমর। উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্জের ও কাজকর্মের ক্ষমভার উপর আযকরের ফল কি আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আয়করের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত ইইবে। স্থতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনবাত্রা বিচার করিয়া নিমতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের সঞ্য ও কর্মোগ্রমের উপর। প্রতিটী করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া ক্ষমতার উপর তুলিয়া লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্যের ও কর্মোগুমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার বায় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর স্থদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আয় বাডিবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার তুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চায়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরূপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর।

সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছার উপর যদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বা পরিবারেব সকলেব নিরাপভার তহ্য, তবে

আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা, ভবিষ্যৎ চিস্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাডিয়া যাইবে। স্বতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নির্ভর কবে। অস্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্ত চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় ও কর্মোত্তমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্ত চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোত্তমের ইচ্ছা বাডিয়া যাইবে।

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যথন আয় করিল তথন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সেকর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। স্থতরাং এই সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া নিয়াছে। পরে যথন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় স্পষ্ট হইতে থাকে তথন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, আয়কর প্রাক্তপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ভবল কর আরোপণ

ইহা সঞ্য়ের উপর ছুইবার কর-আরোপ করে কি না (Double Taxation)। মার্শাল, পিশু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ক্রটির কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশু স্থার জোশিয়া ষ্ট্রাম্প এই বিষয়ে

একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বংসরের কর ঠিক সঞ্চয়ের উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চয়-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'র দরণ স্থেরাং প্রকৃতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া ট্যাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয় স্টের কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই

আম-করের আঁওতায় পড়ে; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর বিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজাচক্র রোধের কাজে ইহার কার্যকারিতা (contracyclical role) সম্পর্কে আধুনিকবালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Antomatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়। হইতেছে। চক্র-বিরোধী করনীতির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অস্ত্র হইল এই আয়কর। এইরপ কর-নীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে বেদরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাফীতি मिथा निष्ठ भारत । अभूर्ग कर्मनिर्धार्गत छरत, यथन छै९भानक ও ক্রেতাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তথন ফিসকাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য আয়করের চক্রবিরোধী করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয় ভূমিকা বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাডিতে পারে। কিন্তু আয়কর হ্রাস করিয়া ভোগব্যয় সাধারণত বাডান যায় না। নিম্ন আয়স্তরে করভার লাঘৰ করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া স্নৃদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে ধীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ভতটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজ্যচক্রের শার্ষদেশে পৌছিতে থাকিবে, নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাডান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের বিবিধ সমস্তা (Miscellaneous Problems of Income Taxation):

(১) মূলধনী লাভের সমস্তা (The Problem of Capital Gains) আয়করের যত সমস্তা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুক্ত্বপূর্ণ হইল মূলধনী লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্তা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

ষদি পূর্বাপেকা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মূলধনী-লাভ হইল বলিয়া মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পতিটির বিক্রেয় করিয়া উহার ব্যয় বা ক্রমৃল্য অপেক। অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলধনী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা মূলধনী-লাভ ও ক্ৰতি পাওয়া গেলে মূলধনী-ক্ষৃতি ঘটে। স্পৃষ্টই বঝা যায় যে. कांशांक वाल : মৃশ্ধনী-লাভ ঘটলে ব্যক্তির কর প্রাদান ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমত। হ্রাস পায়। এইরূপ মূলধনী-লাভ কথনও নিয়মিত ঘটে না; ব্যক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় বা ক্ষতি দেখা দেয়। মুলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র; (১) কর ভার এড়াইবার উদ্দেশ্মে ব্যক্তির খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা; এবং (৩) উচ্চআয়গোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাহর্ভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধিকালে মৃলধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মৃলধনী (नथा (नग्र।

মূলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলধন নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিয়মিত ধারায় যাহা পাওয়া যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিয়মিত, উহা মূলধনের বিক্রয়-মূলের উঠানামা মাত্র; ইহাকে আমরা ইহাকে মায় বলা চলে কাই আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি না * অপরপক্ষে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা

বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রন্ন মূল্য অংশেক। বিক্রন্ন মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হাতে

টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, ভাহাভে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, মূলধনী-লাভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির কবপ্রদান ক্ষমতা রদ্ধি পাইতেছে; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে ষ্মাসিতেছে যে তিনি উহা ভোগবায় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনবপ স্মস্বিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিয়া মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সম্য হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। কয়েক বংসরকে হিসাব-কাল বলিয়া তবুও ইহা করযোগ্য ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পর কেন মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা यात्र। किन्छ এই मञ्जादनात ऋर्यांश थाकित्नई तृहर रादमाग्रीता উहात त्रीनत्ज নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যথন মৃশধনীক্ষতি ক্রমশ দেখ। দিতে থাকিবে তথন সরকার কিছু কিছু मृनधनी क्रिकार श्रीकांत्र कतिया जन वर्ष्ट, किन्न हेशांव मर्दे धारां श्रीकांत्र করেন না। ভার-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনের স্থবিধার দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়,
মূলধনী লাভ-করের হারও সেইরূপ হইবে কি না। বলা হইবাছে যে, সাধারণ
ইহার হার কিরূপ চল্তি আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে
মূলধনের বাজারে বছবিধ সংঘাত স্টে হয়, আহা ও
বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলধনেব বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা
দেয়। যেমন, অবনতি-কাল স্থক হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের
শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উপ্তত হইবে, লোকসান
দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে।
স্থতরাং উচ্চহারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অস্থবিধা আছে।

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income Unearned Income)

আয়কে আরও তুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 'উপার্জিভ' আয় ও 'অঞ্পার্জিভ' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরি শ্রমসাধ্য কাজকর্ম হইতে যে আয় হয় তাহা উপার্জিত' আয় : আবার শেয়ারের লভ্যাংশ স্থদ প্রভৃতি অনায়াদলক যে আয় তাহাকে 'অমুপার্জিক' আয় বলে।

'অমুণার্জিত' আয়ের তুলনায় স্বল্লহারে 'উণার্জিত' আয়ের কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্ল আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্রেই তাঁহাদেব আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অমুণার্জিত', এইরূপ আয়ের অধিংকাশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় আবার স্থানিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় য়ে, তাহা হইতে আবাব 'অমুণার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিক্দ্ধে ছুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ হইতে আয় অনেক সময় ,উপাজিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি অনিশ্চিত। বিতীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত 'অনুপাজিত আয়ের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দক্ষণ প্রাণ্য।

অস্থবিধা হইল এই যে করের উদ্দেশ্যে এই হুই প্রকার আয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। 'উপাজিত' আয়েব তুলনামূলক ভাবে স্থবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিমতম করম্ক্তির সীমানা যথাসম্ভব উচুতে রাথা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আয়কর আরোপ করা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আদিয়া পড়া। এই আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্ত সে আকস্মিক আয় কাহাকে বলে: ইহার ছই রূপ কোনরূপ চেষ্টা করে নাই। অধ্যাপক পিণ্ড (Pigou) এই শন্দটিকে আর একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের

অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আকস্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা হই ধরনের আয়কর দেখিতে পাই: প্রথমটি হইল জমির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অতি-মূনাফার উপর কর (tax on wartime excess profits)। আকৃষ্মিক আয় বা অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার অপক্ষেবছ যুক্তি দেখান হইয়ছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নৃত্ন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্ত সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একাস্কভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মূনাফা-করের অপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে।
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তান্ত ক্ষেত্র হইতে
সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে।
বিলয়াই তাহারা এই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে
২ ৷ অতিরিক্ত মুনাফার
আর তাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা রৃদ্ধির উপযোগী
চাহিদ। ও পরিবেণ স্থাষ্ট করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল।
তাই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে
তুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে।
যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্ধ পূর্ব হুই বংসরের গড়
মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বংসরের
গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের উধ্বের্ব সরাসরি
একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অস্ক্রবিধা থুবই বেশি।
বেমন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই
মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন স্থদের হার
এই সকল করের
অহবিধা
কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির
দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে।
কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য ক্মিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

যদি কোন অঞ্চলে এইকপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইকপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতে হ মৃত্যুকর একঠি গুল্ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কবিতেছে। এই করের গুল্ত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থনৈতিক; ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদায় হইবে, তাহা নহে। ক্ষেণ্যকর কাহাকে বলে: ইহার ছইটিরূপ
ক্ষেণান বাক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যথন উত্তরাধি-কারীব নিকট হস্তাস্তরিত হয় তথন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইরূপ মৃত্যুকর সাধারণত ছই ধরনের: সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বল্টিত হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মৃণ্য অন্থ্যায়ী উহা হইতে এই কর আদায় করা হয়। কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তাস্তরিত হয়। (২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বল্টিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইনপ মৃত্যুকর আরাপ করিয়ছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতের। ইহার স্বপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজ্ঞাল বিস্তান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপকারিতা তত্ত্ব (benefit theory) অনুষায়ী বলা হইয়ছে যে, সমাজে সকল অধিকার স্বাষ্ট্র করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পাত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপা্। দিত্তীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদ্বৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্ববিষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্ববিষমেয়র পরিধি সংকুচিত করা প্রন্থোজনন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবন্ধশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া हरेशा शिल—ज्यानारक এरेक्नि विलिख ठाएरन। ठजूर्यक, जाइकोल हेश ममर्थन করা হয ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অমুসারে (ability to pay principle) বলা হয় যে, যদিও উওরাধিকারস্থত্তে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আক্ষিক (windfall) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উত্তৰ হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যভার নীভি (principle of special ability) অমুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন-र्याभाजात नीजि व्यष्ट्रयायी এই कत ७५ ममर्थनीयह नय, हेरात कमत्र्वित रातछ অবশ্য বাঞ্চনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূরবরতী, আকস্মিকতার মাতা তত বেশি, করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অমুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে হুই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলে: সস্পত্তির আয়তনের দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্ভিতার দিক হইতে।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ধরনের করটি দিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর স্থবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর

সম্পত্তিকর ও উর্ত্তরাধিকার করের ভূলনামূলক স্থবিধা ও অস্থবিধা লক্ষ্য রাথিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রাদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাথা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয়না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্ত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে

বাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত—
ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে
ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা মুক্তিসহত
নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা
বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজ্ভ মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পাবেন যাহাতে কাহারও খুব কম আবার কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে— এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দ্ববর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বিশ্বা কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। স্ক্তবাং উত্তরাধিকাব-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন বদুলাইয়। দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইকপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়। ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে, কিন্তু কেইন্স ও তাঁহার অয়গামীরা ইহা পছন্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল বিধা-বিভক্ত। ক্রত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিধাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবাধ বা কল্যাণাকাংগা এই আয়-বৈষম্য সহ করিতে পাারত না। বিধিপ্তিত-বিবেকের য়ন্ত্রণা তাঁহাদের সহ্থ করিতে হইত। কিন্তু কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা

দেখা দিয়াছে। সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইনস্ কেইন্সীয় দৃষ্টতে এই করকে দেখা একটি গুক্ত্বপূর্ণ ফল। অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি

জাগাইতে হইলে ভোগব্যয় বাড়ান দরকার, এবং ইহারই জন্ত চাই স্বন্ন প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। সম্পন্ন বনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়। আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা ভূলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহাধ্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার উপযোগী কর-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই সম্পকে বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকার)দের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, ইহা উপরের তুই এেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বন্টনের অধিকারী, তাই কর-পাত তাহারই উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির উপরই মনে করা করা চলে। অপরদিকে, বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের মত্যক্রের করপাতঃ

মৃত্যুকরের করপাত:
নিজস্ব অংশ, তাহাদের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং
মৃত্যুক্তির সহিত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরবভিত্যা—এই সকল

বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ কর। হয়, স্থতরাং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই ছই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এথনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃত্বয়িজর পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিস্কু য়িদ্মুত্রর পূর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্রে স্থ্রহৎ সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীয়া স্থাথে-স্মুছ্নেদ থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্রে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাণ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাথিয়া যান, তবে কি মৃত্বয়িজর উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃত্বয়িজ য়িদ করের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত ম্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইছ্রার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইছ্রা বছ বিচিত্র রূপ লয় বিলয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ স্থত্র বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এই অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্ম তৃতীয় একদল বলিতে চাহে যে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিছু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল বে, কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আার-করের ফলাফল ভুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর (deferred income tax) বলিয়া মনে করা

তুলনা

চলে। আয়করের কেত্রে, প্রতি বৎসর আয়ের উপর কর মৃত্যুকর ও আয়করের আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বৎসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে

পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থক) হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (tax base) হইল তাহার বাৎস্বিক স্বার, স্বার মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিন্ত এই তুলনা আর বেশিদ্র টানা চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। স্তরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়। লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-স্বায়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর— উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই হুই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত গুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল (psychological effects)।

বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর ষ্পপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্চয়ের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসরিক আর হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইরা দেই

কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, বান্তব ফলাফল: ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়া আন্নকয় উন্নতভয় মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের

তুলনায় মৃত্যুকরের আওঁতায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

ব্যক্তি যদি মৃত্যুকর দেওয়ার জন্ম বীমাব্যবন্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্তে নির্মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলেও আরকরের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্গায়ের অধিকতর প্রতিকূল। ইংলণ্ডেব কল্উইন কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের মনন্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা ষায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাডাইলে কর দিতে হইবে, তাই নির্দিষ্ট কোন এক সীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক হহ'তে পারে। এইরপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়েব ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিল্ক মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি তাহার জীবদশায় কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরের। সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশু কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল ভাগ লোকই নিজের জীবদশায় ধনী বলিয়া পরিচিত মৃত্যুক্ব উন্নতভর হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনৰূপ বাধা দেয় না। পুত্ৰকলতের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্ত হয ভাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কাবণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জগুকর প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাথার উদ্দেশ্মে বর্তমানে কর্মোত্মত ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। স্থতরাং সঞ্চয় ও কর্মোন্তমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেক্ষারুত ভাল।

ব্যয়কর (The Expenditure Tax):

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আয় অথবা ব্যয় — কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতালী ধরিয়া পৃথিবীতে বাদ-করের পূনবজীবন বাদাহ্যবাদ চলিয়াছে। হব্সের লেখা হইতে হুরু করিয়া জন ইৣয়াট মিল, মার্শাল পিশু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে কবের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন কবিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রেথকর বা আংশিক ব্যন্থকর বা বিশেষ ব্যন্থকর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যন্থকর (General Expenditure tax) ইহা হইভে পূথক। সাধারণ ব্যন্থকর আরোপিত হন্ন ব্যক্তির মোট ভোগব্যন্থের উপর; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আন্ত্রন্থের মৃতই নির্দিষ্ট কিছু নিস্কৃতির সীমা (exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে।
বিক্রম-কর ও
তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও ব্যয় একটু পৃথক বটে।
আর-কর হইতে লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল ব্যয়, অপর অংশ
ইহার পার্থক্য কি
সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। স্কতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে
আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতর। আয়কে যদি সম্পদের নিয়মিত প্রোত হিসাবে
ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ যাহা ভোগের উদ্দেশ্তে ব্যয়িত হইতেছে,
শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয়
আপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর ভিত্তি
অধিকতর প্রসারিত।

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যন্ন হিদাব করা যাইবে কি উপায়ে ? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইল: প্রথমে, বৎশরের স্কৃতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্বআমানতের পরিমাণ হিদাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই
বংসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্ব-আমানত
এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইকপে ব্যক্তির বাৎসরিক
ব্যায়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যবকর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড।

১। করবঃন্যোগতার দিক হইতে বিচার করিলে আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধর। হয় না, বেমন হঠাৎ কোন হয়েগে বা সম্ভাবনা হইতে জায়, অনিয়নিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রভৃতি। এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-

ষোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন হত্ত হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আফুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

বিতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে তাষ্যভার কথা তুলিয়াছেন।

এই স্ত্রে তিনি হৰ্সের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাগুরে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাগুর হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিছেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিম্বতে ব্যয় করিলে সর্বশেষজ্ঞরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। প্রাণো এবং উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, তাযায়তার দিক

হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর ২। স্থাযাতার দিক হইতে বিচার করিলে বায়ুকরের স্থাপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন

ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজন্ম স্মভাব পৃথক থাকার বায়ের পরিমাণ পৃথক হইতে পারে। স্কৃতরাং বায়ের পরিমাণই ন্যায়ত করআবোপনের ভিত্তি হওয়া উচিং। তাহা ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগুফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে
সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আবোপন (Double taxation) ঘটে। বাজির যে
আয় সঞ্চিত্ত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই
সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার বাজিকে কর দিতে হয়। বায়করে
এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আঁওতার
মধ্যে পড়ে না। তৃতীয়ত, ক্যালভরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা
হ্রাস পায়।*

ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আঘশেণীর লোকেরা আরও
সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রাস্তিক
ও। সঞ্চয়ের উপর
হার (marginal income-tax rates) এত বেশি যে
বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষা
আনেক বেশি টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ

^{*&#}x27;income taxes, by reducing the net income from savings, distort the choice of the individual between present and future consumption, by making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons are prevented from making their choices in terms of the relative costs to society of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. In simple terms, persons are given added incentive to consume new." Due, Government Finance, P 275.

कतिल, এই व्यवहा मृत इहेरव। नानाविध वारात्र व्याक्तिमा लाभ भाहेरव, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অহুন্নত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অমুকরণ कन्नान" हेष्हा थुदहे (विन (Demonstration effect)। मूलधन-गर्ठतन সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল. ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানী ও ধনীব্যক্তিদের হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না,

ইহার প্রভাব

ইহার প্রভাব

বিনিয়োগের ইচ্ছাও হ্রাস পায়, কারণ বর্ধিত আয় হইতে ৪। বিনিয়োগের উপর
 বৃহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। ে। কর্মোত্রমের উপর তাই, ক্যালডরের মতে, আ্যকরের ফলে ঝুঁকিবছল विनिर्शार्श मुल्यन निश्क रहेर्ड हांग्र ना। वाग्रकरवन

সেইরূপ কোন অস্থবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্ষ বাডাইলে উহার উপর কর আরোপিত হয় না, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

প্রুমত, আয়ুকরের তুলনায় কর্মোগ্রমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে. ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এড়ান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

বায়করের বিকদ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, ভারের দিক হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাত্রন্থতা (discrimination)। যাহার৷ অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় হয়; কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিয়া টাকা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের ব। রূপণ লোকদের অধিকতর স্থবিধা; বড পরিবার বা বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেশি হয়

ইহা ১। পক্ষপাত্রস্থ ২। সংকোচনশীল ৩। আধায়গত অহুবিধা

এইরূপ পরিবারের অস্থবিধা। তাই ন্তায়ের দিক হইতে ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশ্র এই ত্রুটি দ্র করার জন্ম উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে ; কিন্তু উহাতে এখনই সরকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা। বিতীয়ত, মূড়াক্ষীতির সময়ে এইরপ ব্যয়কর মূড়াক্ষীতির

প্রতিরোধের জন্ম ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই

করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুটা বেকারি থাকে, তবে ব্যরকরের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইরা তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাট্তি ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোগ্যম কিছুই বিশেষ কমায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ লগ্ন ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কমে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে অ্যাকরের অন্ততম একটি অস্থবিধা হইল ইহাকে স্বষ্টুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অস্থবিধা ইহার একটি অন্ততম প্রধান ক্রটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে তৃইটি পদ্ধতি গৃহীত হইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আ্বব্যয়ের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আ্রোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আ্রমেরিকায় বলে থব্চা-কর (spendings tax); আর ইংলওে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কব আ্রোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আ্রাদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অ্বসারণ করিবে, ফলে প্রক্রতপক্ষে দেশের ভোগবায়ের উপর হইতেই এই কর আ্রাদায় হইয়া যাইবে। এই ছই

পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোন্টি মন্দ তাহা ছুই ধরনের বায়কর পদ্ধতির ভালমন্দ প্রভাক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার

মোটামূট ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান ধার। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, ভার-অভারেব বিচার অর্থায়ী বিভিন্ন আয়ন্তরে বা ৰায়ন্তরে হার নির্ধারণ করা যায়, মুদ্রাক্ষীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অস্থবিধা। সাধারণ পণাকরগুলি আদায়ের দিক হইতে স্থবিধাজনক হইলেও ইহার ভার এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধ মান করিয়া তোলা চলে না, মূদ্রাক্ষীভিবিরোধী ক্রমতাও ইহাদের কম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রেয় কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার বিশেষ বা নির্দিষ্ট একটি অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই অনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

বিক্রয় কর (Sales tax) ঃ

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে ষতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রম করের প্রকৃতি সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আদায় হয়। সামগ্রিক বিক্রয়কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়কর কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যহার্য খাত্তব্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিবে রাখা হয়। এই করের ঐতিহ্ স্প্রাচীন বলিয়া দাবি করা চলে, কারণ কোটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয়করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বল। হয় বে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়করের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়, আর আয়করের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমর। জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্বোর মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয় উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর

* আবগারী গুন্ধ, কাষ্ট্রমন্ গুন্ধ প্রভৃতির স্থাব বিক্রমকরও একপ্রকার আংশিক ব্যবকর (Partial outlay tax)। বিক্রমকরের স্বপক্ষেও বিপক্ষে যুক্তিন্ম্হ এবং আলোচনা সকলই আংশিক ব্যয়কর সম্পর্কেও প্রবোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্যয়কর আলোচিত ইইল না।

হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটাম্টি
হিলতে রেভিনিউ বেশি
ও ন্তির

মারুপাতিক হারে । সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধনশীলভার দরুণ আয়কর
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয়কর হইতে
আদার ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়করের
তুলনায় বেশি।

থিতীয়ত, শাসনভান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার স্থাবিধা আয়করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, আয়করের ফ্রেটিগুলি এখানে নাই, অথচ আলাফের হবিধা প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে,

করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুথে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ক্রেতার নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আয়কর যাহা করে তাহার তুলনায় ব্যয় কর বা বিক্রয়কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

তৃতীয়ত, অপূর্ণয়োত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীতিবোদের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল দেশে বিক্রয়-করের গুরুত্ব বেশি। এই করের আদায়গত প্রবিধা বেশি আবার খরচও কম। এরপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেতারা বিক্রিপ্ত ক্রেতাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরপ আদারের খরচ ওহালাম বলা হইয়া থাকে। আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে ক্রন্তানো আরের জনর রাণান যায় যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয় করে তাহা হয় না, কর আরোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাকা আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়করের নিরুৎসাহী প্রভাব (disincentive effect) খুবই তীত্র, তাই অনেকে কর-ভিন্তি হিসাবে ব্যয়কেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুক্ত একান্তভাবে পক্ষপাতমূলক

(discriminatory), কিন্তু বিক্রয়-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর
আদায় করার প্রকৃষ্ট পস্থা হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা।

চতুর্থত, যাহার। ব্যয়ের অধিক অংশ নিম আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কর আরোণ করাই গরীবদের উপর করহাব বুক্তিযুক্ত। আয়করের তুলনায় বিক্রয়-কর নিম আয়-গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে দ্রুত মূলধন-গঠনের জন্ম তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্বপক্ষে কথা বলেন।

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্দেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানামা বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সন্তবপর।
অর্থাং বিক্রয়-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া
তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি-যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়বাণিজ্যচক্র বিরোধী
কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, মৃদ্রাক্ষীতির

শ ক্রি

গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরপ, সংকটকালে.

বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূবের আদায় করা
টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশন্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অভাভ ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাক্ষীতি রোধ করার উদ্দেশ্তে দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন, তথন এই কর আরোপ কবা চলে। করের দক্ষণ ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বছ প্রকার আলোচনা হইয়াছে। প্রথমত, ইহার
আর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা
আয়কর আদায় করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়,
কিন্তু একটি টাকা ব্যয়কর বা বিক্রয়-কর আদায় করিলে
সামগ্রিক-বায় বেশি পরিমাণে কমে। দৈশের মোট
ব্যয়ের উপর এইরূপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া
তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যথন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে আছে বা
বাণিজ্যচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করের ফলেলোকে বায় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দিতীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা প্রায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমামুপাতিক হারে, তাই নিমে আয়-গোষ্ঠীর উপর করভার তুগনা মূলকভাবে বেশি। উপরস্ক, উচ্চ আয়-গোষ্ঠীতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত্রয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠীর লোকের। সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ ব্যয় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ আয়-গোষ্ঠীর লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি শুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবা-মূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের অধোগতিত্ব (regressiveness) আয়ও বেশি।

করের অধাগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয় না, কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধাগতিম্লক হইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রমিট দূর করার উদ্দেশ্যে সাধারণত খাতা বস্ত্র ও নিম্ম আয়-শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি করের আঁওতা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

ত্তীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও আনেক আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাত্তই। আদায়গত অস্থবিধার জন্ত কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা ইলা খুবই পক্ষপাত চলে না, বেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ, স্থসজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার করেন, অন্তের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন। সমান আয়বিশিষ্ট পরিবার গুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন। অবশ্র থাতা ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত অনেকটা কমিয়া যায়।

উপসংহারে বলা চলে যে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রম্বর

আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার निकট नकल युक्तिहे सान दहेशा यात्र। हेश हहेल, এहे কিন্তু আজকাল সর-করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের কারের টাকার রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসস্তোষ দূর করিয়া কোন মতে এই প্রযোজন বেশি ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রেব হাতে বেশি টাক। থাক। দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি। বন্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়। চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ত্রুটি কিছুট। দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে হয়, তবে সর্বশেষ স্তারের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন বিভিন্ন ধরনের বিক্রয করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খচরা বিক্রয়ের কর উপর যদি করটি আরোপিত থাকে. তবে দামের সঙ্গে কর যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyramiding) তথনই ঘটতে পারে, যদি করটি প্রতি-স্তবে আদায়-শোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরেব ব্যক্তির উপর করভার অপসারণ করিয়া দিতে পাবে। এইনপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফার্ম বা ব্যবসায়ীর। লম্বনুখী প্রদারণ স্তরু করে (vertical expansion)। ইহা সম্ভব হইলে বছ বিন্দু করটি প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইয়া পডে, একমাত্র খুচরা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আদাযের স্থবিধা বিবেচনা কবিলেও দেখা যায যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতব স্থবিধাজনক।

जनू भी लनी

- 1. What are taxes? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.
 - 2. Enumerate the principles that should guide the system of taxation.
 - B How would you justify the principle of progressive taxation?
 - 4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.
- 5. Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations
 - 6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation?

- 7 Discuss how equity in taxation can be ensured.
- 8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay?
- 9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless?
- 10. "Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning" (Dalton)—Explain.
- 11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence for taxation.
- 12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.
 - 18. How far, in your opinion, the moome tax may be shifted?
- 14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly. (c) Customs duties, (d) a tax on Land & buildings.
- 15. What is meant by Capitalisation of taxes? Discuss how far 'an old tax no tax'?
 - 16. Discuss the effects of taxation on will to work and save
 - 17. Discuss the concept of taxable income.
 - 18. How far Income tax checks the incentive to work— and save?
 - 19 What is a Capital gains tax? Discuss its nature and effects.
 - 20. Discusse the importance and effects of Death duties.
 - 21. What is Expenditure tax? Do you support it instead of Income tax?
 - 22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy
- 28. Write short notes on: (a) gift tax, (b) customs, Excise and use taxes.
 - 24. Compare Income tax and Death duties.
 - 25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

সরকারী ঋণ

Public Debt

আম হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ন্তায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে মথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোব করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে भारत ना। (२) मतकांत्री अन मल्पूर्ण ज्यभतिरमाधा ना **চित्र**श्रायी धतरनत হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে ব।ক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রীয কোন তারিথ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ঝণেব পার্থক্য অনির্দিষ্ট কালের জন্ম ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ কবিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া ঘাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (•) রাষ্ট্র নৃতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত ক্রিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিক্ট হইতে ঋণ গ্রহণ ক্রিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইরূপ কোন স্থবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বদাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পৃথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে বাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায় কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি

রাষ্ট্রায় ঋণের যুক্তি-দঙ্ভ কারণ্দম্ভ

স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিম্ভাপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া

উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক বায়েব প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তথন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্তে বা বিশেষ ধরনের শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন ; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের বায় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা

হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় সৃষ্টি হইবে, স্নতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাথ। চলে। ওই সকল

বাষ্ট্রায় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই স্থানহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

অ্যালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত তিনটি,ঃ (ক) যে-সকল উপকরণ ব্যক্তিগত কেত্রে আনেন ও ব্রাটনলীর ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে মতে নিযোগ করার উদ্দেগ্র, (খ) অব্যবস্থত বা অনিযুক্ত উপকবণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগেব উদ্দেশ্য, এবং (গ) আকৃত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য।

সাধাবণ হাবে হ্রদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ করা না যার তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি অনিক ঋণ আগও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে করার বিশেষ পদ্ধতি প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) %ণ প্রদান সমূহ ক্রিলে উহা হইতে প্রাপ্ত স্থণকে আয়কর হইতে অব্যাহতি

প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য জানিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রম্ব করা, যেমন, 100 টাকার সরকাবী ঋণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪) ঋণপরিশোধেব সময়ে ঋণপত্রের লিথিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার খাণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা ফেরৎ দেওয়া)।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা ছারা আকস্মিক প্রয়োজন মিটানো

সম্ভবপর হয়। কর আদায় কর। সমর্যাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেক্দ্রায় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যু**ক্তি বা ঋণে**র উপকারিতা and Means Advances); অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দার্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দার্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। (৩) যুদ্ধের সময়ে কর দারা ব্যয়

নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ ছারা ব্যয় মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি।
(৪) জনসানারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-রু কিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে
দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন স্বরান্থিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ
দেশের ঋণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঋণের পরিমাণ নিয়ন্তরনে সাহায্য করে
(থোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতির ছারা), মূদ্রাফ্টাতির নিয়ন্তরণ এবং সংকটত্রাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক
নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ
কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অমুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্রান্থিত
করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্ততম প্রধান স্বফল।

রাষ্ট্রীয় ঋণের ত্রুটি হইল (১) ঋণগ্রহণের স্থবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অথবা ঋণগ্রহণে প্রলুক্ক হইতে পারে। (২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। (৩) বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয়

রাষ্ট্রীয় ঋণের বিপক্ষে যুক্তি বা ঋণের অপকারিতা আয়ের একাংশ স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয়া যায়। (৪) প্রভৃত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে)। ইহার দরণ দেশে কর্মোজম

ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে। (৫) স্থানের ভার অধিক হওয়ায়
উহার আদল ভার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'স্থলভ অর্থের
নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ
ঋণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মৃলানের বাজারে ফাটকাদারির স্থবিধা হয়,
দামস্তর অন্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে
অস্বাভাবিক অন্থিরতা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Public Debt) । বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

- (১) কোন্কর্তৃপক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই অমুযায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয় ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানায় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।
- (২) যাদ জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা-মূলক ঋণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।
- (৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাদীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীন ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাদীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।
- (৬) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে; আর, যদি এই ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট কারয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহাকে আনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।
- (৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে ঝণ পরিশোধ করা হইবে, এইরপ ঝণকে দীর্ঘআবদ্ধ ঝণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বল্প ঝণকে স্বল্প-আবদ্ধ ঝণ পরিশোধ করা হইবে এইরপ ঝণকে স্বল্প-আবদ্ধ ঝণ বা
 ভাসমান ঝণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই
 সকল শব্দ ইংলত্তে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংলতে দীর্ঘ-আবদ্ধ
 ঝণ বলিতে বোঝায় এমন ঝণ যাহার স্থদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিন্তু
 মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা ভাই স্থায়ী
 ধরণের ঝণ, যেমন কন্সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্প-আবদ্ধ ঝণ
 বলিতে বোঝায়, যে ঝণ নির্দিষ্ট কোন ভারিথের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে
 ভাইবে।
- (৬) অনেক সময় রাষ্ট্র আয়েইটির দারা ঋণ গ্রহণ করে। এই আয়েইটি-গুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরস্তনীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েক বৎসর যাবৎ স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ কর। হয়। দিভীয় ক্ষেত্রে, যতদিন স্ম্যান্থইটি-ক্রেভা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিয়ামতভাবে স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান কবিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ কর। হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(१) ঋণেব দারা অর্থ তুলিয়া যদি এরপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা ।থ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দারা স্থদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সন্তবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি থুবই বাড়াইয়া দেয়—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেদ্ হিক্স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের ছারা গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যায়ত না হইলে অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তিনা বাড়াইলে উহাকে অন্তংপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যদি তাহা শুধুমাত্র নমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয়া দেয় (বেমন মিউজিয়াম্ বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেদ্ হিক্সের ভাষায় তাহাকে নিজ্রিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

যে সকল ঋণ-স্ষ্টিব কারণ অমুংপাদক ব্যয় এবং কথনই দেইরূপ ব্যয় হইতে সনাজে তৃপ্তি বা উংপাদন-ক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিয়াছেন।

সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Borrowing) ঃ

দেশের সামগ্রিক চাহিদ। এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ঋণের প্রভাব স্পাইভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎস হইতে সরকারী ঋণ আদিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন। ১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রয় করিয়া। এই উদ্দেশ্রে হয় তাহার ভোগবায় বদ্লাইতে হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যে-রূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগবায় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রয় করে না। যে বিশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞ্চয় নিষ্কে হইয়াছিল, সরকারী ঋণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আদে।

সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ত-বাবহার হইতে বাক্তি উহা সরাইয়া আনিয় সরকারী বণ্ডে থাটাইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, বও না কিনিলে ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় প্রসারের জন্ম ঐ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে পারিত। দিতীয়ত, বণ্ডগুলি পাওয়ানা গেলে ব্যক্তি অলস-নগদের রূপে সঞ্চয় জমাইয়া রাখিতে পারিত। অবগ্র বাজারে সরকারী বণ্ড থাকিলেই ব্যক্তি নিজের ব্যবসায ব। অলসভাণ্ডার হইতে সঞ্চথ স্বাইয়া আনিয়া বণ্ডগুলি কিনিতে থাকিবে তাহা নহে। নূতন সবকারী বওগুলি যদি পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি স্থাোগ স্থবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তবেই সঞ্চযের এইরূপ রূপান্তরণ সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, অস্তান্ত প্রকার সিকিউরিটি হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়া সরকারী বণ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে সেই অপরাপর সিকিউরিটির দাম হ্রাস পাইবে, স্থানের হার বাডিয়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। ২। ব্যান্ধ ব্যতীত অভাভ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী ঋণ উঠান চলে। বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা সম্ভবপর। এই সকল প্রতিষ্ঠান যথন সরকারী বণ্ড কেনে তথন তাহার। নগদ জমার পরিমাণ কিছুট। কমাইয়া দেয়। অভাগ আধিক সাধারণত তাহাদের সরকারী বণ্ড কেনার বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা আদে অন্তান্ত সিকিউরিটি কেনা কমাইয়া দিয়া। ইহাতেও, পূর্বের মতন, দিকিরিটির দাম কমে ও স্থদের হার বৃদ্ধি পায়। ৩। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির নিকট হইতে সরকার ঋণ করিতে পারে। অভ্যান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পার্থক্য হইল এই যে, ব্যাঙ্ক ঋণস্প্ট করিতে পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাক্ষঞ্লির হাতে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির নিয়তম বিজার্ভের উধেব টাকা থাকিলে সেই অতিবিক্ত নিকট হইতে টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বতু ইহার৷ ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে সরকারী বণ্ড কেনার ক্রয়শক্তি ইহারা নিজেরাই স্ষ্টি করে, ব্যক্তির ভায় কেবল এক ব্যবহার হইতে আমরা অপর ব্যবহারে সঞ্চয় সরাইয়া লইয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট-সরকারী বণ্ড 'বিক্রয় করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাঞ্চের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিলে যেরূপ সমাজের ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী বণ্ড কিনিলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়। যায়। কারণ এই কিনিয়া তাহার৷ সরকারের নামে রক্ষিত অ্যাকাউণ্টে জমার ব্র

পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, এবং সরকার সেই আাকাউণ্ট হইতে দরকার-মত চেঞ্চ কাটিয়া টাকা তুলিয়া লয়। সেই টাকা ক্রমে ব্যক্তিদের কেশ্রীর ব্যান্থেব নিকট হইতে আসে, তাহাদের নিজস্ব নামে কোন এক বাণিজ্যিক ব্যান্থে জমা হয়, ঋণস্প্টিব ধারা স্থক হয়। এইরূপ ঋণ করিলে তাই সংকোচনমূলক ধাবার কোনক্রপ সন্থাবনা তো নাই-ই বরং প্রসার

শীল ধারাক্র স্থ্রপাত ঘটিতে পাবে।

রাষ্ট্রীয় ঋণের ভার (The burden of Public Debt) ঃ

সরকারী ঋণোর ভার সম্পর্কে আধুনিক কালে বেশ কিছুটা মতপার্থকা দেখা যায়। কেহ বলেন উহা আশীর্বাদ, কেহ বলেন উহা অভিশাপ। বাঁহারা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা ঘাট্তি ব্যয়কে সমর্থন করেন; দেশের সামগ্রিক আয়ন্তর ও কর্মসংস্থান স্তর উন্নত করা একমাত্র রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। সরকারী ঋণ বাডাইয়া বিনিয়োগ বাডাইলে দেশে আয়প্রসারের সম্ভাবনা—ভাই তাঁহারা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, প্রাচীন ও অবাচীন: আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার নাই। অপরপক্ষে, বক্ষণশীল ক্লাসিকাল তত্ত্বের মতধাবা এখনও শুকাইয়া যায় নাই, তাঁহারা ঋণ বাাপাবটাকেই বাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দেহের হুর্বলতা ও অযোগ্যতার প্রকাশ বলিয়া তীব্র অপছন্দ করেন, ঋণপ্রসাবকে 'দেউলিয়ার পথ' বলিয়া গোষণা করেন। এই উভয় মতই একপেশে ইহাদের মধ্যে কোনটিই

বলিয়া গোষণা কবেন। এই উভয় মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই পূর্ণ সত্য প্রকাশ না কবিয়া অর্ধসতা প্রকাশ করে। জাতীয় ঋণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে—এই মতের স্ত্রপাত হয়

জাতীয় ঋণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে—এই মতের স্ত্রণাত হয়
অষ্টাদশ শতাদীতে। সেই সময় এই মত ছিল থুবই সত্য, আব 'দেউলিয়া'
কথাটিবও সেই যুগে এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইহাব কারণ হইল, সেই সময়

প্রত্যেক মত নিজের দৃষ্টতে সমস্তাটি বিচার করে জাতীয় ঋণ বায়িত হইত প্রধানত অপচয়মূলক কাজে,
সভায় যুদ্ধে বা অপ্রয়োজনীয় বিশাসবহল রাজকীয় আড়ম্বর
ও বিলাসবাসনে। কিন্তু আজিকাব মুগে সরকারী কাজকর্ম দেশেব আয়ন্তব ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে অনেক

বেশি পরিমাণে প্রভাবিত কবে, পূর্বেব ঐ দৃষ্টি লইয়া ইহাদেব আর বিচার করা চলে না। তাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই, কারণ 'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক পকেট হইতে টাকা লইয়া ইহা অক্স পকেটে ফেলা মাত্র। স্থদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা থরচ হয়, ভাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশেব সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশ্র এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের ঋণের জক্ত স্থদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তব হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাডাইতে সাহায্য করে না। ইহা আভ্যন্তরীণ ঋণের সমান উৎপাদনক্ষম হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্য হইতে ঋণ করিলে ভাহার নীট প্রতিদান অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের নীট প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যেই ঋণী, এই কথার গুকত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার

সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অভ্য হাতে আভ্যন্তরীণ ধণের কোন ভার নাই চলিয়া আসে, ঋণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ হাস পায় না; ববং এই ঋণের ব্যয়েব ফলে

উহ। বাড়িতেই পারে।

উপরের আলোচনায় অবশ্র একটি গুক্ত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেহে, প্রতিটি ঋণেব ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক হুই-ই আচে। আভাস্তরীণ ঋণেব ক্ষেত্রে আমরা নিজেবা নিজেদেরই নিকট ঋণী

আভাস্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে : কারণ ব্যক্তি ও জাতি একই নয

ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্তেরা সেই ঋণ শোধ করার জন্ত দায়ী। ব্যাক্তগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি স্থস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহার। একই ব্যক্তি নন।

সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদারবা (করদাতাগণ, কারণ তাঁহাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেহ কেহ মহাজনও হইতে পারেন (বত্ত-ক্রেতাগণ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন বাবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির স্থিধা করদাতা হিসাবে করভার বহনের অস্থ্রিধা ধারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

ভাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি না যে, দেশের

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যস্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভাব নাই। আভ্যস্তরীণ ঋণেব কোনরূপ তার আছে কি নাই তাহা নির্ভর কবিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-

উৎপাদন ও বণ্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচার করা যায ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে খাটাইলে ভাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার

তুলনায় উহা হওয়াব ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজেব মধ্যে এই ঋণমূল (principal)ও স্থাদের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটিতে পারে যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ঠ প্রকার ভার বাডাইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বণ্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উপরের এই আলোচনার পবে এখন আমবা জাতীয় ঋণের ভার সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচের এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

- (১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার স্য় দারা যে-সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্থদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অঞ্পোদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পডে, কারণ কর-রাজস্ব হইতেই উহার পরিশোধ বা স্থদ প্রদান করিতে হয়।
- (২) ঋণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পরিমাণ, আভাস্তরীণ বা বাহু, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শর্জ ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাডা, জাতীয় আয়ের কণভার পরিমাণের বিষয় সমূহ সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে ব্টিত আছে

—প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।

- (৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভার হৃইপ্রকার: আর্থিক ভার ও আসল ভার। ইহার প্রহ্যেকটি ভার আবার হুই প্রকারের হুইতে পারে—প্রকাক্ষ ভার ও প্রোক্ষ ভার।
- (৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঝণের প্রাক্তাক্ষ আর্থিক ভার হইল, স্থদ ও ঋণ পরিশোধের জন্ম যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। স্থদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, ভৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার; ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট ইইতে কিরণ অর্থ আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা ইইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট ইইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা ইইলে ঋণেব প্রত্যক্ষ আসল ভার কম ইইবে, অর্থাৎ আর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্য ঋণের পরোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ ভূলিবার জন্ম অধিক হারে কর বসাইলে দেশেব উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিযোগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাডাইবার কার্যে ওই অর্থ নিয়ে করা সম্ভব হয় না।

- (৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ স্থাদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হুইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তবিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীপ ঋণের পরোক্ষ অর্থিক ভার দেখিতে পাভ্যা যায়। কারণ, কে ধনী-গরীব সকলেই কর দেয়, কিন্তু স্থাদ হিসাবে আয়-বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয় করেন। একপ অবস্থায়, দেশের সম্পাদ গরীবদের হাত হুইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায়—সম্পদের এইকপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (খ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্থ হয়। (গ) কঙ্গাণমূলক সরকারী বায় কমে। (ঘ) দ্রবাদিব মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের আভান্তবীণ ঋণভার

 জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (৬) স্থাদের কর্মপ্রচেষ্টাও হ্রাস পায়। (৮ ব্যুদ্ধের সম্যে গুহীত ঋণের আসল ভার সুদ্ধের
- (৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঝণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের স্থায় তাহা রাষ্ট্রকৈ দরিদ্র করিয়। তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঋণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপব পডিতেছে, আনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা লার্নারের মত উহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যং বংশধরগণ সেই ঋণ অন্তকে নয়, নিভেনেরই শ্রিশোধ করেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও মোটেই

পরে বাডে, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও স্থদের হাব কমিয়া যায়।

শুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যন্তরীণ ঋণের ফুদকে কখনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রেব নিকট চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনবায তাথা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিব নিকট ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পবিশোধেব সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র-ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। স্থতরাং বাষ্ট্রা, ঋণ, উথার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব স্কৃষ্টি করে।

যদি রাষ্ট্র ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে আর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। বাাক্ষসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষরে নিকট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের দার। জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষও সেই অর্থের পরিমাণের অধণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাক্ষ ব্যতীত অভ্য ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসংকোচননাল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজেব ব্যয়প্রোত সংকুচিত হয়।

দামস্তরের উপর প্রভাব নিভর করে ছইটি বিষয়ের উপর : (ক) অথের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (থ) অর্থ নৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তর ও রুদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অস্তান্ত স্থত হইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও জ্বোগেপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে দামস্তরে রুদ্ধি না-ও হইতে পারে; অ রক্ষেত্রে, সেই ব্যাহের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর হির থাকিবে. কিন্তু

^{*} তবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান কবিলে এইকপ ফলাফল নাও ঘটনেত পারে।

পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাডিয়া যাইবে প

ঋণ-পরিচালনা সংক্রাস্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) স্থাদের হার প্রভাবান্তিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণত্রাহণের সময়, ঋণ গ্রাহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেণীর ক্রান্তের উপর
নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি স্থাদ দেওয়া হইবে
কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে,
ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি স্থযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নিধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজাবেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, দেই জন্ত ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব স্থাবের বাজাবেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, দেই জন্ত ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব

ঋণ গ্রহণ করিয়। সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদানসমূহ নিয়্ক হইতে থাকে। রাষ্ট্রায় ব্যয়ের ফলে উপাদানউপাদানসমূহ নিয়োগের
দিন-নির্ধারনের উপঃ
প্রভাব
সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্ধক।

সরকারী ঋণপত্র ক্রন্ন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার স্থান বা পরিশোধ করা হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব আয-বটন কাঠামোর তুলিয়া। স্বতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন প্রভাব শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পাদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয়

একপ করা হয় যে পুনরায় দেই অর্গ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আদে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ক্রত বৃদ্ধি পাইতেছে
এবং ক্রমশ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা
চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঋণ
উপসংহার
তোল। হইল, (খ) কিরূপে এই ঋণ বক্ষিত হইল, এবং
(গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষয়ের উপর।

† সোমানের মতে রাষ্ট্রীয় ঝণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্মিক সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওরা যার না; কিন্তু আালেন্ ও ব্রাউন্লীর মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা ফুদুর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঝণের হৃদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাকে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম। আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধারণভাবে নিম্লিথিত পদ্ধতিসমূচের দারা বাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকেঃ

- (১) বাজেট উদ্ধের দারা: যদি বাজেটে উদ্ভথাকে ভাগা গইলে সেই উদ্ভের দারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেথা যায় বাজেটে উদ্ভ হইলে তাথার দারা অভাত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় (যেমন কর্ত্রাস বা কল্যাণমূলক কাজক্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্যন্ত উহার দারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।
- (২) নিমজ্জমান তহ বিল (Sinking Fund): অনেকক্ষেত্রে ঋণ-পরিশোনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নির্মাত-ভাবে অর্থ জনা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জনা হইলে উহা হইতে ঋণ পরিশোধ কবা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে জনা দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়। আর, য়য়্মন য়ে-পরিমাণ অর্থ জোটানো গেল তাহা জনা দেওয়া হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতিবংসর তহবিলজাত অর্থের স্থদ উহার সহিত য়োগ কবিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা হইতে প্রাপ্ত স্থদ উহাতেই জন্মা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থা অন্যান্ত উদ্দেশ্যে ব্যয়্মিত হইয়া যায় এবং উহা দারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।
 - (৩) রূপান্তরণ ((Conversion): অধিক স্থান্তরনকারী ঋণকে কম স্থান্তরনকারী ঋণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে স্থাদের হার পূর্বাপেকা কমিয়া গোলে বর্তমানের কম স্থাদে নৃত্ন ঋণ কবিয়া পুরাতন অধিক স্থাদ বহনকারী ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণৈর ভার কিছুটা কমে।
 - (৪) মু**লধনা কর স্থাপন (** Capital Levy): সকল প্রকার মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভৃত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং

ভাহার দারা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মৃলধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার স্থবিধা হইলঃ (ক) ক্রত ঋণ পরিশোধ হইযা যায়, (থ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদেব উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও ন্যস্ক ব্যক্তিশা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহাবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে দেই সকল অল্লবয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ক হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়কবের অস্ক্রবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিকদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহাব বহু প্রযোগগত অস্ক্রবিধা আছে। (খ) সমস্ত রাষ্ট্রায় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকাবী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর স্থবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাত্রস্থই, কারণ যাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা যাঁহার। চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহার। করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনেব মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস পায়।

- (৫) **অস্বীকার করা (Repudiation):** অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইযা পবিশোধের দাযির অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঋণের দায়ির হইতে এই পদ্ধতি ধারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ স্থনাম নষ্ট হয বলিয়া সরকারের ভবিষ্যং ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। ঋণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing, Owning of existing debt and Debt repayment):
- (১) ঋণ-গ্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing):
 সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্যে কর আরোপন দ্বারা টাকা তোলা বা
 ঋণ সংগ্রহ করিথা টাকা উঠান এই ত্ই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফ্লাফল
 সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকুত, এবং (থ) এইরপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত
 সম্পদ কমিযা যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ দটে মাত্র। এই তুইটি
 বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামৃটিভাবে দেখিতে
 কর ও বংশর
 তুলনামূলক ফলাফল
 আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদাব
 উপব সংকোচনশীল প্রভাব খুব কম। বরং বলা চলে যে, কর আদায়ের সাহায্যে

টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয় করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই ব্য়য় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থক্যের ছইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্রত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবহায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের হাতে আসিতেছে, দেশের ভোগ-বায় সংকুটিত হইতেছে না। বিতায়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্রত হওয়ায় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্রেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্বয় কিছুটা দেখা দিবে। অবশ্র কোন কোন কোনে, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি সরকারের আর্থিক স্থায়্রত্বের উপর আস্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্রে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলত নির্ভর করে কোন্ ধরনের উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেচ্ছাক্তত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সন্তাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রগুলিকে খুবই আকর্ষণীয় ও স্থবিধাজনক শর্তে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্প কিছু কমিতে

ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ ভোলা হইলে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে।

তবে বেসরকারী বতুগুলির সঙ্গে সরকারী বতুের প্রতিযোগিতা কিছুট। দেখা দিবে না এমন বলা চলে না; কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বতু অথবা বেসরকারী বতু কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দক্ষণ উভয়কেই স্কদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইরূপে দেশে স্কদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাহবৈ তাহা নির্ভর করে স্কদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের স্কদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্তান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ করিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইস্থা হাউদ প্রভৃতি) দেশের বিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত হয না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক
পরিমাণে ছাডিয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু
আবিক প্রতিষ্ঠানন্তলিব
নিশ্চয অহান্ত ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পারবতে
তাহাবা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। স্থতরাং
স্থদের হারে বৃদ্ধির দক্ষ বিনিযোগের উপর বিরূপ প্রভাব পাডবে। এই
অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর এক ৮ সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই
ব্যু, সরকারী বণ্ড কেনাব ফলে অহ্যান্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা
দেশে ক্মিয়া যায়।

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহাব ফলে দেশে তীব্র ঋণপ্রসাবের সঞ্জাবনা। ইহা ছইটি উপায়ে সম্ভবপর: (১) সরকারী বাংকের নিকট হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পাবে, অথবা, (২) বাষ্ট্র ব্যাঙ্কগুলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রম করিতে পারে। ইহাদের যে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পায় অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক-ঋণ সৃষ্টে করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অস্থান্থ ঋণ না কমাইয়াই তাহার। সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বণ্ড বিক্রম করিয়া যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তীব্রভাবে প্রসার মূলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের থাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রয়শাক্ত রাষ্ট্র দ্রব্যক্রীয় বাঙ্কের সামগ্রীব ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রংশক্তি একেবারে ন্তন তৈয়ারী কর্বা হইল, সমাজের অন্ত কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যার্গ করে নাই। ন্তন স্বষ্ঠ এই ক্রয়শক্তি সবকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার স্কুক করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সস্তাবনা খুব কম।
বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক প্রভাব আলোচনা বেশি কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাকা বেশরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার স্থ্যোগ পায না, নুতন শেরার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশাল প্রভাব আ।নতে পারে। সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়।বস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় ও ভোগব্যয় ছই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশাল। কর-আদায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ তোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশাল প্রভাব একমাত্র তথনই নীট প্রভাব প্রসারশীল দেখা দিতে পারে যথন লোকের মনে সরকারী আথিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে। উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশাল, কেবলমাত্র ধান-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নিতর করে না। (২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt) ঃ

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় সরকারী ব্যয় —এই উভয়ের ফলাফল হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা দরকার যে, দেশের ম'ব্য কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে উহার অর্থ নৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপর, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বগুক্তোতাদের একরূপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেগিতে গেলে

বণ্ডের পরিমাণ বাড়িলে বণ্ডগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে.। তাহারা বা কমিলে ছহা জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে জাতীয় সম্পদ হান-বৃদ্ধি প্রকাশ করে না তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি হিসাবে খণ্ডিত হইয়া যায়। যতদিন দেখের অভ্যন্তরে

এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রকৃত সম্পদে হ্রাস বা রাদ্ধ প্রকাশ করে না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী ঋণের শুকুত্ব কম নয়। দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্য বৃদ্ধি পাওয়া। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাডিযা যায়। ইহাতে অর্গ নৈতিক দেহে প্রসারশিল প্রভাব দটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুক্তবৃর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পবিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র স্থানের হার বাডাইতে অনিচ্ছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে স্থান থাকিছ, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে স্থানের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দক্ষণ সরকারের ভবিষ্যুৎ স্থাযিত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতাব মনোভাব দেখা দিলে উত্যোক্তারা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের স্থদ দিবার দাযিত্ব সরকারের উপর আসিয়া পডে। করের প্রধান ভার হইল স্থদ দিবার জন্ত দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত স্থদ দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্নীয় ফলাফল দেখা

মুদ প্রদানের ভার কাহার উপর দিতে পারে। থেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো পরিবর্তিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বণ্ডগুলি অতি অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির

মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ১০% ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইকপ ইহা আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস কবিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের শুর ক্মাইয়া দিতে পারে।

এই অম্প্রবিধা দ্র করার উদ্দেশ্তে বলা হইয়াছে ধে, বণ্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অমুপাতে কর দেয় সেই অমুপাতে রণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গোলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত,

বডের ও করের সম-বটন হইলেও কিছু কি ছু ভার থাকে বওক্তেতারা সমজাতীয় অর্থ নৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত ছাঁকিয়া তোলা যায়। দ্বিতীযত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিন্তি সদাসর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্জনীয় নয় তাহার

কারণ হইল, স্থদ দিবার উদ্দেশ্তে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বছপ্রকার

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোগুম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসম্ভৃত্তি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দক্ষন বণ্ডের মালিকানার সমান অমুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের স্কন্থ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বংসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিসাবে কর দিয়া একই
ব্যক্তি বগুদাতা হিসাবে উহা স্থাদের আকারে ফেরত পায় তবে স্থাদ না দিলেও
কোন ক্ষতি নাই, স্থাদ দেওয়া একেবারে ছগিত রাখিলেও
কোন ক্ষতি নাই, স্থাদ দেওয়া একেবারে ছগিত রাখিলেও
চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ
দরকার কি
প্রতি বংসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, স্থাদ
না থাকিলে সরকারের পক্ষে বপ্ত বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা
সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

করভার কমাইবার জন্ম অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্যত্রিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়া তুলিয়া সরকার স্থদের হার কম রাথিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগন্ত টাক ড়াইয়া স্থদের বাড়াইয়া চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম স্থদ এবং অজ্ঞ্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাক্ষীতি রোধ কর। একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে ঋণপ্রসারের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

স্তরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ ঋণের স্থাদের ভার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই স্থাষ্ট করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment):

সমাজে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অভ্য

বেভিনিউ থাতে সরকারী আরের পরিমাণ সরকারী ব্যরের তুলনার বেশি করা
দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, ষেমন
ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সাকে লোকের হাত হইতে
সরকারী বও কিনিয়া লইয়া টাকা মিটাইয়া দেওয়া,
অথবা ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বও-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া
লওয়া।

ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল অনেকটা ঋণ-গ্রহণের বিপরীত।
বশু-ক্রেভাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসারমূলক প্রভাব দেখা দিবে,
কারণ ইহার ফলে বশু-ক্রেভাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল
ঝণ গ্রহণের বিপরীত
প্রভাব
আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু
শক্তিশালী হইবে না। বশু বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি
বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চযের
অংশ, এই সঞ্চয় বারা তাহারা আবার নৃত্রন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী
বশ্তের জন্ম চাহিদার এই রূপ বৃদ্ধি হ্রদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে
তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ-কর্তৃক বক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাৰ আরও কম বলিয়া মনে হয়। ব্যাক্ষগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি বিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ সৃষ্টি কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য পূর্বে তাহার। নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকার ঋণপ্রসারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। বেক্সীয় ব্যাক্ষের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরঁপকে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্ত বে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচনশীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদায় ও ঋণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

चाधुनिक काला, च्यत्र मतकावी था পविलाधित व्याभावते। निकास हैक्हा

বা ধেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রস্কাল উল্লেখ

আধুনিককালে ইহাকে আৰু ভাৰ বলিয়া কেন মনে হয় না না করিয়া সরকারী বণ্ড বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল বেওয়াজ হইয়া দাড়াইয়াছে। পুনরায় ঋণগ্রহণ এবং রূপাস্তরণে (Refunding and conversion) স্থবিধা থাকায় ঋণের পরিশোধ অনিদিষ্ট কালের জন্ত স্থবিত রাথা

চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল (principal) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অন্ধমানের বিষয় হইয়া দাঁড়োইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল স্কৃদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতাস্ত আপেক্ষিক ব্যাপার, ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, (ধ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার বন্টনের উপর।

বাস্তবপক্ষে, ঋণভারের গভারতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অমুধারী। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যথন আমরা ঘাট্তি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যসূচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক স্থাদের পরিমাণ নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা

আদল কথা জ্বাতীয় আব্দের সহিত ইহার অফুণাত কি সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয় ঋণের অম্পাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যাক্তদের মধ্যে কিরপে বৃদ্ধিত হয় তাহ। নির্ভর করে আয়-বৃণ্টনের

উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, স্থদ প্রদানের বন্টন-কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আবে ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় বে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার হাস পায়।

সর্বশেষে, মনে রাথা দরকার যে, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই ঝণের আয়তন ও গঠন বল্লাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অহাই আর্থিক বদলাইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বগুগুলি ব্যাক্ষের হাতে পৌছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন স্ত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট পৌছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments) :

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অন্ত দেশের সরকারকে কিরপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অন্ত দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations); অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কঙকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্তা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্তা (transfer problem) বিলিয়া থাকি।

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের ছইটি ন্তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায়।
প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দারা বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটাইয়া কিছু
পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মূদ্রাক্ষীতি
কিরণে টাকা তোলা ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয়
বাব
সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকত্তর ঋণ পরিশোধের
ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় সমস্তা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া
লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপাস্তরিত করা। ইহাকেই বলে
অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে
নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন
কিরূপে সেইটাকার তাহার নিকট সমস্তা হইল কিরূপে সে জার্মানীর মার্ককে
রূপান্তর ঘটানো যায়

বুটেনের পাউণ্ডে রূপাস্তরিত করিতে পারে। ঠিক
কিরূপে জার্মানীর মার্ক বুটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বুটেনে পৌছে এবং এই
পথে দেনদার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ
ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

শশুৰ করিবার জন্ত জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplys) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া বুটেনের পাউগু আয় করিছে হইবে এবং এইরূপে পাউগু আয় করিয়া উহার দারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইন্সের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি জব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাড়াইবে কেন ? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-

কেইন্দের মত: দাম কমাইয়া রপ্তানি ৰাড়াইতে হইবে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দরুদ বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকৃলে আসিবে। ইতিমধ্যে

যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকূল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল বে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেকা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল; এখন সে বহন করিতেছে বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আয়ের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্ম পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য তাহাকে রপ্তানি করিতে হয়। এই বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশু এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্ম জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামন্তর কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন দিতীয় স্তরের ভার দেখা দের বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট হুইটি দেশের ক্রয়শত্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্স সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী ও'লীনের মত: দামনা হুইতে ক্রয়শক্তি বিদেশে হস্তাস্তরিত করা। এইরূপ কাইলেও রপ্তানি ক্রয়শক্তি হস্তাস্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া য়ায়, অথচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি

वृद्धि भाषा। देशा करन विरम्भी जरवात क्र कार्यानीत हाहिमा व्यर्थार कार्यानीत काममानि हान भाहेर्त, व्यथठ व्यभवितक विरामी व्यक्षितानीरमञ्ज চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য স্ষষ্টি করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীর প্রতিকৃলে যা ওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনরূপ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটবে না।

অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভন্ন দেশের পারস্পরিক ক্রন্যশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা नि**म्ठब्रहे मछर, (प्रनात (प्रमा**ष्टित राणिक)-हात প্রতিকৃপ হওয়াও সম্ভবপর। তাই, দ্বিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিতে পারে।

ছুইটি মত মিলিয়াই

বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদুর দেখা দিবে তাহা অনেক ^{হরেছ বভারতার।} প্রকৃত সত্য পাওরা যার প্রকার শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারম্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতি-

স্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে গুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুল্কের পরিমাণ বাডাইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়ন্তর বাডাইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিতে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই ঋণ পরিশোধের ভার দেনদার দেশটকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে।

এই প্রদক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাডিবে এবং মহাজনী দেশটির আমদানি বাড়িবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাব

ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেকা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মহাজনী

দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্র মনে রাখা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরপ যুক্তি মানিয়া লওরা চলে
না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির দ্রব্যসামগ্রীর
সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি
কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদর্শী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য
উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক
পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে
মহাজনী দেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া
গিয়াছে। পুন ঠিন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক
আধুনিক বুগে ইহা
অনেকটা নিবন্তিত
পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিন্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর
ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ
প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারিবে না।

अनुगै मनी

- 1 What are public debts? How do they affect our economic life?
- 2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.
- 8. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government
 - 4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.
 - 5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?
- 6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.
- 7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

ফিস্কাল নীতি ও বাজেট Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়েব ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের শুর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়ন্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও বায়সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিস্কাল নীতি (Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে কিস্কালনীতি কাহাকে বলে

সফল করিয়া তোলাই ফিস্কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উন্নত

দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মগংস্থান প্রতিষ্ঠা কর। এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজার রাখা, আবার অস্কুরত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে ক্রভ অর্থনৈতিক উরয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচনা করা দরকার; চল্তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, ঋণদান, হতাস্তর-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রবাসামগ্রী মজুত করা—

*"Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs. Ursula Hicks, Public Finance, P 269.

"a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithles, article in Survey of contemporary Economics, P 174.

আবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আর, ঋণ করা

—সবকিছুই ফিস্কাল নীতির অস্তর্জুক। ফিস্কাল নীতির এই সকল
অঙ্গপ্রত্যালাক্ষর কিম্কাল নীতির প্রাণ। কারের সকল দিক এবং
ব্যবের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও
বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও
দামস্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্কাল নীতির
গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিদ্কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আর, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিদ্কাল নীতিকে প্রকাশ করে। সরকারের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপ্যোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিদ্কাল নীতি, কিন্তু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমরা কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরম্পারের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পারের পরিপ্রক।

জনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত্ত জাতীয় নিরাপত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাথাতেই থরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অস্থাস্থ থাতে ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অন্থাস্থ লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দিতীয়ত, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ র্থারণা ছিল যে, অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নতত্তর করিতে পারিলে দেশরক্ষা, প্রগতি, দিরাণতা ও ছারিছ

প্রপতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই দঙ্গে

উভরের দাবি পূরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের বাষ্ট্রেই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বক্ষা করা অস্ততম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয়, অন্তান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষাকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাডাও সরকারের অর্থনৈতিক সে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচনা দরকার, কারণ ফিস্কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই। সরকানের বছ অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুষায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বছপ্রকার তত্ত্বগত ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উডাইলা দেওয়া চলে না। বিত্তীয়ত, প্রতিটি দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের
বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলধনবৃদ্ধি
২০ পূর্ব কর্মসংস্থান
সক্ষেরে এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর
২০ পূর্ব কর্মসংস্থান
সবকারী নীভির স্থপ্রভাব বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
ব্যান্ত দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম (optimum) হার
পাওয়া যায়, ইহা যে স্বাধিক হার হইতে হইবে, ভাহার কোন কথা নাই।

^{*} এই প্রদক্তে মনে রাথা দরকার যে, মর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিচাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আদল মজুরি কিরুপ, ইহ'তে ভবিশ্বৎ বৃদ্ধির হার কত, এই দকল বিষয়ে ঘোৰণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিচাবে ধরা চলে না। আদ্রের বউন কিরুপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের স্তর কিরুপ এই দকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটিলেই অপ্রাণর দকল আশীর্ষাদ দেশের উপর আপনা আপনি ব্যতিত হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে।
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যস্তীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে
হইবে। অনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের
লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিত। দেখা দিতে পারে। যে নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান
ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ
সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না,

৪। বাজিগত মালি-কানার প্রসার ৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি ৬। আর সমতা আনা গ। স্থায়িত্ব বজার রাখা ব্যক্তিগত মালিবানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্র বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অমুযায়ী বরহার কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতব অহুবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্যসূচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিক্রিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই

(planned welfare approach) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ (Beveridge) মনে করেন যে অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিত্য দুর করার জন্ত দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হাপন করা খুবই প্রয়োজনীয় - ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষঠত, আব একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার থাতিরেই আয়-বৈষম্য দূর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়-বৈষম্য হ্রাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্থব উদ্ভয়্মই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও ৽কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব বজায় রাখাকে একটি গুক্ত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসপ্রোভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিহক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিস্কাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাথা করনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজকর্ম এক একটি শাথার ছারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া লইয়াছেন। এই ভিনটি শাখা হইল 'উপকরণ-বিস্থাস শাখা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাখা' (Distribution Branch), এবং 'স্থায়িত্ব রক্ষণের শাখা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্তের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারপ্পরিক সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া চলিবে * প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসারে সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে বেন অস্থান্ত শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাখার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিদ্কাল নীতি এই সকল ক্ষ্মু ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির সম্মিলিত প্রকাশ। স্থতরাং তাঁহাদের মতে আদর্শ ফিদ্কাল নীতি এই তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্জন্ত সাধন করিবে: সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিস্থাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যাই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্সীয় তত্ত্বে উদ্ধব হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইজে, তাই আধুনিক কালের ফিস্কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর শুকুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বক্লাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্পোগ্লভ দেশগুলিতে স্থায়িত্বক্লাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্পোগ্লভ দেশগুলিতে স্থায়িত্বকলা বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম সংস্থান বজায় রাখা। দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বন্টনের কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

^{*&}quot;The responsibilities of the Ffscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purposes these are grouped under three headings: The use of fiscal instruments to (1) secure adjustments in the allocation of resources; (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth; and (8) secure economic stabilizationLet us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, The theory of Public Fenance, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিভাসও পান্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার পক্ষেও মৃক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্রেই ইহা প্রয়োজন। এই ছইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরম্পরবিরোধিতা অনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই ছইটিই বাঞ্জনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপূর্ণান্নত দেশগুলিতে ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবুদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্র স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষা হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে স্থির রাখিতে হইলেই কিছুটা ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়); তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অমুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পূথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অমুন্নত. জনসংখ্যা ক্রত বাড়িতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধির উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্র স্থায়িত্ববক্ষণের দায়িত্ব তথনও তাহাকে মনে রাখিতে **इहेर्टर.** छेहारक व्यरहना कतिरन চनिरंद ना। रयमन व्यामता ज्ञानि रय. উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্মদংস্থান ও আয় বাড়িবে. কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততটা দ্রুত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাফীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মুদ্রাক্ষীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকৃচিত করার জন্ম এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং ঋণের সাহায্যে ব্রিভ আরের এক অংশ তুলিয়া লইতে লইবে। ছাহা না হইলে বৈদেশিক মদ্রাসংকট ও আভ্যন্তরীণ মূদ্রাক্ষীতি দেশে অর্থ নৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। স্থতরাং সকল দেশেই, ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা বর্তমান কালে, অভাভ লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি; অবশ্র কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই *

ফিস্কাল নীতির কোশল: ফিস্কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The mechanics of Fiscal Policy: Fiscal Policy and National Income):

সরকারের অর্থ নৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় আর বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমানে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইরা বা বাড়াইরা জাতীয় আয়ের পরিমানে নিজের পছল্দমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে ? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণের আলোচনা অরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠ কারী অঙ্গপ্রতাদসমূহ অর্থবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব ?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাডাইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দ্র হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক বায় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের বার্বধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অধবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট বায় বৃদ্ধি পায়।

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত:

- 1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
- 2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
- 3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
- 4. ধাৰ হইতে প্ৰাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
- 5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালাক্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগস্চক হইতে পারে (আমদানির তুলনার রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিয়োগ স্চক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E=C+I+R+L\pm B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্থারের সামগ্রিক ব্যয়কে F ধরিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে E=F থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্থারে সমাজ পৌছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে E=F হইতে পারে। এই ভারসাম্যের স্থরে সমাজকে রক্ষা করাই ফিসকাল নীতির দায়িও।*

সরকারের বা কেন্দ্রায় ব্যাক্ষের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় টাকার যোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure)

সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ আর্থিক নাতি নিরূপায় কেন অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে ফুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন-

সীয় ভত্তামুধায়ী) স্থদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তবের পরে স্থদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেথা পূর্ণ ছিভিন্থাপক হইয়া

^{*} ক্লাদিকাল মডেলে আমরা পুকির্মনংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে দর্বদাই $\mathbf{E} = \mathbf{F}$ বজার থাকে। এই অবস্থার টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়ানো বার না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ আমরা ধরিয়া লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির স্বটাই লেন্দেনের থাতে চলিয়া বায়, অর্থাৎ লেন্দেনের উদ্দেশ্তে লোকেরা এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা ধরচ করিতে চার। টাকার প্রচলন বেগ (বা \mathbf{V}) সমান ধরিয়া লগুরা হর, তাই ইহা সরাদরি \mathbf{E} -র পরিমাণ বাড়াইরা তোলে। দামন্তর বৃদ্ধি পার, অর্থের পরিমাণ্ডন্থ কার্থকরী ইইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর স্থানের হার কমে না, বিনিয়োগ ও আয়স্তর বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিস্কাল নীতির গুক্ত।*

জাতীয় আয়ের উপর ফিদ্কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ত আমরা ছইটি অমুমান মানিয়া লইব: (১) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আসিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উত্যোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্তান্ত কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই ছইটি অমুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি স্ত্র গঠন করিতে পারি।

- (১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দক্ষন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।
- (২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়। দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।
- (৩) সরকারী ব্যয় সমান রাখিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

- (৪) উপরের স্ত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।
- (৫) কর আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অন্তকে খণ্ডন করিবে।
- (৬) দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদায়ে বৃদ্ধি পরস্পরকে থণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যয় অপরিবৃত্তিত থাকিবে।

সাধারণ হত্ত্তলি আলোচনার পরে আমর। এখন পূর্বের অমুমান ছুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন ভাবে রচিত যাহাতে আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার দিকে আরও অধিক পরিমাণে ঝোকে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কায (Public works) প্রভৃতির দক্র ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি ব্যয়ের দক্রন নিম্নআয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয় অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ে। যদি উত্তোক্তা বা ফার্মের উপর কর-হার থুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় হ্রাস্পায়, আবার ইহাদের উপর করের পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ কথনও কথনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই বাহু ব্যয়-সংকোচের স্থবিধা (external economies) বাড়াইয়া দেয় বলিয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়। কম সরকারী ব্যয় করিয়। জাতীয় আয় যদি থুব বেশি বাড়ানে। যায়, তবে তাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবগ্র নির্ভর করে গুণক ও অরণের মালিত ফলাফলের উপর।

অল্পকালীন ঃ পুরণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীভি (Short run: Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)∗

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মনংস্থানে স্থতীত্র উঠানামা দেখা গিয়াছে, আথিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারসাম্য-স্তর হইতে সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিস্কাল

*আলোচনার স্বিধার জন্ত আমরা ফিস্কাল নীতিকে বল্পকানীন ও দীর্থকাকীন হুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করিব। দীর্থকালে আমাদের লক্ষ্য হইল ভারদাম্যের জাতীর আর (F) বজার রাধা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জানের বৃদ্ধি, মূলধন গঠনের পরিমাণ, দীর্থকালীন ভোগ ও বিনিরোগ-প্রবণতার এই সকল বিধয়ের সহিত সামঞ্জন্ত রাধিয়া দেশকে পূর্ণ কম্পংছানতরে গতিশীল রাধা এই ভারসামান্তরের জাতীয় আয়ের দায়িহ। এই অর্থনৈতিক উয়য়ন বা ক্রমবৃদ্ধি । এই অর্থনৈতিক উয়য়ন বা ক্রমবৃদ্ধি । এই অর্থনৈতিক উয়য়ন বা ক্রমবৃদ্ধি । এই অর্থনৈতিক সার্মান বা ক্রমবৃদ্ধি । এই অর্থনৈতিক সার্মান বা ক্রমবৃদ্ধি । এই অর্থনৈতিক সার্মান বা ক্রমবৃদ্ধি ।

নীতির গুক্ত বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা; "it uses public finance

ফিদকাল নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি: জাতীয় জায় সম্পর্কে তত্ত্বগত ও প্রযোগগত জ্ঞানের প্রদার as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নিধারণকারী শক্তি-সমূহ কি কি ভাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্সায় তত্ত্ব হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু ভাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভৃত

উন্নতি হইয়াছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। অর্থ-নৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাণ এবং পরম্পর-নির্ভর্মাল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষ্র সমুথে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা ছই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (from expenditure side)।

পূরণমূলক ফিন্কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউন। আমরা ইহাদের ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন (built-in to the system of puplic finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রির স্থায়িস্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ন নীতিসমূহের ছইটি স্থবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারসাম্যের আয়ত্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আর ও কর্ম সংস্থানের স্তরে স্বল্পকালে যে তীত্র উঠানামা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজাচক্র বলি, তাহা রোধ করার জঞ্চ, আজকাল প্রণমূলক বায়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতিও বলা হয় (contra cyclical Fiscal policy): আবার, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে আমরা দেখিব কোন দেশের জাতীর আয় এই ভারদামা স্তরের উপরে নীতে উঠানামা করে, এই ভারদামের স্তর হইতে প্রকৃত জাতীর আয়ে বিচ্ছতি ঘটে। ইহা দূর করাই স্বল্পকালীন ফিস্কাল নীতির কাল।

(২) ইহাদের জন্ম কাহারও কোনকপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না।
এই ধরনেব পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে
কাজ করে। দেশে মৃদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদেব স্বাভাবিক
রীতিতেই আয় বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, মৃদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমাইতে সাহায্য
করে। আবার অবনতি ও সংকটের স্তরপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিকভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের
কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংখিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্ম যে-কোন প্রকার তাপবিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরূপ ছইট বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনশীল হাবের আয়কর। দেশে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। দিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অননতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারের অন্তর্ম বিষয়প্তনিব ভানাহরন :
করিপে তাহারা টাকাই এই থাতে বায় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তিকাল করে হিসাবে কাল করে। আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া অতিক্ষীতির যুগে পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই খাতে সরকারী ব্যয় আপনাআপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

এইরপ স্বাং ক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ক্রট হইল ইহাদের হুর্বলতা;
সরকারী সিদ্ধান্তর ফলে বে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত। ইহা অপেক্ষা
আনক বেশি সবল। পি বিশেষ ধরনের অবস্থা অমুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ
করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্কাল নীতির কায়কারিত। অনেকখানি বাড়াইতে
প্রণমূলক করও
বায় নীতি
স্বাংক্রিয় পদ্ধতিগুলি কায়করী হয় না। শক্তিশালী নীতিস্থানির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রাস্কীতির য়ুগে পূরণমূলক
কর নীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর সক্রিয়, আবার

^{*}ৰার্থ একটি উৎস উন্থে করা বাইতে পারে ৷ "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckoning the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest held stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-liability is less than true profits." Mrs. Hicks, Public France. P. 277.

† Taylor, The Economics of public France, P 589.

অবনতি ও সংকটের যুগে পুরণমূলক ব্যয় নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করত্বাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-ক্লাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন্ ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ ক্রিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাক্ষাতির কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাফীতি রোধের কাজে মৃলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। ছম্পাণ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে রেশনিং-বহিভূ´ত লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, মুদ্রাক্ষীতির যুগে সাধারণত, কর বসাইয়। ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানে। করনীতি কভটা যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) কাৰ্যকবী প্রয়োগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্র ভোগবায় কমাইবার জন্ম অনেকে ব্যম্ন কর (expenditure tax) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহার মূদ্রাক্ষীতি-নিরোধক শক্তি থুবই বেশি।

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরী চাহিদা (effective demand)
বাড়ানোই মূলকথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নর।
সংকটকালে ততটা নয
যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাকা বাঁচিযা
যায় তাহা দিয়া ভোগ-বায় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, ব্যবসায়ীরাও
আয়-কর কমাইলেই বিনিয়োগ বাডাইবার উপযুক্ত আস্থা ফিরিয়া পায় না।
একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগবায় বাড়িবার প্রবণতা দেখা
দিতে পারে। অর্থ নৈতিক সংকট দ্র করিয়া উন্নতির (recovery) কথা চিন্তা
করিতে হইলে সরকারী ব্যয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুরু বরা ভাল।

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যথন কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর খুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী বায় বাড়ানে। অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্লোরত দেশসমূহে, মোটায়টি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়ঃ সংঘাতজনিত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং স্থানীর্ঘকালীন (Frictional, Cyclical and Secular)। ইহাদের দূর করার জন্ত বিভিন্ন ধ্রনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দ্বকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দূর করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়ক্ষের (employment

exchanges) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত (adminstrative policies)। দীর্ঘকাগীন বেকারি দ্ব করার উপায় হইল কলকারখানা গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিনিয়োগের স্থাগা-স্বিধা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানো, ঘূর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাডা, ইহা নোটাস্টি দীর্ঘকালীন ফিস্কাল নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্লোন্নত দেশের প্রধান সমস্তা। ইহা দ্ব করার জন্ত সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কার্যস্থচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাগাট, স্থল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের স্থােগ দেয়। ইহাদের দক্ষন বেসরকারী বিনিয়াগের বাহ্য ব্যয়সংকোচের স্থাবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায়; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্বনের দক্ষণ এই সরকারী ব্যয় অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই প্রণম্পক ব্যয়ের নীতি।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরুদ্ধে আক্রমণে সাফ্ল্যের মূল কৌশল হইল ফ্রন্ততা। কার্যকরী চাহিদায় তীব্র হ্রাস কোনমতে অভিক্রন্ত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর। সরকারী নির্মাণ কার্যের বাধা বা কালক্ষয় (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুরু করা দরকার। রোগ নির্পয়ে দেরি হইলে বা ভূল হইলে রোগীর অবস্থা থারাপের দিকেই যাইবে। ঠিক কখন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন্ ধরনের ব্যয় শুক করা দরকার সেই বিষয়ে বাধা-ধরা নীতি অপেক্ষা বাস্তব অভিক্রতাই বড় কথা। সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্য- ক্ষার্য ক্যান্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যান্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যান্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যান্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্যান্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্ষার্য ক্য

ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ-কার্যেই উপকরণের চাহিদা শুরু হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কয়েক মাস কাটিয়া যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য গুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দক্ষন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে অবন্তি শুকু হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিদ্কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাডিয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমণ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (economic stabilization) বজায় রাথার চেষ্টাকরিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কার্যকরী করার অভ্যান্ত শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ফিস্কাল নীতির উপর আন্থা স্থাপন করিয়া ভারসাম্যের বিচ্যুতি রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষ ক্রটি ও অসামঞ্জস্ত অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থনৈতিক দেহের সংস্থার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিদকাল নীতির মলম ছারা বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এডাইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ক্লত্রিমভাবে দাম বাডাইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে ক্রত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাঁধিয়া রাথিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে क्रजिमखारव होका हालिया निया এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা করা হইতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে 🛊 দিতীয়ত, ফিসকাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আায়-বৈষম্য বাডিয়াই ফিদকাল নীতির চলিবে, কারণ এই ঋণের ফ্রদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ সমালোচনা লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত,

^{*&}quot;Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which may be used to offset the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, A Survey of contemporary Economics, P 177.

আনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজে ট সমত। প্রতিষ্ঠা করার এই নীতি লভ্যন করা শুক হইলে সরকারী অপব্যয় ও অতিব্যয়ের দ্বার উন্মৃক্ত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয যে, ফিস্কাল নীতির উপর নির্ভরশীলতা এইরূপ বাডাইয়া দেওযাব ফলে অন্তান্ত উপায়গুলিব গুরুত্ব অনেকথানি কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকাব কমিটি অব্ ইকনমিক ডেভেলপ্মেণ্ট-এব গবেষণাবিভাগের ধনবিজ্ঞানাদেব মতে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনেব কার্যস্থাতে আর্থিক নীতিও স্বকাবী ঝাল পবিচালনাব নীতি অনেক বেশি সক্রিম হওযার স্থােগ আছে। পঞ্চমত, প্রণমূলক ফিস্কাল নীতির বিক্তমে বহু প্রকার রাজনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, এই নীতিব দক্তন স্বকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক অনেকটা চাকুবিদাতা মালিক ও চাকুবিজীবী শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের হায় দাডাইযা ঘাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসাধীদেব কর্মক্ষের সংস্কৃতিত হইবে, সরকারী বিনিধােগ বাড়িবাব অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিধােগ প্রাচ্বাব কর্পরােধ হাস্থা ও বিবিনিষ্টেধের জালে ব্যক্তিগত উল্যোগ ও প্রচেষ্টাব কর্পরােধ হাইবে, দেশে সমাজতন্ত দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাড়। আমাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাহা বজার থাকিলে তবেই পূর্ণমূলক ফিস্কাল নীতি পূর্ণ সাফল্য লাভ কবিতে পারে। এই সকল শত বা অন্তক্ল পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, বাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্ম উপ্রুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশালত। থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। বিতীয়ত, ইহার জন্ম দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মনতাবিক প্রস্তি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা

হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা ফিস্কান নীতির সাফলোর শর্জ বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহারা এই কাঁজে ততটা দক্ষ নহেন। এই উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত

কমিশন থাকা প্রয়োজন, যাঁহারা অবস্থার পরির্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সেই অমুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে পাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থায়িত্বের কারণ হইষা দাঁডায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটেব পুনর্গঠন দরকাব। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিষা নৃতন ধরনের বাজেট রচনাও সেই বাজেট কার্যকরী করাব নিয়মকাত্মন দেশে গড়িষা উঠা প্রযোজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরণে সন্তব হইতে পাবে ?

বাজেট (The Budget)

এক বংসবের মধ্যে রাষ্ট্রেব বিভিন্ন-প্রকাব ব্যযের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আযেব উৎস ও আযের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বংসবেব প্রকৃত আয় ছাডাও আগামী বংসবেব সন্তাব্য আয় ও সন্তাব্য ব্যযের হিসাব; ব্যযেব তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উত্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সন্তাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Balanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওযা বাঞ্ছনীয়,
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উত্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাষ্ট্রের
আয় ও ব্যয় উভ্যই খুব কম হওয়া উচিত: (খ) প্রেতি
ক্লাসিকাল বাজেটীয়
বাতিসমূহ
ঘটিতি বা উদ্বৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধান ত,
ভোগব্যয়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়েব উপর নহে, (ঘ) যদি কোন
মতেই ঘটিতি এড়ানো না যায়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ছারা অর্থ সংগ্রহ করা
বাঞ্ছনীয়, (গু) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করঃ

সঙ্গত (চ) যত ক্রত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল
ক্লাসিকাল বৃদ্ধিসমূহ
ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে বাক্তিগত উত্যোগই পূর্ণ
কর্মসংস্থান বজায বাথে, স্মৃতরাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও বারের
চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোগ্যোগ ও
উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মূদ্রাশ্নীতি ঘটিবে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্লোগোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইকপ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব সর্বদাই ঘটতে পাবে; স্কতবাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত এই ফিস্কাল নীতি বাংসবিক সমতানাধন ক্রিছন করিয়া নহে। তাহা ছাডা, ১২ মাস পরে প্রভ্যেক বংসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে বা উহাবই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আয়-ব্যযের হিসাবগত মিলন সাবন কবা দরকাব এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনেব।

উপরন্তু, বাজেটে তথাকথিক সমতা সাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মদংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সকল কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসরান্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায় রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ--আধুনিক ধন-বিজ্ঞানি-বাজেটে দমতা সাধনের গণ তাহা স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরাস্তে নীতি অর্থনৈতিক বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-যুক্তিতে গ্রহণযোগ্যও নহে সমৃদ্ধিকে ভীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অমুযায়ী (ক) উচ্চ হারে কর বসাইতে হয় এবং (থ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভ্নয়ই সঙ্কটকে ভীব্রতর করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (থ) কর কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়ই মুদ্রাফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়।

বাজেটে স তা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষ-ক্রটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।
তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি
চক্র-কালামুঘায়ী
বাজেট রচনা ও চক্রকালীন সমতা সাধন
বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না
হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ

লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল — ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাট্তি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাট্তি তত কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌছিবার সময়েরাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়া বাজেটে উদ্ত করিতে হইবে। সংকটের যুগের ঘাট্তির পরিমাণ সমৃদ্ধির যুগের উদ্তের ছারা পুরাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু চক্রকালাস্থায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বান্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অস্কবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে; শুক হইল কিনা; ইহার তীব্রতা কিরপ; ঘাট্ডি বা উবৃত্তের পরিমাণ কিরপ হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত উত্যোক্তাদের আশানিরাশার তীব্রতা কতথানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বান্তবে খ্বই অস্কবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খ্বই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

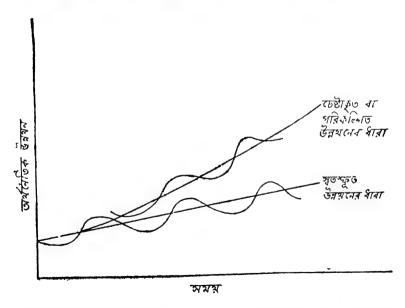
দাৰ্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অৰ্থ নৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্লোরত দেশে স্বতঃক্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটাম্ট বেশি; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্লকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্রে প্রণম্লক ফিদ্কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল শিলোরত ও দেশের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্ম রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও ভারসাম্যের আয় হইতে স্বল্লকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড়

কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই স্বতঃক্তৃত ক্রমর্দ্ধির হার মোটামূটি কম; ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামাও ঘটিয়। থাকে। এই স্বল্পকালীন উঠানাম। রোধ করার উদ্দেশ্যে চক্রবিরোধী বা পূর্ণমূলক ফিস্কাল নীতি গ্রহণ করা দরকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্কাল

স্বল্পকালীন ও দীর্ব কালীন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য নীতির উপর অবিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়িতে পারে। স্থায়িত্ব ও ক্রম-বৃদ্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিস্কাল নীতিব ছইটি লক্ষ্য; কিন্তু শিলোনত দেশে স্থায়িত্বের উপর

জোর বেশি, আব অপূর্ণোন্নত দেশে ক্রমর্দ্ধির উপর গুক্ত্ব অধিকতর। অবগ্র মনে রাথা দরকার যে, এই ছইটি লক্ষ্য পরস্পবের পরিপূরক, হায়িত্বের অবহা বজায় রাথিতে পারিলে ক্রমর্দ্ধি ঘটে, আবার ক্রমর্দ্ধি না ঘটিলে স্থায়িত্ব দার্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেথিতে পাই যে, স্বতঃক্ত্ উন্মনের ধারা অল্লহারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাক্রত উন্নয়নের ধারা অধিক হাবে জাতীয়



আর ও কর্মদংখানকে বাড়াইতে পারে। উভয় হারের আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধের চেষ্টা করা পূরণমূলক ফিস্কাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বতঃমূর্ত উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে স্বধিকতর উধ্ব ম্থী করা দীর্ঘকালীন ফিসকাল নীতির দায়িত।

ফিস্কাল নীতির সাধারণত ছইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি; ইহারা দেশেব অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিনপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গডিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্মও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুক করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার দারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমত। বৃদ্ধি পায়; কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাথা দরকার। এই ধরনের স্কুদীর্ঘকালীন সমাজ-উন্নয়নমূলক স্থায়ী অর্থলিয়ী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন ক্রত হারে উন্নয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয়ে ক্রতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে

ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে।

১ বিধান ব্যবসায়ের
পরিবেশ স্ট করার
ব্যব কৃষিতে জত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গডিয়া তোলা,
অর্থাৎ বিত্যুৎশক্তি, বস্তারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়।
ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের

ফলে দেশের সম্পদর্দ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে। উপরস্ক, ব্যক্তিগত ব্যবসারীরা যে-সকল শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, এই সকল উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষিক্তেত্র ও কলকার-

খানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধরনের সরকারী ব্যয় বেশি ২। সরাসরি জব্য উৎপাননের বায় হার ক্রততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ উন্নয়নের সভাবনা আরও বাডাইয়া তোলে।

ক্রমর্দ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা করা দরকার: অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিস্কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম, স্বতরাং উয়য়ন-মূলক বয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সম্ভব হয় না। উয়য়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতিয় হই ধরনের কাজ আছে: (১) পূর্বে আলোচিত উয়য়ন-মূলক সরকারী বয় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং

ক্রমগৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করনীতির বাবহার

(>) উন্নয়নকালে যে অবগ্রস্তাবী মৃদ্রাক্ষীতি দেখা দিবে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা। উন্নয়নমূলক ব্যয় ও দ্রব্য-

সামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি —ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখা দিবে, সেই সময় মূদ্রাস্টীতি ঘটিবে। কিছুটা মূদ্রাস্টীতি ভালই, উন্নয়নের রথচক্র ইহাতে মস্থা হয়, কারণ মূহবর্ধনশীল দামস্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে, ক্রমবর্ধমান সরকারী ঋণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে থাকে। কিন্তু উহাকে আয়ন্তের মধ্যে রাখার জন্ম এই সময় সরকারী করনীতির ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূদ্রাস্টীতি রোধের অন্তান্ম পদ্ধতিগুলি, বেমন আর্থিক ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ এইরূপ দেশে তত্তী কার্যকরী নয়; তাই করনীতির প্রয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা করা চলে, তাহা আলোচনা করা দরকার। অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত, আমদানি-শুল্বের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে স্থবিধাজনক, দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায় হয়, এই শুল্বের আড়ালে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপর হয়,

ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীর। উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের স্তবিধা পাওয়ার জন্ত দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুক্তের গুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, ক্ষি-দ্রব্যের উপর বপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রভৃত আয় হয়, দেশের শিল্পোর্য়নে সাহায্যের জন্ম এই সকল ক্ষয়ি দ্রব্যের রপ্তানি ক্যানোও কিছট। দরকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নয়নের কাজ অগ্রসর করা যায়। এইরূপ অপুর্ণোরত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশী মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক थवर्ड दिन (नथा (नय) ज्ञानक ममय, ब्रहेक्स (नर्भ, क्लाम्सानीरनंत्र अर्थम দিকে কিছকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাথা দরকার যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয়-নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি।*

अञ्जीलनी

- What is Fiscal Policy? How it differs from Monetary policies?
- 2. What are the objectives of Fiscal Policy in developed and underdeveloped economies?
 - 8. What are the economic objectives of modern states?
 - 4. Discuss the relationship between Fiscal policy and National Income.
 - 5. Analyse the mechanism of Fiscal Policy.
- 6. Give an idea of the contra-cyclical fiscal policy,7. What is compensatory spending? How it works? What are its limitations?
- 8. Write short Notes on: (a) Public works programme, (b) Interest-free financing, (c) Pump-priming, (d) Automatic or Built-in Stabilizers, (e) Functional Finance.
- 9. Assume that a Government balanc's the budget every year. Can it still pursue policies which will increase total outlay?
- 10. If the Government is willing to incur a deficit, would tax reduction or deficit spending be preferable if we want to increase total outlay?
 - 11. Discuss the role of Fiscal Policy in promoting Economic Growth.

^{*&}quot;....it is very doubtful how far tax concession in their own right really succeed in promoting development The services which the Government of a backward country can offer through its expenditure to promote development are likely in the long run to be more helpful than the taxes it refrains from collecting." Mrs. Ursula Hicks, Public Finance, P 808

জাতীয় আয়

National Income

সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro-Economics)

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞান যোটামূটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ এককভিন্তিক ও সমষ্টিভিন্তিক। একভিন্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্রেতা বা একটি ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্নপ্রপ নিয়ম গঠন করি এবং ক্রেতাটি ও ফার্মটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত করিলে এই নিয়মগুলিকে কিন্ধপে বদলাইতে হয় তাহা সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞান আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞানে দেশের কাহাকে বলে

অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়।
সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিন্নপ্রপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্মীলাভ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাসিকাল পণ্ডিতেরা প্রধানত সমষ্টিভিন্তিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, অ্যাডাম খ্যিথের বই-এর নামই হইল "জাতিসমূহের সম্পন্দের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান" ("An Enquiry into the nature and causes of the wealth of Nations")।

নয়া ক্লাসিকাল লেথকগণ এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত এককভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ ষার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক তৃপ্তি বা সর্বাধিক মূনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্য সম্মুথে রাখিয়া তাহারা ছির করিতেছে কোন্ ধরণের দ্রব্য কড পরিমাণে ভোগ করিবে বা উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন ছির ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের আলোচ্য

বিষয় হইল কিরূপে বিভিন্ন উপাদান একত্তে সন্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপে উপাদানগুলির মধ্যে বন্টন করা সম্ভবপর। মোট উৎপাদনের পরিমাশ সমান বা অপরিবর্তিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল উপকরণ পূর্ণনিযুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ আমরা ধরিয়াই লই তাহা হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর লাখার, অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানের অপসারণ ও নিয়োগ কেমন করিয়া এবং কত ভালভাবে করা যায়। নয়া ক্লাসিকাল লেখকেরা এককভিত্তিক ধন-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে সর্বদা সর্বোজ্ঞম উপকরণ-নিয়োগ (optimum allocation of resources) ঘটতে পাবে।

কেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্ম দংস্থান বা মোট উৎপাদন ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতির রাজ্যে এক ধরণের শৃংখলা আছে, যেন কোন এক 'অদৃশ্য হস্ত' (Invisible Hand) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দকল গতিবিধি স্ফাক্লক্সপে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এই ধারণা তাঁহার। অর্থ নৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরম মঙ্গলময় এই শক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশে পূর্ণ-কর্ম দংস্থান বজার

*একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্স্ কিন্ত এই রাসিকাল ও নয়া রাসিকাল ধারণাকে
মূলত সঠিক বলিয়া মনে করিতেন। নয়ারাসিকাল লেথকদেব অনুমানগুলি (assumption)
সত্য ধরিয়া লইলে তাহাদের আলোচনা মূলত সঠিক, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। তাহার
আপাত্তর বিষয় ছিল এই যে ঐ অনুমানগুলি মানিয়া লইলে আমরা বান্তব অবস্থা সর্বদা ব্যাথাা
করিতে পারি না। অদৃশু কোন এক শক্তি সমাজে এমন তরে মোট উৎপাদন ঘটাইতেছে বে
সর্বদা পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে, এই অনুমান তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাও
মানিতেন না যে, ব্যক্তিস্বার্থ অনুযায়ী কাজকর্ম সর্বদা সমাজ-স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে। এই
অনুমানগুলি প্রায়-ক্ষেত্রেই বা কথনই মানিয়া লওয়া চলে না' ('seldom or never satisfied')
এবং ফলে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বান্তব জগতের অর্থ নৈতিক সমস্থা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে
(incapable of solving 'the economic problems of the actual world')—ইহাই
তিনি মনে করিতেন। কেইন্সের মতে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা হইল একটি বিশেষ তার, বে
ব্যরে পৌছিলে তবেই ফ্রাসিকাল ধনবিজ্ঞানের তত্বসমূহ পূন্রায় কার্যকরী হইতে পারে ('the classical theory comes into its own again').

পাকিবে, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্রকৃতির রাজ্যের মত স্বশৃংখল ও মস্পভাবে সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিন্তল আপনা আপনি পরিচালিত হইবে, এইক্লপ মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিদার নিয়ম সমগ্র ক্লাসিকাল এই ধারণার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, স্তরাং ধন-কারণ কি বিজ্ঞানীদের কাজ দাঁডাইল একক-বিচারে আত্মনিয়োগ করা। তাঁহাদের মনে হইল, ধনতন্ত্রই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (natural order). ইহার পূর্বে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ ধাপে আসিয়া আমরা ধনতান্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি (terminal station of social evolution), ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক। যদি কোনন্ধপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ (exception to the rule)। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে. দে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার ছুইটিকে দামের উঠানামা দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর আধিক্য অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদনাধিক্য (general over production) দেখা না দেয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো দ্রুতগতিতে সহজভাবে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই কাঠামোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে তাঁহাদের মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উৎপাদন কর্মসংস্থান ও দামন্তরের আলোচনা বাদ দিয়া তাঁহারা ফার্মের উৎপাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের বা উপাদানের দাম লইয়া বিশ্লেষণে মন্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 'প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি' ইংলত্তে এমন মুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট স্থক্ত হইল ইহা হইতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো আর পূর্বের ভায় স্থক্ত হইয়া কখনই সবলরূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরক্ষায়ী রূপ আর পণ্ডিতদের চোথের সম্মুখে রহিল না। গোভিয়েট ক্লশিয়ার সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রুত অর্থ নৈতিক উরম্বন্ধও সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। উপরন্ধ, আধুনিককালের মুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধক্রেত সৈভ্য পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পত ভাবে এই

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকক উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একত্তে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শান্তের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণের স্থাবপাত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া দরকার। ক্লাসিকাল লেখকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মার্কেণ্টাইলিষ্ট (Mercantilists) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্টরা সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেশের সকল উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ হয়, তাই তাঁহারা এইব্লপ নীতি অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে স্থদের হার কমে, বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাঁহারা কমিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগে ম্যাল্থাস্ও এই রূপ সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া স্বযংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থ নৈতিক কাঠামোর তদানীস্তন গিয়াছেন। ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-স্থলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা-বুন্তি বেশিদুর বাড়াইলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে, মুলধনের জড়ত্ব দেখা দিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের জন্ম চাছিদা হ্রাস পাইবে। অর্থ নৈতিক 'অদৃশ্য হস্ত'-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই আধুনিককালীন সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার স্থত্রপাত ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্কে কার্ল মার্ক সের বথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের

মধ্যে তিনি ছিলেন একটু সতন্ত্র এবং অনেকের মতে আধুনিক কালে ইহা সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরসাধক ও ধারক। পুনরায় দেখা দিতেছে বোল্ডিং-এর মতে মাক্স ই 'সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন', 'অর্থ নৈতিক

জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র' দাঁড় করাইবার চেষ্ট। করেন— 'পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীর। যে কাজ অবছেল। করিয়াছিলেন, সকল মত মিলাইবার দেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন'।

তথু তাহাই নহে। বর্তমান কালে
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায়
সবগুলিই মাক্সের তত্ত্ব হইতে প্রেরণা পাইযাছে। মার্ম্ম ও কেইন্দের মধ্যে
পার্থক্যের কথাও একটু মনে রাখা দরকার। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোকে
মার্ম্ম ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধবনেব স্তব বলিযা মনে করিতেন এবং
এই কাঠামোকে একটি সদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীন দেহ হিসাবে গণ্য করিতেন।
কেইন্দ্ এই কাঠামোকে চিরস্বায়ী মনে করিয়া ঐতিহাসিক দিক হইতে এই নির্দিষ্ট
অবস্থা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা
করিয়াছিলেন।
†

আধুনিককালে, কেইন্দের পূর্বে বা তাহার সমসাম যিক হালে, আরও ক্ষেকজন লেখক এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন ওয়াল্রাস্ (Walras) উইকসেল্ (Wicksell), এবং ফিসাব (Fisher'। কিন্তু বর্তমান যুগের সামগ্রিক বা সমষ্টিভিন্তিক আলোচনাপদ্ধতি মূলত কেইনসের অবদান। তিনি General theory of Employment, Interest and Money নামক বইখানাতে আধুনিককালে এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা-পদ্ধতির নৃত্ন স্ক্রপাত ক্রেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোথের সন্মুথে রাখিলে আমরা দেশের মোট অর্থ নৈতিক গতিধারার আভাষ পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে

* The first attempt to deal with the problems of the whole economic system, to build 'a picture of economic life and relationship as a whole'—'a task of synthesis which previous economists had neglected.'

†"Marx's aggregative analysis is considered predominantly 'organistic' in the sense that it is concerned with the organism of capitalism as a developing whole. By contrast, it is to be noticed, Keynes's analysis ran largely in terms of 'mechanistic' equilibrium analysis, since his method consisted in investigating the equilibrium muchanism of capitalism in a historically given situation. This then is the fundamental difference in methodology between Marx and Keynes, apart from the fact that 'Keynes wanted to applogize and preserve, while Marx wanted to criticize and destroy,' as L. R. Klein alludes to their diametrically opposed ideological bearings." K. K. Kurihara, Introduction to Keynesian Dynamics. P. 15.

প্রবাহিত হয় এবং আবার মেষের আকারে নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মাসুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইক্লপ ব্যক্তিগত আয় স্থাই করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্থাই করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থাই হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের স্থায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় স্থাই—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনক্রৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services)

অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাক্ষ ব্যোত্থারা
করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মূল্য হইতে স্বষ্ট হয় ব্যক্তিগভ
আয়; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ খাজনা,
মন্ত্রি, স্বদ ও মূনাফা) আয় স্বষ্ট করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া
আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট
য়ব্য সামগ্রী কয়ে বয় হইয়া য়য় ৽; ইহা মোট বয়েরর সমান। গ

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন স্থরু হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্পষ্টি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

*এই আলোচনায় বছ জটিলতা বাদ দেওরা হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র।
এই সম্পর্কে বিস্তৃত 'আলোচনা 'আয় ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচেছদে পাওয়া বাইবে।

#রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আবে হইতে তুলিয়া লয়, উহা ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যর করে; স্তরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

াছুই দিক হইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চর অশু ব্যক্তির ব্যর, স্তরাং মোট আর ও মোট ব্যর সমান। মোট আরের কিছুটা ভোগা ক্রব্যে সরাসরি ব্যরিত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চর মূলধনী ক্রব্যের উৎপাদনে ব্যর হইবে। অথবা কোন কিছুতে ব্যর না হইলে মোট আর কমাইরা দিবে, কারণ উহার ব্যর না হওরার অক্তের আয় সৃষ্টি হইতে পারিকে চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার স্রোত বছিয়া চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায়:

মোট উপাদানের নিয়োগ

।
মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)

।
মোট আয় (জাতীয় আয়)

।
মোট ব্যয়

। মাট ভোগ মোট দঞ্চয় । । । তাগ্য দ্রব্যের উৎপাদন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন

साठ डेलानात्नत्र निरम्नाग

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের

উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার জীবন যাত্রার গতি ও বিক্রম মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। প্রকৃতি ভৌগ্যদুব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দক্ষন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয়. মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (capital-formation) স্ব হাস পাইবে।

আরও জানা যায, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক
দেশে কর্মনিয়োগের
আয় স্পষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয়
বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং
আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিয়োগের জন্ম মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ শুক্ক অপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ক আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত; কোন্ দ্রব্য কি জাতীয় আয়েব অঙ্গ- পরিমাণে উৎপত্র হইল; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে; দেশে মোট ভোগ্যন্ত্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা ব্বিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারম্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থ নৈতিক ব্লহ্নাণ্ডের রূপ পর্যবেহ্ণণ করা যায়। ভাগীরথী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোতধারাও জাতীয় আয় হইতে স্বষ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দারা এক বংসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাছাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।⇒

ত্তথ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সাবা বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবনযান্তার মান আলোচনার জক্তই জাতীয় আরের ধারণা দবকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীয় আর বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আরেব মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার দ্রুত্ত অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি বোগ করা উচিত নহে, ইহাই কিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আরকে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইরাছে। কারণ, জাতীর আরের উৎপাদনে ঠঠানামাই দেশের কর্মসংখান ও আয়ন্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

সনাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে স্ফাষ্ট করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্ম কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইযা প্রত্যেক উপাদানের আয় স্বষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজন্ম আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (D:vidend) বলে।

এই জাতীয় আয কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসপ্ত বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আযে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, স্কদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বংসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে হিশাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে কোন দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। দ্রবা কার্যাদির হিসাবে তাহা ছাডা একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন জাতীয় আয়েব বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। একই পরিমাপে অসুবিধা मानमर्ख्य माध्य वाजी हेशामत किनाव कतिए हरेल বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অস্থবিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেঞ্চিল হইতে ক্ষমক্ষতি পূরণের জন্ম কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিশাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না ? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে।

এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিশু জাতীয় আয়কে

ইিসাবিশ্ব করিয়াছেন টাকার হিসাবে; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী

ও কার্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক
বৎসরের উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার

হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া

যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্ম
প্রয়োজনীয় টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাব
করা হয়।

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশির মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লাহর্জাতিক বাণিজাও বাণিজাও সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল

*কিন্তু এই ভাবে অর্থমূলোর সাহায্যে হিনাব করারও অনেক ক্রান্ট আছে। বহু দ্ববাসামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপল্প ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপল্প ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপল্প ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপল্প ধান ভোগ করে করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেরেদের পড়ার, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই থাছাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূলাকে অর্থের হিসাবে পরিমাণ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অণচ ইহাদের বান নিলে জাতীর-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা বার না। কোনো বাজি তাহার টাইপিইকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়ালর তাহা হইলে সেই কাজের মূলা সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অস্থ্রবিধা থাকা সঙ্গ্রেও পরিমাণগত পরিমাণ করার স্থ্রিধা গাকার দরশ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূলোর হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীর আর পরিমাপের আরও জুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীর আরের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিছ তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হর না। বেমন দামন্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আর বৃদ্ধি পাইল বটে, কিছ দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিরা লাইরা, অর্থাৎ দামন্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আরের পরিমাপ করা হর। বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থমূল্যে

উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপয়ুক্তআয়ের সমান (Disposable Income)। রাই কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর
মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের
মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন
কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্পষ্ট হয়।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। স্থতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দর্মণ উপাদান-সমহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হয়; মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হয়; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total); পরিমাপের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor payments total); এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-

সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাণ

অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ জব্যের উৎকর্ম বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইল, তাহ। ঘটিন্তে পারে। ইহার ফলে জীবনযান্তার মানে বাল্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্তু জাতীর আফ পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া ঘাইবে। বেমন পূর্বের ৪১ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনাফ এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরণের। করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম স্থইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা স্থবিধা (যেমন শিল্প, কমি, খনি ইত্যাদি): আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ভাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-মুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপদ্পের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্থ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আদবাব প্রস্তুতকারী যেকাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্তু কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ ইইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মৃগধনের ক্ষয়ক্ষতি প্রণের জন্ম কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রেব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে ভাহাদের দাম, গভর্গমেন্ট যাহা ক্রয় করিল ভাহার দাম, নৃতন মৃগধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-মুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বংসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি, মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অক্সত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল ঋণ হইতে নীট হুদ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নৃতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মৃল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আদে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দক্ষণ স্ষষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দৃষ্ণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রযোজন। (গ) বিনা দামে যে দকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে ৷ যেমন, বাজিতে গ্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অধ্যুদ্য স্থাষ্ট না হওয়ায়—জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় স্থষ্ট করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মৃল্য দেশে স্বাষ্ট হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Saving Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্লেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যন্ত্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শ্ববিধা নাই।

জাতীয় জায় পরিমাপের অস্থবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অমূরত দেশসমূহে অস্থবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অস্থবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুগ না হইবার সম্ভাবনা। অমূরত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের

অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, পবিমাপেব বাস্তব অস্তবিধা

প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা

বিশেষ অস্থবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অসুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায়

একক- মালিকানা ব্যবসায সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তিচাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বন্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইযা আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবন্ধ করার উপায় থাকে না।

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ছির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন

নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্ম অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অসুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্থযোগ কম।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্জর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অমুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কার্যকরী চাহিল, যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার মূলধন নিয়োগ ও করেদেশিক বাণিজা উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্জর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্জর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত

নার্চ আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূল্ধন অকুপ্ল রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ভায় অকুগ্ন রাখা— ইহাকে মূলধন অকুগ্ন রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লগুয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 10 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্রদারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর ক্রিমাণ করা হয় সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ কর্ম হইলেও নৃতন যন্ত্র ক্রেয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মুলধন অক্ষু রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পুরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ নৈতিক কার্যামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। স্থাবনা থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কার্যামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। স্থতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে গুণু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্মই নহে, দেশে আরও মূল্ধন-গঠন ও অর্থ নৈতিক ক্রমর্গদ্ধ যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্ম, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য: সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis: Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবসাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ থাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ ফদ এবং পরিশ্রমের দর্মণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিল্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক ক্লপ,

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পার।

এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্ অংশে শ্রামক-

দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন পরাইবা আনিয়া কোন্ অংশ নিয়োগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কত টুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মূদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের স্বাধিক স্বষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ স্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসুমান করা চলে। এক দেশের

অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অধুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরুপে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমর্দ্ধি ও প্রগতির হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। কোন্ ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে যে-হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হয়তো সেই হারে বাড়ে না।

अमुनी जमी

- 1. What is Macro-economics? Why marco-analysis has become important in our times?
- 2. Discuss the circular flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.
 - 3. Define National Income and discuss how to measure it.
- 4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?
- 5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.
 - 6. Write a short note on : Social Accounting.

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকভির আবিন্ধার ও চলন শুরু হইযাছে। এমন সময় ছিল যথন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমহিভাগ প্রবৃত্তিত বার্টার কাহাকে বলে হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্তের ঘারা উৎপদ্ধ দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম স্পষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থল ও অস্থবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উর্ব্রুত্ত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইযাছে।

যথন হইতে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইবাছে তথন হইতেই এক গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্ত গোষ্ঠী বা অন্ত ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের স্মান্ত পান্য হিন্দার হৈবাছে। যথন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বাটার (Barter)। এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের স্বাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অহুবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পরের পরিপুরক হওয়া চাই। বন্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী যদি বল্লের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খু জিয়া বাহির করিতে বার্টার প্রথার অস্থবিধা হইবে যাহার ঠিক দেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এক্রপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধার। নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপুরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইক্লপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অস্ববিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার স্থবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে দে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একদের চাউল পাইবে ? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিম্যের স্ক্রোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইক্লপ অসংখ্য বিনিময়ের অমুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ স্থচারুরূপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন শঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত শঞ্চয়কে স্থবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছাতুযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না।

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিময়ের স্থবিধার জন্ত নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম যুগে যে-জিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা স্থবিধাজনক, সেইরূপ কোন প্রব্যু বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি প্রব্যু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি গাইলে ক্রমে স্থা, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই প্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গা শুণ থাকা দরকার। (১) প্রব্যুটিকে বহন করার স্থবিধা থাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রকুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন রা স্থবিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই।

কারণ, মূল্য ও ক্রমণজ্ঞি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের দ্ধণে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিশ্বতে ব্যয়ের জন্ম সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সমাজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইক্রপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগ-যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমাহর বা স্বাক্ষর মুদ্রশ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই রক্ম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না, উহার আদান-প্রদানে বিল্ল ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এক্নপ হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামূটি স্থির থাকা প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অস্ববিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা প্রয়োজন। সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম-বস্তুটির নিজ-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্নীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দারা নির্মিত মূদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্ববিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্তু হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্ম অল্প মূল্যের ধাতু নির্মিত মূদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিমযের পরিমাণ পুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া বিনিময়ের ক্লেক্তে অস্থবিধা স্ষ্টি করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অস্থবিধা দূর করিয়া পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মস্থা করা টাকার প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপুরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরপ আক্ষিকতা হইতে বিনিময়-মাধ্যম প্রথাকে মৃক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইর্ক্সপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমক্সপে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্ম যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্ম সেকেণ্ড,

মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য

মানদণ্ড
বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্ম সাধারণ কোন
মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণেব সাহায্যে ঋণেব মাপকাটি অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অক্সতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিন্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুর স্থবিধা হইয়াছে। ঋণের বাজার স্ষষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা হইয়াছে। ভবিশ্বতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, দ্রবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। টাকাই হইল

এইরূপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

চতুর্থত, মৃল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা মৃল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হুইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিশ্বতে ব্যয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি দে অপর কাহাকেও দিতে মৃল্যের সঞ্চিত রূপ পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্ম কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্ডরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পত্তি (Liquid seset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মৃদ্যসমূহ যেন টাকার আকৃতিতে লোকের হাতে ক্রয়-শক্তির রূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে – তাই টাকা হইল মৃল্যেরই দঞ্চিত রূপ।

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার ওক্তত্ব নামরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা হুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপাস্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় য়ুগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যগুলিকে আর মায়য়ের শ্রমজাত সামগ্রী বলিযা মনে হয় না; মায়য়ের শ্রমনিরপেক নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজাবী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্ম বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিস্থাসে প্রভূত পরিবর্তন স্থাতিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই সুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউগু, শিলিং, পেন্স অথবা হিসাবী অর্থ ও বাস্তব আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের অৰ্থ টাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বুটেনে স্টার্লিং, আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রান্ক, রাশিয়ার রুবল ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, একত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমন্ত্রপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থক্লপে বছদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি প্রকৃত মুদ্রাতে 160 গ্রেন রোপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রকৃত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ত্বই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর মারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মুল্য (Facevalue) উহার অন্তর্নিহিত ধাহুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিম্যের মাধ্যম, তেমনই মল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয অর্থ বিনিম্যের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই ধাতৰ অৰ্থ ও প্ৰতি-প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবাব ত্বই নিধিত্বমলক অর্থ বিভক্ত করা যাইতে পাবে, রূপান্তব-যোগ্য শ্রেণীতে (Convertible) ও রূপান্তরের অ্যোগ্য (Inconvertible)। যদি দেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্ত পক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে দেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পাবে। অপব পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় অৰ্থ বলা হইয়া থাকে।

ভূতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থ (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল মাহার সাহায্যে যে-কোনন্ধপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বিলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, মাহা কেহ অর্থ বিলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও আইন সিদ্ধ অর্থ ও (Standard money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে এচ্ছিক অর্থ । এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাথে

তাহার ভিন্তিতে চেক কাটিয়। সে দেনা মিটায়। এইরূপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আছা আছে—এই জন্তই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্তেই শেষ হইযা যায, ইহার দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। চেক, যেহেতু বিনিমযের মাধ্যম, স্তরাং ইহাও বিনিময-ক্ষেত্রে প্রায় টাকাব কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রন্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের

টাকাব গুইটি বৈশিষ্ট ১। টাকাব ক্সপেই আয় দেখা নেয কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বণ্ড কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে; আমরা টাকা আয় কবি এবং টাকাই ব্য়ে

করি। অপব কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দিতীয়ত, যত রকম বিভিত্র পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে শুক্রত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না-কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, বেমন ঘর বাড়ি, জায়গা-জমি, খনি-কারখানা, শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার

^২। ইহা দাবি বা অধিকার প্রকাশ কবে মনে হয যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মৃদ কথা হইল অধিকার বা দাবি (claim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের উপর দাবি থাকে, আবার

চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্বক্য

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্থ কেহ বিনা বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরস্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তাুই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অস্থান্থ প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দরকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে

এই দাবি বা অধিকার আবও কিছুব মধ্যে দেখা যায যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয, কারণ সমাজের

সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় তাহাকে স্বদ্ধ বলে।

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে হৃদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বও। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়। হইবে। স্থানের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও স্থানের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রেয় করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইয়া তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই হৃদ। আমরা হিসাব করিয়া

বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি
বিল ও বও
কাহাকে বলে
স্থাদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বণ্ডের বিষয় একটু
পূথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের
ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা হুদ হিসাবে এই
দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্ত দেওয়া হুইতে পারে,

তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। মাবার এই প্রতিশ্রুতি অনিদিষ্ট কালের জন্মও হইতে পারে।

বিশ ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে স্থাদের উদ্ভব হয়; এবং স্থদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্ক্ষ্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর স্থদ দিবার প্রতিশ্রুতি ছুইটি ধরনে প্রকাশ কবা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা

লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলেব ক্ষেত্রে); অথবা পার্থকা কি পৃথকভাবে ইহা উল্লিখিত থাকিতে পাবে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীযত, ঋণ পবিশোধ পাইবার জন্ম ঋণ-

দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদেব মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধাবণত গণ্য কবা হয় সল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত স্থাবিধার জন্ম এক বংসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে সল্পকালীন ঋণ বলে, আব উহাব বেশি দিনের জন্ম পরিশোধ্য ঋণকে দীর্ঘকালীন ঋণ বলে।

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনেব দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়। এই শেয়ার-গুলি সর্বসাধারণের ক্রযের জন্ম বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায। শেয়ার হইতে আয সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্জর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য বজায় থাকিবে কি না। এই সকল শেষারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রক্মের শেয়ার থাকে বিলয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝাঁকি লইতে পারেন।

এই সকল বিভিন্ন দ্ধপ লইয়া অবস্থান করে।

টাকা (money); বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims); এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) — ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসাযের স্থনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent) কতকগুলির আবাব বাস্তব কপ নাই rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহাব মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ
সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাথে; বিনিমথকাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্ণার অন্তরালে ঘটিযা থাকে। তাঁহারা
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ
করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার 'প্রাকৃতিক'
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হয় না, অর্থ এই সকল
নিষমের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না;
অর্থ নৈতিক আচরণ (economic behaviour) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক
নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামন্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অন্তিত্ব অগ্রান্থ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা কার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মৃল্য কথনই ছির থাকে না, দাম-ন্তর সর্বদাই অন্থির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মৃল্য আধুনিক ধারণা বা দামন্তরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শ্রত-নিরূপণ

বর্তমান মুগের আলোচনায় অন্থতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অন্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াল আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজেব অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া
ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিশ্বতের মধ্যে সেতু বন্ধন
অর্থের অন্থতম প্রধান কাজ এবং ইহাবই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার স্থাষ্ট
হয। ভবিশ্বতের দামস্তব বা অর্থেব মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের
অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে।
অর্থেব ক্রমক্ষমতাব পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন,
মোট কর্মনিযোগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিযোগকে পবিবর্তিত কবিয়া
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনেব স্থচনা করিতে পারে।
সমাজের বহু সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য কবে এই অর্থ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও
কৌশল (Monetary policy) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিল্ণেছত অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এক্সপভাবে
নিযন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক
ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত সক্লকালীন বিশ্লেষণ, কাবণ স্বল্পকালেই আর্থিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে অফুভব করা যায়, দামগুর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ক্রমর্গন্ধি ও অর্থের ভূমিকা উঠানামা করে। সমগ্র সমাজেব অর্থ নৈতিক ক্রমর্গনির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অস্থান্থ বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কৌশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠাযোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচা বিষয়।

ইহাও মনে রাথা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অস্থাক্ত অনাথিক (non-monetary) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক সমস্থার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্থার মূলোদ্ঘটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবাটদন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক আপদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বর্ণন. ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়"। স্থতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া চলে না।

खनु ने जनी

- 1. What is money? Discuss its chief functions.
- 2. What were the difficulties of Barter Economy? How money has facilitated economic transactions?
 - 3. Money has been classified in your text book as follows:
 - (i) Standard money.
 - (ii) Representative money.
- (iii) Credit money:—(a) Token money, (b) Government Notes, (c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.
 - 4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.
 - 5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

আর্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাথা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও
মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া
আর্থিক ব্যবস্থা
কাহাকে বলে এবং
উহা কয় প্রকার মান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মূদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দারা প্রস্তুত হয়।
এক্ষপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়।
দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুষারা প্রস্তুত হুই প্রকার মূদ্রা প্রচলিত
থাকে; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে।
কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থক্সপে সমাজ-দেহে
প্রচলিত থাকে।

বিধাতুমান (Bimetallism)

থিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ছুইটি ধাহুর খারা প্রস্তত মুদ্রা আইনদিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (দোনা ও ক্লপা); সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অনুযায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রায়ন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ দোনা এবং থিধাতুমানের বৈশিষ্ট্য ক্লপা লইয়া ট কশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসম্বৃত। যথন এক্লপ নিয়ম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্ম গৃহীত হয় এবং অন্ত ধাতুটি গৃহীত হয় না; তখন তাহাকে থক্সমান (Limping Standard) বলা হয়।

ছিধাতুমানের বহু স্থবিধা আছে। প্রথমত, স্থামান বা রৌপ্যমানের তুলনার এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর দ্বির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন অমুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সহজ হয়, কারণ কোন একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অভা ধাতুর দারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ হুবিধা বাড়ানো যায়। অথবা, যথন কোন একটি ধাতুর যোগান বুদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মূদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা ; ফলে দামন্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির পক্ষে ইহা স্থবিধাজনক, কারণ তাহারা যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিম্নতম জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি একসময়ে দ্বিবাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক **থি**ধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

দিধাতুমানের অস্থবিধা হইল, যদি ছুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পানবিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল

মূদ্রাক্ষীতি নতুবা প্রবল মূদ্রাসক্ষোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত,
অফ্রবিধা

কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা
শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার মূল্য সরকারয়
মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিয়ষ্ট' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য
গিয়াছে) বা এইয়প ধাতু মূদ্রা 'উৎয়ষ্ট' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য
বাড়িয়া গিয়াছে) এইয়প ধাতুমূদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। ছুইট্ট
ধাতুমূদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যন্ত হইয়া
পড়ে। স্বতরাং দেখা যায় যে, কার্যত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর।

আধুনিক কালে বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভাবয়তেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বছল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনর্থীকরণের (Remonetisation of silver) সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে।

ব্যেশামের নিয়ম (Gresham's Law)

ইংলণ্ডে টিউডার রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিরুষ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ রাণী হইয়া ওই নিরুষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলিকে অসন্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎরুষ্ট ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎরুষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, উৎপত্তি নিরুষ্ট মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎরুষ্ট মুদ্রাসমূহ

নিরুপ্ত মুদ্রাঞ্চাল প্রচালত হহতে লাগল, ওৎরুপ্ত মুদ্রাসমূহ বাজার হইতে অন্তহিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেপ্তা করিয়াও উৎরুপ্ত মুদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই ঘটনার যে-কারণঞ্জলি দেখাইলেন, তাহাই পরে গ্রেশামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল।

গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎকৃষ্ট
ও একটি নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ
নিয়ম
হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা
যাইবে উৎকৃষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ-ই
সমাজের সকলের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতেছে। 'যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে
আইনসিদ্ধ, তখন নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসারিত করিবে "—সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামের নিয়ম।

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিক্নষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিক্নষ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বৃঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিক্নষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বৰ্ণ বা রৌণ্য নির্মিত মুদ্রার প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাপ্তলি তুলনামূলকভাবে নুতন পরিমাণে বেশি ধাহুযুক্ত, এখনও পর্যস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট। যখন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিকৃষ্ট। যখন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাহুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন হুইটি ধাহু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুষায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট।

কি-ভাবে এই নির্কন্ত-প্রকার অর্থ উৎরক্ত প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে? কি-কারণে উৎরক্ত অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তহিত হইমা মাম ? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মূলতে ব্যবস্থত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎরক্ত ধরণের মূলাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মূলার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অন্থায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; স্থতরাং, যে-সকল মূলার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎরক্ত অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিযা যাইবে। তৃতীযত, লোকের স্বভাব হইল উৎরক্ত অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিযা যাইবে। তৃতীযত, লোকের স্বভাব হইল উৎরক্ত প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময় ক্ষেত্রে নিরুত্ত-প্রকার অর্থ-ই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেট্টা করিবে। স্থতরাং, উৎরক্ত অর্থ লোকের জিন্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিরুত্ত ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজাব হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে ছুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কাষকরী হইবে না। যদি উৎকৃষ্ঠ ও নিরুষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কার্যে মাধ্যমের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এই নিয়ম সীমাবদ্ধতা কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিরুষ্ট অর্থ এতই নিরুষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হইয়াই উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

ম্বৰ্ণমান (Gold Standard)

যথন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং

একপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ঠ হারে সোনা

পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান

কলা হয় । পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময়

হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ

নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন

চলিত । অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের
উল্লব ও প্রচলন হইয়াছিল।

স্থানন প্রচলিত থাকায় স্থা ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্থারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্থারে পরিমাণ কমিয়া গোলে অর্থের পরিমাণও ব্রাস পাইত। স্থারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্থারে দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্থাকে মজ্ত করিয়া ব্যাস্কণ্ডলি দেশে ঋণগত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইলা দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষরে মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্থারের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং স্থারের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বয়ংক্রিয মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালাক্ষের (Balance of Payments) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিম্য-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়্ম-ক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয়, তবে
সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায়
দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে,
স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রির
গাতি-পদ্ধতি
লেনদেন ব্যালান্স আসুকূল (favourable) হইয়াছিল,
সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

প্রবং দামন্তর উধ্বে উঠিবে। ছ্ই দেশের দামন্তর এইরূপ পরিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আদিবে। যে-দেশের দামন্তর কম, ক্রমে দেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্গ ফিরিয়া পাইবে; মে-দেশের দামন্তর অধিক, তাহার রপ্তানি কমিবে এবং স্বর্গ দেশের বাহিবে চলিয়া মাইবে। পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা শুরু হইবে, এবং ক্রমে ছুই দেশের দামন্তর এরূপ অবস্থায় আদিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিথাছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দরুণ লেনদেনের মার্ফত পৃথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার এই স্বয[্]ক্রিয় ভারদাম্য সাধনের কারণ ছুই দিক হুইতে দেখা চলে: ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিষা ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির 'হইযা গেলে অর্থের যোগান ভ্রান পাইবে, ফলে স্থানের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ব্যাক্ষণ্ডলি তাহাদের ঋণদানেব পরিমাণ ও নীতি সংকৃতিত করিবে। স্বর্ণ প্রবেশ নকরিতে থাকিলে ইহাব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে অর্থাং টাকাব যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফদের হার হ্রাদ পাইবে, ব্যাক্ষগুলি তাহাদেব ঋণদানের পবিমাণ ও भौতি প্রদারিত কবিবে। এই বাঙ্কিং প্রতিক্রাব কিছুটা পরিবেশেব প্রভাব ল্মাড়ে (palliative effects), তাহা আমাদের মনে রাখা দরকার। স্থদের ·ইহার বাড়িলে স্বৰ্ণক্ষযশীন দেশে বাহিব হইতে কিছুটা স্বল্লকালীন মূলধন (short ্রিterm capital) প্রবেশ করিতে থাকিবে। উপরস্তু, স্থদের হার বাড়িলে প্পিরোক্ষভাবে আমদানি কিছুটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, কাবণ, ব্যবসাধীদের টাকা ঝণ করার খরচা বেণি। গুণক-প্রতিক্রিযার কথাও আমাদের মনে রাখা দরকাব, দারণ ইহা দারাও স্বর্ণমানের সামঞ্জ্য-সাধনকারী ধাবা প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রদারশীল শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপরে উঠিবে। ার্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর হ্রাদ পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মদংস্থানের পরিমাণ কম হইলে সেই দেশের আমদানি হ্রাস পাইবে। াঙ্কিং প্রতিক্রিয়া ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন গুণক প্রতিক্রিয়। ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির তে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশ হইতে স্বর্ণক্ষের

পরিমাপ কমিয়া আসিবে, আবার স্বর্ণবৃদ্ধিশীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইবে।
আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়া
ছই দেশে ভারসাম ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাদ্ধিং ও গুণকপ্রতিত্রিয়া অনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইযা আনিতে
সাহায্য করে।
*

ভারসাম্সাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা স্বয়ং ক্রিয় দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহ ব্যালান্স থাকিলেই স্বর্ণের স্রোত (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে আভন্তেরীণ ব্যালান্স বা ভারদাম্য বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয উভয দেশে উভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায প্রকার ভারসামা থাকিলে তবেই উহার দামন্তর ও আযন্তর সমান থাকিবে, श्राकां वर्गातास्मव মূল কথা ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধে দেখা দিবে না। ভারদান্যের একমাত্র দম্ভাবনা হইল যথন উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ভারসাম্য বজায় আছে. কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকাব ভারসাম্যে বিচুর্গত দেখা থাকিবে।

পূর্ণ ও দ্রুত ভারসাম্যের শর্ত (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বথংক্রিয এই ধার পূর্ণ ভারসামে, তথনই পৌছিতে পারে যেথানে বাহ্য ও ভাভান্তবীণ বালোন্স বজাগ আছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চযতা নাই যে কোনরূপ ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরস্ত, এই ভাবসাম্য অতি দ্রুত ফিরিযা আসিবে কি না, তাহারও কোনরূপ স্থিরতা নাই। স্কুতবাং ভারসাম্যে পৌছানোব শর্ত এবং ভাড়াভাড়ি পৌছানোর শর্ত দুইটি বিষয়ই আলোচনা কবা দরকার।

^{3. *} The two forces that set the gold standard adjustment process in motion...are the banking reaction...and the multiplier induced reactions...In general and in the lorg run the banking forces and the multiplier forces operate tegether. Poth forces lead to a change ir the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries...But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics. P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জন্ম সাধনেব এই ধাবাব একটি মূল কথা হইল অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তবে উপযুক্ত পবিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধাবাব শেষেই পবিপূর্ণ আভ্যন্তবীণ ভাবসাম্য ফিবিয়া আসিতে পাবে। যদি উভয় দেশেব আভ্যন্তবীণ দামস্তবে পবিবর্তন না হয় তবে ভাবসাম্য ফিবিয়া আসা সন্তব হয় না। কিন্তু দামস্তবে পবিবর্তন আনিতে হইলে দেশেব মজ্বি ও দাম-কাঠামো (wage and

পূর্ণ ভাবসাম্যেব অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব পবিমাণে পবিবর্তনের স্তরগুলি অল্প দর্ভগুলি সমযে পার হইয়। আসা চলে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বালি এই খেলার নিয়মগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভাবসাম্য ফিবিয়া আসিতে পাবে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায়্যে দেশে আয়স্তবের প্রসার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ বালিং নীতি অপবিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তবে পবিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ দামন্তবে কিছুটা পবিবর্তন আনিতে পাবে। তৃতীয়ত, দামন্তবে কিছুটা পবিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাভাইয়া দিয়া সেই পবিবর্তনের গভীরতা বাভাইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভাবসাম্য ফিবিয়া আসিতে পাবে না। যেমন, দামন্তব হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা ক্রেয় করা স্থণিত বাথিল, ইহাতে দামন্তব আরও হ্রাস পাইবে। এইরূপ অবস্থায় ভাবসাম্যবিন্দ্র আশেপাশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (oscillate) করিবে, কিন্তু ভাবসাম্যে পৌছিরে না।

চহুৰ্থত, সামঞ্জস্ত-সাধনেব এই ধাবা ভাবসাম্যে না-ও পৌছিতে পাবে যদি উভয দেশেই আমদানিব প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহিব হইতেছে, উহাব দামগুব, আয় ও কর্মসংস্থান গুব হ্রাস পাওয়া দবকাব। পববর্তী বাণিজ্যকালে ইহাব আমদানি কম হওয়া প্রযোজন এবং বপ্তানিব আধিকা দবকাব। যদি ইহাব প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধাবা সন্তব না-ও হইতে পাবে। ঠিক একই কাবণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাগুলিব মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয়, তবে এইরূপ ভারসাম্য না-ও অসিতে পাবে।

উপবেব এই শর্ভগুলি বজায় থাকিলেও ভাবদাম্যে পৌঁছানোব পথ অতি দীর্ঘ ংতে পাবে, ফলে এই পথে গুদম্পূর্ণ ভাঙাগডাব (serious fluctuations) সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্থতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তগুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "থেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হ্যতো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোযাড় যদি সচেতনভাবে ক্রুত ভাবসামোর এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব স্থদের হার, দামগুর ও আয়ুত্তরের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিবিয়া পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীয়ত, যদি উভয় দেশের চাহিলার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত বালোস ফিবিয়া আদে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামগুর বাড়িলে ফাটকাবাজি মাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামগুরের উপর ফাট্কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাথা দরকার।

স্বর্ণমানেব এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্ম (Full equilibrium under gold standard adjustment process) ক্ষেক্টি শর্ত বজায় থাকা চাই । প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেব থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে দামস্তরের উপর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সাফলোব সম্ভাবনা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় বাধানিষেব থাকিলে বা উহা দামস্তরের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "থেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরত। অমুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্থৰ্গমূদামান বা বিশুদ্ধ স্থৰ্গমান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলও, আমেরিকা এবং আরও ক্ষেকটি দেশে বিশুদ্ধ স্থানন প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্থর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা প্রধান অর্থক্রপে প্রচলিত থাকে; মুদ্রাকর্ত পক্ষ (Currency Authority) আইনত স্থর্ণের বৃদ্দে অধিবাসীদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতবে বা বাহিরে স্থর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ থাকেন।।

(২) স্বৰ্ণাভুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে সর্গমূল। চালু থাকে না, কাগজীমূলার দারাই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে, মূলাকত্রপক্ষ আইনত স্বর্ণের দারা মূলা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্ম নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন করেন, তখন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বৰ্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থা-বিনিষ্য মান বলা হইত : এই ব্যবস্থায় স্থামুদ্রা চালু থাকে না, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্থামুদ্র। প্রস্তুত কবিবার জন্ম স্থা গ্রহণ করেন না বা স্থা ক্রয়বিক্রয়ও করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ম প্রযোজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মুদ্রার বিনিষ্থে এমন কোন দেশের মুদ্রা বিক্রয় করেন, যাহা স্থামানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বৰ্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্বর্ণমূল। চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মূল। চালু থাকিতে পারে। মূলাকভূপিক স্বর্ণের বা বৈদেশিক মূলার একটি ভাগুার গঠন করেন এবং মূলার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানাম। নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে

ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষয়বিক্রয় করেন। এইরূপ ভাণ্ডারকে বিনিময়-হারে সমতারক্ষাকারী ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Fund) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় তর্পেব বহিমুল্য এইভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যথন অর্থের বহিমুল্য বা বৈদেশিক বিনিময-হাবে উঠানামা ঘটে, তথন এইরূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুদ্রা বা স্বর্ণেব ক্রয় এবং বিক্রযের দ্বারা বিনিময-হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন বালান্সে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং বিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালেব মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ম্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

স্থানির গুণ হইল, এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিম্য-হার আপনাআপনি স্থির হইলা পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালানে
ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনরায় ভারসাম্যের
বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। স্থানান ব্যবস্থায় স্থা আনা-গোনার
ইহাব গুণ কি কি মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন
বালোসে ভারসাম্য বক্ষিত হয়। গিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্থামান চলিতে থাকিলে
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা স্থবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য
সাধারণ বিনিম্যের মাধ্যম হিসাবে স্থারের ব্যবহার সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, স্থামান
বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্জ্ব করে দেশে স্থারির যোগানের উপর;
রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নির্দ্ধপিত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে
না। চতুর্থত, জনসাধারণ স্থাপছন্দ করে, স্থামান চালু রাখিলে সেই দেশের
মুদ্রাব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে সন্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের
নির্ভ্রণীলতা বৃদ্ধি পায়।

স্থানানের ত্রুটি হইল, প্রথমত, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয়নান বলিয়া গণ্য করা চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাকর্তৃপক্ষ যথেষ্ট্র সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত স্থানানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহা সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত থেলার

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কথনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে প্রবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেছই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীযত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহিম্বল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামস্তর, উৎপাদন ও আয়স্তর অব্ছেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখা কথনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইন্সের ইহার দোষ কি কি অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, দেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হুদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ভ্রাদ পায়। যদি দেশে আমদানির তুলন[†]য় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাক্ষীতি ও সঙ্কটের স্বাষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামগুর বা বিনিময়-হার স্থির রাথিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ খান আবিষ্কার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মূদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মূদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের স্ষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয়বহুল।

^{*&}quot;But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, An outline of Money, P, 306.

কাগজী অর্থের দারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অস্থবিধাজনক নহে, স্বতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাথা অথথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মান্নমের এইরূপ 'হল্দে ধাহুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বব যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্থর্নমান প্রতনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বৰ্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'থেলাব নিষমসমূহ' যথাযথভাবে কথনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিষম ভঙ্গ করিষা স্বৰ্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায আনিষা ফেলিয়ছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাট্রেব নিকট হইতে অন্তর বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামন্তরের উপব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ ও মূদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিন্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিদাবে জমাইয়া বাখিয়াছিল। ফলে অন্তান্ত দেশের তুলনায় আমেরিকার দামন্তবের এই অসমতাব (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইক্লপে অন্তান্ত দেশে স্বর্ণেব যোগান কম হওয়ায তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

অন্থান্থ দেশে বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় বার্থ ও নিরাপন্তার দক্ষণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইনা পড়িয়াছিল; স্বতরাং রুটেন হইতে যথন ব্যত্যাগের হিড়িক শুক্ত হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বার্ব হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামন্তর, আয়ন্তর প্রভৃতি স্থির রাথা, বেকারি দূব করা ও কর্মনিয়োগেব স্তর উধ্বে তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইযাছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশুস্তাবী হইযা উঠিয়াছিল।

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইযা রপ্তানি-উদ্ ত (Export Surplus) স্থাষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন সাফল্যের শুর্ত আথিক বা বাণিজ্যনীতি গ্রহণ কবিবে না যাহাতে লেনদেনের ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদ্রিত হইতে বাধা পায। লেনদেন ব্যালান্সের প্রযোজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপব দেশ হইতে দ্বর্গমান্ত্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা ক্রন্তিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্ব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণস্থ্র (golden rule) কেইই মানিয়া না লইবাব ফলে অবশ্রস্তাবীন্ধপে ইহাব পতন হইয়াছে।

প্রাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূদ্রাতে (Overvalued কি-ভাবে স্বর্ণমানেব প্রতন হইল

ত্বির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যক্রাদ (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মূদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপদাধন অর্থাৎ মূদ্রার অতি-স্টাতি (hyperinflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মূদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তানের পরিমাণ কমাইযা দিল। তাহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর কাঠিন্ত বা অনমনীয়তা (Rigidities) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে স্থোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া অন্তান্ত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্থর্ণের বৃহিগমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মূদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামন্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মন্ত্রত করিয়া রাখিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-সাধনকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাডাও সমস্তা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের পববর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবদাদারদের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও স্থানের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহাব লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাড়বি প্রায় অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার শেয়ার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকাব অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অফ্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসাধীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 দালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থানিত রাথে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টা শুরু হওষায় স্বর্ণমান টি কাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলও হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড স্বর্ণ-প্রদান বন্ধ করিয়। দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলগাও, সুইজারলগাও, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাক অমুসরণে বাধ্য হইল। স্বর্ণমানের কলক্ক-বিজভিত গৌরবম্য ইতিহাসের পরিস্মাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থ নৈ তিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃংখল অপদারিত হইল ।

স্বৰ্ণমান পুন:প্ৰতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে 'মূদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত ঝোঁক' (inherent bias গ্রহণ করিয়াছে। towards deflation), অন্যনীয় বিনিময়-হার, সর্বলা জাতীয় অৰ্থ নৈতিক ও নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযাযী আর্থিক নীতি পারস্পরিক মুদ্রাক্ষীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ ঋণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না করা; স্বর্ণমানের এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উগ্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিকে সাহায্য করে না। উপরন্ত, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল উন্নয়নের কর্মস্টী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্ম প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুল্ধন এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইক্লপ একপাক্ষিক মুলধনের প্রেরণ বা প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপর নয়। স্বতরাং নি:দদেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সন্তাবনা নাই বলিলেই চলে।

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাট্টে মজুত হইয়া রহিয়াছে: অন্তান্ত দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাট্ট এবং অন্তান্ত দেশের সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বন্ধপ হইযা দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের শুরুত্ব বিশেষ-ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের স্থবিধার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, ক্লব্ল এলাকা প্রভৃতি স্থাই হইয়াছে।

এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাগুরের নিযম অনুষায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মূদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের বিনিময়-হার নির্দিষ্ঠ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মূদ্রার মধ্যে সর্বসন্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ঠ রাখার উদ্দেশ্যে এইক্পপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিন্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা কাগজী মান পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কথনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট দ্ধপান্তর-যোগ্য (convertible) বা দ্ধপান্তরহীন (Inconvertible হইতে পারে।

কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একদঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে

হইলে ধাতু দারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ স্থ বিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে বয়ে অনেক কম। এবং ক্রমাণত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপবয়ে কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থাতে দেশের অর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জক্ত রাখিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্দের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোয়য়ন র্যবিধা এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায়্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্তরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত য়ে, আভ্যন্তরীপ নিয়মকান্তনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনাত্ম্যায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজ্ত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান প্রিবীতে অনমনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions)

থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশাদী হওয়ায় কাগজী

ট্রাকার গুরুত্ব থুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাগজী অর্থের অস্থবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরুক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর

নয়। দিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে, অয়বিধা শ্রেণীয়ার্থে বা দলগত সার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্ম্প্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্ম্প্রের তৈপনিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চহুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামন্তর বৃদ্ধি হওয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূদার বহির্ম্প্র হাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পাবে। অন্থান্থ সকল দেশও আন্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্ম্প্র হাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্ম্প্রাহাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থবিধা রহিয়াছে।

কাগজা নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুষায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে ছই প্রকার মতবাদ একবালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় বাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে কারেণ্দী নীতি বাঙ্কিন কাল। স্বতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় বাঙ্কি নিজের নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুষায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবদায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে ব্স্কিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, পুবই অক্স

পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-মুদ্রায় বা ধাতুতে রূপান্তরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি অর্থ নৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্ম সেই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের র্সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। স্বতরাং কোন সাধারণ বাণিজি ক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত রাথিয়া অধিক ঋণদান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধারণের আস্থা বজায় রাথার উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত রাথিয়া কাগজীনোট চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সন্তব হয় না, ধাতুর যোগানই টাকাব পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেশি টাকা প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যক্ষিং প্রথায় এই অন্থবিধা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝুঁকিবছুল হইয়া পড়ে।

ধারু জমার পরিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থা-সমূহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়।

১। নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজুতে টাকা প্রচলন করা
যাইতে পারে; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে।
এই সীমার পরে টাকা চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ
মূল্য ধাহুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে
কোন জমা দরকার হয় না; কিন্ত উহার পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, যেমন
10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকার মূল্যের ধাতুই

জমা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার উধ্বে প্রভৃত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত থাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজ্ত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকর্মপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যান্ধচার্টার আইন অনুসারে ইংলওে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বছবার ব্যান্ধচার্টার আইন মূলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যান্ধ অফ্ ইংলওকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের স্থবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্মিলান কমিটির স্থপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি দীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাথিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু দেই দীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইন-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার ছুইটি গুণ আছে: অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাহু মজ্ত করিয়া রাখিতে হয না। ইহার অস্পবিধা হইল যে, যদি এই দীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উ চুতে ধার্য করা হয তবে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার পরে ইহাকে ভূলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আৰুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি।)

এই ব্যবস্থার স্থবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সূহজ ও সরল। তত্ত্বপরি, ইহা প্রদার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অমথা মজ্ত রাথার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ক্রটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অমথা মজ্ত রাথে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজ্ত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা হিসাবে 125টি স্থামুদ্রা জমা রাথা হইয়াছে; যদি স্থর্ণের পরিমাণ কমিয়া

124টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আন্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশুক এবং যদি লোকে আন্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অমুপযুক্ত।

৪। স্থাব্যতারকী আবুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অমুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের 40% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমূদা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মূদ্রাতে (স্টার্লিং বা ভলার)। এই ব্যবস্থার স্থবিধা অনেক। ইহা প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রশে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাক্ষে বৈদেশিক মূদ্রা জমা রাখার স্থবিধা থাকায় স্বন্ধ হিদাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে জমা হিসাবে না রাথাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভারতে মুদ্রাক্ষীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। স্বতরাং, বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্ফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত ব্লিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থ নৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানো এই রূপ বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অমুযায়ী। টাকা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের উপর হাস্ত আছে। স্থতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন-ধারা হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ করা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ যথেষ্ট দায়িত্বশীল

প্রতিষ্ঠান, স্থতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে।
আর সমাজের ঋণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তথন
নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে। যথন
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্ম অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং ঘাট্ তি
বাজেটের দারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন
করিতেছে, তথন নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে,
আইনের দারা তাহার ক্ষমতার প্রতিবদ্ধকতা স্বষ্ট করিলে চলিবেনা।

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আন্থাও বিশ্বাস অর্জনের স্থবিধার জন্ম, হঠাৎ প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার সঠিক রাখিবার নিমিন্ত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মূদ্রা জম। রাখার নিয়ম করিয়া দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া রাখা মূদ্রাম্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ঠ কার্যকরী। তবে এই সীমা বেশ উধ্বে ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন-মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পারে।

এই দীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধারিত হইবে। নোট- প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কমব্যয়শীল বা ব্যয়সক্ষোচমূলক, প্রসারক্ষম, ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং দ্বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে।

अनु नी मनी

- 1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees Gold Standard"—Illustrate the statement.
- 2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibrium under old Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?
 - 3. Discuss the met its and demerits of Gold Standard.
- 4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the old Exchange Standard.
- 5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.
- 6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. hich of them you prefer and why?

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগালেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেন্ডা দ্রব্য ক্রমের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আখালি দ্রব্য তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রভিশ্রুতির উপর আখার্মার্থীয়া বিক্রেন্ডা যদি দ্রব্য বিক্রম করে, তবে তাহাকে ঝণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঝণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিশ্যতে ঝণগ্রহীতার নগ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্রমভার উপর ঝণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঝণভিত্তি লেনদেনের মল ভিত্তি।

যে-ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সং সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকা চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Iustruments) বলা ১ই ঋণপত্র থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আগ্র থেমন — কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যক্ষের ড্রাফট্ ইত্যাদি বর্তমানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের ধ্

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুষায়ী ইং[†] ভোগোদ্যেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই ছ্ই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্য[©]় ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দক্ষণ যথন ঋণ গ্রহণ করা হয় তথন ভ ভোগোদ্যেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাই উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহু প্রকারের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিদরী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিম্য-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কেব বহুপ্রকাব ঋণপত্র ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে অথবা চাহিদা অনুযাযী নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে দেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিদ্রী নোট বলা হয। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাষ্ক বা সবকার এইরূপ প্রমিদ্বী নোটের প্রচলন করিতে পারিত। প্রমিদবী নোটেব প্রচলনকাবীব উপব আন্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এইসকল নোটসমূহ এক ব্যক্তিব নিকট হইতে অন্থ ব্যক্তিব নিকট হস্তান্তবিত হইতে থাকে এবং ইহাব সহাযতায় অর্থ নৈতিক লেনদেন ঘটে। সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্গমে**ট** এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকাবী ব্যক্তি কর্তক কাহাকেও টাকা দিবার জন্ম ব্যাঙ্কেব উপব নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেক্ হস্তান্তরিত হইযা অর্থ নৈতিক লেনদেনে বিনিম্যেব মাধ্যমন্ত্রপে কাজ কবে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটেব পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মৃদ্রা, চেক কথনই আইনসিদ্ধ নহে; ইহা গ্রহণ করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপবে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তাবিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেন তাহাকে বিনিম্থ-বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পবে ক্রেতা ।বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবাব প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্রব্যের বিক্রেতাকে ঐ বিন্ন ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে । (ঘ) যথন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপব কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবার জন্ম নির্দেশ দেয় তথন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ বলে। ঋণ ব্যবস্থার প্রধান স্থবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রযোজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অস্থবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবদা-বাণিজ্য ও ইহাদেব স্থবিধা

উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথার দ্বারা উপক্বত হয়; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ করে। ধাতৃ ও ধাতব মুদ্রার বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বারা গেনদেন অনেক বেশি স্ববিধাজনক।

াকে পুর বেশি। ব্যাস্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে

প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাক্ষীতি
হইতে পারে। হ'ট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্যও অহবিধা

চক্র স্টেতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাঙ্কঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে
সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়াব বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্রকা
ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ
একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক (Banks): ঝণ লইযা যে-সংগঠনের ব বসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে ঝণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্লেত্রে ঝণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একআ সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেন্ট আমানত হইতে ইচ্ছাত্র্যায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বিছু বিছু বাধ্য-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেন্ট হিসাবে রন্ধিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অক্যান্ত ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

থিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাক্ষ নিজের ব্যবহারের জন্স ধার করে না। স্কল্পাইবার আশায় দে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্ত কাজে ঋণ দেয়। ব্যাক্ষ ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত কাফি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট্ দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা ছণ্ডি ক্রেয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষ্তলি সাধারণত ঋণ দেয় স্কল্প কালের জন্ত, আবার বিনিয়োগ ব্যাক্ষ বা শিল্প ব্যাক্ষ্তলি ঋণ দেয়।

ভূতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব কাগজী নোটু প্রচলন করে এবং অক্যাফ্ট ব্যাহ্বও চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন বাছে যথন টাকা জমা রাথে তথন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবার স্থােগ দেয়। এক ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইরূপে বিনিম্ম ও প্রচলনের মাধ্যম হিদাবে টাকা স্ফাষ্ট করা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চহুর্বত, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপন্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিদাব রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাগুনা করে, অথবা ব্যবদাযক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিদাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয়া তোলে।

দেশে ব্যক্ষ-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যক্ষ-ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজ্যাধ্য নহে। অনুত্রত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুত্রতির কারণ বলা চলে। ব্যক্ষ-প্রথাব ফলে মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে

বর্তমান সমাজে করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইযা আদিয়। উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের সেই টাকা ঋণ দিয়া

ব্যাঙ্ক উভযকেই সাহায্য কবে। সমগ্র দেশে টাকার যে-কেনাবেচা চলিতেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহায়তা করে। চেক কাটিয়া ও জমা লইয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'স্বষ্টি' করে তাহাতে দেশের আর্থিক কাঠামোতে প্রসারশীলতা ও নমনীযতা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবৃত্তা বাড়িয়া যায়; বাঙ্কে বি.ন্যোগের স্থোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিযোগের ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতন্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্ধ ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বিনিধাণ করা হয় ব লয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কলাণে সাধিত হয়।

ব্যালের ব্যালাকা শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উষ্ঠ পত্র বা ব্যাসান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক দেই সকলের জন্ম জনসাধারণের নিকট দায়ী; ইহা তাহার দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল টাক। বিভিন্ন কেত্রে ব্যান্ধ খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যান্ধের পাওনাসমূহ (assets)। দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ কবিলে প্রতেকেটি ব্যান্ধের আর্থিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে: কাবণ ব্যান্ধেব সকল পাওনা বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্থের নিকট হইতে গৃহীত টাকার সাহাযে কবা হয়। সাধারণত, ব্যান্ধসমূহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয়; স্বতবাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রম করিয়া যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদাআমানত। (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমূহ। (ঘ)
চতুর্থত সাবধানতার জন্ম সকল ব্যাক্ষই মুনাফার অংশ দ্বারা
রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে। উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাক্ষের
দেনা হিসাবে ধরা হয়। (৬) পঞ্চমত, অন্যান্থ ব্যাক্ষকে দেয় যে অর্থ বাকি
রহিষাছে অথবা ব্যাক্ষেব নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে রহিয়াছে।

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের হাতে রহিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্ম যাহা ব্যাঙ্কের নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাথা পাওনাব বিষযসমূহ হইয়াছে। (খ) অন্যান্ম ব্যাঙ্কের নিকট যে-পাওনা আছে অথবা অত্যক্সকালীন বিনিয়োগসমূহ। (গ) তৃতীয়ত, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে-টাকা বিভিন্ন ক্রেরে বিনিয়োগ করিয়াছে। (৬) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজন্ম ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র অথব। অন্যান্ম সম্পত্তিসমূহ।

ব্যাঙ্কের এই ব্যালান্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া
ব্যাঙ্কের কাজকর্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আর্থিক
অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-প্রথার
নিয়মসমূহ স্টাব্দরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথান
বিন্না যায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি
নীতি আছে; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা
(safety, profitability and liquidity)। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এক্সপ

হওয়া আবশ্যক যাহাতে জনসাবাবণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভ্য থাকে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য বাথা দবকার। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রযোজন হইলেই অতি সম্বর্গ উহাকে নগদ টাকায় রূপান্তবিত করা যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পন্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাক্ষের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

বোন ব্যাঙ্কেব ব্যালান্স শীটেব পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে তাকাইলে আমবা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি বোন্ বোন্ খাতে কত টাকা খাটাইযাছে। দেশে বিভিন্ন প্রকাব সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসবকাবী ও সবকাবী ঋণপত্র, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ, বগু ও ডিবেঞ্চাব, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসাযে ঋণ দেওয়া, ঘব ভাডা, আসবাবপত্র, জায়গা জমি প্রভৃতি। ইহাদেব মধ্যে কোন ধ্বনেব সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা কবা প্রযোজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহাব সকল আমানত যদি সে বাব দিয়া দিতে পাবিত তবে
তাহাব মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সন্তব নয়। বেশিব ভাগ আমানতকাৰীই চেক কাটিয়া লেনদেন কবে হুতবাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদেব পাবস্পবিক
দেনাপাওনা খাতায-পত্ৰেই মিটাইয়া ফেলিতে পাবে, নগদ টাকাব বিশেষ দ্বকাব
হয় না। তবুও কিছু সংখ্যক আমানতকাবী নগদ টাকা
বাগা অনেক সময় ফেবং চায়। তাই কিছু পবিমাণ নগদ টাকা
তাহাকে নিজেব কাছে স্ব্দ। জমা বাথিতেই হইবে। বেশি

ঋণ দিলে বেশি স্থদ আয় হইবে, স্তবাং বাজেন ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম বাথিয়া বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মান নাই, তাই বাঙ্কি এই লোভ সংববণ কবিয়া বাথে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা কপে জ্মা বাথে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তবল সম্পত্তি (most liquid of all assets), দবকার মত ইহার সাহায্যে বাঙ্কি তাহার যে-কোন দেনা মিটাইতে পাবে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইয়া বাথিলে সেই টাকা হইতে স্থদ পাওয়া যায় না। বেশিব ভাগ দেশে স্বকারী আইন অনুযায়ী বা চিবাচবিত প্রথা (convention) মনুযায়ী মোট আমানতের কিছু অংশ সকল বাঙ্ক নগদ টাকার আকারে জমা বাথিয়া থাকে। ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (first line of

defence)। ব্যাঙ্ক যথন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অক্স' অক্সাক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের নিকট পাওনা হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে।

সম্পতিগুলির তারল্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে, (in descending order of liquidity ', তাই দেখা যায় যে, অন্থান্থ বাংলের নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা ক্যেকদিনের জন্ম এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ হইতে ব্যাল্গুলি ক্ষণ পায় খুবই কম, ঋণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরণের ঋণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। অসুহত

দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাক্ষের এই প্রকার বিনিয়োগে

তলব-ধণ বা বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে। তারল অনুযায়ী ইহার পরের অতারকালীন ধণ ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করা। স্বল্পকালীন

ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাক। খাটায়। এই সকল স্থত্ত হইতে একটু

বেশি স্থদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়, সরকারী ধণপত্র কারণ যে-কোন সময ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ভিস্কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাভিয়। গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট আমানতের ৩০% সরকারী ঝণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৫০%।

বেসরকারী ব্যবসাগীদেব যে বিলগুলিকে ডিস্কাউণ্ট করিয়া ব্যান্ধ নিজের হাতে রাখিনাছে, সেইগুলিও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খুব শীঘ্র ফলপ্রস্থ হইবে (nearing maturity) বেসরকারী উহাদের তারল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। এই বিলগুলি ব্যবসাগীদেব বিল বাবণ্ড নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ, ৩ বা ৬ মাসের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্থ ব্যান্ধে বা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধে ইহাদের ভাঙাইযা লওয়া চলিবে, অর্থাৎ ডিস কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই বিলগুলি

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদেব বন্ধক দিয়া পেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্থান্থ ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে দবকাব মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যবসাধী ও শিল্পপতিদেব ব্যাহ্ম ঋণ দেয়, অব্যা কোন-না-কোন সম্পত্তি বহ্বক রাখিয়া সে এই ধবনেব বিনিয়োগ কবিয়া থাকে। আজকাল তব্যা কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনেব ভিত্তিতেও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতাব নামে নৃত্ন আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহাব নিজস্ব আমানতেব ভুলনায় বেশি টাকা ভুলিয়া লওয়াব অনুমতি দিয়া (overdraft) ব্যাহ্ম এইরূপ ঋণ দিয়া থাকে। এই ধবণেব বিনিয়োগেব তাবল্য প্রধানত নির্ভব কবে বন্ধকী বাখা জিনিসেব তবলতাব উপব। তাহা ছাডা, নিজস্ব ঘববাডি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাহ্মেব নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকাব সম্পত্তিব তাবল্য অন্থ্যান্ত প্রকাব বিনিয়োগেব ভুলনায় কম।

বাণিজ্যিক বাাজের মুলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাস্থগুলিব কাজ হইল জনসাধাবণের নগদ টাবাকে আমানতে
পবিণত কবা, আবাব সেই আমানতকে নগদ টাকায় কপান্তবিত কবা। জনসাধাবণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহাবা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ
আমানতকাবী ব্যক্তিবা যথন খু দি ফেবৎ চাহিতে পাবে।

শাবধানতা
মূনাফা লভ্যতা
ও তর্লভা বিশ্বাসই ব্যাক্ষের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাক্ত।
তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন
পবিমাণ নগদ টাকা হাতে বাথিবে বা এমন জায়গায় টাকা খাটাইবে যাহাতে
আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতাব নীতি

অবদ্ধন কবিষা টাকা হাতে দইযা বসিষা থাকিলেই তাহাব চলিবে না। ব্যাক্ষ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আবু মুনাফা কবাই সকল ব্যবসায়েব লক্ষ্য। যত কম টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া খায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বদিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, বাঙ্ক সর্বোচ্চ মুনাফার নীতি অনুযাযী টাকা খাটাইতে পারে না. কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ কবিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে ঋণ লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধাব দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খু দি নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্তে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান (run) হইতে থাকে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা দে পুনরায অর্জন করিতে পারে। স্থতরাং ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায যাহাতে তাহার বিনিয়োগগুলিকে দে যথাসম্ভব দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্প**ন্তি দ্রুত** অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতার মাত্র। (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেকা তরল সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিযোগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পর্বিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জ্য আনা। সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন

বিজ্ঞ বাংকার এই তিনটি নীতি শ্মরণ বাংগিবে ক্সপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় ক্সপান্তর-যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাথে তবে বিনিয়োগের জন্ম টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম ।

যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে

রাখে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে ? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি ফ্ল পাইবে, তাহার লাভও বেশি হ**ইবে।** কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার ঝাঁকি বেশি, নিরাপন্তা কম। তা**ই বিজ্ঞা** ব্যান্তাবের কাজই হইল এই তিন্**টি** নীতির মধ্যে শামঞ্জুস রাখা। প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য জনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (Successful banking depends laregely on the management of reserves)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের নীতি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত

তাহা হ ইতে ব্যাস্ক বঞ্চিত হইতেছে। এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায জমা রাখিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীরা নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে দেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম. তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্তান্ত ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একইসঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত-কারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাথাই একমাত্র নিরাপদ। স্থাসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিয়া লইয়াই ব্যাস্কারকে কাজ চালাইতে সাধারণত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৮ হইতে জমা রাখে; সকল দেশেই বাাষ্কারশের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন স্থদের

^{*&}quot;Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."

হারে সে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যান্ধারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধন্তলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে এইরপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অর বিনিয়োগ সম্পর্কে সময়ের জন্ম টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যান্ধকেও ঐ আমানত অর্ক্সসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অর্ক্সময়ী আমানত লইযা দীর্ঘকালীন বিনিযোগে টাকা খ টাইবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। খুব অরু সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্তে নিয়োগ করাই ব্যান্ধের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সমযের জন্ম ধার দেওয়ার ছইটি বিপদ, টাকা ফেরং না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূস্য বাজারে হাস হইতে পারে। সেইজন্ম বলা হয় যে, বিজ্ঞ বান্ধারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বৃথিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না. তাহাকে বিভিন্ন সমযের মধ্যে এই বিনিযোগগুলি উপযুক্তভাবে বন্টন করিয়া দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকেব উপর নজর রাখিতে হয়। কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মর্মুম (busy season); আবার কথনও কথনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে মন্দা মর্মুম (black season)। মন্দার মরম্মে ব্যাক্ষের ঋণের জন্ম চাহিদা কম, আবার তেজী মরস্থমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যান্ধার এমনভাবে বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরস্থমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আসে অপচ তেজী মরম্বমে অধিকাংশ বিদ্য ও দিকিউরিটিঞ্জলি ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাকা পৌছে। মনদার মরস্বমে যখন ব্যাঞ্চের হাতে নগদ টাকা বেশি, তখন সে অতি অল্প সমযের জন্ম টাকা খাটাইবে, ইহাতে খুব কম আয় হইলেও সে দীর্ঘকালান বিনিয়োগে আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরস্থমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার প রমাণ যধাসম্ভব বেশি থাকা বিভিন্ন সময়ে **मतकात । मीर्घकामीन विनित्यारम ठाका थांठारनात स्कांक** ফলপ্রস্থ ঝণপত্র আজকাল ব্যাহণ্ডলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতে

বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাহ্ব এই চিন্তা করিতে পারে।

বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া দিম্মিণিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়াশের তারল্য বজায় রাখার জন্ম ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে স্টেন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সে তরল-ঋণ ও অত্যঙ্ককালীন ঋণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্ককালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা ততটা মৃক্তিয়ুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হৃদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটি-গুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হৃদের হার বাড়াইলে সরকারী সিকিউরিটিগুলির বাজার-দব কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ নিরাপদ নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলত। (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইছা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগতো আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারলা না থাকিতে পারে। তারলা নির্ভর করে দে কি ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার **অণ্**লোধযোগান্তা উপর। ঋণসম্পন্নতা থাকিলেই ব্যান্ধটি নিরাপদ নহে. ও তরলতা তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝঁকি কম। অনেক সম্পন্তি এক নয় থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবামাত্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে টাকা দিতে না পারে. তবে তাহার নিরাপন্তা নাই। তাই বিনিয়োগের मिक इटेएड व्यास्त्रत नवीधिक एकप्रभून विषय इटेन विनिर्यार्गत जातना বজায় রাখা।

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাক্ষণ্ডলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারলা বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে, এই ব্যাক্ষণ্ডলি কেবলমাত্র সম্মুকালের জন্ম আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঝা (shorterm self-liquiding, productive loan) দিবে। এই নীতি অমুসরণ করিলে ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র ম্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বর্ণনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখান। হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্ম বাজারে যাইতেছে আসল-বিল বা —এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ওরাগ্নিত করার জ**ন্**য স্বয়ংশোধের নীতি ব্যাহ্বগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে বা বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে—তাই ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পত্ত (self-liquidating assets) বালয়া মনে করা হয়। এই ধরণের কাজে ঋণ দানের নীতিকে বলা হয় "আদল-বিলের নীতি" (Real Bills Doctrine) বা "স্বয়ং পারশোধের তত্ত্ত" (Theory of Self-Liquidity)। সমগ্র উন্বিংশ শতাব্দাতে ব্যান্তংজগতে এই নাতির প্রাধান্ত ছিল,

আধুনিককালে এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নাতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যাদ এইরূপ 'আসল-বিলের নীতি' অনুযায়ী করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। যে-উৎপাদনধার। বা বিক্রয়-ধারা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছল তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বমূহুর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন এই নীতির ক্রটি বিশ্ব আবার দেওয়া হইবে (renewal of old loans) এইরূপ প্রতিক্রতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

^{*&}quot;The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of unattainable moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, A Survey of Contemporary Banking Trends, P 281.

ন্তন ধারা শুক্রর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যান্ধ যদি নৃতন ঋণ স্পষ্টি করিয়া চলে তবে দেই ঋণপ্রোতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যান্ধ হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া ভূলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কেরা নৃতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়বাণিজ্য হ্রাস্থ পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। ক্ষিত্র করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নৃতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল ব্যান্ধ মিলিয়া ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়বাণিজ্য নিশ্ব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনিযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নরূপ হইযা উঠিয়াছে। কোন বান্ধে যদি তাহার সম্পতিগুলিকে অন্থ বাান্ধের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই শেই বান্ধি তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়। দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনাক্ষতিতে আমি যদি অন্থন্ত বিক্রয় কবিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধ্যোগ্যভা এবং তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে 'অপসারণের নীতি' (Shiftability theory)। দ্রুত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাক্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফেরৎ

*"If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, Modern Banking (4th Edn) P. 196.

পাইতে পারে—এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে।
ফলপ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই
বিলপ্তলিকে অন্যত্ত্ব অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা
হয় ।*

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবন্থা বজায় থাকে, কারণ দ্রকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিম্যে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায় সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রস্থ (self liquidating) হইয়া উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাক্কের ক্ষেত্রে এইক্রপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাঞ্চই অপর কাহারও

বে শ্রীষ বাঞ্চিই
নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পাবে না।
আশ্রয়স্তল
এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যক্তিই স্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।

কেন্দ্রীয় বর্গন্ধ যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে ওসন্মত হয়, তবে সেই বর্গন্ধের পক্ষে ভারল্য বজায় বাগা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের গ্রহণযোগ্য বিনগুলিতে বিনিযোগ করিতে পারাই তাই তারলারক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যক্তিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কোঁকের কথা উল্লেখ করা দ্রকার। আমেরিকার ব্যক্তিলি আজকাল ব্বেদায়ীদের মধ্যকালীন ও দার্ঘকালীন প্রযোজন মিটাইবার জন্তও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বংসর পরে যে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্তে ঋণ-কাল ১ বংসরের বেশি, কিন্তু ৫ বংসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিশ্বতের

^{*&}quot;What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount to shiftability." S. K. Basu Contemporary Banking Trends, P 283.

ভায় হইতে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মজুত দ্রব্যসামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার সম্প্রকালীন ঋণ-দান ও গ্রহণ করার অস্থবিদা এড়াইবার জন্ম এবং আমে রিকার ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রভূত উদ্বৃত্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নৃতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহাতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন

ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যু২ প্রত্যাশিত অ'য়ের তত্ত্ব ঋণদাতার নিকট হইতে ব্যাস্ক এই ঋণ পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ম ঋণগুলি ব্যাস্ক ফেরৎ পায় "ঋণগুহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the borrower)। এইক্লপে মার্কিন যুক্তরাথ্রে ব্যাস্কণ্ডলির

বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ত্ব গড়িষা উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিশ্যত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের ত্বইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ব্যাস্ক কৰ্তৃ ক ক্ৰণ্সন্তি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্বষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইনা ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিদাব (Deposit account) খুলিয়া দেয; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন হুই প্রকার আমানত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণপ্রতীতার নামে নিজের খাতায় হিদাব খুলিয়া দেয; সেই হিদাব হুইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহাম্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে স্থাভ-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে।
দ্বিতীয় প্রকার বা স্কট্ট-আমানত সৃষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে।
এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যাক্ষ কোণা হইতে ঋণ দেয়! যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত

^{*} Dr. S. K. Basu, Contemporary Banking Trends, P. 285-89.

হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাহ্বকে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিস্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাহ্ব জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ ব্যাহ্ব কর্তৃক আমানতী আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাহ্ব না রাখিলেও দৈনন্দিন অর্থের নির্দিষ্ট হার
নিজের হাতে নগদ জমা লেনদেনের কাজ চালানো যায়। স্বতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যাহ্ব কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যাঙ্ক যখন আমানত স্থাষ্ট করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণগ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত ব্যাঙ্কবাবস্থা কর্তৃক
হণার্থ স্থাই
হিসাবে, হয ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন
ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক
পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন
আমানত স্থাই হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্থাইর ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব
হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে ভাঠাদের মোট নগদ-আমানতের
বহন্তণ বেশি মোট ঋণ স্থাই করিয়া থাকে।

মনে করা যাউক, A-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অর্থাণ্ঠ 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাহ্মব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদ্ব অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা ঝণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করাব ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-ব্যাঙ্গে বা অন্থ কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে কবা যাউক, সেই 900 B-ব্যাঙ্গে কাদ আমানতরূপে জমা পড়িল। B-ব্যাঙ্ক 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাখিয়া 810 অপর কাহাকেও ঋণ হিদাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবার ধরা যাউক, C-ব্যান্ধে জমা পড়িল এবং C-ব্যান্ধ ইহার 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা রাখিয়া 729 টাকা নৃতন ঋণ স্ষষ্টি করিল। যতদিন না পর্বন্ত নগদ-আমানতের পবিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পরিমাণ এইরূপ দাঁড়াইবে যাহাতে নৃতন ঋণস্ষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন ঋণস্ষ্টি-ধারা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকার প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার ঋণ স্বষ্টি পাইবে। স্তরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যান্ধগুলি একত্রে মিলিযা সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে।

পেশের ব্যান্ধ ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণস্ঠির ক্ষমতার কিন্তু দীমা আছে। কোন ব্যাক্ষ যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়. তবে ভবিশ্যতে অন্য বাাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে বাাঙ্ক ব্যবস্থা কর্ত্রক এবং সমাজে মোট ঋপস্ষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ঋণস্টির সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া দেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা ঋণস্ষ্টি করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণস্ষ্টের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তথনই রাজি থাকে যথন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি থাকা সরকার; তবেই ঋণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্স ঠিকই বলিয়াছেন বে. "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

সর্বোপরি, মনে রাথা দরকার যে, বাাস্কণ্ডলির ঋণস্প্রির ক্ষমতা নির্ভর করে দশে ববেদায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী দাবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ঋণ লইতে দা আদে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণপ্রদারের এই ধারা দ্রুত্ত দ্রাদর হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিক্ট পৌছানো চলে, কিন্তু জনপানে

বাধ্য করা যায় না; ঠিক সেইন্ধপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্ৰা ব্যাঙ্কিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে. ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম গুভূতিতে) প্রাচীন ব্যাঙ্গিং-নীতির বদলে নূতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল সম্মকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানোঃ ব্যাস্কঞ্জি সাধাবণত কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ম টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাখিতে হয। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাক্ষসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্ম তাহাদেব নিকট টাকা ফেলিয়া মিশ্ৰ ব্যাহ্ণি কি রাথিয়াছে। নিজেদের দেশেব শিল্পোন্নয়নে ব্যাক্ষসকল ও কেন এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নুতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পাবিয়াছে। এই সকল দেশের ব্যাক্ষমূহ বিনিয়োগ-ব্যাক্ষিং (Investment Banking) শুরু বাণিজ্যিক করিয়াছে। যুদ্ধোন্তর অর্থ নৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থ নৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন । যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রযোজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই দকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাঙ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্থবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, স্বইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে জান। যায়। এখানকার ব্যাক্ষাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আছন্ত খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিন্তও উন্নতির সন্তাবনা লইয়া যথেই মিত্র ব্যাক্ষিত্র করা করে। ভবিশ্যতে বিক্রয়ের জন্ম বাজাবে শেষার ছাড় হইবে ইহার ভিন্তিতেই ব্যাক্ষ শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার ইন্সমন্তব ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্ম ব্যাক্ষ সেই শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারাটি দেয়, আগুাররাইট করে, নিজেদে স্থনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িব সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাক্ষের আমানতে

দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং বিশেষ

তুলনায নিজস্ব মূলধনেব পরিমাণ বেশি হয়, আমানতেব অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তাহা হইতে বাাস্কেব মোট বিনিযোগেব কিছু অংশ শিল্পেব দীর্ঘকালীন মূলধন ভাণ্ডাবে নিযোগ কবা সম্ভবপব। এই ধবণেব বিনিযোগে লাভেব হাব বেশি, উপবস্ত যে-ঝুঁকি আছে তাহা দূব কবা অসম্ভব নয়। খুব সাববানতাব সহিত ও বিবেচনা কবিয়া যদি ভবিয়তে উন্নত হইবে এইন্ধপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং ক্ষেকটি ব্যাহ্ম একত্র হইগা সিণ্ডিকেট বা কন্সটিযাম গঠন কবিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে সভাবতই ঝুঁকিব পবিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাহ্মাব ও শিল্পপতি পবস্পবেব অভিক্ষতা হইতে লাভবান হন, শিল্পপতি বাজ বেব অবস্থা জানিতে পাবেন, আবাব ব্যাহ্মাববাও শিল্পটিব আভ্যন্তবীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এভাইবাব চেষ্টা কবিতে পাবেন।

মিশ্র ব্যক্তিং ব্যবস্থাব ত্রুটিবিচ্যুতিব দিকটাও আলোচনা কবা দবকাব। এই ক্রুটিবিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পাষ ব্যবসাথ-সংকটেব যুগে, কাবণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীব দাম বা বিনিযোগেব মূল্য ব্রাস পায়। ব্যক্তিব অধিকাংশ বিনিযোগই আবদ্ধ হইষা পড়ে, নগদ টাকায় ক্রপান্তবণ সন্তব হয় না। ১৯২৯ — ৩০ সালেব অর্থ নৈতিক সংকটে আমেবিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্ত দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। আমেবিকাব ব্যক্তিঞ্জিলি নিজেবা বা তাহানেব সহপ্রতিষ্ঠানগুলিব মাধ্যমে শেষাব-বাজাবে প্রভৃত টাকা খাটাইয়াছিল তাই শোবেব দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদেব অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইষা উঠে। ব্যক্তিপ্রলি

প্রাযই সাবধানতাব সীমাবেথা অতিক্রম কবিয়া দীর্ঘকালীন
কিটবিচ্ন'ত
ফটবিচ্ন'ত
হিমা উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিযোগের দুকুণই ১৯৩২ সালে

ফ্রান্সেব Banque Nationale de credit ভাঙিযা পডিয়াছিল; ঠিক একই কাবণে Austrian Creditanstalt বিশেষ বিপদগ্রন্থ হইয়া পডিয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোব সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদাবিব মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশেব স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুল্ফ কবিয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতাব স্থাষ্ট কবে। বাঙ্কদমূহ অসঙ্গত ধ্বণেব বিনিয়োগে প্রমন্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তাবলহীন সম্পন্তিতে আমানতকাবীদেব টাকা আবদ্ধ কবিয়া ফেলে।

এই সকল বিদ্ধপ অভিজ্ঞতাব ফলে অনেক শেশই মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব বিক্দ্ধে আইন প্রণয়ন কবিয়াছে। মার্কিন যুক্তবাঞ্জে আইন কবিয়া বলা ছইয়াছে যে,

বাণিজ্যিক ব্যান্ধসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যান্ধসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে। স্ইভেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যান্ধিং এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের

বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া শাইতেভে সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাক্কিং রীতি গ্রহণ করার কথা
চিন্তা করিতেছেন। ব্যাক্ষগুলির হাতে টাকার পরিমাণও
বাড়িয়া গিয়াছে, স্বল্পকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের
উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত

দেশগুলিতে ব্যক্তিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যক্তিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

ব্যাঙ্কিং-কাঠামো: একক ব্যাঙ্কিং বনাম শাখা-ব্যাঙ্কিং (Banking Structure: Unit-Banking vs Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তব্ও সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ বিটিশ ধরণের শাখাব্যাঙ্কিং এবং মার্কিন ধরণের একক বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং। ইংলগু ছাড়া কানাডা। দক্ষিণ আফ্রিকা, অক্টেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যাঙ্কিং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাট্টে এই একক ব্যাঙ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাট্টে শাখা-ব্যাঙ্কিং এর স্ববিধাগুলি পাওয়ার জন্ম করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (Corresponding Bank

System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের ইউনিট ব্যাহ্বিং ৫ শাপা- কোন স্থানীয় ব্যাহ্ব বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাহ্বে ব্যাহ্বিং কাহাকে বলে নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান হুইতে অন্ত স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্ত কোন শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় করাও স্থবিধাজনক হয়। বিরাট শাখা-অফিস না রাথিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যাক্ষণ্ডলি শাখা-ব্যাক্ষিং-এর স্থবিধা কিছুটা ভোগ করিতে পারে। উভয় প্রকার ব্যাক্ষ-কাঠামোর স্থবিধা-অস্থবিধা আলোচনার সময়ে এই কথা মনে রাখা দরকার। শাখা-ব্যাক্ষিং-এর স্থবিধাগুলি আলোচনা করিলে ইউনিট ব্যাক্ষিং-এর অস্থবিধাগুলি ধরা পড়িবে; আবার ইউনিট ব্যাক্ষিং-এর স্থবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যাক্ষিং-এর ক্রটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাথা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধার মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ও হুযোগসমূহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের স্থবিধা পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ প্রসার করার স্থবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নিধারণ ও অন্যান্থ উল্লয্নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার কাজে। নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধা হইল যে. প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহাযে কাজ চালাইবার স্থযোগ পায়। দরকারের সময় একটি শাখা অপর শাখা হইতে টাকা লইযা আসিযা কাজ চালাইতে পারে. তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় না। কবেদ,পণ্ডেণ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাক্ষগুলিও এই স্থবিধা পায়; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা রাথে তাহা হুইতে স্থদ পায় না (বা পাইলেও পুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব তুলনায শাথা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম খর্চে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে টাকার আদান-প্রদান করা চলে। আমানতকারীরা যথন টাকা জমা বাথে তথন তাহারা এই সকল স্থোগ-স্বিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খ্রচায ভাল কাজ পাওয়া যায, তাহাবা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট শাপা ব্যাঙ্কিংএর ফুবিধা ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানের ও ইউনিট ব্যাক্ষিংএর মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন অহবিধা কি কি সকল ডিম রাখ। যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরদা না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া

ভাল। কোন তুর্দশাগ্রস্ত অঞ্লের লোকসান সমৃদ্ধিশালী অঞ্লের লাভ দিয়া পূরণ

করা চলে। এই কারণেই ১৯২৯-৩০ দালের সংকটকালে আমেরিকার কৃষি-অঞ্চলের ব্যাক্কগুলি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাক্ষসমূহ কোনমতে টিঁকিয়া যায়। ভারতেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার স্থানীয ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে যে-সকল ব্যাঞ্চের শাখা ছিল, তাহার। ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর দরুণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাদের হাবে তারতম্য কিছুটা দূর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অঞ্লের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতাব অভাব স্থাদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের অন্ততম প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে স্থদের হার বেশি হইলে কম স্থদের অঞ্চল হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া সেখানে খাটানে। যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের স্থদের হারে পার্থক্যের মাত্রা কমিয়া আসে। ষষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও স্থবিধাজনক হওযায় ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা বুদ্ধি পায়। কোন একটি শাখায় টাকা অলস হইয়া প্রতিয়া থাকাব উপক্রম হইলে উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানো চলে যেখানে বেশি স্থদের হাবে উহাকে নিয়োগ করা হয়। সকল অঞ্লে তেজী বা মন্দার মরক্রম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ স্থবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থাবিধা চইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র এবং বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা বাছাই করার স্থবিধা পায। কোন এক বিশেষ ধরনের ঋণপত্তে টাকা খাটানো হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবাব পর বিভিন্ন শাথার মারফৎ সারা দেশে সেই একার ঋণপত্র খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব। অষ্ট্রমত, শাখা-ব্যাস্থিং কম ব্যুয়শীল, শাখা-মফিসগুলি সাধারণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙ্গের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সকল শাখার ব্যে যোগ **मिल (म**था यात्र हेटाएं वरात्र প्रतिमान (विभारे हटेरा । नवमंज, माथा-वर्राक्षिः থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্লের অবস্থা ও সমস্যাগুলি বাদ্ধ-কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন, দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, অধিবাদীদের অভ্যাস, রীতিনীতি ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান ও বিচারবৃদ্ধি অনেক তীক্ষ হইয়া উঠে, ব্যাঙ্কিং-পরিচালনার মান উন্নত হয়। উপরস্ক, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি, বাাছের শাথাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাথায়

কাজ করিলে ব্যাঙ্কিং-এব সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পাবে, ক্রমে জটিল ধবণের কাজ বুঝিতে পারে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব অস্ববিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্ববিধাগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাষ্কটিব কাজেব জন্ম দেশেন বিভিন্ন অঞ্চলেব অধিবাসীবা যদি প্রযোজনবোধ না কবে, তবে শাখা-ব্যািছিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাস্কটিব শাখা প্রতিষ্ঠা কবিলে বহুপ্রকান মস্কবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশেন আইন-কাত্নন, ব্যবসাযেৰ বীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকাব ইউনিট সকল বিনয়ে পার্থক থাকে – শাখা-ব্যাঙ্কি কে এই সকল অস্থবিধান মধ্যে কাজ কনিতে হয়। ছিতীযত, শাখা-বা স্কিং-এ উপযুক্ত পবিচালনা ও নিযন্ত্রণেব বছবিধ দমস্যা দেখা বহুদূবে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলিব উপব নজব বাথা খুবই অস্কবিধা-জনক, উপযুক্ত নিযন্ত্রণেব এভাবে যে, কোন শাখা নষ্ট হইয়। যাইতে পাবে। তৃতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যেবহুল ও অপচ্যমূলক। প্রত্যেকটি শাখাব পবিচালনা ও বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ম ব্যাহ্বের ব্যয় বাভিয়া চলে, মুনাফাও হ্রাস পায। বাৰগুলি দূৰে অবস্থিত থাকায় তাহাদেৰ ব্যবসাথিক শাগা ব্যাক্ষি"এব অস্কবিধা ও ইউনিচ বাাক্ষিংএব

কাজকর্মের মোট পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু শাথাগুলির স্থবিধা কি কি মধ্যে যোগাযোগ বক্ষা কবা ও কেন্দ্রীযভাবে উহাদেব পরিচালনা

কবাব ব্যয় বিশেষভাবে বুদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখাব অবিবেচনা ও গাফিলতিব দরুণ দেই শাখাব প্রতি লোকেব আস্থাহীনতা জন্মাইলে অক্সান্ত শাখার উপরও আমানত-কাবীদের বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যাঙ্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদেব বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপব শাখাব শক্তিস্তম্ভও বটে, কাবণ কোন একটি শাখায বানু হইতে শুরু হইলে অন্যান্য সকল শাখাব অর্থ ভাণ্ডাব ঐ শাখাব সাহাযে অবিলম্বে ছটিয়া আদিতে পাবে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক ত্বৰ্বল হইলে সেই ব্যান্কটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাল্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ছবল শাখাও সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত কবিষা তুলিতে পাবে। শাখা-বা স্থি-এব ছত্তচ্ছাযায় তুর্বল ব্যাক্ষগুলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধাবণ তাঁহাদেব ক্রটিবিচুতিগুলি ধবিতে পারে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যাহ্বিং ব্যবস্থায় দীর্ঘস্ত্রতা আসিয়া পড়ে; সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপাবে প্রধান-কার্যাল্যের দিকে তাকাইযা বসিযা থাকিতে হয, ফলে জরুবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সংখ্যত, প্রযোজনের মাত্রা ছাডাইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং এর প্রদাব ঘটাইলে যত্রতত্ত্ব ব্যাঙ্কেব শাথা গজাইয়া উঠে, বাাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় আয়ঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আরুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত হারে ফদ ঘোষণা, এবং ঝুঁকিবছল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা। অষ্টমত, ইউনিট বাাঙ্কিং-এর স্বপক্ষে বলা হয় য়ে, এই বাাঙ্কের পরিচালকদের স্থানীয় লোকজন, তাহাদের ববেদায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবসাযে টাকা খাটানো নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধাজনক। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে এই পরিচালক অনেক সময় অনুপয়ুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাথা ব্যাঙ্কের পরিচালকের এই অস্থবিধা নাই। ঋণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রাহ্থ করিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের মুখ রক্ষা করিতে পারেন।

উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি নে, উভথের তুলনামূলক বিচারে শাথাব্যাঙ্কিং-এর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং ইহার স্থাবিধাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যান্ধারদের সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিদ্ধপতা আছে, তাহা ছাড়া সারা দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (Money trust)

গড়িয়া উঠিতে পারে এইক্লপ ভয়ও লোকের মনে আছে।
শাগাব্যাহ্নিং-এবই
ভাই প্রকাশ্যে শাথাব্যাহ্নিং গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু
প্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়া
পরস্পার-সংলগ্ন ডিরেক্টারী (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

^{*&}quot;The individual banker may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, Modern Banking, P. 26.

^{† &}quot;At the sametime, the remoteness of Head office and the local manager's subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occassion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction "Head office" without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, Modern Banking Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা ও একচেটিয়া কর্তৃ গড়িয়া উঠিয়াছে – ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সবোত্তম ব্যাক্ষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ করে ব্যাক্ষসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মুল্পন্গঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্ম উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। থাক। প্রয়োজন। দেশেব অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাথে, স্থতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহার। এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিযা পাইবে। দেশের কিরূপে ব্যাক্তর্থালর ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকের৷ নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায-রাপা হয বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দিধা করিবে। ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রযোজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা। বাছ ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্ম সাধারণত ক্যেকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইষা থাকে। প্রথমত দেশের সরকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয়—নিয়তম মূলধনের পরিমাণ, নিয়তম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহ,বল গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধানণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব প্রিদর্শন করিতে পারে, সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীযত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার কাঁকি এড়াইবার জন্থ বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল বর্ণাঙ্কং-কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থা কিলেই যে ভাল ব্যাক্ষিং গড়িয়া উঠিবে এক্লপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাক্ষার থাকাই ভাল ব্যাক্ষিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাক্ষারদের মধ্যে ভাল ব্যাক্ষার সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক। ভাল ব্যক্ষি ব্যবস্থার জন্ম দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যাহ্ম গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার স্থবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলি স্ফুড়াবে গড়িয়া উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাথা দরকার, ইহা হইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উপর তাবলা আস্থা টুটিয়া যায়, স্বতরাং ব্যাঙ্কণ্ডলি তাহাদের সম্পত্তিকে স্বাপিক্ষা তরল অবস্থায় রাথিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমরা জানি, দেশের সকল ব্যান্ধ মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণস্টে করিতে পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিসাবে লিখিয়া রাখিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা ধার দেয়। দেশের লাকেরা নিজেদের ইচ্ছায়্য যে-পরিমাণ সঞ্চর করে ব্যান্ধস্থলি সেই স্বেচ্ছাক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ দারা তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে দেয়না। নিজেদের ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহার। নিজেরাই স্টে করে। ব্যাক্সপ্রের হাতে ঋণস্টিব এই ক্ষমতা প্রকৃত প্রেক দেশের ঋণ-ভাণ্ডাবের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বুদ্ধি করে। ব্যাক্স্পণের

স্থিতিস্থাপকতা প্রসারের ফলে বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থাবিধা হয়, বাবসাশীরা তাহাদের দৈন দিন কাজকর্মের জন্ম চলতি মূল্যন এই ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। স্থাতরাং ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

সর্বোপরি, দেশের ব্যাক্ষ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঝণস্টি হইতে থাকে, তবে রুত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঝণস্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাক্ষঝণের অতিরিক্ত স্থায়িক্ব প্রসার বা সক্ষোচন কোনটিই বাস্থনীয় নয়, ইহার স্থায়িক্বই হইল মূল কথা। দেশের ব্যাক্ষরেবস্থায় এই স্থায়িক্ব আছে কি না দেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষর হাতে হাস্ত । কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অর্থ নৈতিক ও শাসনতান্থিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায়ে ব্যাক্ষ ব্যবস্থায় স্থায়িক্ব বজায় রাক্ষিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যাক্ষ্য সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

ৰাণিজ্যিক ব্যাজের জাতীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যাঙ্কিং-এর জাতীয়করণ বলিলে বোঝা যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তির হাতে ইহার পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙ্কগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্নিককালে জাতীয়- কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে করণের দাবি উঠিয়াছে পরিচালিত হইতেছে। উন্বিংশ শতাব্দীর তীব্র ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্য ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও জাতীয় পরিকল্পনা এই ছুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কের লক্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা, আর অনুয়ত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রদারণ জাতায় অর্থ নৈতেক নীতি হইষা দাঁড়াইয়াছে। পুঞ্বীর প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ আফ্ ইংল্যাও এবং তাহা ছাড়া ব্যান্ধ অফ্ ফ্রান্স, সেণ্ট্রান বাঙ্ক অফ্ চেকোস্বোভাকিয়া, কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ্ অস্ট্লেয়া, রিজার্ভ বাঙ্ক অফ্ ইাওয়া প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় বাঙ্কুলির জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষ্ধে এই প্যস্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায় নাউ।

থধাপক সেযার্স (Sayers) জাতীয়করণের এই সমস্থাকে বিভিন্ন দিক

ইইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলির

জাতায়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সাইত কাজকর্ম করিতে পারিবে,
বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসরকারী

নিয়ন্ত্রণে ব্যাস্কগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন
জার্হায়করণের দাবির দিকে উহাকে বিনিযোগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী

পিছনে মুক্তিসমূহ

কর্ত্পক্ষের স্থায় ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না।

আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাস্কগুলির পরিচালন-বয়র কমিয়া

মাইবে এবং বছপ্রকার অপবয়য় ও অপচয় বয় হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বয়ক্ষ

জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপয়ুক্তভাবে

নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক বাাস্কপ্তলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থস্থার ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গুলরও কম নয়। স্থতরাং দেশের শিল্প. ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার মান বেসরকারী ব্যাক্ষ ব্যবসায়ীদের থেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চহুৰ্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্ৰিক অৰ্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তথনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থস্মষ্টি এবং দঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঞ্চব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আ**সে**। বেদরকারী টাকার ব্যবদায়ার। বেদরকারী শিল্পকেই দাহায্য করিবে। দুমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায্য করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিব নীতিসমত নয়, কারণ রাষ্ট্রাথ ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ হৃদ হিসানে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রেং ব্যান্ধ-ব্যবদায়ার৷ ফাট্কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধিন চেষ্টায় বহু ব্যাস্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চ যভটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। প্রতরাং সকঃ আমানতকারীর স্বার্থে এবং দঞ্চনের নিরাপত্তা বজায় রাথার জন্ম ব্যাক্ষ ব্যবদা পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাক্ষণ্ডলি সরকারী হাতে চলিফ গেলে দীর্ঘস্ত্রতা, আমলাতাস্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদ্ধে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিফ এই সকল যুক্তির মাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা – ব্যাক্ক-ব্যবসায়ের ছুইটি পর বিরোধী বক্তব্য প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয় জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিয়ন্ত্রণের দারা পাওয়া সম্ভবপর। পারম্পরিক প্রতিযোগিতা ব হুইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মান হ্রাস পাইবে, স্থতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই—ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

Ġ

যে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বল।
হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পারের
অর্থের কাম
সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের
বিক্রেতা', হৃদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ
বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থেব
বাজার ধুবই সংগঠিত; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের বাজারকে সময়ানুষায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়: অত্যন্ত্রকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ম সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, ক্যেকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্ম খণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণেব বাজারে ঋণ দেয়; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সম্য যৌধ-মুলধনী ব্যবদা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে দেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্ম এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংল্ণ্ডে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায প্রধানত) শেষারের দালালগণ (Share brokers)। বিভিন্ন প্রকাব ঋণেব ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ বাজারঃ অতাপ্সকালীন করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রস্থ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-স্থদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাক্ষণ্ডলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরন্থুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অন্থ যে-কোন স্থান ছইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালাসগণকে বা ঋণ- গ্রহীতাগণকে 'নিঙ্ভাইয়া' ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় যে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জম। দিতে হয়। অবশিষ্ঠ ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্থান্ম সম্পাতির সহিত সহ-বন্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাক্ষ এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্ম যে-স্থদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাট্কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাদ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়য়্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্ম সল্পরালীন ঋণ দেওয়া
হয়। বিশেষ করিয়। বাণিজ্যিক ব্যাহ্বসমূহ এইরূপ স্লুকালীন
স্থলকালীন ঋণের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ
বাজাব
দেয় এবং বিল ডিস্কাউন্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার
আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার স্থােগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়।
ব্যবসায়ীর। ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে
ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাক্ষ, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্রিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে দীর্ঘকালীন ঋণের সংগ্রহ করিয়া শিক্সবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্নীর জন্ম সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রম-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

ঝণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝণদানের জন্ম পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র বাজারে ঝণদানের জন্ম বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত অনুযানী ধণের পাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঝণদান করে।

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ। এই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ স্থদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থ। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ ও লক্ষ্য অনুযারী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের কাজ। সমাজে অর্থের শুক্ষতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওরা এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ হাঁকিয়া তুলিযা আনা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেরই অন্তাম প্রধান দায়িত্ব।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্তের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন
ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রাহক, স্থতরাং ব্যবদা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাঙ্কের
আমানতকারীগণ অন্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং
তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট
দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে
পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্ককেই নগদ
ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহে তুক
পারস্পরিক দেনাপাওনা
মিটাইবার প্রতিষ্ঠান পরিপ্রশাধ্য ও অপব্যরম্পক। স্থতরাং বিশেষ কোন স্থানে
একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার
হিসাব করিয়া থাতায়-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং
হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিনে এই কার্য

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কদমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে

পরিচালিত হয এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নিজের জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিদাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন করে।

अनु नी न नी

- 1. Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.
 - 2. What are credit instruments? Discuss their utility.
- 3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.
- 4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.
- 5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense, manufacturers of money." Discuss.
 - 6. Describe how the commercial banking system can create credit.
 - 7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.
- Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money.
- 9. "The bank does not create money out of thin air; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.
- 10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure their liquidity?
- 11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.
- 12. "Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.
- 13. Annalyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.
- 14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.
- 15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.
- 16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.
 - 17. What is Mixed Banking? What are its merits and dangers?
- 18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial banks of a country.
 - 19. Discuss the essential requirements of a good banking system.
- 20. What is Money Market? Discuss the constituents of a typical money market.

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিযন্ত্রণ করার জন্ম এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধ আছে। টাকার বাজাবে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকাব চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা স্থাদেব হার যাহাতে পুব বেশি বা পুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্ম টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্শকানা থাকে, এই সকল

বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ম একটি কেন্দ্রীয় নিযন্ত্রণ কর্তা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিযন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান।

াকাব যোগান, চাহিদা, দাম ও মূলোব নিয়ম্পকাবী প্রতিষ্ঠান

তুধু টাকার দাম নথ, টাকার মূলের কথন কিরূপ উঠানামা হইতেছে, দেই বিধয়েও লক্ষ্যবাধা দুরকার। যে-সকল

প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে পেনদেন কবে (যেমন বর্নাধ্ব) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাথাও কম দবকার নহে। সর্বোপরি, যত দিন যাইতেছে, ততই সকল দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে। কেহ পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে. কেহ বা দ্রুত শিল্পোল্লয়নকে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয, বিনিয়োগ ও স্থদের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাইকে তাহাব অর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহাম্য করার উদ্দেশ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল—এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িহ্ব লইতে পারে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ সকল দেশেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এমন সময় ছিল যথন ধনবিজ্ঞানীর। টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষমাত্রেই ভুল করে, স্তরাং দেশের সামগ্রিক লেনদেন অর্থনৈতিক কল্যাণ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই দরকার নাই, তাঁহার। এইরূপ মনে করিতেন। আজকাদ অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আছা-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই ।

টাকার মূল্যে কখনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে; কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যন্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল স্বাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠাব পক্ষে।

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল,

কিন্তু বর্তমান কালে ইহা অবগ্য প্রয়োজনীয় বণ্ড, শেয়ার, সোনা—ইহারা স্বাই টাকা, স্কলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই স্বল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে।

এত বিভিন্ন পের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কতটা আত্ম-নিয়ন্ত্রংশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দরকার হইয়া পভিয়াছে।

টাকার বাজারে জটিলত। থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাস্থ দরকার — এই যুক্তির
দক্ষণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূর্ণোয়ত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কোন
দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও বাবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয়
নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মূলধন-গঠন ও মূলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার
বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরস্কু এই সকল দেশে ব্যাস্ক বা বিনিয়োগ

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার না থাকায় ইহাদের কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে সম্প্রকালীন অনুত্রত দেশে ইহার টাকার বাজার এখনও গডিয়া উঠে নাই। দবকার আছে কি ? বাণিজিকে ব্যাস্কণ্ডলি সম্ভাকালীন বিল ও বাজাবেই দিকিউরিটিগুলি বেচাকেনা করিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকার বাজাব না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরকার নাই মনে করা চলে। তাহা ছাড়া, ব্যবদায় বাণিজ্যের প্রদার কম বলিয়া লোকের সম্মকালীন বিনিযোগের ততটা দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রগুলির মধ্যে স্থদের হাবে সমতা রাথার প্রশ্নও তত্তটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তরল সম্পত্তিব হুষ্ঠ আদানপ্রদান নির্ভব করে এই সকল বিভিন্ন ঋণকালেব মধ্যে স্থানের হারে সামগুস্ত থাকাব উপর। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের প্রয়োজনীয়ত।। কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লাভ কি ৪ সর্বোপরি, অসুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপরিপক্ক রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের কোন দরকার নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

এই সকল যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ইঁহারা মনে কবেন যে, বান্ধগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় বান্ধের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ কবা সরকারের বান্ধার হিদাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক পেয়ার্দের (Sayers) মতে অনুরত দেশেব বৈদেশিক বাণিজেবে লেনদেন স্ফুর্তাবে চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল কে দ্বির রাখা সবই কেন্দ্রীয় বান্ধের ওন্ধায়িয়, এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিদাবে উহার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহ। ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্বেসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায় করার জলা বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আর রাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অনু:ত সকল দেশেই আসিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্নীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা করা প্রয়োজন। বহু অনুনত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

ৰ্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য ক্রিয়াছে।

দেশের অন্থান্থ ব্যাক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক বাকিগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্ম, ইহাই উহাদের লক্ষা। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইযা রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষা সাংনের জন্থ, মুনাফার জন্ম নয়। তাই নোট প্রচলনের অংথকার অন্থান্থ বাক্ষিকে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষকে ইহার একচেটিয়া কন্ত্রি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্থান্থ বাক্ষিকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্থান্থ বাক্ষেব সহিত্য ইহার অনেক পাথকা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ্ণ, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন

(lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে। সরকারের বাল্লার রূপে অন্থান্থ ব্যাঙ্ক কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল্য বজায় বাথা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর নীতি নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে সাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যান্থকে মুক্ত ক্রিয়ে করণ ও রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রায় পরিচালনা আমলাতা**ন্ত্রিক প্রভাবের** दक्षिय नियम्ब বুদ্ধি ঘটায়। বেত্নভুক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যুৎ নিরাপস্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উত্যোগ ক্রমে নঠ হইযা যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাক্ষ-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, ইচাব জন্ম বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন: আইন-সভার সদস্য বা পার্টি-নেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-ক্রেভাদের বা বাণিজ্যিক ব্যান্থের মালিকানায ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনহার্থ বৃক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আধিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফ! লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্তাদের ঝাঁকি গ্রহণ ব। অধিক উচ্চোগী হওযার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা (कब उ किन्द्र्श অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। আরু যদি কোন মুনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগুরে যাওয়াই

উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যান্থের কিন্ধপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে

দেশেব বাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থ নৈতিক বছবিধ কারণের কার্যফলের উপর। সমাজতান্ত্রিক ভাবধাবাব প্রসাব, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আবোপ, যুদ্ধ-কালীন উপকবণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তব পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়কবণের দিকে কোঁকে বাডাইয়া তুলিয়াছে। আবও একটি কথা মনে বাথা দবকাব। দেশেব অর্থনীতি ঠিক কিন্ধপ ভাবে চলে, সেই গতিধাবা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শান্দের উন্নতি — সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্র আমবা অধিকতব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিযন্ত্রণ কবাব সম্ভাবনা স্থাষ্ট হইয়াছে, ইহাব ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। স্বতবাং বর্তমানে বিভিন্ন বাই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেব নীতি সম্পূর্ণভাবে নিযন্ত্রণ কবিবাব উদ্দেশ্যে ইহাব পবিচালনাব ভাব গ্রহণ কবিয়াছে। বাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্থকে নিযন্ত্রণ কবে; শেয়াব ক্রম কবিয়া, পবিচালকমগুলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ কবিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন কবিয়া।

क्लोब वाद्य कार्यावनी (Functions of a Central Bank)

বাষ্ট্রেব অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনেব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যক্ষি বিভিন্ন বক্ষ কাজ কবিয়া থাকেন।

প্রথমত, দেশে অর্থেব প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণেব একচেটিয়া অধিকাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব পূর্বে বাষ্ট্র নিজেই এর্থ প্রচলন কবিতেন। পবে বাণিজিক হাতে হান্ত থাকে। গার্ণিক ব্যবস্থাব সংগঠন ব্যাঙ্কসমূহ এই কাথেব ভাব গ্রহণ কবে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় বাক্ষেব হাতেই এই ক্ষমতা ছাডিয়া দেওয়া হইয়াছে। গড়িয়া ভোলা ও প্ৰিচালনা কাগজী নোট প্রচলনেব অধিকাব যাহাতে বাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফাৰ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্ৰীয় ব্যাঞ্চেব হাতে ইহা গুস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন বাঙ্কেব বিভিন্ন প্রকাব নোট থাকে. হুতবাং দেশে অর্থ নৈতিক লেনদেনের প্রভৃত অস্থবিধ। হয়। এক প্রকাব নোট প্রচলিত হইলে নোটেব অতিবিক্ত প্রচলনেব (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে বাাঙ্ক ঋণেব পৰিমাণ বাড়িষা যাওয়াতেও নোট প্ৰচলনেৰ ক্ষমতা বাড়িষা গিয়াছে কাৰণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ অন্তান্ত ব্যান্ধের ঋণপ্রদান ক্ষমত। নিযন্ত্রণ কবিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পবিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘাবা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আন্ধা ও বিশ্বাস স্বভাবতই বেশি থাকে। তাহা ছাড়া,

নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্ত নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাক্কসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের হাতেই রাখা উচিত।

দিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আর জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবেও রক্ষা করে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। সরকারের জন্ম প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত স্কল্পেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষদমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম। রাখে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্ধারিত। এই জমা রাখিবার ফলে ব্যাক্ষণ্ডলি প্রযোজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিম্থ-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। वाकिनम्द्रव वाकि এই প্রদঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ হইল হিদাবে কার্য সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা সল্পকালীন ঋণপত্তের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে भारत এवः সেই अलात हाता निर्कालत एनना मिठोरेट मक्कम रुग्न वा **डेक्ट** स्टाप কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনদ্ধপ ব্যাঙ্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি-গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই স্থবিধার ফলে সর্বশেষ স্তরের ধণ দান তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা স্থবিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল ও প্রদারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় व्याक ना शांकितन, अथवा अग-भव वा विनिमय-विन প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের স্থবিধ। না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থক্সপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের অর্পলগ্রীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত : ঋণ-ব্যবস্থা সংকৃচিত থাকিত।

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট ব। দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপতা রক্ষার জন্ম কুর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জনা রাথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে কুর্ণনান চাদ্ পাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-মাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের অর্থের বহির্ম্ ল্যা নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালাক্ষে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব।

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্ম ব্যাক্তঝণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্তের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যাক্ত-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের স্থানে হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ,

বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে গ্রুপনিযন্ত্রণ পরিবর্তন করিয়া এবং অন্তুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেরই দায়িত্ব।

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামন্তর স্থির রাখা সম্ভব হয না; ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজচেক্র দূর করা সম্ভব হয় না।

দামন্তর স্থির রাগা বাণিজ্য-চক্র দূর করা, পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ বিচে নৈতিক ক্রমোগ্রতি

আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থায়িভাবে বজায় রাখিবার জন্মও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুনত দেশ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রেমান্নতির (Econo-

mic growth) চেঠা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিদমূহ পরিচালনা করা।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্সান্থ বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহেব
পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ম ক্লিয়ারিং হাউস
পরিচালনা প্রভৃতি
পরিচালনা প্রভৃতি
অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয়
ব্যাশ্বকেই করিতে হয়।

খণ নিয়ন্ত্ৰপের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামূটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় বাাছের গুরু দায়িত। এই দায়িত পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয নিয়ন্ত্ৰণ কবিতে হইবে। কিন্তু টাকাব যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায না, ব্যাঙ্কেব যে-আমানত হইতে চল্তি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয টাকাব সমানই কাজ কবে। বস্তুত, পৃথিবীব উন্নত কণ নিয়ন্তৰা দেশগুলিতে দেশে টাকাব মোট যোগানেব মধ্যে বেশিব ভাগ অংশই এইকপ ব্যাঙ্কেব আমানত। তাই দেশেব ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব উপব নিয়ন্ত্ৰণ আবোপ কবা প্ৰয়োজন এবং ব্যাঙ্কগুলিব ঋণ-স্থাষ্ট বা ঋণদান-ক্ষমতাব উপব প্ৰভাব বিস্তাবেব উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভযই কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কেব জানা থাকা দ্বকাব।

ঋণ নিযন্ত্ৰণেব জন্ম কেন্দ্ৰীয় ব্যাদ্ধ কর্তৃক ক্ষেক্টি পদ্ধতি প্ৰযোগ কৰা হয়।
ইহাদেব মধ্যে প্ৰধান হইল ব্যাদ্ধ বেটে পৰিবৰ্তন। যে-হাবে স্বকাৰীভাবে
কেন্দ্ৰীয় বাদ্ধ বিনিময-বিলসমূহেব বদলে টাকা ঋণ দেয তাহাকে ব্যাদ্ধ-হাব
বা ব্যাদ্ধ বেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাদ্ধ-হাব হইল কেন্দ্ৰীয়
ব্যাদ্ধের স্বদেব হাব—এই হাবেই কেন্দ্ৰীয় ব্যাদ্ধ ঋণ দেয়।
ব্যাদ্ধ হাবে পৰিবৰ্তন
সমাজে দ্ৰব্যসামগ্ৰী বৃদ্ধিব তুলনায় আৰ্থিক আ্ষেব পৰিমাণ
বাভিতে থাকিলে বা সঞ্চযেব তুলনায় বিনিযোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্ৰীয়
ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ-হাব বাডাইয়া দেয়। ব্যাদ্ধ-হাবে বৃদ্ধিব ফলে বাজাবে স্বদেব হাবও
বাভিয়া যায়। ইহাব ফলে ঋণগ্ৰহণেব ব্যাহ বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্ৰহণ ও বিনিযোগ ক্ষ
পৰিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আ্থিক আ্ষেব স্থাতে ভাটা পড়ে। ব্যাদ্ধ-হার
ক্ষমাইলে ঋণগ্ৰহণেব ব্যাহ মিয়া যায়, ঋণগ্ৰহণ ও বিনিযোগ অধিক পৰিমাণে হইতে
থাকে, সমাজে আ্থিক তায়েব স্থাতে জোয়াব আ্ষাসে।

কেন্দ্রীয ব্যাক্ষ বাজানে সবকাবী ঋণপত্ত ক্রেযবিক্রম কবিষা দেশে টাকাব যোগান বাডাইতে বা কমাইতে চেষ্টা কবে; এই পদ্ধতিব নাম থোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকাব পবিমাণ ক্যাইতে হইসে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সবকাবী ঋণপত্ত বিক্রম করে, গোলাবাডাগের কার্যকলাপ এই রূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লয়, ফলে ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্পন্ত কবিবার ক্রমতাও কমে। টাকাব পবিমাণ বাডাইতে হইলে সে ঋণপত্তসমূহ ক্রেয় করে, এই রূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্পন্ত ক্রেবিবার ক্রমতাও বৃদ্ধি পায়।

দেশের ব্যাহসমূহ তাহাদেব নিকট নগদ জমাব কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাহের

নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা
ঋণস্থি করিবার ভিত্তি হিদাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক দেশে ঋণস্থির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে
জমার অমুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ
বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণস্থি' সম্ভব হয়।
যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা
হইলে জমার অমুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ
সরাইয়া আনেন, ঋণ স্থাইর ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ
কমিয়া যায়।

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বন্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুত্রপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ঠ পরিমাণের অধিক ঋণ বন্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এই রূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজাবে ফাট্কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ঠ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির ব্যবহার ক্যাইবার জন্ম অনক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেযারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাথিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ) Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা শাজিন। এক্ষেত্রে মাজিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। অর্থাৎ 10% মাজিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্রব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঝণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মাজিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মাজিন 20% হইলে সে 800 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মাজিন

বাড়াইয়া ফাট্কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাত্কঋণের পরিমাণ কমানো সম্মবপর।

স্থায়ী ধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিন্তিতে দাম দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (বেমন 20% বা 25%) দেওয়া হয় এবং মাসিক, বা তৈমাসিক বা ষাগাসিক নিৰ্দিষ্ট ভোগকার্ষে ঋণের নিয়ন্ত্রণ সংখ্যক কিন্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিন্তি বা তৈমাসিক হিদাবে 10 কিন্তি, যামাসিক হিদাবে 5 কিন্তিতে) সম্পূৰ্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রবাদমূহের চাহিদা অত্যন্ত অন্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমানের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। হতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিন্তি বা অন্যান্ত শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্রমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation) | আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি क्याइरें इंटर जारा रहेल रम धरे अस्पत मर्जाम कठिनजत कतिरव यारास्त मुकामित ক্রয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে. ঋণে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যা कमारेट्य। यन किलोय वहांक ठाय ए धरेक्न श्रायी एडागह सुरवहत विक्रय वृद्धि इडेक এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিযোগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হইলে দে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যাও বাডাইবে।

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক সাধারণত সকল ব্যাস্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অনুরোধ উপরোধের কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই সারা আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক অনুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাস্কর্মণ বাড়ানো বা ক্যানো উচিড কিনা তাহা ব্যাস্করের ব্যাস্কর্মণ বাড়ানো বা ক্যানো উচিড কিনা তাহা ব্যাস্করের ব্যাস্কর্মণ বাড়ানো বা ক্যানো উচিড কিনা তাহা ব্যাস্করের ব্যাস্কর্মণ বাড়ানো বা ক্যানো

শ্রণমিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। স্থচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্ত সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামন্তরে পরিবর্তন আদিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিযোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব স্থাদের হার বা ব্যাঙ্কহার ক্মাইয়া বা বাডাইয়া দিবে। (ক) কিন্তু ফদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো দরকার তাহ। কেন্দ্রীয় বাগদ্ধ কি-ভাবে স্থির করিবে ? ভুল-ক্রটির ব্যাঙ্ক হার পদ্ধতির মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ অসার্থকতা এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) यमि व्याक्त-हात्तुत (मह 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার ক্যাইলে বা বাডাইলে অন্তান্য ব্যাম্ব ভাহাদের স্থদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অমুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাল্বগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠা, সাহকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ ম্মদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মূদ্রাম্ফীতির দময়ে স্থদের হার বাড়িলেও ব্যবসাদারণণ বিনিয়োগ ক্মাইবে এমন নিশ্চযতা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে হ্রদের হার ক্মাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সামল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামল্যর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রান্দীতি কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম্ন করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া দেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবদায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রম্ম করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাক্ষসমূহ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্ম বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দিতে পারে কার্যাদির দীমাবদ্ধতা করি নাদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধে জমা রাখিবার জন্ম ফেরৎ দিতে পারে; ঋণস্থান্টর ভি.তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যান্ধ হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদেব হাতে মজুত কবিয়া রাখিতে পারে। (গ) বর্ধিত নগদ টাকার সাহাযে। ঋণস্থান্ধি করিতে বাজি হইলেও ব্যাক্ষসমূহ যে ঋণ দিতে পারিবেই এক্লপ কোন নিশ্চযতা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীব হতাশায় নিমগ্র ব্যবসায়িগণ সন্তাও সহজ ঋণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুথে পৌছানো যাইতে পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য কর। যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট নগদ জমাব অনুপাতে পবিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্ককে সমানভাবে প্রভাবান্থিত কবে না, কাবণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট নিযমের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে পবিবর্তনের দীমাবদ্ধতা চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে পারে না, উ্ভোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দ্বকবি।

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণের বেশনিং সতাই বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ ইহাব দারা ঋণের পরিণিকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যাযই, উপরস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সমাজেব বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতিব জন্ম ঋণবন্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রযোগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্যতাঋণের রেশনিং-এব
অস্থবিধা
উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতিব
কার্যকারিভাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিযোগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাধ্য ব্যাণ্ডিংক ব্যাক্ষের প্রশেষ ঋণব্যবহারের দিক্তি

(नगात-वक्षकी अलात अल्याकनीय नगमार्ग वा माजितन भविवर्धन कार्हे र

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচেব প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে মার্জিন নীতির টাকার পরিমাণ ব। আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্যানো বা সীমাবদ্ধতা বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেযার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদেব্যক্রেয় নিয়ন্ত্রণও ঋণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ক্র্যনিষয়ণ পদ্ধতির হিদাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ-সীম।বদ্ধতা গুলির ফলে দামস্তর ভারদাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিযন্ত্রণ করা যায় না। অনুবোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল লাভ করে যদি ব্যাঙ্ক স্বভাবতই কেন্দীয় অহাহ্য অনুবোধ বা প্রভাবের হিসাবে স্বীকার করিয়া লয এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে ঋণস্ষ্টি কমানো বা বাড়ানো যায না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে।

ব্যান্ধরেট সম্পর্কে বিশ্বতত্তর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিয়তম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিদ্কাউণ্ট কবে অথবা পছন্দসই সিকিউরিটির ভিন্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাহ্মরেটের মোটামুটি উদেশ্য হইল বাহির হইতে তিন দিক হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আরুষ্ট করা ইহাকে আলোচনা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে এবং দেশের করা হইবে কবা। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন কিন্ধপে দেশের বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হটের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণ অনুযায়ী বাাছরেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিযন্ত্রণ করা : ২ট্রে'র মতে ইহা বিনিযোগের ব্যয়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্সেব মতে ইছা বিনিযোগে পবিবর্তন থানে দীর্ঘকালীন স্থাদে পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্টে ও কেইন্সের আলোচন অনেকাংশে একল্প, উভয়েই ব্যাহরেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহা বলেন। তবে হট্টে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor) কিন্তু কেইন্স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি
নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ

হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাগুার কমিয়া যায়, তাই,
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পৃড়িবে
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়া বেশি স্থদ পাওয়ার
আশায় পৃথিবীর অন্থান্ত দেশের ব্যবসায়ীয়া সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করিতে
চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততপক্ষে
স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া
যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক

ব্যান্ধরেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্দে ভারসাম্য আনে বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আদিবে। ব্যাহ্ধরেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের

বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ সেথানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্তান্ত দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সস্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাাণজ্যের ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্কল্পলীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্দে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পরিবর্তন আনে।

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তথনই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আনিতে পারে যথন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর উপর বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িত্বের উপরই যদি লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা সোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আসিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিন্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাগুারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবর্তিত ভবস্থায় ব্যান্ধরেট আর প্রাচীন ধারণা অনুষায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীবা বিনিযোগের উপর ব্যান্ধবেটের কিন্ধপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিযা থাকেন। এই বিষয়ে ছুইটি ধারায় আলোচনা হুইয়াছে।

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যাক্করেট বাড়িলে অন্তান্ত ব্যাক্তলি তাহাদেব শল্পকালীন স্থাপের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর हार्त रुम मिट्ड हरेरन, এবং (थ) वहाइक्ष्मिन रय-मकन विम किनियार इंडारमन ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচবা ব্যবসায়ী আছে, তাহাবা সাধারণত হটে কি বলেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্কলকালীন ঋণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত কবে। এইরূপ সকল দ্রব্য মঙ্গুত কবাব খবচা এখন বাড়িয়া গেল, কাবণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদেব স্থদেব হার চড়াইযা দিয়াছে। তাই এই ব্যবদায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত বাখিবে, উৎপাদকদেব নিকট হইতে মালপত্র কেনাব জন্ম আব নূতন অর্ডাব দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেবৎ দেওযার উদ্দেশ্যে তাহাবা মন্থত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীব চেষ্টা কবিবে, প্রযোজন মনে কবিলে একট কমাইযাও দিতে পাবে। এদিকে উৎপাদকেরা ना পाইया উৎপাদন द्वाम कविएछ थाकिएत, জिनिस्मित माम অৰ্ডাব একট্ট কমাইযাও বিক্রীব পবিমাণ বজাষ বাথার চেষ্টা কবিতে থাকিবে। কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিদপত্তেব চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে ব্যান্ধ-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিযোগ, উৎপাদন, কর্মদংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাদ পাইলে যন্ত্রপাতির প্রযোজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রেব বদলে কেহ নূতন যন্ত্র বদাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঙ্করেট কমানো হয। পাইকারী ও খুচরা ব্যবদাযীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করাব উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিযোগ, উৎপাদন ও আয় বাডিতে থাকিবে।

এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইন্স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন বে, মজুত করার জন্ম ব্যবশায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার খরচা স্থদের হার বদলাইলে তভটা বদলায় না। মজুত করার জন্ম টাকা চাই ঠিকই. এবং দেই
টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে স্থাপও নিশ্চর দিতে
হয়। কিন্তু এই স্থাদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে
্র একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের
ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নয় ইইবার জন্ম কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা
কম নয়; এবং সেয়াসের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল বয়য় স্থাদের হারের
বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রান্থ করিবার পক্ষে যথেই।" কইন্স্ তাই হট্রের বিশ্লেষণকে
ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা
করিয়াছেন।

কেইন্সের (Keynes) মতে ব্যাহ্ণরেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায়
পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন
ক্ষেদের হারগুলিতে পরিবর্তন আদিলে দীর্ঘকালীন স্থানের হারগ
ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উছ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী
মূলধনী দ্রব্যে, যেমন কারথানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার
ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। স্থাদের হার য়ত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা
তত কম; আবার স্থাদের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবাব
সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

ব্যাহ্মরেটে স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিন্ধপে দীর্ঘকালীন স্থদের হারের উপর প্রসারিত হয় ? স্বল্পকালীন স্থদ বাড়িলে ব্যাহ্ম ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঋণপত্রপত্রলি বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রপ্তলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন হারের সম্পর্ক কিন্ধপ স্থানের হারের সম্পর্ক কিন্ধপ চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ৯ণপত্রপ্তলি বেচিয়া দিয়া নিজের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ভাষ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থা

^{* &}quot;but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies, we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, Modern Banking (4th Edition-P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন স্থদের হার বাড়িয়া যাওয়া। এইর্রপেই স্বল্পকালীন স্থদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন স্থদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আদে।

দীর্ঘকালীন স্থানের হারে পরিবর্তন বিনিয়াণের বাজারে পরিবর্তন আনে। স্থায়ী
মূলননী দ্রব্য বিনিযোগের পবিমাণ নির্ভর করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মূনাফার
হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন স্থানের হারের প্রভাব
ব্নিযোগ প্রভাবিত হয়
থ্রই বেশি। প্রত্যাশিত মূনাফার হার সমান অবস্থায় স্থানের
হার বাড়িলে তাই বিনিয়োগ কমে; আর স্থানের হার কমিলে
তাই বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমে, ফলে সঞ্য
ও ভোগব্যয় উভ্যেব পরিমাণই হাস পায়, মূলননী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও কমিয়া

ব্যাঙ্করেটের কার্যপদ্ধতি যত সহজ স্রল মহণক্ষপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু

যায। স্থদের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

বিষযটি এত সরল নহে। ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্ম ক্যেকটি অবস্থা বজায় থাকা দরকার, এই শর্তগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ করিতে পারে না। দেশে স্থাংগঠিত এবং ব্যাপক মুলধনের বাজার (well organised and broad capital market) থাকা ইতার সাফল্যের অন্ততম প্রধান শর্ত। আমরা জানি, স্বল্পকালীন স্থাদের হার কত দ্রুত এবং সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন স্থদের হারে পারিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথা। স্থসংগঠিত ও প্রশস্ত ন্যাঙ্করেটে বসাফল্যের শর্জ মূলধনের বাজার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের কেনাবেচা ভালভাবে কবা যায় না, উভয় কালের স্থানর হার একই দিকে পরিবর্তিত হওয়ার পথ স্থাম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে বা कमारेटल वानिक्तिक वराइश्वनिक ऋत्मत होत वाडारेटव वा कमारेटव - এरेजिय অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক হইতে প্রভূত পরিমাণে মণ গ্রহণে অভ্যন্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণের প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিত। করে। সর্বোপরি বাাঙ্করেটের শাফল্য নির্ভর করে নেশের আর্থিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর। যেমন ব্যান্ধরেট ক্মানো হইল, ব্যাক্ষণ্ডলির স্থদের হারও ক্মিন, কিন্তু কোন না কোন প্রবোজনীয় উপকরণের অভাবে মূলবনী দ্রব্যের উৎপাশন বাড়ানো গেল না,

বিনিয়োগ সম্ভব হুইন না, এইক্লপ অবস্থায় ব্যাক্ষরেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফর

করিতে পারিবে না।

ব্যাঙ্করেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। षिधीय़ , এই নীতি সফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের সময়ে ব্যাহ্মরেট কমাইলেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীব্র মুদ্রাম্ফীতির সময়ে ব্যাহ্বরেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের ব্যাঙ্কহার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল বাখা দরকার যে, শিল্পকে ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন ব্যাহ্বরেট নীতির বিনিয়োগ হইতে স্ক্লকালে ফল পাওয়া যায়; আবার সমালোচনা কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে।

কোন কোনাচ হহতে দাঘকালে প্রাতদান আদে।

দ্রুত-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু
দূর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্বত,
সরকারী মালিকানা, ট্রাস্ট্রসম্পন্তি, আধা-সরকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে
যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, ভাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা
স্থানের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে ছুইটি
নূতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে
উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে
(obsolescence), ফলে উভোক্তারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের
যন্ত্রপাতিতে বিনিযোগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত
হইয়াছে। উভোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষমক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা
উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইতেছেন, তাই স্থদের হার অনেকথানি গুরুত্বহীন
হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে
বিপুল প্রসার হইয়াছে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তথদ
ভাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদে (সরকারী ঋণপত্রে বেশি স্থদ ন
দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া অন্য কিছু ক্রেয় করিবে)। স্থদের হার

বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততটা মত দেন না। এই
সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, গত কয়েক বৎসরে, এই পদ্ধতির
কিন্তু ইহাকে
একেবাবে বাদ দেওয়া
হয় না

ব্যাক্ষ কিবলমাত্র আর্থিক নীতি প্রয়োগ করেন না, আরও
বহুপ্রকার ফিস্কাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রযোগ করেন (যেমন
রেশনিং, কোটা প্রভৃতি)। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অস্ত্রাগারে ব্যাক্ষরেট একটি

গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।
খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিযাছি, দেশের বাণিজ্যিক
ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ
এখন আর ইহা
ব্যাঙ্কবেটের অনুগামী নিজ স্থদের হারে একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে
নয ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না ! স্থতরাং
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্থান্থ বাঙ্কি তাহাকে অনুসরণ করে।
এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করা হইত।
কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আর ব্যাঙ্করেটের সাহায্যকারী নীতি বলিয়া মনে করা
হয় না —ইহার স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক সরকারী দিকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের ঋণস্থাইর ভিন্তি সংকৃচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাক্ষাতির বেগ মন্দীভূত হয়। আবার অর্থ নৈতিক মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিতে থাকে

লোকের (ও বাংক্ষের) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাক্ষের
থোলাবাজারী
হাতে নগদ টাকা বাড়ে, তাহাদের ঋণস্ট্রের ভিত্তি প্রদারিত
হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক
সংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবদায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পূর্বে এইন্ধপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্করেটের সহকারী নীতি হিদাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাডাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির ইহাকে পর্বে হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংকৃচিত করিবার বাঙ্কবেটেবই অঙ্গ জন্ম সদের হার বাডাইয়া দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাহ্মরেট বলিয়া অনেকে বলিতেন সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্মাইবার ক্রুয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, ঋণদান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে স্থদের হার কমাইয়া দিত। এইন্ধপে উভয়নীতি একত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পুথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাঙ্গরেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না – ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদেব যুক্তি ছিল এইরূপ: যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-আণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাক্ষণুলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা দেই টাকা দিয়া ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণশোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সমযে ব্যাঙ্কহার কমাইলে, তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরং দিতে পারে, কারণ স্থদের হার কম. এবং ব্যবসায়ীরা এই কম স্থদের হাবে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাডাইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাল্পরেটে পরিবর্তন ছাড়া ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

কেইন্স কিন্তু ভিন্নরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোল।বাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। সে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিযা ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ স্বষ্ট করিবে। এই সময়ে কেল্লীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বেচিয়া ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের কিন্তু অনেকে ইহাকে ধারার স্ত্রপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। ধারীন নীতিব মধাদা এইরূপে দেখা যায় অল্প অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে। ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন না

করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। *

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই ছুই-এর মধ্যে বছ দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর উভযের পার্থকা আছে। প্রথমত. প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রভাক্ষ, ব্যাঙ্ক-গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাঙ্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষ্থের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহা ঋণেব বাজারে প্রভাব বাান্ধবেট ও খোলা-সমর্থ বিস্তারে হয়। দ্বিতীযত. ব্যাঞ্চরেটের বাজাবী কার্যকলাপে অনিশ্চিত, বিভিন্ন পার্থকা অনেকখানি ব্ কাবণেব চাপে ব্যাঙ্করেট বাডিলেও দেশের ব্যাঙ্কগুল কেন্দ্ৰীয সাধারণ নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ না কমাইবার লইতে কিন্তু ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। ততীয়ত, ব্যাঞ্চবেটের প্রভাব প্রথমে পড়ে স্কল্পকালীন স্থদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্যের প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম দীর্ঘকালীন স্থদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

থোলাবাজারী কার্যকলাপের দাফলেরে জন্ম তিনটি শর্ত বজায় থাকা দরকার। প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্ম স্থাণাঠিত ও প্রশস্ত থাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক গোলাবাজারী কার্য ব্যাক্ষগুলি মোটাম্টি স্থির ও নির্দিষ্ট অনুপাতে জনা রাথে, কলাপের দাফল্যের শর্ত ও দীমাবদ্ধতা এইরূপ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, দরকারী ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রেয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

^{* &}quot;In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank.....are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate."

I. M. Keynes, A Treatise on Money, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওযার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রদঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্থা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইযাছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজাব সমান স্তবে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবদায-বাণিজ্যে উন্নত, দেখানকার টাকার বাজাবে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবাব অপব অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইরূপ দেশে অত্যল্পকালীন (দিন, দিন প্রভৃতির জন্ম) ঋণের বাজার, বা তলব-ঋণের বাজার (call-loan market)

এইৰপ দেশে টাকাব বাজাৱেব বৈশিষ্ট্যঃ ১। তলব-ঋণের

বাজাব না থাকা

আমানতের স.ইত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেখানে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট

नारे. यत्न वां विकार वां इश्वीन निर्मिष्टे हार्य

নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজাবী কার্য না কবিলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত

হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রম-বিক্রয়ের স্থবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীযত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে স্ক্লেকালীন ঋণের জন্ম রি-ডিদ্কাউণ্ট কবিদা ব্যাঙ্কগুলি বা বোকাররা কেন্দ্রীয়

বাঙ্কেব নিকট হাজির হয না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা ২। বিল-বাজাব নাধাকা ছঃসাধ্য হইযা উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা

যথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গের নিকট টাকার জন্ম আদে, তথন কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক স্থদের হার পাণ্টাইযা বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর
আধিপতা বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

⁻⁻⁻'শ্বণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাক্রার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন,
স্বয়ংস্বাধীন অসংলগ্ধ অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত
ও। বিচ্ছিন্ন বহু
উপবাজাব
অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাক। বিক্রয
হয়, পাশাপাশি অন্ত বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে,
বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণুযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য
দূর হয় না।

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দৈতস্থিতি (dichotomy) দেখিতে পাই, স্থদংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয ব্যাস্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপব অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষ্য বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিযন্ত্রণ করিতে পাবে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠা ও সাত্তকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার স্থদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অপুর্ণোন্নত ''অনেক দেশই অর্থ নৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অন্ত-নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থ নৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নব্ধপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়ঞ্জালর চাপে, যেমন দেশে বিনিযোগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দ্বারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বুদ্ধি পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায, যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিযোগী কাজকর্ম 8। ব্যাক্ষগুলি বিদেশী বাডিলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে মদ্রার বিনিময়ে ব্যালান বাড়াইতে পারে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই মতিরিক্ত নগদ ব্যালান্স দ্বইটি উপায়ে পাইতে পারে. সিকিউরিট বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনেব মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ শির হয সাধাবণত বৈদেশিক বাণিজ্যেব অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামেব দ্বাবা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যান্ধখণেব চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যান্ধসমূহেব বৈদেশিক ব্যালান্স বাডাইযা তোলে। ব্যান্ধ তথন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয ব্যান্ধের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকাব পরিমাণ বাডাইয়া তুলিতে পাবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ টাকাব বৈদেশিক বিনিম্য-হাবে সমতা বাথিতে চায, তবে সে ব্যান্ধগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান দিতে থাকিবে। স্থতবাং এইভাবে ব্যান্ধসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যান্ধেব নিকট হইতে ঋণের প্রযোজনীয়তা এডাইতে পাবে, ফলে ব্যান্ধবেট বৃদ্ধিব সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদেব বাঁচাইয়া চলিতে পাবে'।

পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোত্মত বা প্রবিত্তিব দেশেব কেন্দ্রীয় ব্যাশ্বগুলি

* "There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter of the pace of activities is set mainly by domestic factors, i.e., a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bankadvances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserves. They may get hold of additional cash balances in two ways, viz. by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills or borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

Dr. S. N. Sen, Central Banking in undeveloped Money Markets. P. 50-51.

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের

মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাশ্বরেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী

ে। এই সকল দেশে
ব্যাক্বরেট বৈদেশিক
ব্যালাকে সমন্তা
প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া
আনিতে পারে না
আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা
অন্থবায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়।
তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হইলে ব্যাশ্বরেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা

মিটাইতে পারে না।

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইক্রপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক্ (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের স্থবিধা পাইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইক্রপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজিকে ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি স্থদের হার পায়, যাহার ভিত্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার স্বসংগঠিত অংশে.

ইহার বর্তমান ও কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বার। ধ্বেরুং গুরুষ থেকত্ব মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বার। মোটামুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়, ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটামুটি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপুর্ণোন্নত দেশের ব্যাঙ্কসমূহ আজকাশ

মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাথিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাহ্মরেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপে মনে করা চলে।

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি

না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন: প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাক্ষণ্ডলির নগদ জমার অমুপাত নিদিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার স্থবিধা বা ঋণ লেনদেনের স্থবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোত্মত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। সেয়ার্স বলেন যে, এইরূপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে ''সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন স্থদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাক্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর থোলাবাজারী নীতির নয়, ফলে তাহাদের ঋণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নছে।" সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনিদিষ্ট থাকিলেও এই নীতি কার্যকরী হয় না; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে, ঋণের পরিমাণ ক্যানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রন্থহণের স্থবিধা থাকিলে থোলাবাজারী নীতি ততটা কার্যকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাডিলে ব্যাহ্বগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সকল অপূর্ণোত্মত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রম করিবার ক্রমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন স্থদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্তের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপুর্ণোল্লত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা থাটাইবার মনোবুত্তির অভাব দেখা যায়, এই সত্য অস্বীকার করা চলে না। খোলাবাজারী নীতির দ্বারা টাকা ঢালিয়। দিলেই আপনা-আপনি ব্যান্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

ক্লারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবন্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটিবাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিন্ততে এই নীতির
কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরস্থমে দেশে টাকার
বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অন্তর
হিসাবে থোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি,
তবে বাান্ধরেটের তুলনায়
এইরূপ টাকার বাজারের সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং
বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই।
কথনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাও টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখা দিলে ব্যান্ধরেট
অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত
দিতে পারে। ব্যান্ধরেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল,
কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্কের
উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে,
তলনামলকভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (variation in the reserve ratio) অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, তবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (direct)। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্থান্থ ব্যাঙ্কের স্থদের

ব্যাক্ষরেট্র ও থোলা বাজারী নীতির সহিত ইহাব তুলনা (direct)। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্থান্থ ব্যাঙ্কের স্থদের হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্য-কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের গণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে

সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ঋণপত্রের পরিমাণ— এই সকল বিষয়েয় উপর খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহালের দারা প্রভাবিত হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক দেয়ার্গ ও আরও অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্থারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু অপূর্ণোগ্নত দেশে অনেকে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাকণ্ডলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে ছুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়: (ক) ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অমুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহারা মোট আমানত ও নগদ জমার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা নজর রাথে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাকণ্ডলি নির্দিষ্ট অমুপাতে বিজ্ঞার্ভ বাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অনুপাত তাহারা ক্থনও খুব বেশি বা কথনও খুব কম রাথে; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অমুপাত অল্প একট্র-আধট্ট বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় না। দর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মূদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাগুার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপ আপন্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অমুপাত হইল মাত্র কুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপন্তি ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানে। হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত (দায-ছপ্ত (clumsy, inflexible and discriminatory)। থোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের ञ्चत्व वर्णन এই কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা নীতি কার্যকরী হয় না দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ভের অমুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোগ্নত দেশে অনেক সময়

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতদ্বষ্ঠ, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিত্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে সকল অস্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীতিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। যেমন, তবুও অনেকে ইহাকে বাদ দিতে চান না সেয়াদ (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হারে জমাব অনুপাত রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা দিতে পারে।

অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায় ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকরী। এই দকল দেশে উপকরণের পরিমাণ দীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পবিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পদম্প্রদারণ দ্রুত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রযোজনীয দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সক**ল** উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বাছাই-পদ্ধতিদমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ প্রধানত ত্বইটি: প্রযোজনীয় মার্জিনের অনুপাতে বছাই করাৰ নীাত পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন। এই সকল দেশে ভোগদেব্যের ক্রয-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত হয় নাই, যেখানে কিন্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রদার হইয়াছে। তাই এই নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে থাগুদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্ম 1956 সালে রিজার্ভ

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে খাভশভের ফাটকাবান্তি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়ন্ত্রণের জন্ম এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্থজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে খুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে কিছুটা সাধারণ

কিছুটা সাধাৰণ ব্যাঞ্চিং এৰ কাজ কৰা দৰকাৰ

থাকা দরকার।*

নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্ম কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন

করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে

তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামূটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌছানো, এই নীতির দারা সম্ভব হইতে পাবে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয়

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, which is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যাদ্ধিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাক্ষ হইল ইংলণ্ডের ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অস্থান্থ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলির নমুনা (Model) হিসাবে ইহা গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসবকাবী শেয়ার ব্যাক্ষ অফ্ ইংলণ্ডেব ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পরে গঠন বিশ্ববাদের ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার বাট্ট কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর, – একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং মোল জন ডিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্থ নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্থ। ইহারা প্রত্যেকেই পুননিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সমস্ত কাজকর্ম উহার ছুইটি বিভাগের মধ্য দিযা পরিচালিত হয—ইস্থা বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ইস্থা বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা, Fixed Fudiciary Limit System অমুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউগু পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত কাজকর্ম ইস্থ বিভাগ না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিম্থের স্মতা সাধনকারী আনকাউণ্টে (Exchange Equalisation Account) জ্যা রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার ফাব্দ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিলণ্ডলিকে প্রযোজন হইলে

[়] প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পবিচালকবৃদ্দেব সভায ব্যাঙ্কের পবিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতিব পর্বালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবং এই ঐতিহ্ন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাহ্ম দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাহ্মের কাছে টাকা চাহিতে যায় না। বাহ্মিং বিভাগ ব্যাহ্মগুলির হঠাও টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-ব্রোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরও চায় এবং এই বিল-ব্রোকাররা তখন ব্যাহ্ম অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউণ্টের স্থবিধা পাইবার জন্ম। এইরূপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাহ্মের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

বুটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্ কাউন্ট হাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস্কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা। বুটেনের টাকার ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, বাজারেব বৈশিষ্ট্য কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস কাউণ্টের ও পুন্ডিস কাউণ্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, ভবে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্ম বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্ম ব্যাঙ্ক অফ ইংল্ডের নিকট ছটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি সবই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংল্ওে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঞ্চ অফ ইংল্ডের ডিস্ কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যাঞ্চরেট বাাম্ভলির বিল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্ কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি। ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ বাস্কি তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে

লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাল্লিংয়ের ফলে ব্যান্ধ পরিচালনার থরচ অনেক কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া ভাহাদের পক্ষে ইংলভের বাণিজ্যিক ব্যাক্তিলির বৈশিষ্ট্য সেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্তিলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম ব্যাক্তির

নীভি, থোলাবাজারে কার্বলাপের নীভি এবং অন্থরোধ-উপরোধের নীভি প্রয়োগ

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাস্কগুলি নিম্নতম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা কোনরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রযোগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজাব খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

ক্ষেত্রারাল রিক্ষার্ভ ব্যাস্ক (Federal Reserve Bank) — সমগ্র মার্কিন বুক্তরাইকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্ম নিজস্ব এক একটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের অধীনে কোন একটি ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থার সভ্য হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায় তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেযার ক্রয় করিতেই হইবে। এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্থেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের প্রবিমাণ দেশের মোট আমানতের হু অংশ।

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেবই বর্তমান

তবে সব ক্ষমতাই বোর্ড অফ্ গভর্ণরের হাতে নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিদ্টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরস্। এই বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের

অন্নোদন সাপেকে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্ গবর্ণরদ গঠিত। প্রতি দ্বই বংসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান রাইপতি কর্তৃক চার বংসরের জন্ম নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া একটি কেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory Council) আছে, ইহা প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি ফেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি ফেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার

Market Committee), বোর্ডেব সাতজন সভ্য এবং ফেডাবাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইযা ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তবাষ্টে সাধাবণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিযন্ত্রণেব উদ্দেশ্যে খোলা-বাজাবী কার্যকলাপ এবং ব্যাঙ্কবেট পবিবর্তনেব নীতি প্রযোগ কবা হয়। ফেডাবাল বিজার্ভ বার্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু-এব ন্থায় সভা ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুবোধ বা উপদেশ জানান। মুক্তবাষ্ট্রেব ব্যাঙ্কগুলি কি-হাবে নগদ টাকা জমা বাথিবে তাহা সমূহ আইনেব দ্বাবা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ গবর্ণবেব হাতে এই অনুপাত প বিবর্তন কবাব ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগেব নীতি এবং গুণগত ঋণ-নিযন্ত্রণেব নীতি (Selective and Qualitative credit controls) আমেবিকাতে গত কুডি বৎসবে ক্রমণ অধিক পবিমাণে প্রযোগ কবা ইইযাছে।

আমেবিকাব ফেডাবাল বিজার্ভ ব্যাম্বগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাৰ্য কবিষা থাকেন। কোন সভ্য ব্যান্ধ ভাহাব নিবট কোন বিল লইষা আসিলে তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলিব হাতে নগদ টাকা কম পডিলে তাহাবা সবাসবি কেন্দ্রীয় বাাঙ্কেব নিকট হইতে ঋণ কবিতে পাবে, কিন্তু ইংলণ্ডেব ব্যাঙ্গেবা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকাব বাণিজ্যিক ব্যাস্কণ্ডিন এবং ডিস্কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য কবে ব্যাস্ক অফ ইংলণ্ডেব সহিত তাহাব সপৰ্ব নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেবিকায় দেখা যাইতেছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কেব টাকা কম পডিলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট না গিয়া অপব কোন ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে ঋণ লইতে পাবে। তাহা ছাড়া, মাবিন যুক্তবাষ্ট্রেব ব্যাহ্বগুলি আইনত প্রচুব পাবমাণ স্বকাবী ঋণপত্র কিনিযা রাখিতে পাবে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাম্যিকভাবে বাজাবে দে ঋণপত্রগুলি বিক্রয কবিষা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ ঋণ আদান প্রদান সম্পর্ক থাকায় খোলাবাজাবী কাষ্বলাপের নীতি তত্টা সাফল্য লাভ কবিতে পাবে না। হুক্তবাষ্ট্রেব বাাম্বর্জনিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছযগুণেব বেশি ঋণ সৃষ্টি কবিতে পাবে না। অপব পক্ষে ইংলণ্ডেব ব্যাশ্বগুলিতে নগদ জমা কম বাখা হয় বলিষা ভাহাবা নগদ ভামানতেব প্রায় 121 গুণ ঋণ প্রসার কবিতে পাবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যান্ধব্যবস্থার তুলনা (Comparison between British and US Banking systems)

ইংলণ্ডে ক্ষেকজন ব্যক্তি একত্রে বিদ্যা আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যক্তিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আদিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিও তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্থবিগা-অস্থবিগার কথা ক্ষেকজনকে জানাইলেই ব্যক্তিং জগতকে নিযন্ত্রণের কাজ সহজ হইযা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14000 স্বযংস্থাবীন ব্যাদ্ধ আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যাদ্ধার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যাদ্ধারদের বা ও্যাশিংটনের বাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত শীমাবদ্ধ।

পতিয়াছে ।*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক

^{*&}quot;The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings are derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the older east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, Modern Banking, P. 257.

বেশি। ঋণ দিবাব ক্ষেত্রেও দেখা যায যে, তাহাদেব মাঝাবি সমযেব জন্ম ঋণ বেশি, বন্ধবনী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগেব উদ্দেশ্যে শ্বংগিব পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা রুদ্ধি পাইযাছে। ইংলণ্ডে এই লাগিকানে । যায় সকল দেখা যায় না। লণ্ডনেব বাজাবে ব্যাক্ষগুলি স্বাসবি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেব নিকট টাকা ধাব কবে না, দবকাব হইলে ডিস্ কাউন্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাববা তথন বাধ্য হইয়া ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ডেব নিকট ছুটিয়া আদে। মার্কিন যুক্তবাট্টে এইন্ধপ ঘটে না। সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলি স্বাসবি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেব নিকট হইতে টাকা ধাব পায়। ছোট ছোট ব্যাক্ষগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাক্ষেব নিকট নিজেদেব ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা বাথে। ইংলণ্ডে এইন্ধপ কথনও ঘটে না।

জামেবিবায প্রচুবসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকাব ঘলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিশ্বিপ্ত থাকাব দকণ ক্লিযাবিং ও টাকা লেনদেনেব ব্যাপাবে বহু জটিলতা ভোগ কবিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতাব দকণ যুক্তবাঙ্কে একজন আমানতকাবীকে যতটা কমিশন ও পাবিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকস দেয়-ব পবিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালেব ব্যাঙ্কিং-সংকটেব পব হইতে দেশেব অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্ম ফেডাবাল আমানত বীমা কবপোবেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্কেব প্রতিটি আমানতকাবীব 10000 ভলাব পর্যন্ত এই বীমাব দ্বাবা সংবক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি বাতীত যুক্তবাষ্ট্রীয় অধিবাসীদেব ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবাব কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইকপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C তাহাব হিসাবপত্র সম্পর্কে খোঁজখবব বাথিবাব অধিবাবী। এইক্রপে যুক্তবাষ্ট্রীয় সবকাব অনেক ব্যাঙ্কেব আভ্যন্তবীণ অবস্থা সম্পর্কভাবে জানিতে পাবেন। এইক্রপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলণ্ডে সাধাবণত, বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাস্কগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান কৰে। ব্যাঙ্কেব হাতে টাকাব পবিমাণ বেশি থাকিলেও তাহাবা মোটামূটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেবিকাষ 1939 সালেব পব হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেডা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চাব বা পাঁচ বংসবেব জন্ম ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদেব এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডেব তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুথের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাট্রে ঋণের ব্যাপারে বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মুহুরী ও দলিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাট্রের বাণিজ্যিক ব্যাহ্মগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অনুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপর; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়। থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাহ্মগুলি মোটামুটি সর্বদন্মত একটি প্রথা মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাহ্মে সমান প্রকার ঋণে স্বদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাট্রে দেখা যায় না।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিদাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়ম্বল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড যে-ক্রপ নগদ টাকা প্রচলন করে, আমেরিকাতেও সেইক্রপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন এই সকল পার্থকোর সার্টিফিকেট (Bullion certificates) প্রচলিত করা ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এ পার্থকা হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কণ্ডলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারম্ব হয়। উভয় দেশেই ব্যাঙ্করের ব্যাঙ্করের ব্যাজ্বরের হার অপেক্ষা উধ্বেণ।

উভয় দেশের কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাট্টে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংযের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলও নিজ-দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলও একটি রাষ্ট্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ – সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

অর্থ তত্ত্ব

व्ययगीन भी

- 1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.
- 2. What is a Central Bank and in what respects it is different from ordinary bankers?
- 3. What is a Central Bank? Do you support its Nationalisation? What is its relation to the state?
 - 4. Discuss the functions of a typical Central Bank.
- 5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.
- 6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions: (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of noteissue.
- 7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.
- 8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations?
 - 9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit?
- 10. What is a Bank Rate? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.
- 11. What are open market operations? How do they affect the volume of currency?
- 12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.
 - 13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium?
- 14. Discuss the operations of (a) Bank of England, (b) Federal Reserve System.
 - 15. Distinguish between the banking systems of the U.K. and the U.S.A.
- 16. Discuss the problems of Central Banking in underdeveloped money markets.
- 17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

আর্থিক তত্ত্বঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory: the value of money and its measurement

টাকার বিনিম্থে যে-সকল জিনিস্পত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূলা।
কিছুকাল পূর্বের তুলনায বর্তমানে টাকার বিনিম্যে বেশি
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইযাছে
বলা হয়ঃ আবার পূর্বের তুলনায দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার
মূল্য ব্রাস হইয়াছে বলা চলে।

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রবংসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর উধ্ব'ভিমুখী হইলে টাকার মূলং কমিয়া আদে; দামস্তর নিমাভিমুখী হইলে টাকার মূলং বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে— সকল দ্রব্যের

দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে ব্রাস সচরাচর দেখা দামন্তব

যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা ব্রাসের হারেও তারতমর্থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয় উপ্পর্মুখী অথবা নিম্নগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যোক থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামন্তর। বিভিন্ন সময়ের দামন্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্ফ্রক-সংখ্যা (Index Number)

পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রবংসামগ্রীর স্চক সংখ্যা দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রবংসামগ্রীর দামেব গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই স্থচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

যে-বৎসরের দামগুরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামগুরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বৎসর (Base year)। সেই মূল বৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি
দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসবের
কিভাবে স্টক-সংখ্যা
গঠন কবিতে হয়
প্রবিত্তন পরিমাপ করা হইতেছে দেই বৎসরের
পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূলবৎসরের দামদমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-ব
তুলনায আনুপাতিক ভাবে তাহাদেব ব্রাস বা বৃদ্ধিব হিসাব করা হয়। অবশেষে
উভযের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের
তুলনায পরবর্তীকালের দামন্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য কবিতে পাবা যায়। নিচেব
উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

1939 সাল (মূল বংসর)		1947	সাল (হিসাবী বৎসর)
চাল-প্ৰতি মণ 4 টাকা=100		•••	16 টাকা=400
ডাল—প্ৰতি মণ 10 টাকা=100	••	••	20 টাকা=200
জুতা—প্ৰতি জোড়া 5 টাকা=100		• • •	7½ টাকা=150
`	•••	•••	3 টাকা=75
$400 \div 4 = 100$	0		$825 \div 4 = 206 \frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, ক্যেকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত স্থান্ত 1939 সালেব তুলনায 1947 সালে দামস্তর শতকরা 1061 বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিম্য হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যান্থ লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই স্থান তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রমশক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। সকল
দ্রব্যকে সমান গুরুহ দিয়া হিসাব করিলে সেই স্থচক সংখ্যা নির্ভুল হইতে পাবে
না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল দ্রব্যকে সমান
গুরুত্ব দেন না। তাই সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন
বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য তাহাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট
গুরুহ প্রদানেব
প্রযোগনীযতা অর্থের ক্রয়-ক্রমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure
structure) দ্রব্যসাম্প্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

হিসাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব-ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের দামে ব্রাস্কের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, স্থচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধাবণ ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবন্যাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্য বিদ্লাইয়া দিয়াছে।

এই অস্থবিধা দূর করার জন্ম দেশে গুরুত্বশীল স্থান সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যুযের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূরণ (Multiplication) করিয়া গুরুত্বশীল স্থানকসংখা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বেব সরল স্থানক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নৃতন ভাবে হিসাব করা হইযাছে।

মূল :	বৎসব	হিসাবী বৎসব
	শুকু ত্ব	গুরুত্ব
চ †ल	$100 \times 8 = 800$	$400 \times 8 = 3200$
ডাল	$100 \times 6 = 600$	$200 \times 6 = 1200$
জুতা	$100\times5=500$	$150 \times 5 = 750$
हा	$100\times1=100$	$75 \times 1 = 75$
	$2000 \div 20 = 100$	$5225 \div 20 = 261\frac{1}{4}$

গুরুত্বহীন স্থচক সংখ্যায় দামগুরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকবা $106\frac{1}{6}$; কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দেওযার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইযাছে শতকরা $161\frac{1}{6}$ ।

স্থচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অস্থবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoritical) ক্রটি আছে। প্রথমত, মৃল বৎসরে নির্বাচনের অস্থবিধা। যে-মূল বৎসরের দামস্তরের দহিত অস্তান্ত বৎসরের দামস্তরের সুলনা-

মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বৎসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কি**ন্ত** মুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোন্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বাভাবিক। তবে, এই দকল অস্থবিধা দূর করার জন্ম অনেক সময় কয়েক বংসরের দ্রব্য-দামগ্রীর দামের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত,

নিৰ্মাণগত অসুবিধা

দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অস্থবিধা। যদি অর্থের সাধার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই গড়নির্ণয় ও গুক্তপ্রদান সেই স্থচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে । যে-উদ্দেশ্যে স্থচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য

অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাক্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীব দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অস্থবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা স্ববিধাজনক, এই কারণে জনেক সময পাইকারী দামের সাহায্যে স্থচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রমশক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যেব খুচরা দাম সংগ্রহ করা অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরেব বিভিন্ন সময়ে একই দ্রবেরে খুচরা দামে বিশেষ ভারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় নির্ণয়েব বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তাবতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অস্থবিধা দেখা দেয়। ব্যয-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের বয়ে-কাঠামো অন্ত পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অমুপ্রক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নৃতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি স্থচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

বিভিন্ন ব্যবহারে স্মচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপন্থি (Theoritical objections) দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয-কাঠামো পুথক থাকে, সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্য়ে-কাঠামো

ত্রগত আপত্তিসমূহ: ৭কই দেশের বিভিন্ন আয়ন্তর এবং একই আযন্তবের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ণবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তলনা চলে না

জিনিস নছে।"

গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যানের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দেবা ব্যবহার করে না। স্বতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া किছूरे थांकिए शास्त ना ; वश्रुष्ठ, व्यष्टीय धन-विष्ठानीएनत একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্থচক-সংখ্যার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সমযের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণেও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নূতন দ্রব্যাদির ব্যবহার স্থরু হয়; বহু দ্রবেরে ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পুথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা ব্রাস পাইগাছে, এক্লপ ঘটিলে স্থচক-দংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নিধারণে অর্থের বান্তব তাৎপর্য ভিন্ন হ্লপ হুইযা পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 ন্যা প্যসা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ ২ইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ ঢাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু স্থচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধনা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন ''আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়। দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কথনই সমান

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তবে অর্থাৎ টাকার মূল্যে ুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিতা ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব ত্লনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত ভৃপ্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইন্সের ভাষায় বলা হয়, "একই ধবণের ব্যক্তিদের তৃত্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও'-র জীতদাসের সহিত ফিফ্থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর,

এক দিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জালানি ও সস্তা বরফ, অপরদিকে, হোটেন্টট্দের নিকট সস্তা জালানি ও দামী বরফ-ইহাদের তৃপ্তিব তলনা করা চলে না।"*

এই সকল প্রয়োগগত ও তত্ত্বগত অস্থবিধা থাকা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বা माधातन क्रमिकित धातना একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। স্ট্রক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামটি-স্থচকসংখ্যা ব ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহাযা করে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়ত। কোন সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার মুল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি,

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

দীর্ঘকালে না হইলেও, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে স্থচকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর।

ব্যয়-কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। স্কুতবাং

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্ম প্রত্যেক ব্যক্তিব নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পূথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থচকসংখ্যা প্রস্তুত হও্যা প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভে¹গ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রন্য করে, তাহা নহে. বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিযোগেব উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত স্থৃতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রম করা হইমাছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রবাদির অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামস্তব, রপ্তানি দামন্তর, মলধনী দ্রব্যের দামন্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন স্থচকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকাব মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

1. How would you measure changes in the value of money?

2. Examine the difficulties you have to face in constructing an Index number showing changes in the purchasing power of Money.

3. What are Index Numbers? Point out their usefulness.

4. What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss the utility and the limitations of Index Numbers.

^{* &}quot;We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharach's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheap ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes, Treatise on money. Vol. I. P. 104.

আর্থিক তত্ত্ব ঃ দামন্তরে পরিবর্তন Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহু ছুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহু মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্থ দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার স্ববিধার জন্ম টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দবকার।

অন্তান্ত দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্তান্ত দ্রব্যসামগ্রীর কিনিতে পারার ক্ষমতা বল্লাইয়া যায়। সকল দ্রব্যসামগ্রীর কাম বাড়িলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কৃষির্যাছে। দামস্তর্যকে P ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P. টাকার মূল্য বিলাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই সকল পারবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্ক, টাকার মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িছ (an element of instability) আনিয়া ফেলে। এই সকল কারণের জন্ম টাকার মূল্যে পরিবর্তন কনে আনে ভাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রদক্ষে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল ও ন্যা-ক্লাসিকাল লেথকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইছ। ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আধিক ভারদাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন পরিবর্তিত হয দেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জ্ঞান্ত সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে ?

অর্থের যোগান ও চাহিদা (The supply of and Demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্মষ্ট অর্থ – এই উভযের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন স্বর্ণথনির আবিদ্ধার হইলে, অন্থ ব্যবহার হইতে দ্বর্ণ সরিয়া টাকার যোগান আদিয়া অর্থক্রপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে ১। স্বৰ্ণমান দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাকা লইয়া যায়, এইক্রপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। যদি বর্ণ বা বর্ণ মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে না-আসিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পৌছায তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার হুরু করিয়া দেয়। এইরূপে ফর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাগজী মূদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর কবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আজকাল সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যখন সরকারের টাকার ২। কাগজীমান দরকার হয় সে তখন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যখন নিজের ঋণ-ভার লাঘব করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায টাকার পরিমাণ দ্রাস পায়। ব্যাক্ষ কর্তৃক স্বষ্ট অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে

বাদ্ধগুলিব ঋণদান নীতিব উপব। কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধ অব্রাণ্ঠ বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন, ব্যাদ্ধবেট পবিবর্তন, খোলাবাজাবী কার্যকলাপ, জমাৰ অনুপাতে পবিবর্তন প্রভৃতি উপাযে সাধাবণ ব্যাদ্ধগুলিব ঋণনীতি অনেক পবিমাণে প্রভাবিত কবিতে পাবে। তাই আমবা বলিতে পাবি যে, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থেব যোগান নির্ভব ব্যাদ্ববাব ও কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধেব আর্থিক নীতিব উপব।

নগদ টাক। বা ব্যাক্ষ-স্পষ্ট ঋণগত অর্থেব পবিমাণ – কেবল এই উভ্যেব যোগফলকেই আমবা কোন দেশেব টাকাব যোগান বলিতে পানি না। আমবা জানি প্রতিটি কাগজেব নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বহুবাব হাতবদল হইযা অনেক টাকাব কাজ কবিতেছে। এইক্সপে বাক্ষেব বক্ষিত জমাব উপব চেক-ও অনেকবাব হাত বদল হইতেছে। প্রতিটি নগদ বা ব্যাক্ষেব অর্থ-ই যে এইকপ বোন নির্দিষ্ট সম্বেব মধ্যে ঠিক নির্দিষ্ট ক্ষেক্তাব হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গভে কতবাব হস্তান্তবিত হইল উহা হিসাব কবিয়া বাহ্বি কবা চলে। ইহাবই নাম মর্থেব প্রচলন বেগ। টাকাব প্রিমাণকে উহাব গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ বা প্রমাণ ফলি দেশে টাকাব মোট যোগান আমবা জানিতে পানি। টাকাব প্রিমাণ যদি হয় স্ক্রি, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় স্ক্রি, তবে দেশে টাকাব মোট যোগান হইল স্ক্রি স্বাম স্বাম ক্রিল স্ক্রি স্বাম স্বাম ক্রিল স্বাম স্বাম ক্রিল স্বাম স্বাম ক্রিল স্বাম স্বাম ক্রিল স্বাম স্বাম স্বাম স্বাম স্বাম ক্রিল স্বাম স্বাম

এইনপে দেশেব প্রচলনবাবায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহাব মূল্য বলিতে কি বোঝায় । অর্থেব এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউও, 1 ডলাব প্রস্থৃত) নিজেব বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পাবে তাহাই অর্থেব মূল্য। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, অর্থেব একটি ইউনিটেব বিনিময়ে গ্রেগ্র মান্যা কতটুকু পাওষা যাইবে তাহা নির্ভব কবে জিনিস্পাত্রব দামেব উপব, অর্থেব সাবাবণ মূল্য বলিলে তাই আমবা বুঝি সকল প্রকার দ্রামগ্রীব দামেব গড বা দামস্তব। দামস্তব বুদ্ধি পাইলে আমবা বিল অর্থেব মূল্য বাদ পাইযাছে, অর্থাৎ অর্থেব একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস ক্রেয় ক বতে পাবিতেছে। আবাব দামস্তব ব্লাস পাইলে আমবা বলি যে শর্পব মূল্য বাভিষা গিয়াছে, মর্থাৎ টাকাব একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস ক্রম কবিতে পাবিতেছে।

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভব ববে ? কোন ধবনের শক্তির ক্রিযা-প্রতি-ক্রিয়ায দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দামস্তব পরিবর্তিত হয় ? উনবিংশ শতাক্ষীতে এইরূপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় য়র্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই য়র্ণ বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন তত্ত্ব করিব ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-বয়য় নিতান্ত অল্প, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই অর্থের উৎপাদন-বয়য়র সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে দ্বই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়া অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদার কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্ম চাহিদার মত অর্থের চাহিদার প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্ম লোকের চাহিদা হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা ভৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ করিতে পারে।

এই কাবণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্ত মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্তই টাকার প্রয়োজন, ফিসারীয় মত তাই টাকার চাহিদ। বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব সামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে ইইবে। তাই বিনিময-যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা পূর্বণ করিলে অর্থের জন্ত চাহিদা জানিতে পার। যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় T এবং উহাদের গড় দাম হয় P, তবে টাকার চাহিদা $P \times T = PT$.

কেম্বি, জের ধনবিজ্ঞানীর। টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার দ্রবংসামগ্রীর স্রোভধারা, বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই টাকার জন্ম চাহিদার পরিমাণ। কেম্বিজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সমযে দেশের সকল দ্র্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা কেম্বিজীয় মত

স্থিষ্টি হয় না, স্বতরাং টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে সকল দ্র্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে ধরা যায় না। গাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম রাখিতে চান বা পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (real income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাও্যা যায়।

আধুনিক কালের লেথকেরা, প্রধানত কেইনস্, টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে অন্তর্মপ বোঝেন। তাঁহাদের মতে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাথার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্কা নিয়োগ —এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট কেইন্সীয় মহ সময়ের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিয়া রাথিতে চান বা ব্যাঙ্কে জমা রাথেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্কানিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার নাম L_2 । টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 বা ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত স্থদের হারের উপর। স্থদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা ব্রাদ্ধ পায়।

টাকার মুল্যের পরিমাণভত্ত্ব(Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বর অতি সরল আলোচনা মোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা হইতেই পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত একই অনুপাতে দামন্তর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকার পরিমাণ দ্বিওণ হইলে দামন্তরও অর্ধেক হইবে।
হহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা M — KP-রূপে সংক্ষেপে বুল ও প্রাচীন ধারণা লিখিতে পারি। একই হারে বা সমান অনুপাতে পবিবর্তনের প্রতীক হইল K. যে হারে M প বিবর্তিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে—ইহাই টাকার পরিমাণতত্ত।

পৰিমাণতত্ত্বকে এইরূপ স্বলভাবে ব্যাখা কৰাৰ স্ময়ে পণ্ডিভেৰা তুইটি বিষয় নিজেদেৰ অজান্তে স্মান বা অপৰিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধৰিয়া লইযাছিলেন। প্রথমত, তাঁহাবা মনে কবিতেন যে, দেশে ছুইটি অবান্তব শীকাষ টাকাব পৰিমাণ বাডিলে স্বল টাকাই যেন জিনিসপত্র স্মান থাকে কেনাতে খবচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধবিয়া বাখিতে পাবে বা পূর্বেকাব জ্মান টাকা বাজাবে ছাডিয়া দিতে পাবে সেই কথা তাঁহাবা চিন্তা ক্বেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদেব ভাষায় বলা চলে যে, তাহাবা টাকাব প্রচলনবেগ (velocity of circulation) স্মান বিষয়া লইয়াছিলেন। *

দ্বিতীযত, তাঁহাবা মনে কবিতেন যে দেশে জিনিসপত্ত্বেব পৰিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানেব পূর্ণনিযোগ আছে, এই অবস্থা তাঁহাবা ধবিয়া লইতেন। যদি টাকাব পৰিমাণে বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ২। জিনিসপত্ত্বেব পৰিমাণও বৃদ্ধি পায়, অথবা টাকাব পৰিমাণ পৰিমাণ সমান থাকে
কমাব সঙ্গে জিনিসপত্ত্বেব পৰিমাণও কমিয়া যায় তবে দামস্তবে কোনক্সপ পৰিবর্তন হইতে পাবে না।

টাকাব পৰিমাণ তত্ত্বেব এই সকল অসম্পূর্ণত। দূব কবিষা অধ্যাপক ফিসাব ইহাকে উন্নত কবেন। তিনি অবহেলিত এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকাব প্রচলনবেগ ও দ্রবাসামগ্রীব পৰিমাণকে – আলোচনাব মধ্যে এই ছুইটি বিষয়কে লইষা আসিষা পৰিমাণতত্ত্বেব উৎক্ষ সাধন কবেন। কত্ত্ব উৎক্ষ সাধন কবেন। কত্ত্ব উৎক্ষ সাধন তাহাব্য প্রবাশ কবাব চেপ্তা কবিষাছেন। সমীকবণটি হইল: $\mathbf{PT} = \mathbf{MV} + \mathbf{M'V'}$, অথবা $\mathbf{P} = \frac{\mathbf{MV} + \mathbf{M'V'}}{\mathbf{V'}}$.

এইবপ মনে কৰার কারণ ছিল। তংশনকাৰ পণিতেৰা মনে কৰিতেন যে লোকে ঢাকা চায় কেবামাত্ৰ লেনদেন ও সাৰধানতাৰ উদ্দেশ্য। ঢাকা পাঢ়াইয়া স্থল পাইবাৰ জন্ম থূশিমত হাতে ঢাকা জমাইয়া ৰাথা বা ছাডিয়া দেওযা—অৰ্থাং এইবপ যাঢ় কালাবিতে নিযোগেৰ অভিপ্ৰায় লোকে হাতে টাকা রাথে—ইই তাহাৰ চিন্তা কৰেন নাই। চাকা যে কেবল বিনিম্যৰ মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যৰ সক্ষ ক্ষত্ৰা ইহাকে হাতে জমাইয়া বাণ সহজেই সম্ভবপৰ। ফেন দেশে ঢাকার পৰিমাণ বাড়ে নাই বিস্ক নোকেব নগদ প্ৰবণতা বা ঢাকা হাতে বাগাৰ ইছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় ঢাকাৰ প্ৰচান বেশ কম ইইটো অথাং ঢাকাৰ প্রিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশেৰ আয়্যাতে প্রবেশ কবিবে এইবপ কোন কথা নাই। কারণ পূর্বৰ তুননায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া বাথিতে পাবে। ঢাকাৰ প্ৰিমাণে বৃদ্ধি সংস্কেও দামস্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্চয় সম্ভবপর।

 ${f P}$ হইল দামন্তব, ${f T}$ হইল টাকাব সহিত বিনিম্য হইতেছে এইরূপ সকল প্রকাব প্রবাদাঞীব পবিমাণ, ${f M}$ হইল নগদ টাকাব প্রিমাণ, এবং ${f V}$ হইল প্রাঙ্গ কর্তৃক স্বষ্ট ঋণগত টাকাব পবিমাণ এবং ${f V}'$ হইল

এই শ্লণগত টাকাব প্রচলনবেগ। ফিদাবের মতে, উপরেব ফিদাবের তত্ত্বকে এই সমীকরণটিব মধ্যে স্কল্পকালে Γ , V, V এই বিষয়গুলি করা চলল এবং M ও M-এব অনুপাত পবিবৃত্তিত হয় না। T নির্ভব করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে

টাক। ছাডা পণা বিনিমনেৰ পৰিমাণ প্ৰভৃতি বিষয়েৰ উপৰ। সল্লকালে ইহাবা অপৰিবৃতিত থাকিবে মনে কৰা চলে। V এবং V' নিৰ্ভৰ কৰে, জনদাবাৰণেৰ বাতিনীতি অভ্যাদ প্ৰভৃতিৰ উপৰ। M ও M'-এৰ অনুপাত নিৰ্ভৰ কৰে লোকেব বাজি'-মভ্যাদ এবং প্ৰচলিত বাতিনীতিৰ উপৰ। স্কৃতবাং দামস্তব অৰ্থাৎ P নিভৰ কৰে একমাত্ৰ M এৰ উপৰ – নগদ টাকাৰ পৰিমাণ বৰ্ণাইলে দামস্তবেও দ্বাদৰি ও স্মহাৰে পৰিবৰ্তন আলিবে।

ফিসাবেব এই তত্ত্বকে আমবা অভেদক্সপেও (Identity) প্রকাশ কবিতে পাবি।* সমাজেব সক্ত্র জিনিসপত্র কিনিতে যে পবিমাণ টাকা দবকাব হইল ঠিক দেই পবিমাণ টাকাবই জিনিসপত্র বিক্রয হইথাছে—ইহাব ক্মও নয় বা বেশিও

নয। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রথমূল্য — মোট আবাব অভেবক্ষেপ্ত প্রকাশ কৰা চলে (V) দিয়া গুণ কবিলে আমবা মোট ক্রথমূল্য জানিতে পাবি,

ইংাই দেশেব মোট বাষ MV)। আবাব, জিনিসপত্তেব পরিমাণকে (T) উহাদেব গড দাম (P) দিয়া গুণ কবিলে আমবা মোট বিক্রয-মূল্য জানিতে পাবি, ইংগ নিশ্চয় মোট বাষেব সমান হংবে।

7এই নগদ লেনদেনের স্মাকরণ (Cash transactions equation) স্ম্পর্কে বছারর স্মালোচনা করা হইবাছে। স্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের

^{* &}quot;Two alternative methods of expressing it have to be considered. On the one hand the theory can be presented as an identity: that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, Pp. 247—248.

একটি প্রধান ক্রটি হইল যে, লোকে ফাট্কাদারির মনোভাব হইতে টাকা
হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত্ব তাহা বিচাব
কার্যকরী চাহিদাও
টাকাব পরিমাণের
কল্পক বিশ্লেষণ বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা বয়ে করে। কিন্তু যদি
করে না বিধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে
টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর কিরূপে বাড়িবে? শুধু তাহাই নহে।
দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আদে, তবে
আয়স্তর পরিবর্তিত হইয়া দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন
আপেবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওযা চলে না।

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামন্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের স্থপষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত-অভেদ মাত্র, সমীকরণ প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামন্তরে পরিবর্তন আদিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তত্ত্বের প্রধান কাজ অর্থেব ও জবেরে স্রোভকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার।*

^{*} The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations.....but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J. M. Keynes, Treatise on money. Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায, বাণিজ্যচক্রের এক প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যথন অবনতি স্থক্ষ হয়, তথন দামগুর দ্রুত হাস পায কিন্তু টাকাব পরিমাণ কম থাকে তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামগুর বাড়িতে চাহে না। দামগুরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত হারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

মনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে,
মর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই।
পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ তরে ইহা সত্য
প্রিমাণ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ তরে ইহা সত্য
বিদ্যা গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের তরে টাকার
পরিমাণ বাড়িয়া গেলে স্থাদের হাব কমিবে, বিনিযোগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামত্তর প্রথমেই প্রভাবিত
না হওযার সম্ভাবনা। স্থতরাং, এই তত্ত্ব সকল ত্তবেই কার্যকরী নহে।

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রথক্ষমতায পরিবর্তন।
শিল্প-সংক্রান্ত, বেবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ভিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল
পকাব দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে
মানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিক্রপণে
চাকাব ক্রয়শক্তি হিসাব হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয়; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী
কবাব সম্যে অবাঞ্ছিত
বিভার বাদ দেওলা মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তর্মান (Cash Tranউচিত sactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ
উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনমাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়শক্তি
ইচা থারা জানা যায় না। ওপু তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার
সম্যে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপল্ল (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা
হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূলধনী শিল্পদ্রব্য ও অর্ধনির্মিত
দ্রব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে

^{*} কেইন্সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purposes of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রমাজি। (Treatise, vol I P.54)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাথিচুরি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) খারা সম্ভব হয় না।

উপরস্ত, এইরূপ সাধারণ দামস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শান্তের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও এই আলোচনা পৃথক চাহিদার ধারণা প্রযোগ করিতেন. কিন্তু সাধারণ দামস্তর দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইতে অবাঞ্চিত ভাবে আলোচনার সময়ে তাঁহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেণ দ্রের প্রতি অস্পষ্ট ধারণাসমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্স বিলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীর। "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পোঁছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন পথ এই উভ্যের সংযোগ সেত্র,

অনেকটা আমাদের স্বপ্ন-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত"।*

নগদ লেনদেনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামস্তরে পরিবর্তন নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পবিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই ভত্ত্বের গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পাবি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামস্তব) নির্ভব

পরিমাণ তত্ত্বের মধ্যে করে – ইছার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা কিছুই কি সহ্যতা নাই চলে না। অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামস্তবে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

^{* &}quot;So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in......to the theory of Money and Prices,......we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, General Theory. P. 292

্মেন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ব 'কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে' (hides many links in the chain of causation'); কিন্তু মোটামূটি একটি ওরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া ভনেক ক্ষেত্রেই স্থলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবার্টসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." ভাই, উপসংহাবে আমরা বলতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, যদিনা টাকাব পরিমাণে মোটামূটি সমপরিমাণে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটে; টাকার যোগান যদি কম থাকে ভবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি বোধ কবা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃদ্ধি, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-ভত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র''।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে (Determinants of Cash Transaction Variables)

দামগুর নির্ধারণের জন্ম অধ্যাপক ফিসার PT = MV এই সমীকরণকে উপস্থিত কনিয়াছিলেন। তাহান মতে V ও T সম্প্রকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আসিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আসিতে পাবে। সমীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে ব্ঝিতে পারিব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যম্বকৌশলগত, মনগুাত্বিক ও রাজনৈতিক — সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায দেশে টাকার মোট যোগান; নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল অ.শ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চল্তি খামানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে ধিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহাযে জিনিসপত্র কেনা যায় না,

^{*} The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with by the case as simple as the Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of noney income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money; an inflation can always be brought to an end if the supply of money is limited. This is an important fact, but it is only a mall part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, Oulline of monetary Economics, P. 252.

উহাব উপব চেক কাটিয়া লেনদেনেব উদ্দেশ্যে ঐক্নপ আমানতকে ব্যবহাব কবা চলে না। M-এব পবিমাণ নির্ভর কবে তিনটি বিষয়েব কিসেব উপব M উপবঃ (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পবিমাণ নগদ টাকা নিভব কবে বাজাবে ছাড়িয়া দিয়াছে; (খ) লোকেব হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে বক্ষিত চাহিদা-আমানতেব অনুপাত; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কেব জমাব (বা বিজার্ভেব) অমুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পবিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচবা প্রভৃতি) প্রচলন কবে, দেশে ব্যবসায-বাণিজ্যের প্রযোজনে এই টাকার পরিমাণ বাডাইয়া দেয়, আবার অবস্থা বুরিয়া কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকেব হাতে নগৰ l টাকা নিছক একটি টাকা ছাডা আব কিছু নয। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জমা বাথে, তবে উহাব ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পবিমাণ ঋণগত অর্থ স্মষ্টি কবিতে পাবে। তাই দেশেব মোট নগদ টাকাব কত অংশ চাহিদা-আমানতেব হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীযত, চাহিদা-আমানতেব যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জমা বা বিজার্ভ হিসাবে বাখিবে, ঋণগত অর্থস্মষ্টি তত কম হইবে : আবাব এই বিজার্ভেব অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-সৃষ্টি সম্ভব হইবে। তাই দেশেব ব্যাঙ্কগুলি সাধাৰণত আমানত ও জমাব মধ্যে যে অনুপাত বজায বাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবাব হাত-বদদ হইতেছে; জিনিসপত্র কেনাব কাজে গড়ে কতবাব উহাকে ব্যবহাব কবা হয়। দেশেব মোট ব্যথকে টাকাব পবিমাণ দিয়া ভাগ কবিলে আমবা প্রতিটি টাকাব গঙ প্রচলনবেগ জানিতে পাবি। ফিসাবেব ভাষায় হইল V হইল PT/M. টাকাব এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুব উপব নির্ভব কবে। বাস্তব বিষয়গুলিব (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যাক্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাক্কিং-অভ্যাসেব প্রসাব, কাবণ ইহাব উপব ঝণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় কবা—প্রভৃতিব দ্রুততা নির্ভব কবে। যদি সহজ কিস্তিতে ক্রয় বিক্রাবের স্ব্যবস্থা থাকে তবে টাকাব প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুবি দেওয়াব বীতিনীতি কিরূপ,

দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক,—তাহাব দ্বাবাও কিসেব উপব নির্ভব

তাবধান যত কম, V তত বেশি। যন্ত্রকৌশলেব উন্নতি, জনসংখ্যাব বৃদ্ধি, কব ও বায় সম্পার্ক স্বকাবী না তি, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেব ঋণনীতি, যৌথমুসধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেণ্ড-বটনেব নাতি, শেযাববাঙ্গাবের কার্যক্সাপ

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন - এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও হ্রাস পাইবে। তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিযোগের স্বযোগ আছে কি না, স্থদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা V প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাড়িবে এইক্লপ ধারণা থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিষ্যতে কমিবে এইন্ধপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রবাসামগ্রী, কাজকর্ম, শেযাবপত্র প্রভৃতি—যে কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিম্য হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ স্তবে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতিব উৎকর্ষ। ণেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, ${f T}$ তত বেশি হইবাব

কিসের উপর নিভর করে

সম্ভাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে I কাহাকে বলেও বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম শুরুত্বপূর্ণ নয। শ্রম ও ভূমির তুলনায যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম ১য, উৎপাদনের প্রিমাণ্ড কম। উপাদানগুলিব

উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিভা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভব করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎক্ষেব উপর। স্কল্পকালে অবশ্য প্রকৃতিদন্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিতার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভব কবে কর্মসংস্থানেব পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তবে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে Т দ্রুত বাড়ান সম্ভবপব। পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে আথিক আয বাড়িতে থাকিলেও T বাড়ান যায না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে ${f T}$ সমান আছে ; অথবা ${f T}$ স্থির থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওযা হইতেছে।

দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপরেও T নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবদাদার, দালাল, খুচরা ব্যবদায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্যনামগ্রী একহাত হইতে অন্থ হাতে চলাচল করিবে, \mathbf{T} তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্বমুখী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি থাকে, তবে \mathbf{T} কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবদায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পার প্রতিযোগী কার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে \mathbf{T} বেশি হইবে।

P এমন একটি বিষয় যাহা M, V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক কিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, M, V এবং T একই দিকে বা একই অমুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আসিতে পারে, আবার যথন MV বাভ়িতেছে তথন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। M বাভ়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে V হ্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পভ়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে P বৃদ্ধি পাইবে না। স্থতরাং, যদি V

P কাহাকে বলে কিসেব উপর নিভূর করে

এবং T স্থির থাকে, তবেই M-এর পরিবর্তন P-তে পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রামিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সমযে

MV না বাড়াইলে P ক্রিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, P হইল টাকার সাধারণ ক্রেয়ান্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার সকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রম্যক্ষমতা পরিমাপের স্থচক হইল এই P.

কেন্দ্রিক সমাকরণ (Cambridge Equation)

কে.স্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ-তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিসার যেমন টাকার যোগান-এর উপর জোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে

নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দুতে কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরিয়া
টাকার চাহিদার
ভিন্নপর ব্যাখ্যা
টাকার চাহিদা বিললে বোকা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোগ্য
সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোভধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের
দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্বি জের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে,
একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্মই চাহিদা স্থষ্ট হয় না, স্থতরাং
সেইরূপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক
ব্যক্তিন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে
ব্যবহারের জন্ম ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট
দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা
বিনিম্যের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইরূপে
চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

মনে করা যাক্ দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, ৳ অংশ, অর্থাৎ 80 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিম্ম হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, স্তরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 5 ঢাকা বয়ে হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ষিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রমের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্ম্পার আকারেও প্রকাশ করিতে

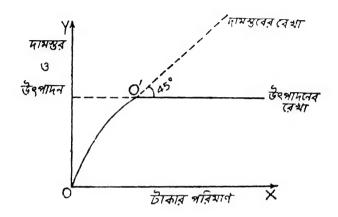
 ${f R}$ হইল সমাজের আসল আয় (100); নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল ${\cal R}$ যায়ের যে আমুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্ম হোৱা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল ${f K}$ (4_5); টাকার পরিমাণ হবল ${f M}$ (400)। তাহা হইলে ${f M}$ পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা ${f KR}$ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়

করিতে চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যদামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KB/M টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, স্তরাং উপরোজ দমীকরণকে উণ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P—M/KB. এই তত্ত্ব ও দমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; কেইন্স, পিশু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বর কোলোচনাসমূহ মোটামূটি কেন্বিলুজ পরিমাণতত্ত্বর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইয়প সকল দ্রব্যসামগ্রীয় গড় দামস্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে ; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ত টাকার মূল্য" (Value of "Money on the wing")। কেন্বিজ তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ে টাকার মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মূল্য (Value of 'Money Sitting')।

টাকার পরিমাণ ও দামন্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিবাছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিদার যে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল ফিদারীয় তয় PT=MV. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে V ও T পরিবর্তিত হয় না, স্তবাং M-এ পরিবর্তন আদিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আদিতে পারে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই য়ে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে, এইরূপ অনুমানের উপরই ফিদারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বে মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা মাহাদের হাতে পৌছায় সেই অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কাবণ দেশে পূর্ণনিয়োগ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে তবে জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশেব উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারিঃ



তম অকে টাকার পরিমাণ এবং OY অকে উৎপাদন ও দামন্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামন্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O'। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনের রেখা ঐ স্তরেই আছে। তথনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামন্তরের বেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O' বিন্দুতে এই ছুই রেখার মিলনন্থলের কোণটি পূর্ণ কর্মনিয়োগেব স্তরে ধ্রতি, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পারমাণ যে অনুপাতে হুল কার্যকরী হয়

ইয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোমছাই তব্ও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ স্তবে টাকার পরিমাণতত্ত কার্যকরী হয়।

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাথা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামস্তরকে প্রভাকতাবে বা সোজাস্থজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষ-ভাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইন্দের মতে, টাকার পরিমাণ বাড়িলে, অস্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার

প্রথম প্রভাব হইবে স্থদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামুটি ছির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া যাইবে, তাই কম স্থদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ স্থদের হার হ্রাস পাইবে। স্থদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্স তাই কোন্ কোন্ শক্তির উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকা দামস্তরকে পরিমাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং প্রভাবিত করে যথন পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে তথন টাকার পরিমাণের একই অম্বপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

টাকাব প্রিমাণে প্রিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্করে কিক্কপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্ত মনে রাখা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বছবার খলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip) ৷ টাকাৰ পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হার ক্যাইয়া দিবে, ইহা আশা দেই পথে কি কি বাধা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের দেখা দিতে পারে নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইছা ঘটিতে পারে না। আবার স্থদের হারে হাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মদংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইতে থাকে, তবে ইছা সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যদি কর্মসংস্থান বাড়ে, তবে দামন্তরে বৃদ্ধির মাত্রা নির্ভব করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাডাইবার ক্ষমতার

^{* &}quot;So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment price will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, General Theory, P. 296.

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিদাবে মজ্রী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, টাকার পিনমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধরিযা সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তরে পৌছিষা গেল—পথ এত সবল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভ্যেব সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনত্রপ পরিমাণগত ভবিশ্বদ্বাণী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির বল কিসেব উপব কল নির্ভর করে: (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, (খ) গুণকেব আ্যতন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব – এই সকল বিষ্যেব উপব। স্ঠিকভাবে ইহাদেব কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাণ করা চলে কি প

দামন্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামগুরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িনে দামগুর বাড়ে, ইহাব পরিমাণ কমিলে দামগুর কমে; পরস্পারের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমামুপাতিক।

^{* &}quot;We are able to catch a glumpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected cet par., to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity preferences of the public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest may be expected cet. par., to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, cet. par., to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest." Keynes, General Tneory, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর কবে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। যদি আযের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা ঘটায়: টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কাবণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয় = মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয় ÷ মোট উৎপন্ন, অর্থাণ P = Y/O. মোট উৎপন্ন অর্থাৎ O সমান অবস্থায়, যদি Y বাড়ে তবে P বাড়িবে, যদি Y কমে তবে P-ও কমিবে।

এই আয়স্রোতে বা ব্যয়স্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে দঞ্চয় ও বিনিযোগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পাবে, কিন্তু ভাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তিব অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রবের সঞ্চয়ে পরিবর্ত ন হইলে বিক্রেতার আয কমিযা যাইবে, ফলে তাহার কমিবে। স্থতরাং, ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্থান্থ ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তিব ব্যয় কমিলে অন্তান্ত ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্ নির্ভর করে মোট জাতীয় আয ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (Propensity to save) উপর। দেশে গড় দঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামশুর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আর্থিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রমে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদেব দামস্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নুতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা!

দমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিযোগেব স্তবে থাকিলে বিনিযোগ বৃদ্ধি হইলে অনিযোজিত
উপাদানসমূহেব নিযোগ বাভিতে থাকে। নৃতন কাজে
নিযুক্ত এই সকল উপাদানেব মালিকদেব আর্থিক আয় বৃদ্ধি
পায় এবং তাহাবা ভোগদ্রব্য ক্রযে অবিক ব্যয় কবিতে থাকায়
দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা, উৎপাদনেব পবিমাণ, উপাদানেব নিযোগ, আর্থিক আয়
ক্রমে বাভিতে থাকে। কোন কোন উপাদানেব পবিমাণ দেশে কম থাকিলে
ভাহাদেব পূর্ণনিযোগ ঘটিবে, দাম বাভিতে থাকিবে, উৎপাদনেব ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
দামস্তবও ক্রমে বাভিয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিযোগেব স্তবে পৌছিলে বা তাহাব
পূর্বেই তাই বিনিযোগ-বৃদ্ধিব ফলে দামস্তব বাডে। দেশে বিনিযোগ কমিলে ইহাব
বিপবীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহেব নিযোগ কম হইবে, তাহাদেব আ্থিক
আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীব উপব সমাজেব মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে,
দামস্তবও হাস পাইতে থাকিবে।

স্তবাং কোন একটি নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে সঞ্চয প্রবণতা ও বিনিষোণেব পরিমাণেব উপব দেশেব আভ্যন্তবীণ দামন্তব নির্ভব করে। কিন্তু সাধাবণত দেখা যায়, সঞ্চয-প্রবণতা মোটাম্টিভাবে স্থিব ও অপবিবর্তনশীল। লোকেব অভ্যাস, জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কে তাহাদেব চিন্তা ধাবণা প্রভিবে পরিবর্তনই প্রধান ঘটিলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটাম্টিভাবে স্থিব। স্তবাং, বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহাব ফলেই স্বল্পকাল দামন্তবে পরিবর্তন আসে। বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তন সমাজেব মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়েব পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামন্তব তাহাব কলে পরিবর্তিত হয়।

মনে বাখা দবকাব, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যেব দাম নির্ভব কবে উহাব উৎপাদন-ব্যযেব উপব এবং উৎপাদনেব পবিমাণ পবিবর্তিত হইলে দেই উৎপাদন-ব্যযে পবিবর্তন আসে। দেশে টাকাব প বিমাণে পৃথকভাবে কোন পবিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ-দ্রব্যেব দামেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে না। তবে, টাকাব পবিমাণে পবিবর্তন হইলে স্থাদেব হাবে পবিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও পবিবর্তিত হইতে পাবে। সঞ্চয় ও বিনিযোগেব পবিবর্তন সমাজেব আর্থিক আয় ও কর্মনিযোগেব পবিমাণে পবিবর্তন আনে, স্কর্তাং বিভিন্ন দ্রব্যেব

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।

মুজাফীভি (Inflation)

মুদ্রাক্ষীতির বিভিন্ন তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি ছুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায—উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত অর্ধশতান্দীর মধ্যে গড়িয়। উঠিযাছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধাবাটি টাকার পরিমাণ-তত্ত্বের কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত অনুষায়ী দেশে টাকাব পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামন্তব্ব পরিমাণভত্ত্বের ধারা বাড়ে, তবে তাহাকে মুদ্রাক্ষীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিম্বযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকাব পরিমাণ বাড়ে বলিয়া মুদ্রাক্ষীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাক্ষীতির কাবণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মতানুষায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতৃক এই অস্বাভাবিক জাের দেওয়ায় অনেক সম্ময় ভুল ব্যাখ্যা ও দিদ্ধান্তে পৌছিতে হইত। যেমন, অর্থ নৈতিক সংকটেব সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত তবে তাহাকেও অনেক সময় মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া বিরাধিতা করা হইত।

এই সম্পর্কে হিতীয় মত বা ধারার স্থ্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহাব অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয উহার চাহিদা ও যোগান ছারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তব বাড্তি চাহিদাভবেব নির্ভর করে এইরূপ দামস্তবের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট ধারা চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "স্ইভিন" মুদ্রাক্ষীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাখিয়া যথনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা ও উহার যোগানের দিকে চিস্তা করা যায়, তথনই 'বাড়্তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার
 সময়ে করা হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা ছুইটির দিকে লক্ষ্য বাথিলে আমরা মনে করিতে পারি যে, 'বাড়্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়্তি চাহিদা ধনায়ক, শুন্ত বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকারই হুইতে পারে।

'বাড় তি চাহিদা'-র এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইযা বর্তমানকালে মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান (Inflationary Gap) রূপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাক্ষীতির তত্ত্ব বিশ্লেমণের কাজে এবং মুদ্রাক্ষীতির চাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফ াক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে।) লর্ভ কেইন্দ্র প্রথমে How to pay for the war প্রস্তে এইরূপ আলোচনার স্থ্রপাত করেন। তবে 'মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব্ এক্সচেকার 1941 সালে কমন্য সভায বক্ততাকালে ব্যবহার করেন।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কাহাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতি হুরু হওযার পূর্বে জিনিস্পত্রেব দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজারে বিক্রযযোগ্য জিনিসকে মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায তাহা হইতে সন্তাব্য বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিশ্যৎ ব্যযের আধিক্য বা বাড়্তিটুকু হইল মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে স্থ্রেব আকারে প্রকাশ কবা চলে

মুগ্রাক্ষীতির ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয—বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।
মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ
টাকার দরকার যদি সম্ভাব্য ব্যয় তাহাই থাকে তবে কোন মূদ্রাক্ষীতির ফাঁক দেখা
দেয় না দামস্তরও বাড়ে না। সাধারণত, বিক্রযযোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য ও জাতীয়
আয় সমান, স্বতরাং এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান স্পষ্টি হইতেছে না, দামস্তব স্থির আছে
ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাণাে
এই ফাঁক কেমন করিয়া
মূদ্রাকীতি বা দামস্তরে
বৃদ্ধি ঘটায়

সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের
সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে সম্ভাব্য ব্যয় অধিক
ইইলেই বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে

পাকে; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মূদ্রাক্ষীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই পাকে তাহা হইলে মুদ্রাক্ষীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাজ্য়া যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাক্ষীতি আনমনকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

সম্ভাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর

(Consumption-savings patterns plus the tax
কিরুপে এই ফ'াক structure) সন্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য

দ্ব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure)। নিচের উদাহরণ হইতে কিরুপে মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান স্পষ্ট হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা ঘাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা

(অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের ছিসাবে)

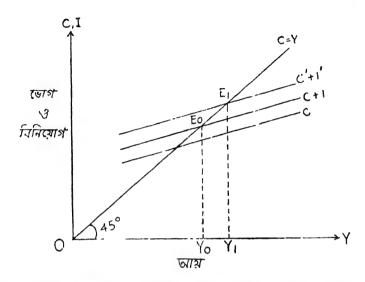
আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে অনুপঞ্চিত দ্রব্যাদির মূল্য = 100 টাকা

স্বভরাং মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400 টাকা I)

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ফ'াক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাস্ফীতির ফ'াক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবির সাহাযে প্রকাশ করিতে পারি:

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অকে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অকে আর পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূক্ত-সঞ্চযের রেখা (zero saving function)
বুলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিন্ধপ মোট ভোগব্যে হয উহা C রেখা



দারা বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আযের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+1 রেখা। ইহা C রেখাটির উর্ধ্যে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয় = ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয়, তাই E, বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাৎ OY, দেখা যাইতেছে। এই OY, আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্য় বাজ়িয়া গেল। C+I রেখাট উপের্ব উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নৃতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল $E_{\circ}Y_{\circ}$, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাজ়িতে পারিল না. অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইতে বেশি। E_1 হইতে E_{\circ} -র লম্মুখী দ্রম্বই মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দ্র না হইলে $E_{\circ}Y_{\circ}$ -র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাক্ষীতি

(True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মপ্রকৃত মুদ্রাকীতি

নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে স্থদের হার
কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইরূপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের
স্তরে পোঁছিবে। তাহার পর টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বা
উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে।*

অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়,
এরূপ অবস্থাকে কেইন্স আংশিক মুদ্রাফীতি (Partial Inflation) বলিয়াছেন।
শিল্পে অমুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌছিবার পূর্বেই এইরূপ
আধা-মুদ্রাফীতি (Semi Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধামুদ্রাফীতির 5টি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ
কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন,
ব্যবসায়ীরা বর্ধিত টাকার কিছুটা ফাট্কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসাম্থীর দাম
বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে
আংশিক মুদ্রাফীতির
তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। এই
কারণসমূহ
অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসাম্থীর বাজার
তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

(খ) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামগুর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অস্থাস্থ উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ শীমাবদ্ধ হইয়া

^{*}তবে পূর্ণ কর্মনিয়াগের ন্তরে পৌছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মৃদ্রাফীতি না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু ব্য়কালে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান সন্তব না-ও হইতে পারে স্বতরাং ততদিন মুলাফীতি চলিং থাকিবে।

পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) স্থাষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্থা উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামগুরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামগুরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্বত, নবনিষ্ঠুক্ত উপকরণের সাহাযে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসাম-বাণিজ্যের উঠতির স্তরে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা ছুই ভাবে দামগুরকে বাড়াইয়া দেয়; দ্রব্যের উৎপাদন-বয়য় বাড়াইয়া এবং দ্রব্যামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (৬) পঞ্চমত, হল্পকালে ফার্মের মাত্রা স্থির বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাম্ফীভির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্স্, তাঁহার 'Treatise on money' প্রস্তে চারিপ্রকার মুদ্রাক্ষীতির কথা বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফার্কপে মুদ্রাক্ষীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাক্ষীতি (Income Inflation)।

দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্যের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের বায় বৃদ্ধি পাইয়াছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যন্তব্যসমূহের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামন্তব্যর বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

ম্বাও মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা দ্রব্যক্ষীতি যায়, এই অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে প্রথমেই ক্মাইয়া দেয় না; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটায়।

মুনাফার্রপে মূদ্রাম্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়রূপে মুদ্রাম্ফীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য- পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্স্ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) এবং ভ্যা মুদ্রাস্ফীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানেব পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকৃত ও ভ্যা প্রকাশীতির কর্মষ্ট করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি (Full Inflation) এবং ভূয়া মুদ্রাস্ফীতিকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাস্ফীতি ত্বই প্রকারেরঃ ঘাট্তি ব্যয়ের চাপজনিত (Deficit-Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের

উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্ম, যুদ্ধের প্রয়োজনে
ত বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে
মঙ্গুরি-উছুত আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর
বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও

বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ স্থষ্ট করিয়া দেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাক্ষীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাটুতিব্যয়জনিত মুদ্রাক্ষীতি বলে।

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামগুরের বৃদ্ধির দক্ষণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজ্রির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজ্রি দিবার জন্ম ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামগুর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজ্বি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামগুর আরও বর্ধিত হয়: এইরূপে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাম্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামগুরে বৃদ্ধি—মজ্রি বৃদ্ধি—দামগুরে আরও বৃদ্ধি, এইরূপ এক ছুষ্টচক্রের (Vicious Circle) সংষ্টি হয়। ইহাকে মজ্রির চাপজনিত মুদ্রাম্ফীতি বলা হয়।

মূদ্রাক্ষীতি আরও দুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মূদ্রাক্ষীতি (Open Inflation) এবং দমিত মূদ্রাক্ষীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যথন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এবং দামস্তর বাড়াইবার স্থোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মূদ্রাক্ষীতি বেলা হয়। অবাধ মূদ্রাক্ষীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্টা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীভিতে (Galloping Inflation)
পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে
চক্ষুক্ত ও দমিত

পামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাং টাকার মূল্যে দ্রুত
পতনকে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাক্ষীতি রোধের উদ্দেশ্যে
জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রব্যের
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় মথবা বিনিয়োগের
ক্ষেত্রে (Investment-sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে
দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যান্ধ-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকাব
মন্ত্র্রে পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইক্রপ অবস্থাকে কল্পবা দিনিত মুদ্রাক্ষীতি
(Repressed) বলা চলে।

কেন মুক্তাস্ফীতি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যদামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্ম সমাজে কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা যায় আধিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এক্লপ কি পরিমাণ দ্রব্যদামগ্রী বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মুদ্রাক্ষীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ (Inflationary forces) হইলঃ (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয (Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্য়ে ও ব্যবদায়ীদেব লগ্না, (খ) বৈদেশিক চাহিদা।

(ক) ব্যবসায়বাণিজ্য প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাক্ষীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি এক সঙ্গে মুদ্রাক্ষীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (থ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়; যদি করভার কারণসমূহ বাড়ান হয়, তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয় কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি ইলৈও সমাজে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) ব্যবসায় সমৃদ্ধির যুগে বেশি পরিমাণে নৃতন মুলধন লগ্নী হয় এবং এই লগ্নী বিভিন্নরূপে, যেমন

শেরারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রের, যন্ত্রপাতি ক্রের প্রভৃতি দারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অকুন্নত দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দর্কণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম বৈদেশিক ব্য়েও মূদ্রাম্ফীতির অক্সতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উন্তুত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার অন্ততম মূল কারণ হইল (ক)
উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির ছ্প্রাপ্যতা

দ্ব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে
বাগানের দিক হইতে
কাবণসমূহ

দেয়। রপ্তানির উদ্ভ একদিকে আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া
দেয়। রপ্তানির উদ্ভ একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি
করে, অন্তদিকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ
চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ আরপ্ত
বাড়াইয়া তোলে।

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দারা মূদ্রাক্ষীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্প্রকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মুদ্রাফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দান্ধী ধারণা চারিটি উপায়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। দাম ও আয় সথকে বল্ল-ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে কালীন ও দীৰ্ঘকালীন বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, আশানিরাশা, ভবিশ্বং *সম্বন্ধে বিনিয়োগ-*ফলে মুদ্রাক্ষীতির গতিবৃদ্ধি হার হাতে পারে। কারীদের ধারণা ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দ্রবলোমগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়বুদ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল তত্ই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাছিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত ন্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand) উপর। উত্থোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিশ্বৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অমুযায়ী বর্তমানে বায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিশ্বতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিশ্বৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাবঃ দামগুরে বৃদ্ধি বা দামগুরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যুতে দাম আরও বাডিবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাডাইয়া মূদ্রাক্ষীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্তের (Spiral) গভিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর স্থায় উত্যোক্তাগণ ও ফাট্কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রযোজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফ্লাপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের স্থাষ্ট, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের ঝোঁকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হ্রাস পায়। সম্ভাব্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) স্বষ্ট হয়।

মনে রাখা দরকার যে, অসুগ্নত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

অক্সমাত্রায় মূদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্পষ্ট করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ন্তরের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে।

ব**ন্টনের উপর প্রভাব:** দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাম্ফীতি বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের স্থবিধা, কারণ মুদ্রাম্ফীতিতে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্যামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন ঋণগ্রহীতা ও ঋণণাতা টাকার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অস্থবিধা, কারণ মূদ্রাম্ফীতির পূর্বে টাকার মূল্য যথন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তাঁহারা ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মূদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারূপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তির লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা হিসাবে লাভ হয়।

মুদ্রাম্ফীতির সময়ে উচ্চোক্তাগণের স্থবিধা হয় কারণ দামন্তর বাড়িলে বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, স্থতরাং মুদ্রাম্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিপ্ত টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিলোধ করিতে পারে। উচ্ছোক্তা দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক (time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মন্ত্র্রি, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম বা স্থদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মূদ্রাসংকোচনের সময় উত্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামস্থাস ও উহার ব্যেহ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফ্[†]কে থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কথনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা
মঙ্বি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ঠ,
সতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ঠ আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী
পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির
শ্রমিক ও বেতনভোগী
হার কম থাকে, স্বতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয়
কমিয়া য়ায়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী
বা নির্দিষ্ঠ আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অস্থবিধা হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের স্থবিধা, বেকারি বা কর্মে
নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মুদ্রাক্ষীতিতে তাঁহাদের স্থবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট স্থদ বা আয় লাভের জন্ম বগু বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্ন মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ট স্থদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন। ক্ষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্পক্ষিভীবি জাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, স্বতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উল্লোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উল্লোক্তাগণ কম লাভবান হন।

মুদ্রাক্ষীতির ফলে করদাতাদের স্থবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার জয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়।
রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর
হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মৃদ্রা-সংকোচনের সময়
করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মৃল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার
(Real burden) বাড়ে। রাষ্ট্রীক ঋণের আসল ভারও মৃদ্রা সংকোচনের সময়

মুজাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাড়িতে থাকে তথন মূদ্রাস্ফীতি ঘটে, স্কুতরাং মূদ্রাস্ফীতি রোধের ছুইটি উপায় আছে: দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ জব্যোৎপাদন বৃদ্ধি থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উপ্পত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশু, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মূদ্রাস্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে।

সমাজের মোট আর্থিক বায় কমাইবার জন্ত যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়স্ত্রণের উদ্দেশ্তে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) আর্থিক Monetary) পদ্ধতিসমূহ, খাফিস্কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়স্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও কেন্দ্রীয় বর্গন্ধ। প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। আর্থিক পদ্ধতিঃ ব্যান্ধ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের স্থদের হার বা হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ একি. ব্যাক্ষহার বাডাইয়া দিবে। ব্যাক্ষহার বাডিলে থোলা বাজাবেব কার্য-ব্যাক্ষসমূহ সাধারণত ভাহাদের স্থদের হার বাড়াইবে এবং কলাপ, পৃথকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ ঋণগ্রহণের ব্যয় বুদ্ধি হওয়ায় উচ্চোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ নিয়ন্ত্রণ প্রহাত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক

ব্যার কমিয়া আদিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি শুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যাঙ্কঋণ: হতরাং, ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিন্তি, হতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিবে, হুদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা । এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) ক্যাইয়া ফেলা সম্ভব।

তৃতীযত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations)

ম করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে

দ টাকা তুলিয়া লইতে পারে; ফলে আয়-জ্রোত হইতে নগদ টাকা কমিযা যাইবে

ং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সন্তাবনা। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

দ্বন্দ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণুগ্রহণ বন্ধ

ইয়া দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে

কীম্ল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ম ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পাবে। ইহার

ন যে শিল্পে মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাটুকা

কাষ চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রাক্ষীতির প্রভাব অবাঞ্জনীয—

ক্রৈপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা সন্তবপর। ঋণ নিযন্ত্রণের এই

হাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মুদ্রাক্ষীতির সময়ে প্রযোগ

গা খুবই দরকার; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রযোজনীয

গেদামগ্রীব উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাক্ষীতি বাড়িযা যাইবে। স্ক্ররাং,

হাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাটুকাদারী ব্যবসাযগুলি নিযন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ঞিস্কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সবকারী য কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা।

প্রকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, স্থতরাং ইহা
মান, থায বৃদ্ধি, জনকামলৈ দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার
কামলের হাত হইতে
সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নূতন কর
য তৃথিয়া লওয়া,
মানি ভক্ষের বৃদ্ধি
আরোপের শারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া ব্যক্তির
মনানি ভক্ষের হাস
হাত হইতে ব্যযোপ্যোগী আ্বের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও
বিত্তানুলক সঞ্চয
দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কর্মমূহের প্রভৃতি কিরূপ,

ন ভাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে,

ক্রিট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদাক্ষীতির সমযে সকল

বি বাড়ান হইলেও আমদানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিগুল্ক বাড়ান

চিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগর আনিবার জন্ম বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা

বিকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের

তিত্ত প্রিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্তরূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে,

ব্রাক্টিতর পরে অপুষ্ত এই আয়ু ব্যক্তিদের ফেরং দেওয়া হববৈ।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকাল মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণ মুদ্রাম্পীতিজনিত অমুভূতিশীল (Inflation-sensitive), তাহাদের উৎপাদ বাড়াইবার জন্ম মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হই প্রতাক্ষ পদ্ধতি : উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রুকে দ্ৰব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাম্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে ও দামনিয়ন্ত্রণ এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্থাসে পরিবর্তন (change in the allocation of resources) মৃদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমাইতে পারে উপকরণের দাম বাড়া ইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজান একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকা যাঁহাতে দ্রব্যামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবন্যাত্রার মান ন কমে, অথচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রবাসামগ্রার দাম আরও বাডিয়া না যায হুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকা অধিক দ্রবোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুবি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রুরে ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন উছোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেন্তে মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার ততীযত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেণে দ্বারা অস্তুতপক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিং যাগ এবং অতিরিক্ত **দামে বিক্রয় হইতে থাকে। স্নতরাং সকলে যাহাতে** নির্যন্তি দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্ম ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন বয অবশ্য প্রয়োজনীয়।

अनुनीमनी

 Examine critically the Quantity theory of money.
 Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.

3. Explain the Cash Transactions Standard.

Discuss the determinants of cash transaction variables. 5. Explain the relationship between the Quantity of Money and the Price Level.

What factors bring short period changes in the price level.

Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.

8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation of production and distribution of wealth.

10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Monetary Policy

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রেব অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্ত ার্থিক নীতিকে প্রযোগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থ নৈতিক নাতিবই এছ। এরূপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থিব করা হয় যে তাহা নতক নীতিব সামগ্রিক অর্থ নৈতিক নীতির সাফল্য লাভে সাহায্য

স^{্বক্তেছ অংশ} করে। স্থতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজেব ও রাষ্ট্রেব কাঠামো, দেশেব মর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতিব উপব

থিকনীতি নির্ভব কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপে আর্থিকনীতি প্রযোগ করা হয়। আমনা আলোচনা কবিয়াছি। ব্যাস্কলাবে পবিবর্তন, খোলাবাজাবে কার্য-লাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদেব আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদেব জানা কোব দেশের আর্থিক নীতিব বিশেষ কোন লক্ষ্য থা কিবে কি না এবং কোন একটি ক্ষ্য গ্রহণ কবার ভাৎপর্য কি।

া) বৈদেশিক বিনিমন্ন হাবের স্থিরতা (Stability of external value):
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যথন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথন আর্থিক নীতির
প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমুল্যের স্থিবতা। উধেব ও নিমে তুই স্বর্ণবিন্দুব মধ্যে
বিনিম্ম হাবে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণেব গমনাগমনের
ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামন্তব, উৎপাদন ও ব্যযন্তবের
স্বামান ব্যবহার
কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিম্মদমূহ" মানিশা
চলিশা স্বর্ণমান বজায় রাখা আর্থিক নীতিব অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে।
এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যবদায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রদার
হুইনাছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায টাকাব ব ইম্ লি
অপেক্ষা উহার অন্তর্মূল্য অধিকতর ও দত্বপূর্ণ। কাবণ টাকাব অন্তর্মূল্যে পবিবর্তন

ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্তার মান প্রভাবান্বিত হয়,

বর্তনান অবহান

পবিবর্তন

ইইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উপ্র

অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autarcky) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্তার মান ও

দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিদর্জন দিয়া টাকার বহিম্বল্যের ভারসাম্য রক্ষা কর্না, মুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নছে দেশের হার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীম্মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দ্রকার।

(২) মুসুবর্ধনশীল দামস্তর (A gently rising price level):

অনেকেব মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত মৃত্বর্ধনশীল দামত্ত্ব বজায় রাথা, কারণ (ক) দামস্তব্যে বৃদ্ধিই দেশে উচ্চোক্তাদের প্রেরণাশক্তি উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজে বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকার্থ দূর হয়। (খ) মৃত্ব বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতালী গ্রহণেব পক্ষে ফুক্তি-সমূহ ভাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাতে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাণত বৃদ্ধি পাইতে ন থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন কর্ম ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে; দামস্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Res burden) ক্রমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদে চক্ষুব অন্তরালে ঋণের আসল ভার ক্রমাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কা করাও মৃত্বর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উত্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এর পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামন্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উত্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামন্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা প্রাক্তবে কাঁচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাত্রা মাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ ক্যাইয়া দিভেও পারে। (ঘ) দামন্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মজুর্ব হাব সেই অনুপাতে কখনই বাডে না; ফলে জনসাধাবণেব ক্রমণাক্তি বিশেষ ভাবে ক্রমিয়া যায়। (৬) সর্বোপবি, দামগুবে মুদ্রবৃদ্ধি বিনিযোগের বাজাবে ফার্ট্কা ব্যবসাযেব পবিমাণ বাডাইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যেব ক্রেন্ত্র অস্বাভাবিকতা ও অভিবিক্ত মুনাফালোভিতাব আবহাওয়া সানিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংক্টেব পথ ক্রমশ প্রশস্ত কবিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সন্মান্ধ্র মবেটই আগামী শিল্পসংক্টেব বীঙ উপ্ত থাকে।

এতদসন্ত্ৰেও, অনেকে মনে কবেন যে, যদি উপাদানেব ব্য এব ফাট্কা ব্ৰেসায় বন্ধ ৰাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্ৰহণ কৰা শিক্ষান্ত উচিত , কাৰণ, বেকাৰি দ্বীকৰণেৰ উদ্দেশ্যে বিন্যোগ ও আয়স্তাৰে বৃদ্ধিৰ জন্ম দামস্তাৰে মুহু বৃদ্ধি বিশোষ দাহায় কৰিতে পাৰে।

(৩) মুত্র পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level) °

মৃত্ পতনশীল দামস্তবেব স্বপক্ষে বলা হয যে, কা বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্ৰ কৌশলেব প্ৰযোগেৰ ফলে অৰ্থ নৈতিক দিক হইতে সমগ্ৰ সমাজেব উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইযাছে। উৎপাদনক্ষমতায় বৃদ্ধিব হাব অনুযায়ী দামস্তবও কমিয়া আসা উচিত, কাবণ তাহা হইলেই জনসাধাবণ অৰ্থ নৈতিক অগ্ৰগতিৰ ফল লাভ কৰিতে পাৰিবে। (থ) তাহা ছাজা দামস্তব কমিতে থা কলে শ্ৰমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নিদিষ্ঠ আয়কাবী ব্যক্তিগণ সকলেবই দ্ৰব সামগ্ৰীৰ হিসাবে আসল মজুবি বৃদ্ধি পায়, জীবন যা বাব মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজেব গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তব না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কাবণ মজুবিহাৰ বা অন্যান্থ ব্যয় কথনই দেই হাবে বাডে না) অৰ্থাৎ অৰ্থ নৈতিক অগ্ৰগতিৰ ফললাভ কৰে ব্যৱসায়ী শ্ৰেণী, জনসাধাবণ সেই ফললাভে অংশ গ্ৰহণ কৰিতে পাবে না। দামস্তবে বৃদ্ধি অবশেষে চৰমতম স্তবে সমাজকে পৌছাইয়া ব্যৱসায় সংকটৰ সৃষ্টি কৰে।

এই আর্থিক নীতি গ্রহণেব বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃদ্ধ পত্তনশীল

দাসস্তব শিল্পবাণিজেও বিনিযোগেব পরিমাণ কমাইয়া দেয

গ্রহণেব বিপক্ষে

যুক্তি সমূহ

এবং দেশে বিনিযোগ বৃদ্ধিব আবহাওয়া বৃদ্ধায় বাখিতে
পাবে না। দ্বিতাযত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিব বা মগ্রগতিব

হাব পরিমাপেব বহু বাস্তব অস্কবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগ ত ঘটিবাব সম্যেই
উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না।

(৪) ত্বি দামস্তর (Stable Price Level):

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাটি এবং মূলেরে সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বান্ধনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খা দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের স্ফু জীবনযাত্রা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির "অস্বাভাবিকতা" এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত স্থাবাদমূহ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়।

ব্যা তাহা ছাড়া, দামস্তরের রন্ধি বা ব্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। স্থতবাং দামস্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরিক্ষার পক্ষে একমাত্র স্থায়সন্ধত নীতি বলিয়া মনে হয়।

দামন্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প
বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ঠ পরিমাণে উৎসাহ স্থাষ্ট হয় না, স্বতরাং ইহা
বাশ্বনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামন্তর স্থির বাখার নীতি বাশুরে
প্রায়োগ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। কারণ দামন্তর বলিলে পাইকারী দামের
স্থার না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া স্থাচকসংখ্যা পরিমাণের
সাহায্যে দামন্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত
বিলাদ-দ্রব্যের দামে ব্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয
প্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইক্রপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ
পরিবর্তন স্থাচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদনব্যে হ্রাস পাইল, কিন্তু দামন্তর
সমান থাকিলে জনসাধারণ দেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, গুর্ধ
ব্যবসাযীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইক্রপ ঘটিতে পারে। কেইন্দ্ ইহাকে মুনাফাকীতি বলিয়াছেন। স্থতরাং সর্বদা দামন্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৫) অর্থের নিরপেক্ষডা রক্ষা করা (Neutral Money) :

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও ক্ষেকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মত কাজ করে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে; নিজ্রিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিদাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বার্টার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকাব উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি-সমূহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিভ্রপ্ত না গতিভ্রপ্ত না গতিভ্রপ্ত না গতিভ্রপ্ত না গতিভ্রপ্ত না তিরুপ্ত নার্থিক (non-monetary) শক্তিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত নির্দিপ্ত থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

হামেকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিবপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (Effective supply) স্থির রাথা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইরে, তাহা নহে; দ্রব্যসামগ্রীব পরিমাণে পরিবর্তন করেতে হইরে, তাহা নহে; দ্রব্যসামগ্রীব পরিমাণে পরিবর্তন যেন কির্মণে নিবপেক্ষতা টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তব যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার প্রিমাণ বাড়ালে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেনন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটলে (Disintegration in the process of Production) টাকার পরিমাণ বাড়ান দরকার।

এই নীতির বহু প্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতার
রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামন্তরে বৃদ্ধি বা রাস ঘটান হইবে, স্তরাং দ্রব্যসামগ্রীর
পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অনুপাত বাহিরের প্রভাবে
এই নীতির স্থবিধাবিক্ত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের স্থাষ্টি হইবে না, দামন্তরে
হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বন্ত করিবে না।
বিতীয়ত, যন্ত্রকোশলে উয়তির বা নৃতনপ্রচলনের (Innovation) সহিত

দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে দামঞ্জস্ত থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ অস্থবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার প্রচলনবেণে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং নীতি প্রয়োগের বাস্তব টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব বিলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাথা দরকার, বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্তিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন স্থাদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া দ্রোগ্রপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি ভবে গলদ (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, স্থতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তাব করিবেই।

(৬) পূৰ্ণকৰ্মসংস্থান (Full Employment):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে।
কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার
স্থাষ্টি হয় এবং উহার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে
মজুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজ্রির হার কমাইলেই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছানে। যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যামাত্রীর উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না চইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছান সম্ভব নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয় প্রণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগদ্রেব্যের ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদ। সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যন্তব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্তর্যাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইযা সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি উছোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি। আথিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে ?

ব্যক্তি-উভোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে হুদের হাব কমাইতে হয়, যাহাতে উভোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক ব্লিয়া প্রতিভাত হয়। হুদের হার ক্যাইবার জন্ম ব্যাস্ক্রার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং

পূৰ্ণ কৰ্ম সংস্থানে পৌছিৰার উপযোগী আধিক নীতিসমূহ

টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ম খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রস্তৃতি
নীতি গ্রহণ করা চলে। রাই উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে

হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহ। ইইলে সমাজে ব্যাহ্বগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম হুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থস্থ করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উ্ভোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট বায় বাড়াইতে ইইলে কিন্তি-প্রথায় ছায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্রেয় বাড়ান করা চলে, কিন্তির নিয়মকান্থনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাহ্বখণের বৃদ্ধি প্রভাত আথিক নীতির ছার। ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

জন্তান্ত নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দারা পূর্ণকর্মস্থানে পৌ ছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া

পো ছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদা আবহাওয়া
না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং স্থদের হার
আধিকনীতির
কমাইয়া ব্যক্তি-উ্ভোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ
অবস্থায় শুধু আথিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর
পরিমাণে রাষ্ট্র-উ্ভোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়; নিম্নতম ভোগবায় বাড়াইবার
উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কি'স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রথমিক নগদজমার পরিমাণ (Minimum down Payments) ক্মাইলেই চলে না;

ইহারই সহিত পুনর্বন্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রয়োজন।

স্বতরাং, অন্যপ্রকার নীতির দাহায়া ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন স্থলভ আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্কত বিনিযোগের পরিমাণ বাডিয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থ নৈতিক ক্রেমবৃদ্ধি (Economic growth):

দামস্তর স্থির বাথা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় বাথার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অন্তন্নত দেশসমূহে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবুদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুনত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয়

যদ্ধোত্তব পৃথিবীতে বিশেষত অনুনত দেশ সমূহে

পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি'', "দেশের ক্রমবৃদ্ধি' প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুবাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান

ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন

প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মদংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রম-বৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গুরু বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ 'কর্মনিযোগের লক্ষ্যে পৌছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিদমূহ গ্রহণ করা হয তাহা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধিব লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে পারে। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of

পূৰ্ণ কৰ্মসংসান ও অৰ্থ নৈতিক কুমর্গনি-- এট তুট পারে, ছুই লক্ষ্যের উপযোগী আর্থিক নীতি পুগক হইতে পারে

economic growth) জাতির পক্ষেবজায় রাখা সম্ব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের লক্ষে। বিবোধ ণাকিতে দ্বারা সেই হাবে রুদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অক্ত প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রযোজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে পৌছাইবার উদ্দেশ ভোগ-ব্যর (Consumption expenditure) বাড়াইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাল্ক ভোগ্যেব্য

ক্রেব্যেব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কি:ত্তিবন্দী ক্রেয়ের (Instalment

(purchases) স্থবিধা করিয়া দিল। কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। স্থতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুষায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত স্থাষ্ট হইতে পারে, কারণ তথনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ছায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।

যন্ত্রকোশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্রেপায় পার্থক্য লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্রমতা ও ভবিষ্যতের সন্তাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্রমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্ম কিন্ধপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণ-ভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতিব দারা নির্মাপিত হইয়া থাকে।

अमू गील नो

- 1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?
- 2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?
- 3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ কবিতে দক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না কবে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিযোগ বঙ্গা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহাবা নিজেবা ইচ্ছা কবিয়া বেকাব থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীৰ ব্যক্তিগণ, যাঁহাদেব কাজ কবিবাব প্রযোজন নাই; চোব ডাকাত প্রভৃতি। এবং কর্মে নিযোগেব অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছারুত বেকাবিকে বা বেচ্ছাম্লক বেকারি ও ইহাদেব কর্মে অনিযোগকে বেকাবি বলা চলে না। অনেকে অনিছামূলক বেকাবি আছেন যাঁহাবা বর্তমান মঙ্গুবিব হাবকে নিজেদেব প্রযোজনেব পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে কবেন, সঠিকভাবে বিচাব কবিলে তাঁহাদেবও বেকার বলা চলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মন্থুবিব হাবে কাজ ক্রিতে চাহিষাও শ্রম বিক্রম কবিতে না পাবেন, তবেই তাঁহাকে বেকাব গণ্য কবা হইবে এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকাবি বা কর্মে অনিযোগ বলা চলে। এইরূপ বেকাবিকে অনিচ্ছামূলক বেকারি (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে ইহা অক্সতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্তা হিদাবে গণ্য হয়। এইক্লপ অনিচ্ছারত বেকাবি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিযোগ আছে, বলা চলে। এ অনিচ্ছাক্ত বেকাবিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা চলে এবং বিভিন্ন ধবণেব বেকাবিব কাবণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীব বেকাবি ও তাহাদেব কাবণদমূহ নিমে বণিত হইল।

(১) সমাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন উৎপাদন-পদ্ধতি, মৃলধন-প্রগাঢ় নৃতন যন্ত্রের প্রচলন, বরজনিত বেকারি নৃতন দ্রব্যের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে স্রান, প্রাতন বা

প্রাচীন শিল্প পোওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে গারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে।

- (২) মরসুমী বেকারি (Seasonal unemployment) বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্ত সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারথানা, ধানকল, ক্ষিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি ছানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরস্থমী বেকারি বলা চলে।
- (৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিযোগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্যচক্রেজ্জনিত বেকারি (Cyclical unemployment)
 বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়। ব্যবসায় সমৃদ্ধি স্বক্ষ
 হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই
 বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র
 (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।
- (৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব ক্রিগণের বেকারিকে অনেকে সংঘাতজনিত বেকারি (Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রেয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, প্রামিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থযোগ স্থবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, মন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাময়িক অভাবের জন্ম বা বংসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল কারণের জন্ম উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতস্কষ্ট বেকারি (Frictional anemployment) বলে।

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে প্রাক্তম বেকারিও (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে। বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়)
শ্রামিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমণক্তি, নৈপুন্ত, কার্যের
সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম
হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিদেস্ রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন
(যেমন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের কয়েকমাস কাজেব
প্রচ্ছন্ন বেকারি
অভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের
অভা কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার স্থযোগ নাই, তাই কম আয়
হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র
বিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া সারা বৎসর চাম করে); এইরূপ অবস্থাকেও
বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার
বা স্থযোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যাব
দ্রুত বন্ধি।

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর ভারতের ন্থায় অনুনত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নছে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরি ও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই দকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্যকরী চাছিদ। কম থাকায় বেকারি থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে দকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিয়ুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়র পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়বে দ্ইভাগে বিভক্ত করা চলেঃ ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজেব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গের আয়ুর্দ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগাদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত

ক্ষমাণত কমিরা আদে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানে। না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে: যে ধামের স্বয়ংগতিত ও পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ মলধনের অভি नीर्घकामीन अफ्एवत বেকার থাকিয়া যাইবে। আধুনিক কালে ধনতান্ত্রিক ফলে ভবিষ্যতে বেকারি সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বন্ধি সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও আর বাড়িতেছে না – ফলে, স্থায়ী ও ছরারোগ্য বেকার সমস্থার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Automation) আবিষ্কার ও প্রয়োগ সমাজের মোট কর্মদংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা স্থাষ্ট করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে। মুলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জডত্ব (Secular Stagnation) আদিয়া গিয়াছে, স্থতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি এবং ভবিষ্যৎ-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা—ইহাই শিল্পোল্লত দেশসমূহে আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

বেকারির কলাকল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রেমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমনস্কির করানো যায়, অর্থাৎ কম মজুরিতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজুত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি স্বরান্ধিত করিবার জন্ম ব্যয়েশীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, স্বতরাং কল্যাণকর।

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল ছংথ দারিদ্রা ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিয়ত্তম প্রয়োজনীয় প্রবাদি ব্যবহারের স্থযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মেনিয়াগ করিলে আয়, বয়য় ও প্রব্যু সামগ্রীর জন্ত চাহিদ্যা সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ শৃষ্টের প্রধান সক্রিয় উপাদান, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরস্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিশ্বওের অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের আইন শৃংখলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত 'সমাজ-বিরোধী' কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে; দারিদ্র্যু দুর করার ''সহিংস' পথে চলিতে পারে। বলা হয় যে, ইহাই জার্মানী ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ।

বেকারি দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্থফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার
ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সন্তবপর
পূর্ণ কর্মসংস্থানের হফল
হয়। মাসুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার
পাইয়া নিজেকে প্রকৃত মাসুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি
সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া য়ায়।
গণতদ্বের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে মুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া
উঠিতে সাহায্য করে।

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূর করার জন্ম কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে প্রমিকলের সংবাদ দেওয়া। সাম্মিকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের ব্যয় ক্মানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্বোগ স্থিধা দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্ঠা করা দরকার।

মরশুনী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্ত শিল্পেব সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যকাল শেষ হওরার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত শিল্পের কাজ স্থক্ষ হইতে পারে। ক্রম্বক্ষের জন্ত অন্তান্ত কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার; ইহার ফলে বংসরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়। বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দ্র করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর-সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বার এইন্ধপ বেকারি দূব করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছুই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লা<u>সিকাল ধনবিজ্ঞানীদের</u> মতে, মজুরির হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিলা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্সের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতিসমূহের দারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির দারা সমাজে অধিক আয় স্পষ্ট করা – এই সকল পদ্ধতি দারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (supply of labour is a function of the rate of real wages)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দের

কিছু পরিমাণ খাছ বন্ত্র প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ
আনল মজুরির
ভারসাম্য হার
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্ত চাহিদা হয়
উৎপাদন-পরিমাণের সেই স্তরে, যেখানে আসল মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক
নীট উৎপাদনের সমান। সমাজে নির্দিষ্ট আসল মজুরির হারে সকল ফার্ম মিলিয়া
মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইরূপে, দেশে
আসল মজুরির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে সমতা
শাধন করে।

যদি কখনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল বেকারি থাকিলে শ্রমিকদের কম হারে আসল মন্ক্রি লইতে রাজি করান। কম আধিক মন্ক্রি কমাও
আসল মন্ক্রির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাক্রির জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। স্থতরাং আসল মন্ক্রি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মন্ক্রি হাস করা। আর্থিক মন্ক্রি কমাইয়া দিলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তত্ত্ব।

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইন্স্ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, আসল মজ্রির উপর শ্রমিকের যোগান নির্জ্ করে, এই কথা বাস্তবে সত্য নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বৃদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজ্রি ব্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আর্থিক মজ্রির হার কমাইতে গেলে তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইন্স্ আর্থিক মজ্রির কমান বিলয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্জ্বর বায় কি না
করে না; ইহা আর্থিক মজ্রির উপর নির্জ্বর্শীল। আর্থিক মজ্রির বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অনমনীয় (rigid downwards)। ক ইহার কারণ হিসাবে কেইন্স্ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের শ্রান্তি বা মোহ আছে (Money

টাকা সম্পর্কে এক ধরনের প্রান্তি বা মোহ আছে (Money ফ্রার অহবিধা—
টাকার ছলনা

একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই থাকে। আমরা ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূল্য বাড়ে ও ক্মে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়"। †

ভাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই বাহাতে তাহার। সংব্যক্ষ ভাবে স্থানিটি পরিমাণে সমাজের অবস্থাস্থারী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্ম উল্যোক্তাদের সঙ্গে আপোব শীমাংসার প্রবৃত্ত হইতে পারে।

^{† &#}x27;A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্দের মতে, যদি দেশে মজ্রির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক মজুরি সমান রাথিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্চনীয়। জিনিসপ্তের দাম

তাই কেইন্স বলেন দাম বাড়াইয়া আসল মজরি কমাও বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, স্তরাং সেই পথে অগ্রসর হইলে দেশে বেকারি ব্লাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্সের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা সাধারণত আর্থিক মজুরি ব্লাস করাকে বাধা দেয়, কিস্কু জীবনধারণের উপযোগী

দ্রবাদামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না। * এইরূপ 'টাকার ল্রান্ডির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্তান্ত শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা। অন্তান্তদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আদিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীত্র আপন্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে উহা ঠেকান যায়, কারণ দেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আসল মজুরি হ্রাস পাইলে এইক্পপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমিকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়নের কার্যকারিতার ফল।

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি ব্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম কমে এবং এই নৃতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইবা পড়ে, এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্বেরে বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না। সকলে একত্রে আর্থিক বাহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা মজুরি কমাইলে প্রত্যেকেরই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-ব্রাসের কি দেশা দিবে প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের সকল শিল্পে একসলে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি ব্রাস পাওয়ায় সকল দ্ব্যুসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেন, জিনিসপত্র অবিক্রীত

^{* &}quot;Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of wage-goods." Keynes, General Theory. P. 9.

রহিয়া গেল, সকল শিক্সেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে। মজুরি হাসের কলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান গুর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

স্থতরাং দেখা গেল যে, মজুবি-ফ্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তাব করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয় ভিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা— ভোগপ্রবণতা, স্থাদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক কার্যকরী চাহিদার কর্মকারিতা। মজুরি-ফ্রাসের ফল এই সকল শক্তিশুলিকে কার্যকরী চাহিদার করিলে তবেই বলা চলে ইছা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর কতটা ও কোন্দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মন্কুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কভটা কমিবে ভাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে মোট মন্কুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল ভোগ প্রবশতা হ্রাস আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তবে গড় ভোগপ্রবশতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগব্যয় করে না।

দিতীয়ত, উত্যোজ্ঞারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আর্থিক মন্তুরি কমিলেও ভবিষ্যতে শীপ্রই উহা বাড়িবে তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিষ্যতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার উপর প্রভাব
প্রনিদ্দিত প্রক্রির ব্রাস লোকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিতে পাকিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপরপক্ষে, যদি আর্থিক মন্ত্রির ব্রাস দেখিয়া উত্যোক্তারা মনে করে ভবিষ্যতে ইহা আরও কমিবে, তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ার্থই সম্ভাবনা।

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মন্ত্রি-হ্রাদের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অক্সাঞ্চ

অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে কম টাকা রাখিবে। ইহাতে হুদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিস্তু হুদের হার কমাইবার জন্ম নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করাই ভাল, গ্রহরপ 'নমনীয় মজুরি নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার

তিনটি কারণ আছে। (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। (খ) সামাজিক স্থায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হাস করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) স্থদের হার কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পার, ইহা আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া তাহাদেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা স্থবিবেচনার কাজ বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্ভাবনা।

পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান (Full Employment):

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দ্র করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোল্লত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। ''কল্যাণ রাষ্ট্রের' ধারণা স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দ্ব করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাকা বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত

পূর্ণ কর্মসংস্থান
কাহাকে বলে

পূর্ণ কর্মসংস্থান
কাহাকে বলে

প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মকাহাকে বলে

প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মকাহাকে বলে

প্রত্যাহ প্রতি (দৈনিক প্রমের সময়, চাকুরি হইতে

প্রত্যাহ প্রতি);

নিয়োগের অবোগ্যভান্ধনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ধ বা অহস্থ প্রভৃতি)—
এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান

বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মজ্রির হারে যাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহার। মোটামৃটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতান্ধীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামূটি এই ধারণাব উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহাবা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী খে (Say) র্মাসিকাল ধারণা বিণিত নিয়ম অসুমায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্থি করে; শ্রামিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রামিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তথনই থাকা সম্ভব যদি শ্রামিক তাহাব উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রামিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হইবার সম্রাবনা।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্স্ ও তাঁহার অনুগামীগণের
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না;
বা এই ধরনের সমর ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি
আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে।
পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা — ইহাই রাউং
অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (Full Employment Equilibrium) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from Full Employment) কারণ কি ? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে শ্রামিকগণ কর্তৃক ক্লামিভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির স্তর-ই পূর্ণ কর্মসান্তান হইতে বিচ্তির কারণ ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোল ব্যায়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রামিককে কর্মে নিযুক্ত রাখ

পূর্ণ কর্মসাস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়াগের আদর্শ আছে তাং
নহে, জীবন বাত্রার মান উন্নত করা, বর্ধিত আয়ন্তরে বাধীন স্থা জীবন নিয়াপতার সহিত বাপ
করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল; আধুনি
কালেরফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিপ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা বিয়াছে। অভাব ও উপবা
হইতে মৃক্তি, ভবিস্তাতের গভীর অনিক্রমতা হইতে মৃক্তি নিজের ঝোঁক অনুবারী বোগ্যতা
দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের স্থবোগ স্বিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছ
আর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইতে উন্নততের এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়কে ছুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, স্বতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে । শ্রমিকদের দারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে। ইহার জন্ম সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য পূর্ণ কর্ম সংখানে পৌছিবার তিনটি পথ প্রব্যের দক্ষণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার তিনটি পথ প্রত্যাক্তাগণ এবং সরকার। স্বতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার তিনটি পথ ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ-বয় বাড়ানো।

ভোগদ্রেব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতাসম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার
বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অস্কৃতার বীমা,
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর
ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপায়
সমূহ
ভাতে ভূলিয়া দেওয়া—কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি।
একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার

কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বন্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উট্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্ম বিশেষ ধরনের স্থবিধা দেওয়ার বলোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুনর্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মৃলধনের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল স্থাদের হার কমাইয়া রাখা

এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্যান্ত প্রত্যক্ষ কর

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ

বৃদ্ধির উপায়সমূহ

ইইতে উন্মোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই

পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থবিধা হইল ব্যক্তিগত
বিনিয়োগকারীরা এক্কপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম স্থাদের হার বা

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

স্থতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ ইবৈ, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া মাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকৃচিত করিতে

না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার ছুই উপাযে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতথানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি ভারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত

বিনিয়োগের জন্ম অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যমণ্ড কিছুটা শংকুচিত হইতে চাহিবে। স্থতরাং তাহা না করিয়া রাই প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নৃতন টাকা স্থাষ্ট করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাট্তি পদ্ধতির হারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নৃতন টাকা স্থাষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা স্থাদ টাকা সংগ্রাহের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্ম রাইকে কোন স্থাদ দিতে হয় না।

ঘাট তি ব্যয়ের স্থারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্ম, (ক) শ্রমিকের চলনঘাট তি ব্যয় পদ্ধতির শীলতা বাড়াইতে হইবে, ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত
শীলতা বাড়াইতে হইবে, ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত
হইতে পারে (খ) নৃতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location)
সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণকার্য (Public Works) স্কুক্ল করিতে হইবে।

ঘাট্তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে
মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণেব
ছম্প্রাপ্যতা স্পষ্ট করিতে পারে। অমুগ্রত দেশসমূহে ঘাট্তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে
অধিক আয় স্পষ্ট করিবে, কিন্ত মুলধনী দ্রব্যের অভাবের দর্মণ দ্রব্যসামগ্রীব
উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বিলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামন্তর বাড়াইয়া
দিবে। স্বতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

অর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার কক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্পন্যপ্রারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মূলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার পুরই বাড়াইয়া দিতে হইবে, (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া, ঘাট্তি ব্যয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ ঘাটতি ব্যবের অস্ক্রিবা সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যুৎ করের ভয়ে মূল্রাফ্টীতির ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ) সরকারী ঝণের পরিমাণ বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, ফদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান ঋণ-ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অস্ক্রবিধার স্টেকরে। অসুরাত দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থান ভল্ক (Underdeveloped countries Full Employment Theory):

অসুয়ত দেশসমূহ গোনত ক্ববি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে। দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্র সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপত্রের একটি বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উঃত দেশ-সমূহের স্থায় সহজে কার্থকরী হয় না।

বিনিয়াশের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী তারে সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফং নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। বিতীয় তারের আয় পুনরায় ভোগদ্রেরে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া প্রথম বারের-বর্ষিত আয় ও কর্মসংস্থান×গুণকের আয়তন— এই পর্যন্ত বাড়িয়ে। কিন্তু অসুত্রত দেশে বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী তারসমূহের ভোগবায় বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক তারের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী তারসমূহে উহাদের আয়ও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রাত্তিক ভোগপ্রবিতা থাকে পুর বেশি এবং তত্ত্বাস্থয়ায়ী গুণকের আয়তন পুরই বড় হওয়া উচিত, কিন্তু বাত্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ ফার্মক ও ছয়ক উভয়ই দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগদ্রের ভিংপাদন ও যোগান স্ক্রমালে অন্থিতিক্থাপক আয় অসুত্রত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির থেয়ালেই

কৃষির উৎপাদনে ব্রাদ বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকার ক্রমপ্রাদমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর ক্রমিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে ক্রমকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেও পারে।

খাছ দ্রব্যের চাছিলা বৃদ্ধি পাইলে (ক্রমিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়)
দাম বাড়িবে এবং ফলে ক্রমক শ্রেণী ব্যতীত অন্তান্ত শ্রেণীকে বেশি দাম দিযা
খাছাদি ক্রেয় করিতে হইবে : কিন্তু ক্রমকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্তান্ত ক্রের (sector) আয় বৃদ্ধির স্ববিধা পাইবে খুবই কম। ক্রমকেরা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রেয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হুইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচন্দ্র বেকারি (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও
স্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। অনিচ্ছাক্ত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন
বেকারি থাকায় বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন বেকারদের আয় বাড়াইলে
উহা দিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না।
তাহা ছাড়া এইরূপ চল্তি মন্থ্রির হারে অক্তন্ত চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা
তাহাদের মধ্যে দেখা বায় না। দেশ এক ধরনের "তথাক্থিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এর
স্তরে থাকে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাক্ষীতি-ই ঘটায়।

अनुनैजनी

- 1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.
- 2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes?
 - 3. How is the level of Employment determined in a country?
 - 4. What factors determine the volume of Employment in a country?
- 5. What is full Employment? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society?
- 6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধাবণা ছিল যে, দেশে সাধাবণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহাবা ধবিষা লইষাছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানেব সাধারণ তার নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করাব প্রযোজন মনে কবেন নাই। তাঁহাদেব এই চিন্তা প্রকৃতভাবে রূপ পাইষাছিল 'বাজাব সম্বন্ধীয় স্থে-ব নিয়ম'-এর মধ্যে (Say's Law of Markets)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থে বলিষাছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা স্থিষ্ট করে' (Supply creates its own demand)। ইহার অর্থ হইল স্মাজে সাধাবণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়্তি

উৎপাদন (General over-production) সম্ভব নয।

ক্লাসিকাল ধারণা:
ক্লান একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যেব জন্ম চাহিদা হঠাৎ কম

সামগ্রিক
অধিকোৎপাদন
হইতে পারে, বা চাহিদাব তুলনায উৎপাদন ও যোগান বেশি
সম্ভব নম

ইইতে পাবে, তাহা স্বীকাব কবিতে তাঁহাদেব আপত্তি নাই।

কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীব জন্ম চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়্তি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিন্ধপে স্বীকাব কবা যায়। জেম্দ্ মিল (James Mill) বলিষাছেন 'উৎপাদনেব সঙ্গে সঙ্গেই ভোগেব প্রসাব ঘটে' (consumption is coextensive with production); তাঁহার মতে 'চাহিদাব এবমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা স্থিটি না করিয়া ইহা কথনও যোগানের ব্যবস্থা করে না'; * 'বাৎসবিক উৎপত্নের পরিমাণ ষাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক চাহিদাব পরিমাণকে কথনই ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।' বিকার্ডোও বলিযাছেন,

^{* &#}x27;Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent.'

^{† &#}x27;Whatever the amount of annual produce it can never exced the amount of the annual demand.'

'একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না'। ('in reference to a nation, supply can never exceed demand')।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের Principles of Political Economy গ্রন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাং কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার দ্রবাসামগ্রীর জন্ম চাহিদার ঘাট তি দেখা দিয়াছে. ইহা কি সম্ভব ? খাঁহারা এইরূপ মনে কেন তাহাদের এইরূপ করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্রবাদামগ্রীর লেন-ধাবণা হইয়াছিল দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্য-সামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অন্ত ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রবেরে জন্ম দাম দিবার মাধ্যম হইল তাহার নিজম দ্রব্যসাম্থী। দকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্দণত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। यদ দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা বিশুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্তের পরিমাণ আমাদের দ্বিশ্বণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রম শক্তির পরিমাণও আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রভেকেই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আদিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দিগুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিষপত্র আছে।ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, দকল দ্রব্যেরই মূল্য ব্রাদ পাইয়াছে এবং ফলে দকদ উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"

-Book III, Section 2, Chapter XIV.

^{* &}quot;is it...possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses, All sellers are inevitably and ex vi termini buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange..... It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ম্যালথাস্ রিকার্ডোকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তথন গৃহীত হয় নাই। কেইন্স বলিতেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘাট্তি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্থাস তীত্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যাল্থাস স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিরূপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাটুতি বা বাড়্তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন ন্যালাল ও স্বৰ্থভাস মধ্যে মতৰিলোধ ছিল কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং পবিত্র খষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংল্ওে নিরক্ষণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবসান হইল ; অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধাঁ. ম্যাল্থাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবনুপ্ত হইয়া গেল।''*

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

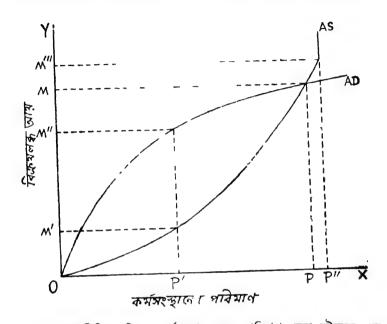
কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উত্যোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দর্লণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

^{* &}quot;Malthus, indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an altenative construction: and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased; the other point of view completely disappeared; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature." J. M. Keynes, General theory, P. 32.

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উল্ভোক্তারা মিলিয়া সামগ্রিক যোগান দাম জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই ও সামগ্রিক চাহিদা পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে দাম কাহাকে বলে বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, তাহার মোট বয়েকে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উত্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছ-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তরে উত্যোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণক তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে, অর্থাং উত্যোক্তাগণ মিলিয়া (4 পরিমাণ বিক্ৰয়ঙ্গৰূ যে পরিমাণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নত্ম প্রয়োজনীয় টাকার সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভয়ে মিলিত পরিমাণ আপক্ষা যদি বিক্রয়লক টাকার হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল ভারদামা স্তর উত্যোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাডাইতে চেষ্টা कतिर्दि, कल कर्ममः सांन वाज़िर्ड शांकिर्व। अवर्गास यनि धमन धक अवस्राग्र পৌঁছান যায় যথন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে ছাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে নাঃ কর্মসংস্থানের ভারসাম্য-স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয় ৷ এই রুরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দুর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও এইক্সপ ভাবসাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium)। এইক্সপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানেব স্তবে ভাবসাম্য স্থাপিত হইযাছে, অর্থাৎ উহাব বাড়িবাব বা কমিবাব দিকে কোন ঝোঁক নাই। নিচেব বেথাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে:



OX অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তব পরিমাপ করা হইতেছে এবং OY অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রবাসামগ্রী বিক্রম করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রমক্র আয় পরিমাপ করা হইতেছে। সামগ্রিক চাহিদা বেথা হইল AS এবং সামগ্রিক যোগান বেথা হইল AD AS বেথা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তবে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা নিশ্চমই পাইতে চান। যেমন, উত্যোক্তারা হিলাবে আরুতি কিরুপ তাঁহাদের OM পরিমাণ টাকা পাইতেই হইবে, এই টাকা তাঁহারা নিশ্চমই পাইবেন বলিয়া মনে করেন। AD বেথা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তব্রে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন। যেমন OP সংখ্যক শ্রমিক-নিয়োগের স্তব্রে তাঁহারা মনে করেন ঐ শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সকল দ্রব্যানাম্বী

বিক্রেয় করিয়া OM" পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বিশি তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিনে AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

সামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দেকের্মগংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উভোক্তাদের মনে প্রত্যাশির আদায়ের পরিমাণ (AD) নিম্নতম প্রযোজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উভোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিষ দেশে কর্মগংস্থানের স্থান পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। যতদূর প্রক নির্ভিন্ন কবে এই ছুই কর্মগংস্থানের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। যতদূর প্রক রেখার মিলনবিন্দৃতে AD রেখা AS রেখার উপরে ততক্ষণ কর্মগংস্থানের পরিমাণ রূদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মগংস্থানের স্বর্জে পৌছিষা উভ্য রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাত্রে OP পরিমাণ কর্মগংস্থান আছে তাহার কারণ হইল ঐ স্তরেই AS রেখা ও AI রেখা মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দৃতে মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় ক'বতে চান, অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর। যদি তাহারা OM পরিমাণ মোট ব্যয় কবিতে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি। সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দৃকে কার্যকরী-চাহিদ্য

(Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের তার বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কর্মকরী চাহিদা থাকানেই সেই বিন্দুতে প্রকাশ পায়
সোহ বিন্দুতে প্রকাশ পায়
চাহিদা প্রকাশ পায়
চাহিদা প্রকাশ পায়
চাহিদা প্রকাশ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয়
তাহ। হইলে কর্মনিযোগের তার উধ্বে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে;
য়দি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের তার নামিনা যাইরে,
কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মুহুর্চ্চে বা সম্মকালের মধ্যে কোন একটি
দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে তারে আছে সেই তারেই সামগ্রিক চাহিদার
সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। ইহাদেব
ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাই বলিতে পারি,
এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দক্ষণ-ই কর্মসংস্থান এই তারে আছে।

আয় ও কর্মশন্থানের স্তর কোন্কোন্বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

কাষকৰী চাহিদা বলিলে টাকাৰ হিদাবে, কোন বিশেষ স্তবে কৰ্মনিযোগপৰিমাণেৰ দ্বাৰা উৎপন্ন দ্ৰব্যসামগ্ৰীৰ মোট মূল্যকে বুঝা যায়।

শাতীয় আফ, জাতীয়
ব্যব্যসামগ্ৰীৰ মোট মূল্যই চাৰিটি উপাদানেৰ আয়ে বিভক্ত
হইষা যায়; অথবা বলা চলে যে, চাৰিটি উপাদানেৰ সকল
প্ৰকাৰ আয় যোগ দিয়াই দ্ৰব্যসামগ্ৰীৰ মোট মূল্য গঠিত হয়। স্তবাং কাৰ্যকৰী
চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্ৰব্যসামগ্ৰীৰ মূল্য।*

দাবাবণভাবে দ্রবাদাথীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগদ্রের্য এবং বিন্যোগ-দ্রব্য , স্বতবাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগদ্রের্য

প্রথম প্রিচ্ছেদে জাতীয় আয়েব প্রিমাপ সম্বন্ধ আলোচনা করা হত্যাছে।

ন গাতত্ত্বব হিসাবে নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে, কোন দেশে বিনিম্থযাগ্য সকল প্রকার প্র থিপার (Final Product) দ্বা সামগীব মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বুলা হয়।
কো প্রকাব দ্বা সামগীব বিক্রয়ন। হইতেই সকলেব আয়, সুত্বাং জাতীয় আয় আর সাম এক চাহিলা সমান।

নামাগ্রিক চাহিনা (Aggregate Demand) চাবি ধবনেব বিষয় লগমা গঠিত হয় (ক) ব ০গত ভোগ বায়, (প) ব্যক্তিগত বিনিযোগ বায়, (গ) বাষ্ট্রীয় বিনিযোগ-বায় এবং ে) বিশেশ দ্ব্যকাষাদিব উপব দেশীয় জনসাধাবণেব বায় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদিব উপব দেশীয় জনসাধাবণেব বায় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদিব উপব দিশি জনসাধাবণেব বায়ে আবিক। (বা নাটিতি)। স্ত্তবাং কোন নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে, বা গাংপন্ন দ্ব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনেব উপব আর্থিক ব্যয়েব স্বোতকেই আম্বা সামাগ্রিক গাহনা বিনিতে পাবি।

দ পাত স্বাসুষাধী হিদাৰ কবিলে দেখা যায এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয উৎপন্ন (Gross National Product) একট বিষয়। ইহাবা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে কুটালিকে দৃষ্টিভঙ্গী হুটাতে দেখা চলেঃ আয় ও বায়। বিকেতায় যাহা আয়, কেতাব তাহাই বায়ঃ ক্ষাও নহে, বেশি ও নহে। কুতবাং বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হুইল নিদিষ্ট সমযেব মধ্যে কা সম্পূর্ণেৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব মোট মূল্য বা চল্ডি সম্পূর্ণেৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব উপব মোট গাণিক বায়। যেমন, যদি কোন বংসবে মোট সম্পূর্ণেৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব মূল্য হয় ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হুইলে ইহাতে বুঝা যায় ওই সম্বের মধ্যে দেশের মোট বায় হুইল ৫০০ কোটি চাবা অথবা ওই সম্বের মধ্যে দেশের মধ্যে দেশের মধ্যে দিশের মাট বায় হুইল ৫০০ কোটি চাবা অথবা ওই সম্বের মধ্যে দেশের মধ্যে দেশের মধ্যে দিশের মাট বায় হুইল

মাট জাতীয উৎপদ্ধকে বিভক্ত কবিলে আমবা Y=C+ I এই কেইন্সীয় স্ত্ৰ পাইতে পাবি। এথানে Y হইল মোট জাতীয উৎপদ্ধ (বা মোট জাতীয আয়), c হইল ভোগ এবং I হইল বিনিযোগ। I এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিরোগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগদ্রেব্যে ব্যয় = মোট ভোগদ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় = মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়। শ্বতরাং,

কার্যকরী চাহিদা= মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,

- —ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্য়য়.
- —ভোগদ্ৰব্য হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়+বিনিয়োগ দ্ৰব্য

হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে,
অর্থাৎ কে) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কমনিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ
ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িফ
যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় ব
বিনিয়োগ ব্যয় ব্রাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা
হইলে কর্মপংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল প্রকান কোন্ শক্তির দ্বারা ইহার। নির্ধারিত হয় ?

(ক) সমাজে ভোগবায়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিব মিলিয়া ভোগত্বের ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ

"সম্পূর্ণোৎপন্ন" কথার অর্থ ইইল যে হিসাবের সময় আধা উৎপন্ন দ্রাসামগ্রীর বা উৎপালে ব্রাবছত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ওবল হিসাব ইইয়া যায়। "মোচ" কথাটিয়ে বোঝা যায় মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পুণক করিয়া হিসাব ইইতে বাদ দেবই ইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদনে ইইতে বাদ দিলে নীত কাতীয় উৎপাদনে পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য হল্য বিক্রয়ক্ষ ব্যাম অনুষ্ঠা ক্ষাতীয় অব্যাম কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পাধি কারণ, সকল দ্বা সামগ্রীর মোচ বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ দিলে ফাহা অবশিষ্ট থাকে ভাষাত্র সকল উৎপাদনের জন্ম বা সকল ৬পাদানো গ্রেজনা, মজুরি, স্ক এবং অবশিষ্ঠ মূনাকা)।

স্তরা° বলিতে পারা যায়, গুল জাতীয় উৎপাদন— মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি প্রণ=নী সাজ উৎপাদন ।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর — জাতীয় আর । নীট জাতীয় আয়ের সাংগা দেশের আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের তব বিলেষণ করা হয় না; বিলেষণের জ্বস্তু মোচ আই উৎপাদন এব মোট আর ব্যবহার করা হয়; কারণ পরে।ক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্তিগ্ বাবদ অর্থ যধাক্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্জ্ক বায়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসাম্থীর জ্বস্তু চাহি সৃষ্টি করে। প্রবণতাব উপব। আয-বৃদ্ধি হইলে ভোগেব পবিমাণ বাডে বটে, কিন্তু যে হাবে শগে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তিব ভোগেব পবিমাণে সেই হাবে বৃদ্ধি হয় না। আযেব বৃদ্ধি ও ভোগেব বৃদ্ধিব অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভব কবে প্রধানত আযেব স্থবেব উপব। তাহা ছাড়া, সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বক্টিত থাকে তাহাব দ্বাবাও ভোগপ্রবাতা স্থিব হয়। যদি জাতীয় আয়েব বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তিব হাতে থাকে তাহা

হাগপনণতা নির্ভব করে নাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে যদি ভাগপনণতা নির্ভব করে নাট আম, আম জাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধিকদংখ্যক গরীর লোকের ক্রামের হার প্রচলিত হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ভ্রাম ও বীতি, সঞ্চিত বেশি। সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধ জনসাধারণের প্রচনন বীতি-বন বাচামের প্রভৃতি নীতি, চিন্তা, ও অভ্যাস প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন

নির্ণি কবে। ব্যক্তিদেব হাতে সঞ্চিত তবল সম্পত্তিব (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল করিব অধিক প্রমাণ তবল সম্পত্তি (যেমন স্বকারী ঋণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চ্যী আমানত প্রভৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপত্তাব মনোভাব বেশি হওয়াব জন্ম এবং ভবিশ্বতে ইফা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবাব সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় হইতে সঞ্চয়েব ইছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পাবে। ক্ব-কাঠামোব

উপবও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভব কবে, অর্থাৎ ক্রসমূহেব

ক্ষেত্র এবং হাব উভ্যে ভোগপ্রবণতাব উপব প্রভাব

বিস্তাব কবে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধাবণকাবী এই

ক্ষিব বিষয়সমূহে পবিবর্তন হইয়া সমাজেব গড ভোগপ্রবণতায় পবিবর্তন ঘটিলেও

ক্ষিবালে ইহা মোটামুটি স্থায়ী বিষয়।

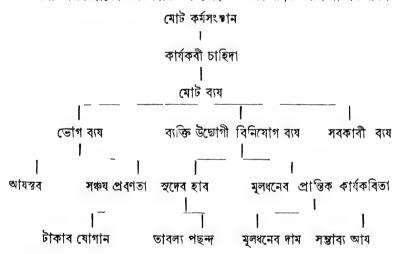
পৌ সমাজেব মোট বিনিযোগ-ব্যেব পৰিমাণ নির্ভব করে জুইটি বিষ্যেব ইণিব ° (১) মূল্বনেব প্রান্তিক কার্নিকা বিতা (Marginal Efficiency of বিন্যাগ বাম নির্ভব বিষয়েব) ও (২) স্থাবে হাব। এক ইউনিই মূল্বনী শব্দ পাল্ব প্রান্তিক প্রব্য উৎপাদন কবিয়া তাহা হইতে ব্যেব উপ্বে যে নীট শেল্ব উপব আয় হইবাব সম্ভাবনা, অর্থাৎ নৃত্তন মূল্বনী প্রাবাৎপাদন শৈবৰ উপব হইতে সম্ভাব্য আয়েব হাব —ইহাকে মূল্বনেব প্রান্তিক ইতি বলা হয়। বাজাবে প্রচলিত স্থাবে হাব হইতে বলি সম্ভাব্য শাষ্ট্রেব হ'ব বেলি হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ-ব্যেষ বৃদ্ধি হইবে; মূল্যনেব

প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার হুদের হার হুইতে কম হুইলে সমাজে বিনিয়োগ বায় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় শিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা (Propensity to Invest)।

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষ্থের উপর নির্ভরশীল। (ক) থেমন, ভবিয়াতে দ্রবাসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি না। চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাডে; চাহিদা প্রাধের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) মূলধনেব প্রাণ্ডিক সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কিসেব কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গ) সেই বিশেষ প্রকার উপব নিৰ্ভব কৰে মুলধনী দ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিযোগ-প্রবণতা কম. পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণত। বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নৃতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (%) মূলধনী দ্রব্যেব শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপে তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইছা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যং পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায় বাণিজের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায জগতে ভবিগ্যং ধারণা ছুই ধরনেরঃ আশাবাদী প্রচলিত মনোভাব সম্বন্ধে থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবাদী প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিত। কম। ভবিশ্যং ধারণা ছুই প্রকার: স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে স্কল্পকালীন ভবিষ্যুৎ সম্বর্জে ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধবনের আশা ও ভ্^{বেব} ভবিষাৎ সম্বন্ধে স্বল্প-ভিন্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা কালীন ধাবণা ও मीर्घकानीन धात्रगा কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকাব তত বেশি, নিশ্চয়তার অসুভূতি তত প্রবল; কাল যত ^{দীর্ঘ}, বর্তমান ও পবিচিত অবস্থা চলিতে থাকাব সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চমতাব অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিয়াৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পবিকল্পনাবিহীন বাজাব-ভিত্তিক অর্থনীতিব উদ্ভব, ব্যবসায-বিশ্বাসে (business confidence) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্তেব তাঁত্রতা ও গভীবতা বৃদ্ধিব কাবণও বটে)।

(২) স্থানেব হাব নির্ভব কবে (ক) টাকাব পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দেব
তালিকাব উপব। টাকাব পরিমাণ কমিয়া গোলে অথবা
ফাদেব শাব নিজৰ কবে
চাবাৰ পরিমাণ ও
নাদ বিজ্ঞান উপব টাকাব পরিমাণ বাডিয়া গোলে অথবা নগদ-পছন্দেব হাব
কমিয়া গোলে স্থানেব হাব হাব পায়।

স্তুতবাং কর্মসংস্থানের স্তব-নির্ধারণী **শ**ক্তিদম্পত্র নিয়লিখিত ভাবে দাজান যায়।



ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগেব পৰিমাণ নির্ভব কবে সকল ব্যক্তিব ভোগেব পৰিমাণেব সমষ্টিব উপব। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রযে যে পৰিমাণ ব্যয় কবে তাহা যোগ কবিলে সামগ্রিকভাবে সমাজেব মোট ভোগ-পৰিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তিব ভোগেব পবিমাণ প্রধানত কিসেব উপব নির্ভবশীল? কেইন্সের

মতে, অপবাপব সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা

নির্ভব কবে ব্যক্তির আথেব উপব। দ্রব্যের দামেব সঙ্গে উহাব জন্ম চাহিদাব

যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আফে উপর নির্ভবশীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যফে পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আযস্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখা চিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আফে পরিমাণে (Y) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয (C) হইতেছে তাহ একটি তালিকাতে সাজান চলে:

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা Consumption Schedule (কোটি টাকার হিদাবে)

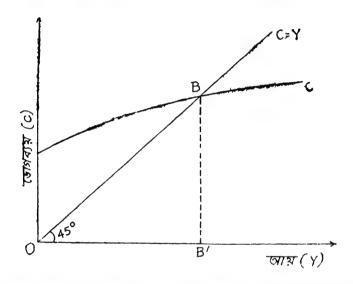
Y	1	\mathbf{C}
0		20
50	!	65
100		100
150	1	130
200	1	155
250	,	175
300		185

বিভিন্ন আয়ন্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আযের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (বা Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়ন্তর আছে বলিয়া ঐক্লপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ C=f(Y). ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়ন্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্বমুখী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়ন্তরে মোট ভোগব্যথের পরিমাণ দেখাইতেছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততথানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শৃক্যতার রেখা (Zero-savings line) বিলয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেডারা ঐ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের
সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। С রেখাটি ধীরে
আয়ন্তর ও ভোগের
সম্পর্ক
ধীরে বাঁকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সম্প্রে
ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া

আনে। পূর্বের তালিকার দঙ্গে দঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। С রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে হুরু হয় না কারণ আয় যখন শূভ তখনও ভোগব্যয় শূভ



নয়, অর্থাৎ যথন Y=0 তথনও C=২০ কোটি টাকা। C রেথাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়স্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যর বাড়িতে থাকে (au increasing function of income)। উভয় বেথার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেথানে C=Y. B' বিন্দুরা দিকে বঁঅর্থাৎ OB' পরিমাণের কম আয়স্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যর বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে; B' বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB' পরিমাণের বেশি আয়স্তরে ভোগব্যর কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে। তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন স্তর প্রকাশ করে যেথানে ১০০ কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দূরত্ব বিভিন্ন আয়স্তর (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

স্তরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (Propensity to consume) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হুইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (position and slope) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার ছুইটি টেকনিকাল ধর্ম (technical attributes) আমাদের আলোচনা করা দরকার: প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও বিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আঘন্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ C/Y, ইহাকেই গড় ভোগগ্রবণতা বলা হয়। যেমন. টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-**প্রবণ**তা হ**ইল 📸** অর্থাৎ 80% বা 0.8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয় প্রবণতা হইল 20% বা 0 2। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় সঞ্চযপ্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায় এবং C/Y ব্রাদ পায়। আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেখার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্দুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ ভোগব্যর বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গভ ভোগপ্রবণতা সাধারণ অবস্থায় ৷ হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে।*

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগবায় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। (Marginal Propensity to consume)

• এই গড় ভোগপ্রবণতাব অর্থনৈতিক তাংপর্য কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্করে যে পরিমাণ দ্রবাদি উৎপন্ন হইতেতে তাহাদের মোট বাবের কত অংশ কেবল ভোগাদ্রব্য বিক্রম করিয়া তুলিয়া আনা যাইতে পারে, আমবা তাহা ইহার সাহাব্যে জানিতে পারি। ভোগব্যম হইল ভোগ্যদ্রব্যের জন্ম মোট ব্যয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়জাত আবের পরিমাণ, স্করাণ ভোগাদ্রব্যের চাহিল। ও গোগান হইতে জাতায় আবের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপবপক্ষে সকল দ্রবাসামগ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া হোলা যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রব্যের চাহিল। ও যোগান হইতে জাতীয় আবের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সক্ষয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অক্যান্থ বিষয় সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যন্তব্যের এবং মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পারশ্বিক অমুপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণ্তা কম থাকে এবং গড় সক্ষয় প্রবণতা বেশি থাকে। স্ক্রমাং দীর্ঘকালীন উরয়ন বা স্থায়িত্ব (stability) বজায় রাখার শর্ভ আলোচনার জন্ম গড় ভোগ ও সক্ষয় প্রবণতা ধারণ। ছুইটি থুবই প্রয়োজনীয়।

বলে। যদি δ -কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবর্গতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই ত্বই পরিবর্তনের অনুপাত কিন্ধপ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। স্বতরাং $\delta C/\delta Y$ ধনাত্মক হইলেও ইহা 1 হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধিব পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 1; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত 1-এর বেশি; আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা 1 হইতে কম। তাই আমরা বিলিতে পারি $O < \frac{\delta C}{\delta Y} < 1$, অথবা $1 > \frac{\delta C}{\delta Y} > 0.*$

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্ক্লকালে মোটামূটি অপরিবতিত থাকে; তাই আয়ন্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যমের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা গুণুমাত্র আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অহ্য কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ-প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদের দুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সম্বের মধ্যে আমরা

^{*} এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুকত্বপূর্ণ। সমাজে আইন্তবে যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ বায় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আইন্তর বজায় রাখার জন্ম কতথানি বিনিয়োগ বায় কবা দবকাব তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (১০০ কোটি টাকার স্তর হইতে) ৫০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগবায় বাড়িল ৩০ কোটি; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল ৬০%, বা
০০৬। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল ৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ভোগবায় ২০ কোটি
ইৎসায় (৫০—৩০) ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ বায় হওয়া দরকার। তাহা না হইলে আয়স্তর,

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ দেই সমযের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই ত্বইটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচন' করা যাউক।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বন্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা বা ভোগকারক নির্ভর করে। । দেশের আয়বন্টন অধিকতর বৈষময়েলক হইলে অল্প করেরজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়—প্রবণতা বেশি থাকে। আয়বন্টন যত কম বৈষম্যুলক আয় বন্টন কাঠামো
হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বন্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক বে। সামাজিক কারণে আয়বন্টনে বিপুল পরিবর্তন আদিলে ক্রেতাদের অভ্যাদেই এমন পরিবর্তন আদিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদলাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে প্রীছিবার চেষ্টা করা হয়।

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax structure)
ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পাবে। প্রত্যক্ষ কবের পরিমাণ বেশি থাকিলে
ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে
কব কাঠানো
ভোগের পরিমাণ ব্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর
সাধারণত সঞ্চবের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগবায়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগবায় কমে।

কোন দেশে কি পবিমাণ ভোগবায় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ বীতিনীতির উপর (corporate

^{* &#}x27;The most important influence on the demand for cansumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, The Problem of Ful Employment, P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিযা
কত অংশ লভ্যাংশ হিদাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে
যৌধমূলধনী
কোম্পানীগুলির
আর্থিক নীতি জেভাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়,
তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং
লভ্যাংশ বণ্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, (গুণকের ফলে)
আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

তাহা ছাড়া, ক্রেডাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চল্তি ও সঞ্চয়ী আমানত এবং তরলসম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিশ্বও ভোগব্যয় ও নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না।

পরোক্ষভাবে হইলেও, স্থদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। স্থদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজেদের লগ্নী হইতে বেশি আয় হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। স্থদের হার বাড়িলে বগুগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ ব্রাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি স্থদের হার প্রতিতে) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, স্পেরে হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি ক্য় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে পারে। আবার স্থদের হার কমিলে ক্রেভারা বণ্ডের জন্ম চাহিদা কমাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগ্যদ্রবাগুলির জন্ম চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে।

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও ইহারা বদলায় না বলিয়া অমরা ধরিয়া লই হতৈ পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল — ইহা ধরিয়া লইবার জন্ম আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বিদিয়া মনে করিয়া লই: নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে রার্ধক্য, অহস্থতা ও অন্থান্থ বিপদ আপদের জন্ম সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপত্তার (Social security measures)

মনোমত বিষয়গুলি
—স্বন্ধকালে ইহাবা মোটান্টি স্থিব ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।
দ্বিতীযত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভর করে, সমাজে
কিন্ধপ দ্রবাসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা
ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের

অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিশ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভৌগ কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছায়ত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে মাহাতে ভবিশ্যতে জীবনমাত্রার মান বাড়ান যায়। চহুর্থত, আর্থিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিশ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যস্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ম, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্ত কোন হত্ত্র ইতে টাকা পাওয়ার হ্রযোগ হ্রবিধা, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ-এর প্রয়োজন — এই প্রকার বিষয় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় য়ে, সঞ্লকালে ভোগপ্রবণতা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income: The Investment Function)

বিনিযোগ বলিলে বোঝা যায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকা লগ্নী করা। দমাজে পুরাতন কোন বগু, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইরূপ বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ টাকার লগ্নীতে নৃতন কর্মসংস্থান ও আয় স্পষ্টি হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, তাহাতে নৃতন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উত্তব হইলে অর্ধাৎ বর্তমানের তুলনার আয় ও

কর্মসংস্থানেব স্তব বাভিলে, তবেই তাহাকে বিনিযোগ বলা চলে। আবাব উৎপাদন, আয ও কর্মসংস্থানেব পবিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, এইক্লপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ কবিলে তাহাকে অবিনিযোগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সমযে, সমাজেব সবল উভোজ্ঞাবা মিলিয়া নৃতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটান, তাহাই মোট বিনিযোগ ব্যয়। এই বিনিযোগ ব্যয় বহু বিচিত্র প্রকাব শক্তিব শাবা প্রভাবিত হয়। উহাদেব মধ্যে প্রধান ক্ষেকটিকে

বিনিষোগ নির্ভব করে গনেক প্রকাবেব উপব : দ্হাদেব মধ্যে চুইটি

ু খণ্ডন কবা যাইবে না। যেমন, আমবা ধবিষা লইব সমাজে উল্ভোক্তাদেব সম্মুখে বিনিযোগেব স্থযোগ স্থবিধাব নিৰ্দিষ্ট

পূথক কৰিয়। ফেলা দৰকাৰ, তাহা না হইলে এই জটিলতা

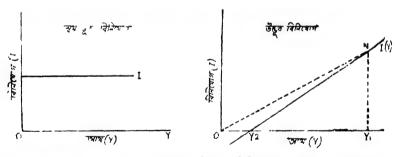
প্রধান একটি ধবন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি
নির্দিষ্ট (investment opportunities historically given)। আমবা
সল্পলবে অবস্থা বিচাব কবিতেছি, তাই ইহাও ধবিষা লইতে হইবে যে, সমাজে
মূলধন-সঞ্চযের পবিমাণ প্রযাপ্ত আছে।* এই সবল বিষয় মোটামুটি স্থিব ধবিষা
লইষা আমবা ছুইটি প্রধান শক্তি বাছিষা লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন
প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিষা আমবা বলিতে পাবি যে, সমাজে
বিনিযোগের পবিমাণ নিভব করে আয়ন্তব, মূলধনের প্রান্তিক কাষকাবিতা এবং
স্থানের হারের উপর।

কে) আযস্তবেব উপব বিনিযোগ কিন্ধপভাবে নির্ভব কবে, তাহা ব্রীতে হইলে বিনিযোগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা দবকাব: স্বযংভূত বিনিযোগ ও উদ্ভূত বিনিযোগ (Autonomous Investment and আযস্তবেব ডপব বিনিযোগ (Investment)। সমাজে কিছু পবিমাণ বিনিযোগ থাকে, যাহা আয-স্তবেব উপব প্রত্যক্ষভাবে নির্ভবশীল নয়। বিভিন্ন আযস্তবে এইকপ বিনিযোগ সমান থাকে, আবাব আযস্তব সমান থাকিলেও এইক্লপ বিনিযোগ পবিবর্তন হইতে পাবে— এই ধবনেব বিনিযোগ

শুলীর্ঘকালের বিশ্লেষণে কেইনস্ বলিবাছেন যে, বিনিবোগের উপর অস্তান্ত প্রভাব হাডাও, মূলধন সঞ্চয়েব পবিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তাব কবে। দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিবোগেব স্বোগ স্ববিধাব অভাব এবং অপর্যদিকে প্রভূত মূলধন পেখা দিলে মূলধনের অভিদীর্ঘকালীন জড়ত্ব (secular stagnation of capital) দেখা দেখা আবাব স্থার্ছ, বলেন, দীর্ঘকাল, সমাজে বিনিবোগেব পবিমাণ প্রধানত নির্ভবদীল আবর্ছির শারের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক্ষ। সরকার নৃতন কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভলোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে 'if public nvestments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.' অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তব রক্ষা করার জন্ম যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিয়োগ। সংক্ষেপে বলা চলে,

ষে বিনিয়োগের আয়ণত স্থিতিস্থাপকতা নাই (Incomeস্বায়ংভূত বিনিয়োগ ও
ভিছূত বিনিয়োগ
বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়ণত স্থিতিস্থাপকতা
আছে, (Income-elastic Investment function), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ।
নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে ব্যংভূত বিনিয়োগের
রেখাটি আয়য়য়য় রেখা অর্থাৎ Y অক্ষের সমান্তরাল,আয়য়য়য় বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।



ভানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেখাটি উছুত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উছুত বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণ কিভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক দারা যুক্ত (Functionally related), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। $\mathbf{OY_1}$ আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল $\mathbf{OY_1}$.

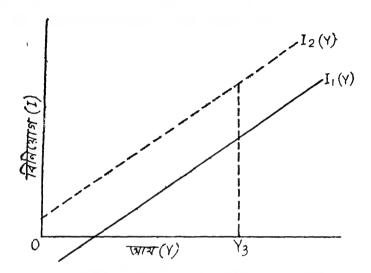
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের I(Y) রেখা হইতে আমরা ত্বইটি বিষয় জানিতে পারি: ইহারা হইল গড় বিনিয়াগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (average propensity to invest and marginal propensity to invest)। মোট আয় ও ঐ স্তরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা; ইহাকে আমরা I/Y রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় রৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার —এই ত্বই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা ঠা/ঠয় রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই ত্বইটি ধারণার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত গড় ও প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা এবং কংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অথবা হহাদের তাৎপর্য মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যেবিপাদনে নিযুক্ত হইতেছে প্রতিটি আয়স্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে

পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্ত পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতথানি উঠানামা (Fluctuate) করিবে ভাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা I(Y) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্তের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আয়ের স্তরেই উছুত বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাজিয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাজিবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্ম ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_{\nu}(Y)$ রেখা $I_{\nu}(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল। \bullet

^{*} বান্তবে অবশু এইরূপ না হওয়ারই সম্ভাবনা। আয়ন্তর কম পাকিলে প্রান্তিক বিনিযোগ প্রবণতা কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত কবা দ্রব্য ও উপকবণ এবং যম্নপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (idle capacity in the form of unused inventories and fixed equipment)। আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়ন্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, ছইটি উদ্ভূত বিনিয়োগের-বেপা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্ষেপে বলা হয় যে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক তথন non-linear হইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, স্থদের হার ব্রাস পাইয়াছে,



ভখন এইরূপ সম্ভব। মজ্রি ব্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি ব। টেকনোলজির উঃতি—যে সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিযোগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (shift parameter)।

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরূপে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা মূলধনের প্রান্তিক কার্য- করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের কারিতাও স্থাদের হার পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা বিনিয়োগপ্রবণতা ছুইটি বিষয়ের কার্যকল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাও স্থাদের হার।*

কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (investor) বিনিয়োগ করে কেন? ইহার কারণ হইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (return) পায়।

* এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, ক্ষের হার স্বাধীনভাবে নিরূপিত হুইতেছে (Independently given)। এই অবস্থার বিভিন্ন ক্ষের হারে যে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিরোগ ঘটবে তাহার তালিকাকে বলা হয় মূলধনের প্রাপ্তিক কার্বকারিতার তালিকা (Schedule of the Marginal efficiency of capital)। কোন ব্যাক্তর হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নৃতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বগু কিনিতে পারে। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া একমাত্র তখনই বিনিয়োগ করিবে যখন বগু হইতে তাহার

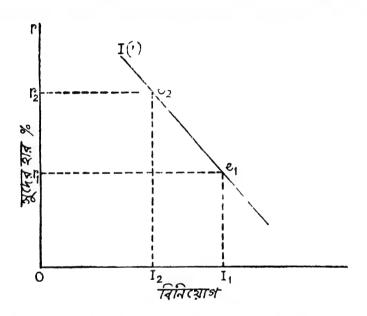
প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের কম হইলে চলিবে না অক্ষাত্র তথ্য বান্যোগ কারবে যখন বত হহতে তাহার আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত স্থদের হার হইতে বেশি; অন্তপক্ষে কম নয়। আয় একটি অবস্থার

কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-স্থল দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থদের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নৃতন মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিন্ধপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূলধনী দ্রব্যের নৃতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চল্ তি স্থদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিয়োগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

স্থানের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চিত্রটিতে আমরা ভূপমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্ব্রুখী অক্ষে হংদের হার পরিমাপ করিতেছি। $\mathbf{I}(\mathbf{r})$ হইল বিভিন্ন হংদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। হংদের হার \mathbf{Or}_1 হইতে বাড়িয়া \mathbf{Or}_2 হইলে বিনিয়োগ \mathbf{OI}_1 হইতে ব্রাদ পাইয়া \mathbf{OI}_2 হইতেছে। হংদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিতা কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের যন্ত্রের থোগান যত বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত ব্রাস পাইবে।
এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত
থ প্রান্তিক কার্বকাবিতার সম্পর্ক আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি হৈতে সম্ভাব্য
উৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার
সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে ব্রাস্থ
অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভ্যের ফলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ব্রাস পাইবে।



ইহা সকল মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I(r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের অুদগত স্থিডিস্থাপকতা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, হংদের হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহা দেখা শরকার। বিনিযোগেব স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় স্থানেব হাবে অল্প পবিবর্তন হবৈল বেদবকাবী উভোক্তাদেব বিনিযোগেব পবিমাণ কতথানি পবিবর্তিত হয়। এই স্থই পবিবর্তনেব হাবেব অনুপাতকে বিনিযোগেব স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বেব ছবিতে লক্ষ্য কবিলে দেখা বিনিযোগের স্থাপত যায় যে, বিনিযোগেব স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা যত কম গ্রহাকে বলে (more inelastic) I (Y) বেখাটি তত অবিকত্ব খাডা (steeper)। ইহাব স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি (more elastic), এই বেখাটি তত বেশি চেটাল (flatter)। ইহা আমবা সহজেই বুঝিতে পাবিতেছি। কথা হইল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডেও আমেবিকাম মূল্যনী যম্ব্রপাতিব চাহিদা স্থাপত হাবেব উপব কতথানি নির্ভব কবে। সাধাবণভাবে আজকাল মনে কবা হয়, এই দকল দেশে বিনিযোগেব স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবাব সম্ভাব্য কাবণ কি কি গ

যত কম সমযেব মধ্যে যন্ত্রপাতিব আয় হইতে উহ'ব যোগান দাম ফেবৎ
পাওযাব সম্ভাবনা থাকে স্থাবে হাবেব প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রেব জীবনকাস
যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়েব পবিমাণে উঠানামাব

দ্যোজাব পরিকল্পনা সম্ভাবনা তত প্রবস্গ, কাবণ বহু বিচিত্র ঘটনা ও শক্তিব
কাল
প্রভাব ইহাব উপব পভিতে পাবে। তাই স্থাবেব
হাবেব প্রভাব স্বাপিক্ষা বেশি।

যখন ফার্মগুলি নিজেদেব সঞ্চিত টাকা বা বিজার্ভ হইতে বেশি পবিমাণ বিনিয়াগ কবে তখন মূলধনী দ্রব্যেব জন্ম চাহিদাব স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাব কাবণ হইল যে, সাধাবণত উত্মোক্তাবা নিজস্ব টাকা খাটাইলে তাহাব উপব স্থদ হিদাব কবেন না। মনে কব, বগান্ধ হইতে টাকা ঋণ কবিয়া আনিলে যে-স্থদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়েব এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রম কবিয়া যে বেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই স্থদ বাদ দিয়াই নীট বেভিনিউ হিদাব কবা দবকাব। কোন ফার্মেব মালিক, যথেষ্ঠ হিদাবী হইলে নিজেব টাকা খাটাইলেও যে-স্থদ (Imputed interest) তাহাকে অন্তর্ত্ত উহা বাদ দিয়া নীট বেভিনিউব হিদাব কবিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা কবেন না। ফলে স্থদেব হাব পবিবর্তনেব উপর বিনিযোগেব পবিমাণে পবিবর্তন ততটা নির্ভর করে না, বিনিযোগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মজুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উছোক্তারা বিচলিত হন, কিন্তু স্থাপের হারে পরিবর্তনে ততটা বিচলিত হন না ।*

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে স্থদ পাইতে পারিত, উছোন্ডারা তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিয়া থাকেন।

বিনিযোগের হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বান্তব তাৎপর্য (practical significance) কমনয়। যদি সত্য সত্যই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে হদের হাবে পরিবর্তন আনিয়া চল্তি বিনিযোগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। হৃদের হারের নীতি বা হুলভ টাকার নীতি ইহার বান্তব তাৎপর্য (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় হুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষয় বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাম। নীতি নির্ধারণের সম্যে (policy consideration) তাই, অন্তান্থ যে-সকল শক্তিম্পানের প্রান্তিক কার্যকারিতার সম্প্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ত্মুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule—other than the Interest rate)

স্থদের হার ছাড়াও অন্থান্থ বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল স্থদের হারেই বিনিযোগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাও ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, স্থদের হারে পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার কবে, তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য কারতে পারি। কেইন্সের ভাষায় বলা চলে যে, উছোক্তাদের মনে মূলধনী সম্পত্তি হইতে

^{*} আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নির্দিষ্ট একই ব্যক্তি ব্যাস্ক ও ফার্মের মালিক থাকে। ফলে হৃদের হার বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে ভাহাদের লোকসান ব্যাক্তের মালিক হিসাবে পুরণ হইয়া যায়। ভাই হৃদের হার বাড়িলে ভাহারা ভভটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectations) পরিবর্তন আদিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আদিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মুনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়' বেদরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)

আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের হার: ভোগদ্রেবেরে চাহিদার স্তর এবং উহার গতিধারা (trend); মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের; আর্থিক মজুরির হার এবং অন্তান্ত উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত।

সংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাকৃতিক ক্রেতা-গোষ্ঠীর মনস্তম্ভ ; সরকারী আর্থিক ও কর্নীতি: রাজনৈতিক আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা (Labour Movements); সামাজিক আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুয়াসংষ্ঠ অন্যান্য প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া ও অপ্রত্যাশিত অন্<mark>ত কোনরূপ অবস্থা।</mark>

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার স্থবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভত এবং ; অংশত ইহা বাস্থ নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থকেরে আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিষ্যদাণী করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, এই উদেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা ষায় যে, বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকতর স্থবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইনুদ্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন, উচ্চোক্তাদের 'নার্ড ও হিস্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের 'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্স্)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগদ্রেবেরে জন্ম চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদা অনেক বেশি অনুজূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না।

তারল্যপছন্দ ও স্থদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয ও কর্ম সংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল স্থদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্ম সংস্থান নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের হুইটিই প্রভাবিত হয় স্থদের হার দারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে স্থদের হাব নির্দ্ধপিত হয় তারল্যপছন্দের তালিকার দ্বারা। স্তরাং এই তারল্যপছন্দ কিসেব উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন স্থদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে স্থদের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে। তাহা ছাডা ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্ম

বিনিয়োগের উপর শে হাবেব ও অন্ত: তাহা ছাড়া হহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রস্থ হইবে এইরূপ হাবেব ও অন্ত: তারলোব হিচার তারলোব বিচার তরল সম্পত্তিগুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত্ত স্থানের হারের সম্পর্ক, তারলাহীন সম্পত্তিগুলির দাম (prices

of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কম সংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্ম এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

ভারল্যপছন্দ কাহাকে বলে – "মজুড-প্রবণতা" (Liquidity Preference – the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving)
ও মন্তুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য

—ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক,
ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয়; অর্গাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই
সেই নির্দিষ্ট স্থারের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা,
ভোগব্যয় ৪০ টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে
সাক্ষয় কাহাকে বলে
থারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই।
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিম্বা মাছরের তলায়, ব্যাক্ষে
বা শেয়ার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের
পার্থক্যই সঞ্চয়।

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর মজুত হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজ্ত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজ্ত করা বলিলে আমরা বৃঝিব বিক্তি অতরল সম্পত্তিশুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না, নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে বয়ম না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজুত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে স্বদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত করার অর্থ ই হইল বয়তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (স্বদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত মনস্থাত্তিক।

মজুত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে স্থদ পাওয়া যায়, তাই স্থদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন স্থদের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, স্থদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম; আর স্থদের হার কম থাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্স্ বলিয়াছেন 'টাকার চাছিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন স্থদের হারে টাকার চাছিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার ক্রপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্ম অর্থাৎ তারল্যের জন্ম চাছিদা এবং টাকার

যোগান— এই ছুইয়ে মিলিয়া স্থদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে মজুত (hoarding) এবং টাকার প্রচলনবেগ (velocity of money), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ-ভাবে, কেইন্সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামস্তর হ্রাদ পাওয়া। স্বতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইবে মজ্তের বিভিন্ন কপ কি না তাহা নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদেব একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মান্তরের তলায় জমানো টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে সে অবশুই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাদের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্মই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কথনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যান্ধ-আমানতের ব্লপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল होका लात्क व्याद्ध क्रमा तात्थ. তবে উহার ফল थाताल ना-छ हहेत्छ लात्त । কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মজুত "provides the offsetting facilities for some other party.'' যুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাঙ্কগুলি এই টাকা বসাইয়া না রাথিয়া স্থদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আসিলে ব্যাক্ষণ্ডলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার স্থযোগ পাইতেছে না, ইহাও সম্ভব পর। এই সকল বিদ্ধাপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাম্বজি বলিতে পারি বে, ব্যাক্ষে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রান্ত হয় না া

^{*} তাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরপ ধারণা লোকের মনে থাকিলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয় কারণ চল্তি আয় হইতে বেশি অংশ বায় করাব ইচ্ছা থাকিতে পারে।

স্তরাং লোকের মন্ত্রত টাকা কোন্রূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচনা দরকার। কেইন্সই সর্বপ্রথম মন্ত্রের ধারণা লইয়া স্থদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে, মন্ত্রের পরিমাণ স্থদের দামস্তরের উপর মন্ত্রের প্রভাব পড়ে স্থদের হারের মাধ্যমে। কেইন্সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছায় করে করে করেপ পরিবর্তন আলিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার প্রচলনবেগ নয়। মন্ত্রের পরিমাণ লইয়া কেইন্সের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মন্ত্রত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে স্থদের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই, এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মন্ত্রত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের'

তালিকার সহিত হৃদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর

নগদপছন্দের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

যোগাযোগ ।

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা তরলরপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি হুদের হারে টাকার জন্ম মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। বিভিন্নন্দ চাহিদা থাকে এই মিশ্রিত চাহিদা ছুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিতঃ কে) বিনিময়ের মাধ্যমক্রপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে সক্রিয় ব্যালান্স (active balance), এবং (খ) মূল্যের ভাণ্ডারক্রপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিক্রিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমক্রপে টাকার চাহিদা হয় ছুইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডারক্রপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাদারির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি আলোচনা করা ষাউক্র।

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের শব্দ অধিবাসী একতে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। বংক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে: ব্যবদায়ীদের লেনদেনের অভিপ্রায় কালকে বলে ও কিলেব কেত্ৰেও টাকা লগ্নী করা এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হাতে পাওয়া, ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখিতে উপৰ নিৰ্ভৰশীল পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার জন্ম নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাপের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় দপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযাযী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য হাতে পাওযা ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারলপেছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রদক্ষে যাহা লক্ষ্য রাথা দরকার তাহা হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_t = f(Y)$; L_t হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং Yহইল আয়স্তর।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যথন তুলনামূলকভাবে আয়ন্তর, কর্মদংস্থান স্তর এবং দামস্তর উ^{*}চুতে আছে দেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে এই Lt বা লেনদেনের রাখা দরকার। আয়ন্তরই প্রধান শক্তি, যাহা সামগ্রিক টাকাতে কথন চাহিদাকে এবং ফলে সাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। প্রবিত্তন আমে স্থান্তরাং আমরা স্পষ্টই বৃঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত টাকা আয়ন্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আলে অনেক কারণে, যেমন. ব্যক্তির মনে ভবিশ্বৎ আয়ন্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও থরচার মধ্যে প্রচলিত সময়ের ব্যবধান পাণ্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার স্থাবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে।

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছন্দের আর একটি কারণ হইল যে. অধিবাসীদের সর্বদা আকস্মিক ও অচিন্ত্যপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া ভোলা যায় এইক্সপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তর্ল টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছ দাবধানতার অভিপায় টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভরশীল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় স্থলভ মূল্যে বা নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্তানীয় কোন বিপদ আপদ আদিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সম্ভায় কাঁচামাল কেনার স্থযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর– কারণ এই স্বল আমুষ্দ্রিক ব্যয়গুলি (incidental expenses) আয়ন্তর বাডিলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়ন্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমর্য এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, $\mathbf{L}_p = \mathbf{f}\left(\mathbf{Y}\right)$; \mathbf{L}_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিগ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে বক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার স্থাবিধা ও

তরল টাকা হাতে রাখার খরচা (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আদিলে।

রক্ষিত টাকাকে কেইনৃস একই এবং সাবধানতার জগু শ্রেণীভূক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জ্ঞ চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিযাদাণী ইহাদের একই শ্রেণীতে করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের ধরা হইয়াছে কেন মাধ্যমক্লপে গণ্য করা দস্তব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা ফদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইছা আমরা দেখিতে পাই। স্থানর হার বাড়িলে বা বণ্ডের দাম কমিলে এই ছুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না, মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। স্থাদের হার 1% বাড়িলে দকে দঙ্গে এই ছুই উদ্দেশ্যে লোকে কম টাকা হাতে রাখিয়া বেশি বতু কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার স্থানর হার 🗽% কমিলে বগু বিক্রুয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিস্তু এই ছুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাথার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে স্থদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদাব (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

ততীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়দ্ধপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দব্ধনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে. কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয় গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, স্থদের হারে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিযোগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিশ্বতে স্থাদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে দীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে क्ट(मत होत 4%, এक व्यक्तित निकटे 1000 ट्रांका चाटह। या এই ट्रांका मिया কিছু বতু কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া দে এই 1000 টাকা অলম অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে; ইহাতে দে স্থা হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজায আছে, এই অবস্থাকেই **সে** তুলনামূলকভাবে স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। মনে কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, স্থদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বণ্ড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাৎস্ত্রিক আয পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0.05)। ইহার ফলে ব্যক্তিব 200 টাকা মুলবন বাঁচিয়া গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় ভাহার পক্ষে এই অবস্থার স্থােগ লওয়া সম্ভব হইল। এইক্লপে ফাটুক। নিযােগের অভিপ্রায়ে লােকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বো^{রা} যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন আদে স্থদের হারে পরিবর্তন আদিলে, ইহাকে তাই স্থদের অপেক্ (function of rate of interest) বলা চলে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_a = f(r)$. কেইনুদ টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা স্থদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে ধুবই অনুভূতিশীল।

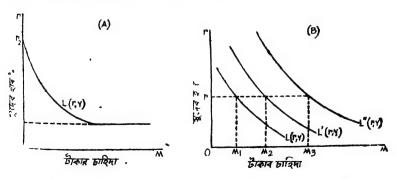
নগদপছন্দের ভালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

বিভিন্ন স্থানের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলন্ধপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আযন্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহিদা স্থদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে (inversely varies with the interest rate)। স্থতরাং নগদ পছন্দ হইল স্থদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা স্থদের হারের উপর নির্ভর্নীল (is a function of the interest rate), স্থদের হার বাজিলে

ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্থাদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়ে। ইহার কারণ হইল স্থাদের হার কম থাকিলে নগদ বা তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া বাখিতে কাতর হয় না। স্থাদের হার যত বেশি বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা ধাব দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতবল সম্পত্তিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে

কোন এক বিশেষ আযন্তবে এই নগদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ স্থদের হাবেব সহিত নগদপছন্দেব অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) খামবা নিচের বেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পাবি:

পাবিবে।



উপরের (A) চিত্তে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল স্থদের হারের হ্রাসমান

অপেক্ষক (a decreasing function of the rate of interest or $\delta L/\delta r < O$)। কম স্পের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি স্পেরে হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি স্পেরে হারে, নগদ পছন্দ রেখার (যমন, r_2 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) মার্ডি কিরূপ ও কেন মার্ডিই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বম্থী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে L(r,Y)=O. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্ম লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার উপর স্পন্দ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, খুব কম স্পের হারে, যেমন r_1 -এ টাকার চাহিদারেখা ভূসমান্তরাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম স্পের হারে তারল্য পছন্দের স্পেশত স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন স্পের হার খুব কম তখন লোবে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায়; স্প-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার স্থাধা অনেক বেশি।

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্থানের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে — OM_1 , হইতে OM_2 , OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। স্থানের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে হারে, যদি আয়ন্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত আয়ন্তরে লোকের। সক্সেমিলিয়া পুরাণো স্থির স্থানের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে।*

কেইন্সের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা L(r,Y) রেথা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া স্থাদের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে Mরেথা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধবিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আর্থিক

কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি
অনুযায়ী। ইহা স্থদের হারের অপেক্ষা রাখে না, তাই

১ ও M-এর ঘাত
প্রতিঘাতে স্থদের
ভাব দ্বির হয়
ভাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা

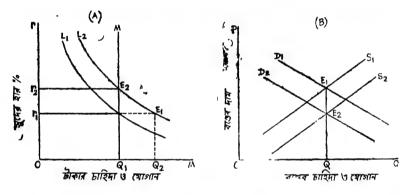
বামে সরিলে টাকার যোগানে হ্রাস বোঝা যায়। M রেখার অপসরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, ্যমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঋণ-নিযন্ত্রণের অন্যান্ত নাতিসমূহ।* পূর্বপৃষ্ঠার চিত্তে r_o হইল ভারসাম্য-স্থদের হার; টাকার চাহিদা রেখা L(r,Y) এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান রেখা M—এই উভয়ের ছেদবিন্দতে এই স্থানের হার পাওয়া যাইতেছে। এই স্থানের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উ \pm যেই OM. যদি বিভিন্ন স্থাদের হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায তবে তারল্যপছন্দের রেথা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেথা $\mathbf{L_1}(r,\mathbf{Y})$ দেখা দেয। এই অবস্থায় স্থদের হার কমিয়া আদে, নৃতন ভারদাম্যের স্থদ r1 পাওয়া যায। টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছনদ বদলাইলে সদের হারে পাববর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ কমিলে স্থানে হার বাভিবে এবং বাভিলে ইহা কমিবে। আমর। মোটামটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারসাম্য স্থাপিত হয় সম্যের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time) | ভাবসাম্য স্থানের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝা যায়যে, লোকের আব নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাডাইবার বা কমাইবার কোন কোঁকে নাই। বৰ্ণ বিক্ৰয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তির

কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

^{* &}quot;Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M function might simply be considered a matter of central bank decisions. If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

[†] ইহাদের সামঞ্জস্ত্রসাধনকারী শক্তি হইল dr/dt=f(L-m)। ইহাদের মধ্যে dr/dt
ইইল স্থানের হারে পরিবর্জন এবং L-m হইল টাকার চাহিলা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ।
ভাবসাম্যের স্তরে L(r,Y)-m=O, অর্থাৎ যেগানে আর্থহীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের
পরিমাণ এবং আ্যুমীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বণ্ড)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ
পরিবর্জনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদপছন্দ ও স্থদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদপছন্দ কমিয়া গেলে স্থদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম স্থদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বগু বা সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপন্তি আর ততটা তীব্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান M_k নির্দিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2 -তে বৃদ্ধি পাইলে স্থদের হার



- r_1 হইতে r_2 হইয়াছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিছেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি স্থদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুতকারীরা (marginal hoarders) নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিনে, অতরল সম্পত্তি ক্রয় করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 স্থদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা Q_1 Q_2 বেশি। এই স্থদের হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আসিতেছে না। একমাত্র বর্ধিত স্থদের হার r_2 -তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দৃতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2 , অর্থাৎ Q_1 E_2 হইলে ভারসাম্যের স্থদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1 -এ কমিয়া গেলে স্থদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।
- (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিন্ধপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া স্থদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বার্ডিয়া

মাওয়ায় বণ্ডের জন্ম চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাথা স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা S_1 হইতে স্থেদের হারে পরিবর্তন পরিবর্তন আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির বাজারে তিহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বণ্ডের দাম হ্রাসের অর্থ ই হইল স্থাদের হারে বৃদ্ধি। এইন্ধপে টাকার চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিন্ধপে স্থাদের হারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনের স্কান্ম হারে পরিবর্তনের স্কান্ম

স্তরাং কেইন্দের মতে, ভারপাম্য স্থদের হারের শর্ভ হইল $M=M_1+M_2=L_1$ $(Y)+L_2$ (r). টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চল্তি বাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা (L_l+L_p); M_2 হইল ফাটকাদারির টাকার যোগান ও অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, L_1 (Y) হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়ন্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং L_2 (r) হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, স্বদের হারের উপর নির্ভরশীল। তারল্যের এই সমীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কির্মাণে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্তুতে স্বদের হার নির্ধারিত হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ: ক্লাদিকাল ও নয়াক্লাদিকাল ধারণা (Savings and Investment: Classical and Neo-Classical doctrines):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল হুণের ধার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মগংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ঠিক সেইক্লপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার ধাসকাল ধারণা কিরূপ ছিল ঘাত প্রতিঘাতে হুদের হার স্থির হয়। চল্তি হুদের হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের

পরিমাণে পরিবর্তন আদে, ঠিক যেমন ভারদাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আদিলে

বোঝা যায যে, দ্রব্টব যোগান ও চাহিদায ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীবা মনে কবিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিযোগে ভাবসাম্য আসাব পঞ্চে দেশেব আযন্তব স্থিব থাকে, অথবা আযন্তবে পবিবর্তন না ঘটাইয়াই স্থাদেব হাব সঞ্চয ও বিনিযোগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদেব ভাবসাম্য স্থাপন কবে।

স্থে-ব নিষম (Say's Law) আলোচনা কবিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজেব চাহিদা স্থাষ্ট কবে, এই কথা বলিলে সঞ্চয ও বিনিযোগ স্বদা আপনাআপনি স্মান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়.

ক্ষেব বাজাবেব নিযম হহতেই আমবাহহা

ভানিতে পারি

বিস্ত বিরূপে ও কোন্ পথে ইহাদেব ভাবসাম্য আসে তাহা আমবা জানিতে পাবি না। ক্লাসিকাল তত্ত ধবিয়া লয যে, চলতি হৃদেব হাবে যত খুশি বিনিযোগ বৃদ্ধি কবা চলে, বিনিযোগেৰ স্থযোগেৰ কোন অভাৰ নাই, এবং স্থাপেৰ

হাবে পবিবর্তনেব ফলে সঞ্চযে বিপুল পবিবর্তন আসে।

স্থাদেব হাব বাডিলে সঞ্চ বাডে, এবং ইহাকে লগ্নী কবাব অফুবন্ত স্থাোগ থাকায় স্বটাই বিনিযোগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বে নিহিত ধাবণা (implied idca) হইল, স্ক্ষাধিক্য (over-saving) বা বিনিযোগাধিক্য (over-investment) বলিয়া বিছু থাকিতে পাবে না।

অপ্রপক্ষে, সঞ্চ্য যদি নিভব কবে আয়স্তবের উপর, তবে স্থাদের হারের স্হিত স্ক্ষেব সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চলতি স্থদ্ব হাবে বিনিয়েণিৰ সুযোগ (investment opportunities) যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে বিনিনোগেৰ সুদগত নির্ভরশীলতা আমবা মানিয়া লইতে পাবি না। যদি আমবা মানিয়। লই যে, সঞ্ষ ও বিনিযোগ উভয়ই আয়ন্তবের উপর নির্ভব

সঞ্য ও বিনিয়োণ উপব, স্থদের ২।/ ব

ডপব নয়

কবে, স্থাদেব হাবেব উপব নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে াক্ষ্ম ব্যান্ত্র। নিভব কবে আয়স্তাব্য তাব্তম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব ন্য। যেমন উচ্চ আয়-সম্পন্ন দেশগুলিতে আয এত বেশি যে সকল সঞ্চয বিনিযোগেব উপযুক্ত স্থােগেব অভাব দেখা যাইতেছে।

এই আয়ন্তবে হদেব হাব যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয ও বিনিযোগে ভাবসাম্য আনিতে পাবিতেছে না।

ন্যা ক্লাসিকাল একণল লেখক, যেমন, উইক্সেল, মাইনেস্ হাযেক, প্রভৃতি এই সম্পর্কে একটু নূতন ধরনের আলোচনা করিযাছিলেন। ইহাদের মতে সমাজে অর্থ নৈতিক সংকটেব কাবণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্যেব কমতি (under saving)। এই কথা বুঝাইবাব উইকসেলেব তত্ত্ব :

শ্বাভাবিক" স্থদেব হাব

জন্ম তাহাবা স্থদেব 'স্বাভাবিক হাব' (Natural rate) এবং 'বাজাবেব-ছাব' (Market rate) সম্পর্কে আলোচনা কবিযাছেন। স্থদেব 'স্বাভাবিক হাব' বলিলে বোঝা যায

এমন হাব যাহাতে দেশেব সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তব পবিবর্তিত হয না। আবাৰ ৰাজাৰী স্থানৰ হাৰ হইল দেশে চন্তি স্থানৰ হাৰ, টাকাৰ বাজাবেব অবস্থাব উপব এই হাব নির্ভব কবে। যথন দেশে এই বাজাব হাব ও স্বাভাবিক হাব সমান থাকে তথন সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান হয়, দামন্তব অর্থাৎ টাকাব মূল্য অপবিবৃত্তিত থাকে, পেশে আর্থিক ভাবদাম্য বজায় থাকে। "স্বাভা বিক স্থাৰে হাব" ব্যাখ্যা কৰা বিশেষ অস্ক্ৰিবাজনক, কাৰণ বিভিন্ন লেখক এই বাৰণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কবিষাছেন। তবে মোটাসুটি ভাবে, মূল্যনী দ্রবের উৎপাদন-ক্ষমতাৰ ভিন্তিতে মুনাফাৰ যে হাব (rate of profit determined by the

productivity of capital), তাহাকেই স্থাপৰ 'সাভাবিক মুদেব স্বাভাবিক হাব" কাহাকে বনে

হাব' বলা হইষ। থাকে। 'সাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বাজাব' হাব ইহা হইতে পুথক হইলে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামন্তব স্থিব থাকিবে না এবং সঞ্চয ও

বিনিযোগেব ভাবদাম্য বিচ্যুত হইবে।

উভযেব তাবতম্যেব ফলে আর্থিক ভাবদাম্য হইতে কিন্তপে বিচুতি ঘটে তাহা আমবা আলোচনা কবিতে পাবি। স্থদেব 'বাজাব-হাব' যথন উহাব 'স্বাভাবিক-হাব' হইতে কম থাকে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি কবা লাভজনক হইযা উঠে, কাবণ ঋণেব দাম অপেক। যন্ত্ৰপাতিব প্ৰতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ

বুদ্ধি পায এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধিব গভি দামস্তাব ডঠানামা থামিয়া যাইতে পাবে, যদি ভুল ব্যাঙ্কিং নীতিব ফলে স্থদেব কেন হয বাজাব-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয

কবিতে না থাকে। সঞ্চয়েব ঘাটু ত ((under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেবা যদি বর্তমানেব ভোগ হইতে বিবত থাকিযা ব্যাঙ্ক বা মুলধন-বাজাবেৰ মাধ্যমে উৎপাদকদেৰ মুলধন-যোগান অব্যাহত না বাথে, তবে নিশ্চষ সংকট দেখা দিবে। ভোগবিসাদী জনদাধাবণই তাই সংকটেব জন্ম দাযী, বিনিযোগকাবীবা তো বিনিযোগেৰ জন্ম দৰ্বশা প্রস্তুত হইবাই আছে। বাজাবে

স্থদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-স্থোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্সীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, স্থদের 'সাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। এই তত্ত্বের ক্রাটি

যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'স্থদের সাভাবিক হার' শতকরা ৩ টাকা; নৃতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী স্থদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দর্রুণ স্থদের বাজার-হার শতকরা ২ ই-এর কম কথনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নৃতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই কারণেই, 'স্থদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসামাহীনতা (Monetary disequilibrium) ব্যাথন করার কাজে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের শক্ষ্য সন্মুথে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে হানেও কম আছে—এইক্লপ অবস্থাতেও 'হলের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্ম উত্যোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী হুদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইনুস্-ই প্রথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করিয়'ছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রভ্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর কেইন্সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে তাহা সম্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে. 'স্বাভাবিক হার'কে কিন্ধপে বাড়ানে। যায় বা 'বাজারী হার'কে কিন্ধপে কমানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্সীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব করার পূর্বে আমর। আর এবটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্চয়াধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাট্তির তত্ত্ব (Theory of over-saving or under-consumption)। তই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্সন (Hobson)। ম্যাল্পাস, দিস্মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ সঞ্চাধিক্যের বা ভোগঘাট্তির তত্ত্ব

বিষয়ের দর্ষণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে ভোগব্যের বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দর্ষণ ক্রমাগত মূলধন-সঞ্চয় বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময় বেকারি শৃষ্টি হয়।

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্সের তত্ত্বকে গড়িয়া তুলিতে হব্ সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন-গঠন এই তব্বের শুক্ত্ব করের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত প্রপ্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বন্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্ সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়তি সঞ্চয়কে বাড়তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাথা। ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্সন্মনে করিতেন যে, হুদের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্সন্ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্তু নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্তু, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যন্ত্রের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের হ্রযোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্থাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার হ্রযোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্সীয় ডম্ব (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

থেমন, বিভিন্ন দামে জ্রুগেব পবিমাণ ও বিক্রুথেব পবিমাণ উভ্যেব ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যেব বাজাবে ভাবসাম্যেব দাম নির্দিষ্ট কবে, ঠিক সেইক্লপ কেইন্সেব মতে বিভিন্ন আয়ন্তবে সঞ্চয়েব পবিমাণ এবং বিনিয়োগেব পবিমাণ উভ্যেব মিলিত প্রভাবে সামগ্রিকভাবে দেশেব অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ভাব-সাম্যেব আয়ন্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামাব মাধ্যমে যেমন দ্রব্যেব যোগান ও চাহিদার ভাবসাম। থাকে, ঠিক সেইক্লপ আয়ন্তবে উঠানামাব মাধ্যমেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভাবসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিষ্ঠি

আযন্ত ব পবিবর্তন ইহাদেব ভাশসামে কইয়া তাসে সঞ্চৰ ও বিন্যোগে ভাৰসাম্য গাড়্যা ডুঠে। প্রাতাট সমযেৰ ক্ষণ বিন্দৃতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যেৰ বাশাৰে ভাৰসাম্য ৰহিয়াছে, ঠিক সেইৰূপ কোন

এক বিশেষ ক্ষণে সমাজেব মোট সঞ্চয ও বিনিযোগও সমান ভাছে। ইহাবা ক্ষণ-বিন্তুত সমান, বিস্তু আযস্তবে পবিবর্তনেব প্রভাবে স্পানিষতই পবিবর্তিত হইতেছে, নতন আযস্তবে ইহাদেব পুনবায ভাবসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহাবা তাই সর্বদা সমান, কিস্তু একবাব অসমান হইলে আযস্তবে পবিবর্তনেব মধ্য দিয়া আবাব পবস্পাবেব সমান হইযা পড়ে। আমবা তাই ইহাদেব ছুই দিক হইতেই আলোচনা কবিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহাবা সমান (accounting equality) এবং পাবস্পাবিক নির্ভ্বশীলভাব দিক হইতেও ইহাবা সমান (Functional equality)।

হিসাবেব দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজেব মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিযোগ স্বদা স্মান। যে কোন আয়স্তবে ইছা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়েব সিদ্ধান্ত ও বিনিযোগেব সিদ্ধান্ত স্মাজে পৃথক ব্যক্তিবা গ্রহণ কবে তবুও ইহাতে কোন ভল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদেব স্মান বলিলে ঠিক বলা

হয় না, ইহাবা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে ছুই দিক হিদাবের দিব ভইতে ইহাবা গ্রাভন ইহাবা গ্রাভন ইভাবা গ্রাভন

ব্যযেব পৰিমাণ সমান, ইহাৰা একই, ছই দিক হইতে একই বিষ্যেব প্রতি দৃষ্টিপাত। ভোগৰ য ছাডা সমাজে যে-ব্যম হয় তাহাকেই আমনা বিনিযোগ-ব্যম বা বিনিযোগ বলি, ভর্থাৎ $\mathbf{I} = \mathbf{Y} - \mathbf{C}$. আবাৰ আয় হইতে ভোগ-ব্যম

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ S=Y-C. স্তরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলেঃ

উপরের হিদাবে দেখা যায়, দঞ্চয হইল আয—ভোগব্যয়, এবং বিনিযোগও হইল আয়—ভোগব্যয়, তাই দঞ্চয ও বিনিযোগ পরস্পর সমান। ইহাবা দংজ্ঞাগত ভাবেই দমান (ex definition α), ঠিক যেমন, MV ও PT পরস্পর দমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ঠ করা হইয়াছে যাহাতে ইহাবা দমান হয়। মোট ব্যয়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (C) ও বিনিযোগব্যয় (I); আবাব আযের (Y) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় করা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিযোগ ব্যয় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে।

একটি বিষয় মনে রাখা দবকাব। সঞ্চয় ও বিনিযোগেব এই হিসাবগত
অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিযোগেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
ইহারা পরস্পর সমান—এই কথা চিন্তা কবা বা ধারণায় আনা অস্থবিধাজনক, যদি
আমরা ভুল কবিয়া কোন একটি ব্যক্তিব দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন,
সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পবিমাণ বিনিযোগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয
করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের
সামগ্রিক দৃষ্টিতেই
ইহাদের সমতা সম্ভব
উহা তপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ

একজন ব্যক্তি নিজেন দঞ্চয বাডাইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্তের আয় ও দঞ্চয় উভয়ই বম হয়। তাই নিজে দঞ্চয় করিয়া দে সমাজের মোট দঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পাবে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আবও 10 টাকা বেশি দঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে দঞ্চয় বাড়ানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-দকল জিনিস সে কিনিতেছিল, দেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদেব এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। দঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পাব দমান বহিল, শুধু আয়ন্তব হ্রাস পাইল।

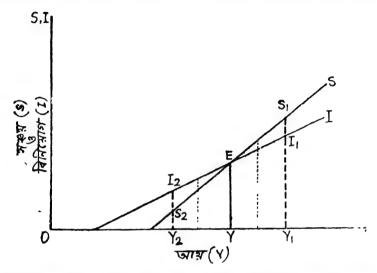
সঞ্চয় ও বিনিযোগেব এই সমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে
দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাঁছারা সঞ্চয় বাড়ানোকে
ব্যক্তিগত ভণ কিন্তু
সামাজিক দোষ
ব্যক্তি প সমষ্টি উভয় দিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা
করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্স্ দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে
যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে।
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক
আয় ও কর্মসংস্থানস্তর ব্রাদ পায়।

তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুব্ই
দীমাবদ্ধ। দঞ্চয় ও বিনিয়োগে কিরূপে দামঞ্জস্ম আদে, দেই পথ বা ধারার
(adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে
আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা দামঞ্জস্ম দাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার
সমান ধরিলেও ইহাদের
(tool of static analysis)। দঞ্চয় ও বিনিয়োগের
পরস্পরবিরোধী দিদ্ধান্ত কিরূপে গতিশীল ধারার দামঞ্জস্মে
পৌছে দেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে।
ভাই আধুনিক কালের আয়তত্বে ইহাদের গতিশীল (dynamize) করিয়া ভোলা
হইয়াছে। নিশ্চল ও নিক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রোণদান করিয়া সচল ও স্ক্রিয় করিয়া
তোলা হইয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship)
বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয়
একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইক্রপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান
হইবে ভারসাম্যের আয়স্তরে (at the equilibrium level of income)।
যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে
পারে, ঠিক সেইক্রপ ভারসাম্যের আয়স্তর বজায় না
থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।
দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইস দাম,
সেইক্রপ এইক্রেত্রে উহা হইল আয়স্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও
আয়স্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয়
এবং লম্ম্বী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ কর। হইতেছে।

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা S নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর Y_2 থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ I_2S_2 বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,



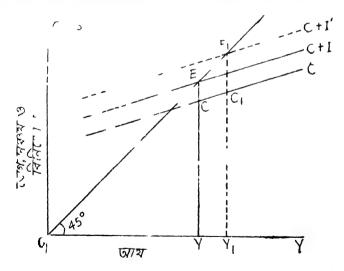
কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাণত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পৌছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োণ পরস্পর সমান থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পর সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY₁ থাকিলে বিনিয়োণের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, দঞ্ষয় ও বিনিয়োগকে এইরূপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ

বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of marges পরিবর্তন করণে ইহাদের income)। আয়স্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সামঞ্জস্ত ঘটায় সল্লে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়স্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়স্তর কমে। সঞ্চয় ও

বিনিযোগ সমান একমাত্র ভাবসাম্য-আ্যেব স্তবে, যেথানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তবে পবিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পবিবর্তনের পথ মন্ত্রণ কবিয়া বাথিয়াছে, ইহাদেব পবস্পাবকে সমান কবাব অবস্থা প্রতি মূহুর্তে স্ফটি কবিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চয ও বিনিযোগকে প্রভাবিত কবিতে গিযা, সেই কাজেব মধ্য দিযা সমাজের আযস্তব নিজেও ইহাদেব দাবা প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। কির্নুপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহাব বিপবীত সঞ্চযপ্রবণতা) এবং বিনিযোগআবাব সঞ্চয প্রবণতা উভয শক্তি মিলিয়া আযস্তব নির্ধাবণ কবিতেছে পর্বির্দেশ আযস্তব ধনবিজ্ঞানেব ভাষায বলা চলে যে, সমাজেব ভোগ ও নিধাবণ কবে বিনযোগকে স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (in lependent variable) এবং আযস্তবকে অপবপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (dependent variable) হিসাবে গণ্য কবিয়া আলোচনা কবিয়া দেখা যাউক। কেইন্সেব মত অনুসাবে আমবা স্কল্পকালে ভোগপ্রবণভাকে অপবিবর্তিত ধবিয়া লইতেছি; এই অবস্থায় বিনিযোগপ্রবণভাষ পরিবর্তন কিন্ধপে আযস্তবে পবিবর্তন ঘটায়; নিচেব ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।



লম্বম্থী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিযোগ এবং ভূসমান্তবাল অক্ষে আয় পবিমাপ কবা হইতেছে। C বেথা হইল ভোগবেথা, উহাব উপরে C+I রেথা হইল ভোগ ও বিনিযোগের সন্মিলিত বেথা। প্রভিটি আযন্তরে

সেই স্থরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই ছুইটি রেখার লম্বয়খী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দ্রত্ব অনুষায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি। উপরের ছবিতে C রেখা ও C+I রেখার দ্রত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরনের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্প্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45°

রেখাটির সহিত E বিন্দুতে মিলিত হইতেছে, OY হইল
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগউভরের সমতার বিন্দুতে
ভারসাম্যের আয়
দেগা দেয়
ব্যয় করিতে চায়, এই ছুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের

আয়—্যে-আয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহ। বাকি থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়ে করে। অর্থাৎ এই ছই বিন্দুতে মোট ভোগ্যদ্রব্যে বয়েরর পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়েরর সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ য়তক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, য়খন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে YC+CE=YE; অর্থাৎ ভোগবয়য় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ)=মোট আয়।

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নৃতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেথাকে E_1 বিনিয়োগের পরিবর্তনই বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নৃতন বর্ধিত আয়ন্তর তারে পরিবর্তন ঘটায় OY_1 পাওয়া যায়। এই নৃতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নৃতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পার সমান। অপসরণশীল ভারসাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1 , ইহারাই আয়ন্তরে পরিবর্তন প্রমাণ ক্ষরকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়ন্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি।

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়স্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক: গুণক ভশ্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Incomelevel: the multiplier):

বিনিযোগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়;
বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর
করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের
গুণক (Income Multiplier); আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানের যতগুণ মোট
কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)।
আনেক সময় ইহাকে বিনিযোগের গুণক (Investment Multiplier) বৃদ্ধা।

গুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্তি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নৃতন ভাবে l লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল।
যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্ম l লক্ষ টাকা খিনিয়োগ করা হইল।
গ্রেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্ম l লক্ষ টাকা খিনিয়োগে পরিমাণে ব্যায়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্ম বিনিয়োগে পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার দ্ব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের আয বাড়াইয়া তোলে জন্ম এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্ম সংস্থান ও আয় স্থায়ি হইল এবং অন্যান্থ উপকরণের মালিকদেরও আয কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। l লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় l লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু আয়-প্রসারের ধারা এই স্তবে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া স্বটা সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের গুণক নির্ভব করে সমস্টটাই সঞ্চত হইযা যায় তাহা হইলে সমাজে ওই প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপব 1 লক্ষ টাকাব-অধিক মোট আয় স্পষ্টি হইতে পারিল না; আয-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল 1 (K=1), অর্থাৎ দুতন বিনিযোগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, ইহার বেশি নহে।

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দক্ষন যাহারা একলক টাকা নৃতন আয়

ছিসাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ্টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেতাদের নৃতন আয় ফাষ্ট করিল। ভোগদ্রব্যের বিক্রেতাগণ সেই নৃতন আয় ফাষ্ট স্বরটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রেয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের 1 লক্ষ্ট টাকা নৃতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্রামের আয় হয়, শ্রামের ব্যয়ই যত্বর আয়, যত্বর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। মদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এই এক লক্ষ্টাকার সম্পূর্ণ টাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্বষ্টি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি, সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অথাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($\mathbf{K} = \infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ্ণ টাকা যাহাদের আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ বায় করিল, এই বাষ আবার অন্সের আয় স্থাষ্ট করিবে; তাঁহার৷ আবার তাঁহাদের বাধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয় ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাণত স্ষষ্ট হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নতন আয় স্বাষ্ট্রর পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আর নূতন আয় স্ষষ্টি হইতে পারিতেছে না, দেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে স্ট্র প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বহুক্ষণ বেশি আয় স্ট্রেকরিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছু ভিলে জলে চক্রাক্ততির ঢেউ-এর স্বষ্ট হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে সেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলন্তরে উন্তালতার স্পষ্ট করে। সমাজের অর্থ নৈতিক দেহে নৃতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্ম সংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নৃতন আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউ স্বাষ্ট করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থ নৈতিক কাজকমে র স্তরে উত্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে শিলাইয়া যায়।

স্তরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta 1}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তন (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যয় হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় স্থাই করে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ আয় স্থাই করে। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল 2; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ হইলে গুণকের আয়তন 4।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নৃতন 100 টাকা আয়ের 80 টাকা যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাকা সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{8}$ হুইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{1}{8}$ গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, K=1/S ; K হুইল গুণকের আয়তন এবং S হুইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ; উপরের উদাহরণে $K=1/\frac{1}{8}$; \therefore K=5.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমরা জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা যোগ করিলে 1-এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{2}$ ইলৈ ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{2}$, উভয়ে মিলিয়া পূর্ণদংখ্যা 1; এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা m হইল= 1-S=1-1/K. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিয়াছি $\frac{1}{2}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{2}$. এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m, $K=1/1-\frac{1}{2}$, $K=1/\frac{1}{2}$, অর্থাৎ K=5. আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে m বা S জানিতে পারি।

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নৃতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়স্তর বৃদ্ধি পাইল5000, অর্থাৎ, ১Υ=K8I. বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যখন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয় : বিনিয়োগ কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান ধনাত্মক গুণক কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative Multiplier) বলা হয় । গুণক 5 হইলে 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে ; ঠিক সেইক্লপ 1 লক্ষ টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হাস পায়।

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে আয়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কমাইয়া দেয়; স্থতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে গুণকের নিজেরই প্রণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার, ঝণাত্মক শুণকের কার্যকারিতার সমযে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিযোগের পরিবর্তন সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার আয় স্পষ্ট করিলে এবং পরবতীবারে (f প্রান্তিক ভোগ-গুণক কাল বা প্রবণতা থাকিলে) ৪০ হাজার টাকার নৃতন আয় স্পষ্ট করিবে, ইহার পরবর্তীস্তরে 65 হাজার টাকার নৃতন আয় স্পষ্ট করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-স্কৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে অক্সান্থ বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হ্রাদের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period) বলা হয়।

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় ধারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিন্তুসমূহ" -(Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের দর্শণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নৃতন আয় যাহাদের
হাতে আদিল তাহারা উহার সাহায়ে পুরানো ঋণ পরিশোধ

হিছসমূহ
করিতে পারে, (খ) আয় রদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি
পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে,
(গ) বিদেশী আমদানি-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,
থে) দামবৃদ্ধি হইতে পারে।
যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগদ্রেব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগদ্রেব্যের উৎপাদন কমিবে।
উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, য়থেষ্ঠ পরিমাণে
আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।

অন্ত্রত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাষ্ট্র কর্তৃ কি বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মূলধন তুলিয়া

অনুত্রত দেশ ও
লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত,
গণক প্রভাব
দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম

থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাগুদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় স্পষ্টি করিতে পারে না।

ত্বৰ তত্ত্ব (Acceleration Theory):

সমাজের ভোগবায়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ স্বয়জ্বত

রপ্তানি ২২তে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির স্থায় কাজ করে, এবং
দেশের আয় ও কর্মসস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তনীণ বিনিয়োগেরই স্থায় । রপ্তানির
উপর বিদেশায়দের বায় বপ্তানি দ্বো নিযুক্ত এমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়,
ভাহাদের সেই আয় পুনরায় বায়িত ইইয়া দেশে নূতন আয় স্বাষ্ট করে, মোট আয়-স্বাষ্টর পরিমাণ
শুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে । আমদানীকে "ছিড্র" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক
সক্ষর-প্রবণতার (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক পরিমাপ করা
চলে । অর্থাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিয়লিথিত স্ত্রন্থারা হিসাব
করা বায়ঃ

আভান্তরীণ আয়ে পরিবর্তন = রপ্তানিতে পরিবর্তন × — সঞ্জ + আমদানি-প্রবণ্তা

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্সান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থারক্ষা বা অন্থান্থ কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন. দুই প্রকার বিনিয়োগ যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি; অথবা নৃতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওযা যাইবে এমপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (ষেমন আয়ন্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সেই জন্য থাকায় উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়; আবার ভোগ্যন্তব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী ত্বণসহগ বা ত্রক পাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কাহাকে বলে ভোগদ্রেরে জন্ম চাহিদা; ইহাদের তাই, উছুত বিনিযোগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগবায় বাডিলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকগণ আরও যন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন –এই ছুই-এর অনুপাত্কে ত্বন্দহণ (Acceleration Coefficient) বা ত্ব্বক (Accelerator) বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগবায়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাডিয়া যায়. ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্ভত বিনিযোগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বৰণদহণ বা ত্বরক হইল 2। যদি উদ্বত বিনিধোণ 8 কোটি টাকা হয, তাহা হইলে দ্বণদহণ বা ত্বক হইল 4।

যদি ভোগদেব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয় (যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অদত্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও ক্ষেবস্থায় ত্বরণ-সহগ ক্ষেকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তনানে যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবস্থা আবিলে (excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নৃতন যন্ত্রপাতির জন্ম চাহিদা খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়স্কৃত বিনিয়োগ ঘটিলে কারণ ইহা বিভিন্ন আনাধিক ও বাস্থ কারণের ঘারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন

কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে না, বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{16}$ বা $\frac{1}{20}$) হইতে পারে ।

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের
জন্ম এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি
ক অবস্থায় ছবণসহগ বেশি
উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ
বেশি হইয়া থাকে।

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কির্মপে কার্য করে, বা ভোগবায বৃদ্ধি হইলে কির্মপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় ? ধরা যাউক্, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থাযিত্ব 10 বৎসর। স্থতরাং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে

পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) 100টি যন্ত্র কাজ কবে নৃতনভাবে প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও

বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যন্তব্যের চাছিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয, তাহা হইলে আরও 100টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্ম বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। স্থতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন স্বরূপ করিতে হইবে, বিনিযোগ ও কর্ম সংস্থান দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিযোগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পবেব বংসর যথন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তথন আর 200টি যন্ত্রের চাছিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনস্থাপনের জন্ম যাহা প্রয়োজন) উৎপাদ হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বিনিযোগ 50% কমিয়া যাইবে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে । ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

শুণক ও ত্বৰণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিভ প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই ছুই-এব সন্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বৃধিত আয় ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভূত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া ফিলিভ ফলাফল ত্বনোর ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভযের পারম্পারিক সহযোগিতায়, উহাদের সন্মিলিভ প্রভাবেন ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, বায় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে। ঋণায়্লক গুণক ও ত্বনেব প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সন্মিলিভ ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিভেও পারে। এই ছুই এর মিলিভ ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভযের মিলিভ ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি—এই ছুই-এর অনুপাতকে লিভাবেজ্ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভযের মিলিভ প্রভাবকে একত্র করিয়া উহাকে অভিপ্রক

পরিশিষ্ট

(Super-multiplier) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

উইক্সেলের স্বান্তাবিক স্থানের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

অট্রিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্দেল্ (Knut Wicksell) স্থানের বাজার-ছার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আদল' বা 'স্বাভাবিক হারের' (a real or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিযাছেন। ঋণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হাবে স্থদ দেও্যা হয়,

শাভাবিক হার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে তাহাদের গড় হিদাব করিলে এই ঋণ-হার অথবা বাজার-হার পাওয়া যায। আর 'আদল' বা 'স্বাভাবিক হার' বলিলে তিনি বুঝিয়াছেনঃ (১) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা

এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পার সমান হয; (২) যে হার মোটাম্টিভাবে নূতন উৎপন্ন মূলবনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের

সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে উঠানামার ঝোঁক থাকে না: (৪) টাকার লেনদেন-বিনা আসল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আরু তিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

^{* (1)} At which the demand for loan Capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned in natura.

উইক্সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, স্থদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-ছার পুথক হইলে দেশের অর্থনী ভিতে প্রসার বা সংকোচনের গভিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যুভক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, তভক্ষণ নানা কারণে জিনিসপুরের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উচ্চোক্তারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে স্বুদের স্বাভাবিকহার ও পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-স্বষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উচ্চোক্তারা উপকরণের জন্ম চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মজুরি ও অন্সান্ম উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বুদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই দময়ে মূলংনী দ্রব্যোপোদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বমে। এই সকল বিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ হুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা হইতে কম থাকায আর্থিক ভারসামা-ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছারত হীনতার কারণ সঞ্য দারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, স্থদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে ক্বত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনেব ধারা হুরু হয়, সাধারণ দামগুর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থ নৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছারুত সঞ্য হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হইবে, দামস্তর স্থির থাকিবে এবং টাকাব অংকে প্রকাশিত হদের হার মুলধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইরূপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of monetary equilibrium) |

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্সেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরেনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মুলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন কমাইতে হয় না, উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যন্তব্যেব উৎপাদন বৃদ্ধিব হার বেশি বাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধিব কোঁক স্থগিত বাখা যায়,

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা
কোথায

কথায

কথায়

কথায

কথায়

কথায

কথায়

কথায

কথায়

কথায

কথায়

কথ

সমান হয়। ইহাদেব এই পার্থক্যেব কাবণ আছে। স্ফাতিমূলক উৎস হইতে ক্বাত্তিমভাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজিব যোগান বাজিবাব ফলে সমানহাবে বিক্রুযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীব পবিমাণও বাজিতে পাবে। তাহা ছাজা, বনা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেথানে সম্ভাব্য বিনিযোগেব (investment potential) ভুলনাগ সঞ্চয়েব যোগান কম থাকে।

উইকদেলের পূর্বের লেখকের। স্থানের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, স্থান হইল মূলধন-নিযোগের ফলে পাওয়া অতিবিক্ত দ্রান্তান্থীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলননের আদল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাকীব শুরুতে উইক্সেলেব তত্ত্ব প্রচাবিত হয, এবং এই তত্ত্বেব শুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনেব তত্ত্বকে একত্রে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইন্স আবও এক ধাপ উইনসেল ও কেইনস্ অগ্রসব হইযাছেন এবং স্থানেব হাব নির্দাণ একমাত্র আর্থিক কাবণ ছাড়া অন্ত কোন বিষ্থেব উপব বিশেষ শুরুত্ব দেন নাই। কেইন্সেব মতে "স্থানেব হার এক ধবণেব দাম' ন্য যাহাতে বিনিযোগেব উদ্দেশ্য উপকবণেব চাহিদাব সঙ্গে বর্তমানেব ভোগ হইতে বিবত থাকাব ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' ইহা এমন ধবনেব দাম' যাহা নগদ টাকাব রূপে সম্পদ ধবিষা বাথাব ইচ্ছাব সঙ্গে নগদ টাকাব প্রবিমাণে সমতা আনে স্থানেব হাব হইল তাবল্য ছাডিয়া দেওযাব পুরুষ্ধাব।''*

^{* &}quot;The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash..... The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, General Theory, P 167. তিনি আবিও বলিতেছেন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards—i.e. it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes Economic Journal, vol XLVII (1937) P. 250.

चम्मीमर्गी

- 1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.
- 2. "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as "involuntary" unemployment." (Keynes: General theory, P. 6.), Explain.
 - 3. What is Effective Demand? Why is it unstable?
 - 4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.

5. Explain the Income equation Y=C+I.

- 6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.
- 7. What is Propensity to Consume? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and output.
- "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (Keynes General theory, P. 96) Explain.
- Compare classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.
- 10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed?

Explain why S=I

12 Distinguish between savings ex ante and saving ex bost.

Define Knut Wicksells 'real.' or 'natural rate of interest.

- 14. It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction. Explain.
- 15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.
- 16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.
- 17. Distingusih between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important?
- 18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an economy at a particular Income level.

- 19. Explain the determinants of the I Function.
 20 Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory?
- 21. Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.
 - 22. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.
- 23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.

- 24. Explain the motives to Liquidity-Preserence.
 25. Define the so-called "multiplier". Compare it with the incomevelocity of circulation of money.
- 26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process?

27. Explain the Acceleration Principle.

28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা ঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment : the Trade Cycle

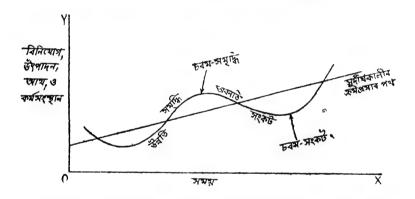
পৃথিবীব যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবেব ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তবে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তবণ করে তাহাদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলবন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিযোগের অন্প্রপাত বাডাইয়া দ্রুব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ ফ্রীর্থকালীন ক্মপ্রসাব শতান্দীর স্থক হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমান্ত্রর ও কর্মসান্ত্রান অগ্রগতির এই বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই উঠানামা সকল দেশে স্পীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (Secular Expension) ঘটিলেও সল্প্লকালে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত-ভাবে, প্রায় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোযাবের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটের ভাটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসাযজ্ঞগৎ আশায় উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

[ে]টেউ এব মত এই ভঠানামা বা চক্র সাধাবণত তিন প্রকাবের দেখা গিষাছেঃ (ক) দীর্ঘ টেউ অথবা কন্ডুতিষেদ্ধ চক্রঃ ৫০ ইউতে ৬০ বছবের মধ্যে ব্যবসাঘবাণিজ্যের উঠানামা—এইরপ ছুইটি চাক্রের আলোচনা ইইয়াছে (১৭৮৯ ১৮১৪ , ১৮১৭ ১৮৯৬), তৃতীয়টি যাহা বিশ্ব শতান্ধীর প্রথম হহতে শুক্ত ইইয়াছে, তাহার আলোচনা চাত্তিছে। শুনাপিটোবের মতে, প্রথম চক্রের কাবণ ইইল শিল্পবিপ্লবের নৃতন আবিদ্ধার, দ্বিতীয় চত্রের কাবণ হছল বাপা ও ইম্পাত প্রচলন , তৃতীয় চাক্রের কারণ ইইল বিছাৎ, বাসাযনিক শিল্প প্রভৃতির বাবহার। বর্তমানে স্বয়াকিষণজ্বের দ্বারা ব্যস্ত চালনা ও আটেমের বাবহার নৃতন চক্রের অবতাবণা কবিতেছে। (থ) স্বল্পকালীন টেউ অপবা জাগ্লার চক্রঃ ৮ ইইতে ১০ বংসবের মধ্যে এইরূপ উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলা হয়। গ্রে) স্বল্পতর টেউ বা অত্যল্পকালীন টেউ অপবা কিচিন চক্রঃ প্রত্যেক জাগলার বাণিজ্যচক্রের মধ্যে তিন্টি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটির স্থায়িছ মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যাকীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ কবিয়া আমেরিকার, ১৮—২০ বংসর লইযা গৃহনির্মাণশিল্পের চক্র লক্ষ্য করিয়াছেন।

খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন। অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয় *

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উপ্ব'গতি ও নিম্নগতি (Upswing and downswing) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে ছুইটি স্তর: উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity);

চক্রেব বিভিন্ন স্তর নামার দিকে বা মন্দার দিকে ছুইটি স্তর: অবনতি
(Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক
সমুধির বিন্দু হইল চরম-সমুদ্ধি (Boom); নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু
হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা ঘাইতেছে।)



আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের চেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্রু' বলা হয় কাবণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপনদিকের অতিরিক্ত গতি সৃষ্টি করে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুণু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্থাষ্টি করে। ইহাকে চক্র কেন ঘড়ির দোলকের স্থায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি বলা হয় অন্ত দিকে যাইবার বেগ স্থাষ্ট করে; সৃষ্দ্ধির মধ্যেই সংকটের বীজ উপ্তাথাকে, আবার সংকটই সৃষ্দ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশত্ত

^{*&}quot;What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Iudustrial Revolution'—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, Trade cycle P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায়; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।*

বাণিজ্য চক্তের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উঃতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্থ শিল্পের উন্নতির সহায়ক; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্থ শিল্পের বাণিজাচক্রের বৈশিষ্ট্রসমূহ অবনতি ডাকিয়া আনে; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (১) একত্র-সংক্রামক (Synchrenic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি

- (২) আন্তৰ্জাতিক
- (৩) মূলধনী শিল্পে আন্তিজাতিক প্রকৃতির প্রভাব তাঁব্রতর আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
 - (৪) প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব রূপ

আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানি-রপ্তানির উপর দেশের আন্তন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্ত

দেশের উঠতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক
ভবণের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি

শৃষ্টি করিবার স্থযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্তের প্রভাব সকল শিল্পেই অস্তৃত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগাদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীত্রতর হইয়া থাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দক্ষণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্তে অস্তুটক্র হইতে কিছুটা পূথক, প্রত্যেকটি চক্তেরই নিজস্ব রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিশু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যুমজ দেখা যায় না।

বাণিজাচ্কের বিভিন্ন শুরুসমূহ (Different Phases of a Trade cycle)

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

^{* &}quot;By a ciclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first tather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, General Theory. P. 314.

(ক) উন্নতি (Revival or Recovery)

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যদামগ্রীর জন্ম চাহিদা ক্রমণ বাড়িতে স্থক্ষ করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণের জন্ম বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নৃতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্ম তাগিদ দেখা দেয়।

পরস্পব সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির ঘূর্ণাবর্তন বা আয়ও বিনিয়োগে উদ্ঘূর্ণমান বৃদ্ধি

বোপ বিধা মুখন বর্ষপাতি সংস্থাপনের জন্ম তাগিপ পেবা পের।
সেই সময় হইতে উন্নতির স্কর্ম পেশে প্রচুর, বেকার
মন্ক্রিব হার কম, উভোক্তা ও ব্যাল্পজনির হাতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই উন্নতির

সহায়ক। কিছুকাল ধরিযা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ও ভোণের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী দ্রব্যসাম্প্রী (durable and sami durable goods)। ব্রন্সান দরকাব, আর উহাদের না কিনিলে চলে না। দ্রব্যসাম্প্রীর জন্ম চাহিদা স্কর্জ হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ভাব পাইতে স্কুরু করে। শিল্পের উত্যোক্তা উৎপাদন স্কুরুক করিবার জন্ম ব্যাহ্ম হইতে কম স্থাদে ঋণ পাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রুয়ে করে ও নূতন প্রনিমকদের কর্মে নিধােগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় স্থাই হওয়ায় ভাহা বাথেব ফলে দ্রব্যামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুণক ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্সের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চলে (cumulative expansion process), বিনিয়ােগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মসংস্থানকে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মূল্বনের প্রান্তিক কার্যকারীতা অধিক থাকে। মূনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মূনাফার আশা অপেক্ষাক্রত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাড়িতে থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

খে) সমৃদ্ধি (Prosperity): বিনিয়োগ ও আয়র দির এই ধারা অগ্রপর হইযা অর্থ নৈ তিক নেহে সমৃদ্ধির সঞ্চার করে। কাঁচামালের দাম ও স্থাপের হার বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে; সংকটকালীন চুক্তিগুলি চলিতে থাকায় স্থিব ব্যয় ততটা বাড়িতে পারে না। তাই দামন্তর বাড়িলেও উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবল্যে উত্থোক্তাদের মনে ভবিষ্যুৎ মুনাফার হার আয়ও বেশি র্থাবর্তনের অতিরৃদ্ধি থাকে; উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, আয় ব্যয় সকল কিছুর রৃদ্ধি পরস্পারকে প্রভাবিত করিয়া

এক অস্বাভাবিক

দামস্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজে

অন্থিরতা ও চাপল্য স্থরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উত্যোক্তা-দের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্কা স্থরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল দীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

শমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে: কাঁচামাল ও উপ-করণ সমৃহের জন্ম চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণস্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাক্ষসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, স্থদের হার বাড়ে। উৎপাদন-বায়ে বৃদ্ধি, স্থদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রম্ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) অবনতি (Recession):

চরম সমুদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্ম নিয়োগ কমাইয়া দেয়, মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিদা পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চর্মসমুদ্ধির বুলু, দ ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীব্ৰ অবনতি দেখা দেয়। পারশ্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উছোক্তা উৎপাদন করে না, হ্রাদের ঘূর্ণাবত ন ব্যাঙ্ক 'বা অন্তান্ত ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্ম চাপ আয় ও কর্মসংস্থানে দিতে থাকে। উত্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে অধোঘূৰ্ণমান হ্ৰাস না, কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। স্মাজে ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাহে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধাংণের দঞ্যের দর্বনাশ করিয়া বাাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।∗

(ম) সংকট (Depression or Crisis)

এইর্রপে অর্থ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়ন্তর, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

^{*&}quot;prosperity ultimately bring on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation, prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক চরণের ফলে)। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র দেখা দেয়, দামন্তর কম থাকিলেও দ্রব্যবিক্রয় করা সন্তব হয় না:

কারণ লোকের হাতে ক্রয়্ম করিবার মত আয় থাকে না।

য়্পাবর্তনের গতিরোধ,
সংকটের নিম্নবিন্দ্

থাকে, অনেকের "সম্পন্তি" (assets) মৃল্যহীন হইয়া পড়ে,
বহু ত্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থ নৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে,
পুরাতন উত্যোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উত্যোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত
হয়। কিছুকাল পরে ব্যাক্ষসমূহ ক্রমে পুনরায় স্বস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায়
উন্নতির পথ প্রশন্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম্থীর মজ্ত ফুরাইয়া যায়,
য়ম্বপাতিসমূহ অকেজা হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তালিদ অন্তব
করা যায় না। যম্বপাতির স্থায়িষ্কাল ও ভোগদ্রব্য মজ্তের থরচার উপর
সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি স্কুর হইবার মত অবস্থার স্পষ্ট হয়।

**

বাণিজ্যচক্র কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাসিকাল যুগ হইতে স্বৰু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যক সম্পর্কে সর্বজনপ্রান্থ কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারদাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বাহু বিষয়ের উপর জারে দিয়া আলোচনা করিয়াছেন; আবহাওয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিষ্কার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দারা ভারদাম্যের বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জক্ষ অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা চলে বটে, কিন্তু তেউ-এর মত, স্বযংগতিসম্পা এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্যুতির কারণ ক্ষাহ্যারণগুলি অসম্পূর্ণ করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া বাহ্যকারণগুলি অসম্পূর্ণ মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থ নৈতিক দেহে স্বয়ংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

^{* &}quot;The explanation of the time element in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes-General theory, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলন্ত চেয়ার ও পেপুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাকা দিলে এই দেহ উহা আয়স্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল মডেল আমরা আলোচনা করিব না; আসল (Real), মনস্তান্ত্রিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং স্ঞয়-বিনিয়োগ আমরা কয়েকটি মডেল (Saving-Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচনা করিব আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেতাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তান্ত্রিক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ স্থদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে ।

স্থ্যমপিটারের নূতন-প্রচলন তত্ত্ব (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্থাম্পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নৃতন প্রচলন, যন্ত্র-কৌশলের কোনদ্ধপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অক্স কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থ নৈতিক দেহ গতিশীল; উছোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারস্থাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারস্থাত প্রচলন সমাজের করে। এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাতিদীলতা আনে কাঠামো হইতে নৃতন স্থারে উল্লীত হয়, মূলধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দক্ষণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে দেই গতির বিরোধী শক্তিক কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নৃতন-প্রচলনের ফলে ভোগ্যন্ত্রব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিদা বাড়ে

বলিয়া উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উচ্চোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্থ্যমপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আজু-সংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্তামপিটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নূতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষাধ্ব বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নূতন-প্রচলন প্রবর্তনকালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নূতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন প্রচলন ঘটে আকস্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উত্যোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উত্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নূতন-প্রচলন একসঙ্গে কাঁকে বাঁধিয়া আসিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি মস্থা ও অচঞ্চল বেখায় অগ্রসর হয় না, আকস্মিক কতক-শুলি ঝাঁকুনি ও কাঁপুনিব মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান, বেকারি নাই, এই অবস্থায় কোন উত্থাক্তা কোন বিষয়ে নূতন-প্রচলন স্থক করিল। ব্যাক্ষগুলির নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিযোগ ঘটিতে থাকে, জনতি ও সমৃদ্ধি আনক উত্থোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফাব লোভে সকলে মিলিয়া বিনিযোগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুথে অনেক পুরানো ফার্ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দ্বিতীয় স্তরের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দ্বিতীয় তরক্ষ দেশের সম্প্রব্রসায়-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই নৃতন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রসারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির কাবণ নিজেকে নিঃশেষ কবিলে অবনতিব শুরু। নৃতন প্রচলনেব চাপ সমাজদেহ
আত্মন্থ কবিয়া লয়, এই নৃতন অবস্থাব দঙ্গে দে নিজেব গতিব সামঞ্জন্ম আনে।
অনেক প্রবানো ফার্ম এই পবিবর্তনেব সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পাবে
না, ব্যাঙ্কেব ঋণ পবিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি-কালেব মধ্যে সমাজ এই পবিবর্তন মানিয়া লইয়া
নৃতন ভাবসান্যেব আশেপাশে ("neighbourhood of
equilibruim") পৌছে, অবনতি-কালেব দৈর্ঘ্য নির্ভব কবে এই সামঞ্জন্ম সাধনে
কিন্ধপ সময় লয় তাহাব উপব (length of depression depends on the
length of the period necessary for adaptation)। শতিশীল ও
অগ্রসবমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়েব অগ্রগতিব সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়া লয়,
তাহাই বাণিজ্যচক্রেব রূপ গ্রহণ কবে, ইহাই স্থ্যেপিটাবেব অভিমত।

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা কবা হইযাছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায প্রসাবেব ফলে উভোক্তাব রূপ পবিবর্তিত হইযাছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উভোক্তাব উপব এতটা গুৰুত্ব দেওযায শিল্পোন্নযনেব কাঠামো অনেকথানি অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইযা উঠে (strong personal element)। সর্বোপবি, স্থামপিচাব অভাভা বহু বিষয়কে তত্ত্বেব মধ্যে আনেন নাই, যেমন গুণক, হ্বণ, মূলধনেব প্রান্তিক কাষকাবিতা, সামগ্রিক ব্যে ও কার্যক্রী চাহিদাব স্তব প্রভৃতি। একমাত্র নূতনপ্রচলনেব ধারাব সাহায্যে বাণিজ্যচক্রেব পূর্ণ ব্যাথ্য সম্ভবপব হয় না।

মনস্তাত্ত্বিক ভত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিশু (Pigou) এবং তাহাব অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজেব কোন 'আসল' কাবণেব (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্ত দেখা দেয না ; ইহাব মূল কাবণ হইল মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পরিবর্তনকে বলা হয 'আসল' কাবণ, আব বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকৈ বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কাবণ। বাস্তব অবস্থায় কোনরূপ পবিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কাবণগুলিতে পবিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিশুব মতে, বাণিজ্যচক্তেব পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থ নৈতিক কাজকমে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্তই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিয়াৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কারণ লুকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বৰ্তমান শিল্প-জগতের ছইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়. (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার শিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান পাকে। ভবিষ্যুৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিন্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন ব্যবধান যত বেশি থাকে ভুলের শুরু হয়। সময়ের আশাও নিবাশাব প্রাবলা দেখা দেয়

কেন

সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্তের গভীরতাও তত বেশি। উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্ত

ছইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রথর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্থান্ত দেশের তুলনায় অধিক।

ভবিশ্বদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ক্রেভাদের পছল সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়া, উৎপাদকেরা বহু দূরের বাজারে বিক্রয়ের জন্ম উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যেই ভুল ভবিশ্বদ্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন ছইল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কার্যফল,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ দে হস্তগত করিবে। দেশে যথন আর্থিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাজিতেছে—এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)। দাম যতদিন কথন ও কিল্লপে বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবদায়ীদের মনে উহা বৃদ্ধির ইহা ঘটে প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাটুকাদারদের দুরুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রদর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যন্তব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবদায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায। অবনতির সমযেও ফাটকাদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে. ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক ব্যবদায়ীর মানসিক প্রবর্ণতা অন্থ ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবদ্ধ জনতার মতামত –এই সকল মিলিয়া বাণিজচক্র স্থষ্টি করে।

বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব (Purely monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইচাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্টে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র ত্মার্থিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া ত্রলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কাষকরী চাহিদায় উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্ম চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার রূপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, তাহাই দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদা। ক্রেতাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তখন বেশি টাকা খরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেডাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।
বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না,
টাকার গতিপ্রোতে
উঠানামাই বাণিজ্যচক্র
ক্রেডাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আগিয়া
পড়ে। এই টাকা ক্রেডারা পায় দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থাব
মাধ্যমে, ব্যাঙ্কগুলি ঋণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়,
অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুদ্রাক্ষীতি বা
মুদ্রাসংকোচনের নিয়ামত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণঅর্থসংক্রান্ত ঘটনা ('purely a monetary phenomenon')।

র্যাদও দেশের ব্যাক্ষিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্তের জন্ম মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদ্যের স্থত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যথন দ্রব্যসামগ্রীর মজুত বাড়াইতে চায, তখন ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্ম চাপ দেয। ব্যাঙ্কের হাতে ঋণস্ঠির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সন্মিলিভভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঙ্ক-ঋণেব ভবসায় ব্যবসাযীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে, উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। বিকপে সমৃদ্ধি দেখা চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা দেয় পৌছায়, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকাব রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্যুষ হইবে, তাই দেশে টাকাকভির ব্যয় বাভিতে থাকে। এইরূপে কম স্থদ থাকার দরুন ব্যবসাযীবা দ্রবাসামগ্রী মভুত করার যে ৫চেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকবী চাহিদাব পবিমাণ তাহার। বাড়াইযা তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকর্য চাহিদা বাড়ে এবং এইরূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইযা তাহারা মজুতদ্রক্য বিক্রয়ের স্থযোগ গড়িয়া তোলে। এইক্নপে সমৃদ্ধির পথ প্রশন্ত হয়, পরস্প**র** প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (cumulative process of expansion) কাজ করিতে থাকে; টাবার ৫ চলন-বেগ বাড়িয়া যায়; দ্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কঋণ, কার্যকরী চাহিদাও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদেব বাডাইয়া তোলে।

কিন্তু এই স্থাসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিজ হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণস্থীের ক্ষমতার সীমা আছে, একটি স্তরে পৌছিমা ভাহার। ঋণপ্রসার ক্মাইয়া দিতে চায়, স্থাসর হার বাড়াইয়া দেয়। স্থামান অবস্থায় দেশে স্থা-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রদারের এই দীমা নির্দিষ্ট করে।

স্থানের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মন্ত্তের পরিমাণ কমাইবার

চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ভার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন
কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হ্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও
কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাক্ষঝণের পরিমাণ কমিয়া আসে,
লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাক্ষের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে।
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মন্ত্ত করার ইচ্ছা আবার দেখা
দেম, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধও খোলাবাজারী কার্শকলাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে।
ব্যাক্ষের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, স্থদের হার
কমাইলে ব্যবসায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহার। ঋণ বাড়াইবার চেষ্ঠা
শুরু করে। উন্নতির পথ প্রশন্ত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমর। কতকগুলি
বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্যচক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যাহ্ণব্যবস্থা আছে
হট্রে মডেলের মূলকণা

সেখানকার টাকার যোগান নিশ্চর স্থিতিস্থাপক হইবে;
ব্যাহ্ণব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো;
টাকার যোগানে এই ব্যাস্কৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর; এই
বাণিজ্যচক্র ব্যাহ্ণখণের ব্রাস্কৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হট্রের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্যচক্রের সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গণ্য করা চলে
না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা হ্রদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতিশীল বলিয়া মনে হয় না। (হ্রদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার
জন্ম উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল
নয়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও
আয় বৃদ্ধির ধারা গুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরস্তু, বাণিজ্যচক্রকে

আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে এই তত্ত্বের বহুবিধ পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিষ্কার, যন্ত্রকৌশল, বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার সহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাক্ষ্মণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওযা চলে না। দর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাক্ষখণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয ব্যাক্ষ সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় ভাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্রে ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের ভত্তে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (মেমন স্থদের হার বা ব্যাক্ষঋণের পরিমাণ) পূর্বের স্থায় ভত্তা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। *

হায়েকের ভন্ত (Hayek's theory)

বাণিজচেক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রেবেরে শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানাম।। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই ছুই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিযা পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কভত্ত্বকে তাই আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা কর। যাউক!

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজ নিযুক্ত আছে, ভাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কর। চলে। ভোগকারী হিসাবে বভবগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলিব

^{* &}quot;Recent theory has also tended to minimize the importance of such factors as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. Inappropriate monetary policies and barking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditiors; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles.....Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদেব নিকট-স্তবেব। আবাব, বতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদেব সদাসর্বদা দ্বকাব হয় না, সেইগুলিব উৎপাদন ক্রেতাদেব দ্ববর্তী-স্তবেব। ক্রেতাদেব কাছেব জিনিসপত্রকে বলে ভংপাদন কাঠামো নিম্নস্তবেব উৎপাদন (lower stages of production), আব দ্বেব জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্থবেব উৎপাদন (higher stages of production)। এই সকল বিভিন্ন স্তব লইযা গঠিত থাকে দেশেব উৎপাদন-কাঠামো (structure of production)। যেমন জামা, জ্বতা প্রভৃতিব উৎপাদন নিম্নস্তবেব, আবাব ব্লাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈয়াবী উচ্চস্তবেব উৎপাদন।

দমাজেব মোট আয়কে লোকেবা ছুইটি ধাবায প্রবাহিত কবে, একটি ব্যয় অপবটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা সবাসবি ভোগ্যন্তব্য ক্রয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূলবনী দ্রব্যেব ক্রয়ে প্রবেশ কবে না। লোকেব হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কেব হাতে, বীমা কোম্পানী বা অন্তান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিব ভাণ্ডাবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানেব মব্য দিয়া সঞ্চয় উদ্যোক্তাদেব হাতে পডে, তাহা বিনিযোগেব পথ ধবে। দেশেব মোট সঞ্চয় মোট বিনিযোগেব পথ ধবে। দেশেব মোট সঞ্চয় মোট বিনিযোগেব মূল্যেব সমান হয় যদি দেশে 'ভাবসাম্য স্থদেব হাব' বজায় সন্মান হাব বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিযোগ কমে; আবাব ইহাব তুলনায় দেশেব বাজাব-হাব কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু বিনিযোগ বাডে।

বাজাব-স্থান হাব যদি ভাবসাম্য স্থানে হাবেব তুলনায কম থাকে, তবে লোকেব সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিযোগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিন্ধপে সন্তব গ লোকেব স্বেচ্ছাকত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উত্যোক্তাবা বেশি বিনিযোগ কবাৰ টাকা পায় কোথা হইতে গ সঞ্চয় ও বিনিযোগে এই পার্থক্য কিন্তু বাক্ষণণেব প্রসাব সম্ভব হয় এই কাবণে যে, দেশেব বাক্ষণ্ডলি ঋণস্থাই কবিতে ধাবা সঞ্চয় অপেকা বিনিযোগ বেশি পাবে। স্বতবাং বাজাব-স্থানে হাব কম থাকিলে অধিক হইতে পারে বিনিযোগ ঘটে কিছুটা স্বেচ্ছাক্রত সঞ্চয় হইতে, আব কিছুটা ব্যোক্ষখণেব সাহায্যে। বাজাব-স্থানে হাবে ব্রাস মূলধনী দ্রব্যেব দাম বাডাইয়া দেয়, উত্যোক্তাবাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্ন-স্থাবে উৎপাদন হইতে উপক্রবণগুলি সবিয়া আসিয়া উচ্চন্তব্যেব উৎপাদনে

নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়। পড়ে।

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইক্লপ প্রদারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয বাড়ে, তাহাবা ভোগদ্রব্যেব চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্তও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক।

বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্য়েও বৃদ্ধি তথন বাধাতামূলক সঞ্চয় দেখা নেয় জনসাধাবণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (forced saving),

কারণ তনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যন্তব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশেব উচ্চোক্তারা ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজেব উপকরণগুলি আবার 'উচ্চস্তব' হইতে 'নিয়ন্তরে' চলিযা আসিতে চায়। আবার দেশেব উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকাব হইয়া পড়ে। দেশের ক্ষেছাক্ত সঞ্চযের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জন্ত সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

স্তরাং ছাযেকেব মতে, ভারসাম্য-স্থদের হার অপেক্ষা বাজার-স্থদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিযোগ দেখা দেয় : চবমসমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিযোগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ কেন সমৃদ্ধিও স কট উহার পিছনে স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয় নাই, ব্যাক্ষপ্রণের ভিন্তিতে ইহা আর কতদ্ব চলিতে পারে ? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যখন দেশের উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে – স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদনকাঠামোর কাট্ছাট করার সময়ে প্রযোজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিষা চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের
ধারা কেন বন্ধ হইযা যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন।
ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect)
হারেকের থিতীয় মতঃ রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রের বাড়িলে উত্যোক্তারা
রিকার্টো প্রভাব
শ্রমিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে,
আবার মন্ত্রির কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

থাকিবে। হাথেকেব যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসাবেব ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expension) ভোগ্যনুব্যের জন্ম চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদেব উৎপাদন ना वाष्ट्रिया मूनधनीम्राद्याव প্রদাব হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ আদল মজুবি (real wages) কমিয়া যায়। আদল মজুবি কমিলে উত্যোক্তাবা মূলধন-নিযোগ কমাইয়া শ্রমিক-নিযোগ বাডাইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিযোগ কমায। এই বিনিযোগেব হ্রাসই অবনতিব পথ উন্মক্ত কবে। মূলধন-নিযোগেব পবিমাণ কমানোব অর্থ ই হুইল উৎপাদনধাবাকে ব্রস্কৃতব কবা বা কম চক্ৰাকৃতি কবিষা তোলা (to shorten the production-process or to make it lese round-about)। তাই দেশেব উৎপাদন-কাঠামোতে গুৰুত্ব পবিবর্তনের মধ্য দিয়া অবন্তির স্থাত্রপাত হয়। আবাব, বিকাডো প্ৰভাব শংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যদামগ্রীব দাম কম, অর্থাৎ বিৰূপে কাজ কৰে আসল মজুবি বেশি। উভোক্তাবা আবাব কথনও 'বিকার্ডো-প্রভাব' প্রযোগ কবে, অর্থাৎ শ্রমিকেব পবিবর্তে যন্ত্রেব নিযোগ বাডাইতে চেষ্টা करव। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলবনেব নিযোগ বাডে, উৎপাদনধাবাকে দীর্ঘতব কবা হয় বা আবও অধিক চক্রাকৃতি কবিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতিব পথ প্রশস্ত হয়।

এই তত্ত্বেব বিকল্পে বছপ্রকাব সমালোচনা হইযাছে। প্রথমত, বলা হয যে, উত্থান্তনাবা 'আসল' মজুবি অনুযায়ী তাহাদেব কাজকর্মেব রূপ ও নীতি নির্ধাবণ করে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধাবাকে দীর্ঘ হইতে ব্রস্থ করা মোটেই সহজ্ঞাধ্য নয়, আব স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে এই তরেব সমালোচনা পাওয়া য'য না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার শুক করিলে আসল-মজুবির পবিবর্তন ঘটিলেও কমানো যায না, উহাকে সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে সর্বটাই লোবসান। চতুর্থত, ভোগদ্রেব্যের দাম রিদ্ধিব সঙ্গে আর্থিক মজুবি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুবি সমান স্তবে থাবিয়া যাইতে পারে।

কেইশ্সীয় ভন্ধ (Keynesian Theory):

কেইন্দেব মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনেব পবিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তব উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহাব অভিমতে মূলধনেব প্রান্তিক বলা হয়।

কার্যকারিতাতে উঠানামার দক্ষন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মদংস্থানের পরিমাণ মোট
মূলধনের প্রাপ্তিক
কার্যকাবিতায় আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের
জোয়ার ভাঁটা পরিমাণ নির্ভর করে দামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয বিষয়ের দারা নির্ধারিত: মূলধনের
প্রান্তিক কার্যকারিতা, স্থানের হার এবং ভোগ-প্রবর্ণতা। দাধারণত, স্কল্পকালে
স্থাদের হার ও ভোগ-প্রবর্ণতা পরিবর্তিত হয না, স্থতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের
উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি।
নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফাব হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের উন্নতি প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রুমশ নূতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্তান্ত উপকরণের ঘাটুতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন সমৃদ্ধি বিক্রম দেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা সেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বুদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে হুদের হার সেই সমযে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব हय ना। कात्रन (क) न्याङ-अलात जन्न চाहिमा थात्क शूत्रे त्विम, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাট্কা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ম নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে অবনতি রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায দ্রুত হ্রাস অথচ স্থানে হারে বৃদ্ধি—এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল বাবসায়িগণের সন্মিলিত দলমতের প্রভাবে ব,বসায়ের ভবিষ্যুৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ বাজারী মতামত দর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে;
শুণকের প্রভাবে অবস্থার নিয়্নগতি ক্রমবর্ধিষ্টু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ
দ্রুতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায় বৃদ্ধির স্থচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও
সংকট
কর্মপাণ্ডান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি
শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির
স্থায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং, (খ) গুদামজাত অবস্থায় যন্ত্র বা
দ্রব্যাদি মজুত রাখার বায়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া,
(গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর।
মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মূনাফা এবং
মূনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায়; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে
থাকে; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশক্ত হইতে থাকে।

হিক্সের ডম্ব (Hicks' Theory):

হিক্সের মতে, অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হইযাছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্যা; ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক ধারার ছইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির উন্ধর্ম মুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামাঃ তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরুক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সন্তব। এই ছই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে, হিক্স্ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভূত বিনিয়োগে, কিন্ধপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে ।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত ছুই ধরনের: স্বয়ন্ত্ত বিনিয়োগ এবং উছুত বিনিযোগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্য়ে প্রব্যামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্র করে না। ছই শ্রেণীর বিনিয়োগ রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বা আবিদ্ব অন্তপতি বা নৃতন প্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় স্পষ্ট হইতে পাবে এইরূপ বিনিযোগ, ইহারা দকলে স্বয়ন্ত্রত বিনিয়োগ — ইহা অপরাপর প্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর্গীল নহে। ক্রমণপ্রার্মান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন প্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বস্ত্রের চাহিলা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

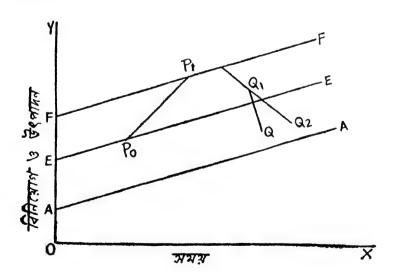
েকেইন্দীয় কর্মসংস্থানতত্ত্ব গুণকতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। **তাঁহার মতে** মোট আয হইল মোট বিনিযোগ × গুণক; গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আরে পরিবর্তনের হাব = মোট বিনিযোগেব পরিবর্তনেব হাব × গুণক। স্বতরাং, বাণিজ্যাচক্র বা আয়ন্তরের পবিবর্তনেব করেণ বিঞ্নেণ কবিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বেব উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন।

হিক্স এই তব্বকে কাৰ্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেইন্সীয় গুণকতব্বকে বাদ দিয়াই বাণিজ চক্র বিশ্লেষণেব চেষ্টা কবিযাছে। কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোওডৰ গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেইন্সের ভোগপ্রবাতা তব্বের প্রকৃতি মনে রাণা দরকার। তাহার মতে, চলুতি ভোগবায় চলুতি আর হইতেই করা হয়, এবং চলুতি ভোগবায় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ মোট আয় স্ষ্টে করিতেছে তাহা ভোগপ্রবাতার উপব নির্ভব কবে এবং সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়া গুণকের দ্বাবা পরিমাপ করা যায়।

হিক্দ্ কিন্তু ভোগপ্রবাতাকে অগুভাবে নেথিযাছেন। তাঁহার মতে শুণকের পরিমাণকে নিদিষ্ট ও স্থায়া বলিয়া ধনা চলে না। আয় প্রদাবের ধাবার অগ্নগতির সঙ্গে সঙ্গকের আয়তন বনলাইয়া শাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বনাই পবিবর্তননীন; ইহাব সাহায়ে মোট আর ও মোট কর্মসংগ্রানের পরিমাপ করা চনে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চনুতি ভোগবার নির্ভ্তর করে "গত কালের" আয়ের উপর, কেইন্দের মত চনুতি আয়ের উপর নির্ভ্তর করে না। আয় এবং ভোগ বারে সময়ের ব্যবধান (time lag) বীকার কবিয়া লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্ধ সম্পের অস্ততাবে হিসাব করা প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থার, শুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পরিবর্তনের কলে নৃতন সামানবিয়ার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক-কেক্সাভিম্বী শ্রেণ গেনে (at the end of the infinite convergence series । স্তরাং বিশেষত, স্বরুকানীন বিবরের বিশ্ববরে, গুণকতরের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও মন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই দ্বরণনীতির ভিন্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অমুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর দ্বরণের প্রভাব নির্ভ্র করে।

কোন দেশে যে আয়ন্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত: স্বয়স্তুত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, বিনিয়োগ ও আয়ন্তর স্বয়স্তুত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উধ্বে উঠিতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাই ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উধ্বে অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা ইইতেছে:



চিত্রে AA রেখা স্বয়স্তৃত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর

স্থায়স্তরের নির্দেশক; উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল

এই উভয়ের মিলিত ফলকে অভিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

यनि देशता मिनिया विराय मिक्तिमानी हय, जाहा हरेल छे९भानन वृद्धि হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মদংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয ceiling) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মদংস্থান স্তবের উৎপাদন FF রেথায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নূতন আবিষ্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্ম সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুবানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আদে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় স্ষষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইক্লপে পূর্ণ-সংস্থান স্তরে পেঁছিায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ শ্বয়স্তৃত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উর্ক্তম সীমা নির্দিষ্ট- সমাজ এখন রেথার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। किन्छ উৎপাদনের রেথাকে নিম্নে নামিতেই হইবে, বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অভ কারণ স্থস্থত

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়স্তৃত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাণত করিতে নাথাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিযোগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক দেই হারেই উহা ব্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_{1q} রেথায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ বীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। স্বতরাং Q_1Q_2 রেথায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্সের মতে, প্রধানত ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি স্বরান্বিত হইবে।
প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ
ক্ষান্থাতি কি কারণে
ব্যাহিত হইয়া থাকে
বাড়িয়া যাইতে থাকে: তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া
যাওয়াতে স্থদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাম্মক
শুণক ও স্বরণের মিলিত ফলাফলকে ভীত্রতর করিয়া তুলিবে; উৎপাদন, আয়
ও কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুত্তর হইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায়
ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীত্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভ্য পাইয়া উৎপাদন সংকৃচিত করিতে
থাকেন; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness)
উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক স্প্রতী করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার
বাজাবের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অন্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আদারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিয়তম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু নিম্নতম সীমা নিধারণকারী বিষয়- পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না সমূহ থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, স্থতরাং তাহ।
চলিতে থাকিবে; এমন কি ছঃখ-ছুর্দশা দূর করার জন্ম কিছুটা বাড়িতেও পারে।

তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ ব্যস্তৃত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্ম ব্যয় সমাজে চলিবেই; ইহারা চল্তি অর্থ নৈতিক অবস্থার উপব নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদার নিয়তম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চরম সংকটের সম্যেও চলিতে থাকিবে; ইহারা বেকারিব উধর্ব তম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

মজুত মূলধনী দ্রব্যাদির অবিনিযোগ (Disinvestment), এবং তাহাদেব ক্ষযক্ষতির বা অকেজো হইযা যাইবার নির্দিষ্ট সময পর্যন্ত সংকটকাল স্থায় হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্ত উন্নতির তব কিছু নৃতন বিনিযোগ করার প্রযোজন দেখা দিতে পাবে। ফলে, আবার সেই গুণক ও অবণের সন্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুক্র হইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ ঘটাইযা উন্নতির পথ প্রশন্ত করিবে।

ৰাণিজ্য-চক্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা অৰ্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চজের নিযন্ত্রণ করিয়া অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকার নীতি আলোচিত হইমাছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্কাল নীতি (Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, উপযুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ কবিলে কার্থকরী করা বাণিজ্যচক্র নিযন্ত্রণ করা চলে। যেমন, হট্টে (Hawtrey) মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাল্পগুলিকে এমনভাবে নিযন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদেব পুশিমত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (Hayek) বলিতেন যে, দেশে এমন স্থানে হার বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্থেছাকৃত সঞ্চয় দেশে বিনিয়োণের মোট মূল্যের সমান হয়। উইক্সেলের (Wicksell) মতে অর্থ-নৈতিক এই স্থায়িত্ব তথনই সম্ভব হয় যথন দেশে স্থানের স্বাভাবিক হার ও বাজার-হার সমান থাকে।

আমবা জানি দেশেব কার্যকবী চাহিদায উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই কার্যকবী চাছিদ। নির্ভব কবে মোট ব্যযেব উপব, অর্থাৎ মোট ভোগব্যব ও মোট বিনিযোগ ব্যয়েব উপব। আর্থিক নীতিব কাজ হইল দেশেব বেসবকারী বিনিযোগ ব্যয়েব উঠানামাব পবিধি সংকুচিত কবা। দেশে ব্যাঙ্কঋণেব প্রসাব ক্মান ও বাডান এবং স্থদেব হাব ক্মান ও বাডান – ইহাবাই আর্থিক নীতিব উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণেব প্রসাব কমান বা বাডান-ব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজাবী নীতি প্রযোগ কবিতে পাবে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলিব নগদজমাব অনুপাতে পবিবর্তন আনিতে পাবে। উন্নতিকালেব শেষে সমাজ যথন সমুদ্ধিব পথ ধবিষা দ্রুতবেগে অবনতিব দিকে ছুটিয়া চলে তথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম কবিষা ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তিব হাত হইতে টাকা তুলিষা লইতে চেষ্টা কবে এবং ব্যাঙ্কেব নগদ জমাব অনুপাত বাডাইযা দেয। আবাব সংকটকালে সমাজকে যথন উন্নতিব পথে লইযা যাওয়া দবকাব তখন <u>থোবাৰাজাৰী নীতি ও</u> কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও নগদ জমাব অফুপাতে পবিবর্তন ব্যক্তিদেব হাতে প্রভূত পবিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাক্ষেব নগদ জমাব অনুপাত কমাইযা দেয। এইরূপে চবম সমৃদ্ধি বিন্দুব (Boom) পূবে সমাজে বেসবকাবী বিনিযোগেব মাত্রাতিবিক্ততা বোধ কবাব চেষ্টা কবে , আবাৰ চরমুদংকুট্ বিন্দু (alump) হইতে সমাজকে উত্তবণেব উদ্দেশ্যে বেদবকাবী বিনিযোগেব মাত্রাধিক ঘাট্তি দূব কবাব চেষ্টা কবে।

কিন্তু টাকাব যোগান বাডাইবাব এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদ। সফল হয় বলিষা মনে কবা চলে না। অতিবিক্ত মাত্রায় সমূদ্ধ ঠেকাইবাব এই চেষ্টা সফল হয় না, কাবণ আজকালকাব বাষ্ট্রেবা সর্বদা প্রভূত পবিমাণে ঋণ কবে বলিষা বাজাবে অজপ্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা ভূলিয়া লইবাব বাণিজ চক্র রোধ জন্ম যদি আবও কিছু ঋণপত্র বিক্রয় কবিষা দেয়, ভবে ক বিতে পাবে না ব্যাঙ্কগুলি বা ব্যক্তিবা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট বিক্রয় কবিষা বা জমা বাখিষা আবাব নিজেদেব হাতে নগদ টাকাব পবিমাণ বাডাইতে পাবে। উপবস্তু এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভ্যানক কমিষা যাইতে পাবে। তীত্র মুদ্রাক্ষীতিব দক্ষণ টাকাব মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়া বাখাই ভাল, এইক্লপ মনে কবিয়া লোকে বেশি টাকা বাজাবে ছাডিয়া দিতে পাবে। আবাব সংকটকালে, টাকাব পবিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধাব নিতে চাহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যাঙ্কগণের প্রসার সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বিদিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিয়তের উমতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (খ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল স্থদ-নীতি। চরমসমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে স্থদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত বেশি স্থদের হারে উভোক্তারা বিনিয়োগ কমাইয়া দেওয়া আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে স্থদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

স্থদের হারে পরিবর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে

তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল **সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে।** বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই স্থদের হার বাড়াইয়। বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ক্রটি আছে। কেইন্স বলেন যে, ফদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-দম্বন্ধিতে পৌছাইতে কিন্তু কেইন্সু বলেন চাই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে উহা সম্পূর্ণ ভূল নীতি চাই (Stabilisation at full employment point), রাখা দরকার। স্থদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী বন্ধ হইয়া যাইতে পারে. বিনিযোগ লোকের ভোগপ্রবণতা কমিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট বায় ও কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ অবনতি ও সংকট ক্লক হইয়া যাইতে পারে, সম্দ্রির স্থদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার যাহাতে আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা

^{*&}quot;The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, General theory, P. 321.

কিছুতেই উচ্চস্থদের হার ধার্য না করিয়া নিম্নস্থদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাথা বাণিজ্যচক্ত প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভূল পদা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। তাই স্থদের হার বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অস্থ সারান-র নীতির মতই বিপদজনক।

এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিধাছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্লে, তাই তিনি আর্থিকনীতি অপেক্ষা ফিন্কাল নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোগা করিয়াছেন।

আমরা জানি যে, কার্যকরী চাহিদায় তীব্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সাম্প্রিক ব্যয়ে হঠাও ব্রাসবৃদ্ধি ঠেকান দরকার। সাম্প্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্য়ে, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয় ; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে Y=C+I+G. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল I-এর পরিমাণে অন্থিরতা রোধ করা; আর ফিন্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল C এবং G এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে Y-তে তীব্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিযা ফিন্কাল নীতি গঠিকী; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে

চক্ষ-বিরোধী ফিস্কাল নীতি বলে (contra-cyclical ফিস্কাল নীতির ফুণ্ড বিভিন্ন অংশ দ্বিভিন্ন অংশ হঠাও কমিয়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ব

কর্মসংস্থান স্তারে থাকিতে গোলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ভতটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যবধান পূবণ করাই তথন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পূবণমূলক ফিস্কাল নীতিও বলা

^{* &}quot;Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom.....Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes, General theory, P. 322-323.

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার স্থইটি দিক:
ক) প্রণম্লক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এক
প্রণম্লক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা প্রণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকাব।
সরকারী ব্যয়কে মোটাম্টি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলেঃ (১) সাধারণ
প্রণমূলক বায়ের নীতি
কিকপে কাজ করে

পবিচালনামূলক ব্য়য় (ordinary operating expenses
প্রণমূলক বায়ের নীতি

of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer
payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকাবী
বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজান
চক্র নিয়ন্তরণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ্
করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পাবে
যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজেব
মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিযোগ
এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা ব্রাহ
পায়। এইন্ধপে সরকারী ব্যয়-নীতির খারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্য
উভয়ের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পূরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি

মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাঙে কমান বা বাড়ান চলে। কর্নীতিকে ছুইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাভেত মোট ভোগব্যয় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ-প্রবণতা কম, তাহাদের নিক[†] হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মো পুরণমূলক কবনীতির ভোগব্যয় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাড়ে কাজ কিৰ্বপ দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ ভাহাদে ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার করনীতিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইক্লপ হও^য দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবার স্ফীতি-কালে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এক্নপ নমনীয় যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অমুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্ত করা সম্ভব। দেশের কর কাঠামোর মধ্যে **এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে** পারি^{তে} দার্দ্ধর যুগে আণনা-আপনি উহা হইতে আণায় বেশি হয়। আবার সংকট-কালে আপনা-আপনি আণায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই কবগুলি হইতে আণায় নিজ হইতে পরিবর্তিত হইয়া চক্রের প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পারে। ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বদাধনকারী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিদ্কাল নীতির এই ছুই অঙ্গ – সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি –বাস্তবে শাল করে বাজেটের (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বংসব বাজেটে সরকাবী হায ও ব্যয় সমান বাথিবার ক্লাসিকাল নীতি পরিত্রাগ না করিলে বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিদকাল নীতি কার্যকরী করা চলে না। বাজেটে প্রতি বংসর সমতাবিধান করা একান্ত গোঁডামি, বাণিজ্যচক্র বোধ भगकालीन वादकार করিবার উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেট রচনা করা দরকার বচনাৰ নীতি (cyclical budgeting)। (যমন, সমৃদ্ধির প্রাবল্যকে বাধা দিতে পারি**লে আসন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাই এই** যুগে ব্যয় কমাইয়া আয বাডাইযা বাজেটে উ**রুত্ত রাথা প্রযোজন। সমৃদ্ধি যুগের বাজে**ট বচনায সমতা বাখিলে চলে না। অপর পক্ষে সংকটকালে ব্যয় বাডাইযা আয় ক্যাইয়া বাজেটে ঘাটুতি রাখা দরকার। সেই সম্যেও বাজেটে সমতার নীতি গ্রহণীয় নয়। উদ্তে বাজেটের সময় যে অর্থ জাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাট্তি বাজেটের সম্যে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দরকার। এইরূপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া একটি বাজেট বচনা করা চলে, এই চক্রকালের উভয় দিক লইয়া মিলিভভাবে বাজেটে পূৰ্ণ-চ ক্ৰকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

সর্বশেষে, মনে রাথা দরকার যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পোগত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্ক, এই পতন-অভ্নগেরের বন্ধর পহাতেই ধনতান্ত্রিক দেশে স্পীর্ঘকালীন ক্রমপ্রদার ঘটে; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানামা কির বিনিয়োগের প্রজ্বতা এই প্রকার সমাজের আভ্যন্তবীণ গতি-প্রকৃতির বহুঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবদায়ীদের হাতে, তাঁহারা সমাজের প্রযোজনের কথা না ভাবিয়া নিজ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করেন। বিশিশ্য ও বিচিন্ধর এই উল্লোক্তাদের বিনিয়োগের পিছনে দারা দেশব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় পবিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র রোধ করার পত্না হিদাবে কেইন্দেব মত সমর্থন কবিষা বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজ্বাদ্য বলেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্থতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকাব অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুনত দেশ ও বাণিজ্যচক্র :

অনুনত দেশসমূহে বাণিজচেক্র দেশের অভ্যন্তরে ক্রমি-উৎপাদনে উঠানামাব উপরেই প্রধানত নির্ভর কবে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিযোগ এইক্রপ দেশে কম। তবে, অন্থান্থ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগস্থ্র থাকায অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভ্যই অনুনত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওযায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওযায় স্বযং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো পরস্পব
নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। স্বতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে
স্বন্ধ হইযা ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও
কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে; ইহারা
কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের
শুণক ও ত্বরকের আযতনের উপর।

যদি কোন অমুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আনুকুল্যের মাধ্যমে সে আমলানিকাবী উন্নত দেশের সমৃদ্ধিব অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার ছ্রাবস্থা ছুই প্রকারেরঃ (ক) কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিলা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্বৃত্ত থাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

^{* &}quot;In conditions of laissez fairs the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, General theory, P. 320.

তবে যদি কোন অমুনত দেশ প্রধানত ক্ষমিজাত খাগ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক চ্য. তাহা হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক স্থবিধা, কারণ উগ্নত দেশে সংকট আসিলেও সে খাছ ক্রয় করিবেই, স্বভরাং অনুনত

ক্ৰিজাত কাঁচামাল অগবা পাছ্যদ্রবোব

দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সস্তা বণ্ডানি-কারক দামে নিজের প্রযোজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য দে ক্রয় করিতে

পারিবে: বাণিজ্যহার তাহারই অনুকলে আসিবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আসিলে অবশ্য তাহার স্থবিধা বিশেষ নাই. কারণ সমন্ধির ফলে খাগ্য দ্রব্যের চাহিদা

বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক দেই সময়ে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম চইতে থাকে।

अमृगीलगी

- Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.
 - 2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.
 - 3. Discuss Schumpeters' theory of Business cycles.
- 4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.
 - 5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.
- 6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar?
- 7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries?
 - 8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.
 - 9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.
- 10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.
- 11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.
- 12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.
- 13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.
 - 4. Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.
- 15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই;
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোথাও বা উহার পরিমাণ কম।
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে
নিয়োগ করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন
অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-বয়য়
সেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের
উৎপাদন-বয় অধিক হয়। স্ততরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা
(Availability of factors) অনুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ
আঞ্চলিক অম্বিভাগ
ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি,
সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন
অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে
তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-বয়য় সর্বাপেক্ষা
কম।

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নহে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত,
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক এই বিষয়ে পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্থ রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্থ রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আত্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইহার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্থার স্থাষ্ট করে। প্রথমত, উপাদানকাবণ ইহা আভ্যন্তরীণ
বাণিজ্য হইতে পৃথক

শধ্যে তাহাদের চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে আরও কম।
দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি
হইলে অস্থান্থ অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না।
কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; অস্থ্য রাষ্ট্রে মজুরি, স্থদ বা মূনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ
নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্থ রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না।

হননামূলক চলনশীলতা

ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান
নহে; বিভিন্ন দ্বব্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয না। স্থতরাং আন্তর্জাতিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্ত দেশের টাকায় নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মুল্যও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশেব মধ্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্ম বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও দেই দেশের উৎপাদন-ব্যযকে পৃথক অর্থ নৈতিক বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাহ্ম ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের বীতি-নীতি ও যোগ তা পৃথক। স্বতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের পৃথক বাণিজ্য নীতি আভাস্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরমাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্থার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভু ক্ত ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade: Difference in cost-ratios):

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয বাকেন এক দেশ বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্ত ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। উৎপাদনব্যযের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ

কোন্ধরনেব স্তব্য আমদানি ও বপ্তানি হুইবে শেই দকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা স্থবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক। দেই দেশের জলবাযু, জমি, খনিজ ও ক্ষিদম্পদ, লোকের চরিত্রগত

বৈশিষ্ঠ্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্ভ পণ্য রপ্তানি হিলাবে অন্ত দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্ত দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক স্থবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।*

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিন্ধপ স্বাভাবিক স্থবিধা আছে তাহা এই দকল দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের দারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অক্স দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

^{* &}quot;To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. I will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, International Trade P. 125.

ষাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক স্থবিধা বেশি বলিষা ব্যয় কম পডিতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকাবের হইতে পাবেঃ সমান ব্যয় পার্থক্য, চবম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পাৰ্থক্য (Equal difference in costs) :

যদি উভয় দেশেব মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়েব অনুপাতে দমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে দেই অবস্থায় উহাদেব মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পাবে না। যেমন, ধবা ষাউক—

\mathbf{A} (५८%)	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয,
আবাব, B দেশে,	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমের ব্যয়ে	45 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানেব বিনিময়ে 1 ইউনিট কাপড পাওযা যায়, কাবণ উভযেব উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যেব আভ্যন্তবীণ বিনিময় হাব হইল 1 ধান: 1 ই কাপড। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যেব মধ্যে ব্যয়েব অমুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইতে পাবে না, কাবণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজেব দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহাব অবিক অন্ত প্রব্য পাইতে পাবে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইয়া গেলে উপাদানেব নিযোগে দিক পবিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যয়ে পবিবর্তন আদিবে, বায় পার্থকে।ব অমুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যস্থ পার্থক্য (Absolute difference in costs):

যদি উভয দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চবম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা ষাউক—

A (974,	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	10 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয।
B (97%)	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয

A দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানেব বদলে । ইউনিট কাপড পাওযা যায়, B দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানেব বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওযা যায়। A দেশেক

ধান উৎপাদনে চরম স্থবিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্থবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য; A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজম্ব স্বাভাবিক স্থবিধা অন্থায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্বেরের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই ব্যয়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভব করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও প্রীম্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্বাদিব মধ্যে বিনিম্য ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক বায় পাৰ্থক্য (Comparative difference in costs):

উৎপাদন ব্যযে চনম পার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশেন মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক —

A দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট ধান. এবং 20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়, B দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট ধান, এবং 30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশে উভয দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1:1 এবং এই হাবেই দেশেব মধ্যে উহাদের বিনিম্য হইতে থা কিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1:1}, দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিম্য হয়। কোন দেশেবই কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম স্থাবিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে স্থাবিধা বেশি। যেহেহু

^{* &}quot;The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to be the same as that which would come about under complete mobility. In such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country.....A large part of world trade rests upon absolute differences in cost. One thinks at once of the trade between the temperate zones and the tropics.....The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land an 1 industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, International Trads P. 127-28.

ष्ट्ररे (मर्गत्र मर्पर) উভয় सर्वाउत উৎপामत्न कुननामूनकভाবে वारा-পार्थका आह्य, সেইজন্ম উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। তুলনালক ব্যয়-A দেশের ব্যবসায়ীগণ 1 ইউনিট ধানের বদলে নিজের পার্থকোর নীতি দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে f B দেশের ব্যবসায়ীগণকে f 1 ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে $f 1_{rac{1}{8}}$ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1½ ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। স্থতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানেব রপ্তানিতে ও কাপড়ের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে; অপরপক্ষে B দেশের উৎপাদকগণ কাপড়ের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধরা যাউক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বরু হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিম্যের অনুপাত হইয়াছে f 1 ইউনিট ধানf = f 1 ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে f A দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া 🕯 ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে ; B দেশেও প্রতি 1 ই উনিট ধানের আম্পানিতে 🕯 ইউনিট কাপ লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহের নিয়োগে পুনবিস্থাস হইতেছে, A দেশের উৎপাদকগণ কাপডের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; В দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপভের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক স্থবিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে।*

^{* &}quot;The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of good A in the country I a_1 and in country II a_2 , and the labour cost of good B in country I bi and in country II b2, Then there is an absolute difference in costs if $a_2^I < I < b_2^I$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $a_2^I < b_2^I < I$. This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, International Trade, P. 129.

সমালোচনা: —অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয ধরিষা লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে। (১) সমালোচনা ও দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় তাহার উত্তর

যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনা-

মূলকভাবে অন্য দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিদাবে উৎপাদন-ব্যয় হিদাব না করিয়া টাকার হিদাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যযের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মুলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইছা ভুল নয় যে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিম্যে আমাদের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-ব্যা কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিষা লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারুক হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনর্বিস্থাস সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও ব্ধপ পরি-বর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি প্রতিদানের নিয়ম ও

হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তুলনামূলক বায় উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্য পার্থক্যের নীতি

এমন এক সময় আসিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া অর্থাৎ দেই সমধে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আলে না, স্বভরাং এক দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, স্নতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাথা দরকার যে,

পারিবহন ব্যয় ও তুলনামূলক ব্যয় বিধার জন্মই পারিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই তুলেনামূলক ব্যয় পার্থক্যের নীতি নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পার্বহন-ব্যয় হইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক

হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-বায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশাই বলা চলে।

এই ভব্বের করেকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিশানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Laws of Returns and the doctrine of comparative costs):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, A দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উৎপাদন

সমহার প্রতিদানের নিযম ও এই তত্ত্ব নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ে কোন দেশে কোনদ্ধণ পরিবর্তন আদে না, অর্থাৎ

সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যয়ের অমুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দর্রুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থরু হইতে পারিয়াছিল, দেই পার্থক্য অনস্তমাল ধরিয়। চলিতে থাকিবে। A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অমুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্লেক্তেও দেইরূপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কথনই মিলাইয়া ঘাইতেছে না।

কিন্তু এইক্লপ অবন্ধা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাণত বাডাইলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানেব প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার B দেশে কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অমুপাত সংক্রচিত হুইয়া আদিষাছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে। А পেশে ধানেব উৎপাদন বায় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান ক্রমহাসমান প্রতিদানেব রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপডেব নিযম ও এই তত্ত্ব ব্যয় ক্মিয়াছে, B হইতে আরু কাপড আম্দানি না ক্রিয়া (B তে ব্যয় বাড়িয়াছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা ই স্থবিধাজনক। ঠিক এইরূপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইয়া দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় ব্রাদ পাইযাছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক, কমিয়া আদিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দুব্যের কখন বিশেষায়ণ ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পূৰ্ণ হয় না বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষাযণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ছইটি দ্রব্যই ছই দেশে কিছুটা পবিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিষম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইষা পড়ে। অনেকে আছেন, যাহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিষা মনে করেন। তাহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাবারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রেব আলোচনাও আমরা একেবাবে বাদ দিতে পারি না। আহাম (Graham)

^{*} আরও ছুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মান কিছু অংশ বিশেষ শুণসম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি বায় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিত্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (২) শুক্ষ বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায়্যে রাষ্ট্র তেমন দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থার এই নীতি অনুযারী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিন্ধ বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইরাপ দেখা যায়।

বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত্ত্ব

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের
নিয়ম ও এই তত্ত্ব

উহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি
উদাহরণের সাহায্যে ব্যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছ্ইটি

দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য হরু হইলে উহার মধ্যে

একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে
ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া

আগিতে হইল যেখানে ক্রমন্তাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, রুষিপ্রধান

দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ

মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমন্তাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার

গটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

ক্রমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই স্ববিধাজনক—

যে সকল শিল্পে ব্যয় হ্রাস পায়, তাহারা দেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার

করিতে থাকিবে।

গ্রাহামের এই বক্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন
শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশুস্তাবী নিয়ম
অনুসারে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদান স্বরু হয়। এই নিয়মের
কার্যকারিতা ধরিয়া
লইতে পারি না পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়।
কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের
পরিমাণ ব্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী
যোগান দিতে থাকিবে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের স্থবিধা পাইতেছে এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমন্ত্রাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতার হটিয়া বাফ ব্যয়সংকোচ গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুল্ক দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুল্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের

স্থযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহ্য ব্যয়সংকোচের স্থবিধা কিছুটা লাভ করিতে পারিবে।*

আন্তর্জাতিক মূল্যের ভত্তঃ বাণিজ্য হার (Theory of International values: The terms of trade):

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিন্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনায কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে. সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে: নিজের দেশে অন্ত দেশের ভলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি দ্রব্যের বিনিম্যে যে হারে সে আমদানি পাইবে. অর্থাৎ বাণিজ্যহাব কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-বলে হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপডের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান: 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : $1\frac{1}{6}$ কাপত। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপত আমদানি করা হইল (যেমন, 1_{12}^{12} , 1_{8}^{1} , 1_{4}^{1} , 1_{8}^{1} ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অনুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্ত দেশেব দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

^{* &}quot;It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competion...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by competition...The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily potected by a tariff." Haberler, International Trade, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্ত B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ত A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার নির্ভর করে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং A-এর অনুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ বেশি পাইবে। আবার A-এর দ্রব্যের জন্ত B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ত A-এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অনুকূলে আসিবে এবং A-এর অনুকূলে যাইবে। অন্তের দ্রব্যের জন্ত নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্ত অন্ত দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা— এই স্থই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার A-এর প্রতিকূলে আসিলে দে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, 1 ই ইউনিট

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

কাপড় পাইবে ; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে দে 1 ইউনিট ধানের বদলে,

বাণিজ্য-হার = আমণানির মৃণ্য রপ্তানির মৃণ্য

ধরা যাউক, 1 💤 ইউনিট কাপড পাইবে।

আমদানির দাম × আমদানির পরিমাণ
 রপ্তানির দাম × রপ্তানির পরিমাণ
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান থাকিলে,

বাণিজ্য হার = —————————। রপ্তানির দাম

হতরাং বাণিজহোর জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুল না করা দরকার হয়। ইহা কিন্ধপে করা যায় কৈ কাছাকাছি কোন একটি বংসরকে মূল বংসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের বাণিজ্যহারের স্চক স্টন করে কিন্ধপে স্চক ও আমদানি-দামের স্হচক তৈয়ার করিতে হয় (Index of export prices and Import prices)।
ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতি বংসর কতথানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের স্মচক রপ্তানি-দামের স্মচক) একটি তৃতীয়

স্ফুচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্ফুচক সংখ্যাটির সাহায্যে আফ্ জানিতে পারি যে, আমদানির দামস্থরের তুলনায় রপ্তানির দামস্থরে কিরু পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের স্ফুচক (Index number $_0$ the Terms of the Trade)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্বণ বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিরূপে পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ (gains from trade) ক্মাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় (यमन, मत्न कत, পृथिवीत वाजात यन ठा-এর চাহিদা द्वांन পায় ও দাম कत्। ভবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিছে হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। বাণিজাহারের গুক্ত, উৎপাদকের আয় द्वाम পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ধ ক্রাতীয় আয়ের উপর মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অন্তান্ত শিল্পে প্রভাব আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্ঞার ভারতে অফুকুল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেনুহামের ভাষা বলিতে গেলে "The real income per head of a country depende mainly on its output per head and partly on its terms of trade."

করেকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, Graham) আন্তর্জাতিক মূল সম্পাকীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পান দেশসমূহের পারস্পবিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং সমালোচনা ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহাব পারস্পরিক চাহিদার দ্বাবানির্বারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অর অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

আন্তৰ্গতিক বাণিজ্য ইইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ক^{্ষ} দ্রবাসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর ^{দেশ} হুইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে ইংপাদন করিতে ছইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা

াট লাভ নির্ভর করে:

অপেক্ষা অনেক কম দামে দে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে।

বাণিজ্যের মোট

শতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক
প্রিমাণের উপর

বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট

দাত তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুদ্ধ হাদের ফলে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভেব পরিমাণও
বাভিবে।

বাভিবে।

মান্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতম্বভাবে কিন্ধপ লাভ করে,
ফর্থাৎ মোট লাভ কিন্ধপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় ?
কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর
নির্ভর করে।

थ्रथमण, हेहा निर्ख्त करत छूटे *(मर्ग्न*त सर्वितार्श्राम्तन वार्यत मर्या जूननामूनक পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক বায়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের हेश्यानन वादा जनना পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে মূলক পার্থক্যের প্ৰিমাণেব উপর পার্থক যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমণানি করিতে পারিব) ; আমাদের রপ্তানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষ্মতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দ্রব্য রপ্তানি করিব)।

দিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে

মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্তের বিরোধিতা করিতেন। ^{তাহাদে}ব মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের ধারা সম্পদ বৃদ্ধি অপেকা বর্তমানে বাণিজ্য প্তক্ষের ^{ধাবা দে}শের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক ইইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম
দ্রব্যেব বিনিম্বে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভেব
নির্ধাবক।

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্ম অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপন দেশের দ্রব্যের জন্ম নিজের চাহিদা অধিকতব বাণিজ্যহাবের উপর

শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশেন প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আসিবে। স্বতরাং এই পাবস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতাব উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্ম বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহাবই সঙ্গে দেশের অভান্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহাবই অনুকূলে আসিবে।

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে জনেক সময আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামেক অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহাব অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

তৃতীয়ত, অক্সান্থ দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আন্তর্জাতিক বাশিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্ম তাহার চাহিদা খুবই কম এবং দশের আয়তনের উপর
ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ
প্রভাবান্ধিত হয় না। কিন্তু তাহার রগুনি-দ্রব্যের জন্ম বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার
পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের স্ববিধা পাইতে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব দারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন ক^{বিবা} গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের দুইটি ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্ম উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট হাবারলারের নৃতন পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছ্ইটি দ্রুব্যের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছ্ইটি দ্রুব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ সন্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা যায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একট্ পরেই বিশ্বদভাবে আলোচিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে
মার্শাল ভোগোদৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইযাছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ
কোন দ্রব্যের জন্ম যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত্ত লাভের পরিমাপঃ
(১) ভোগোদ্র্তের হাবা
অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার
দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি
দেশের লাভের পরিমাপ।

টাউসিগ্ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায়
দেশের মধ্যে বর্ধিত মজুরির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের
দারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ
অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানিস্তরের দারা
ত্বং উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদা বাড়িয়া ঘাইবে।
এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে।
রপ্তানি-শিল্পে বর্ধিত মজুরির হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অস্তান্ত
শিল্পে মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ন্তর বৃদ্ধি

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহাব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্থায়, ইহার ফলে দেশে নৃতন আয় স্থাষ্ট হয়, ভোগ্যন্তব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নৃতন আয়, নৃতন বিনিয়েগের ধার। প্রসারিত হইতে

থাকে। কিন্তু নৃতন আয় স্ষষ্টি বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

(Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়,
(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের
আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে
বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানিপ্রবণতার বৃদ্ধি ছিদ্রন্ধপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ
কমাইয়া দেয়, দেশের আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না।
কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয়
আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে
(Foreign Trade Multiplier)।

বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

ভান্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিন্তিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারম্পরিক চাহিদার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্যে। তাঁহাদের সম্মুথে প্রধান প্রশ্ন ছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে পাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিন্ধপে বন্টিত হইয়া বায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পারিবর্ততার রেখা (production substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। হাবারলারের উৎপাদন দেশে উৎপাদনের উপাদান দ্বির ধরিয়া লইয়া সম্ভাবনার রেগা উহাদের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সন্মিলন কি তাবে উৎপাদন করা বায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্য। এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল (alope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অমুপাতের সমান। অধ্যাপক হাবারলাল দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিরূপে স্টেই হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff) এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও স্বস্পাষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখ। বা দ্ধপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) দ্ধপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে: ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রবেরেই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে আনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যন্ত্রের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে আনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে ছুইটি দ্রবাই

কপান্তরণ রেখা কাহাকে বলে কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে দ্ধপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপদারণ করিয়া

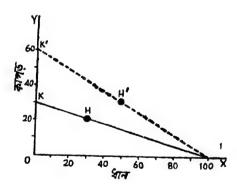
অপরের উৎপাদন নিয়োগ কর। সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় । ৩: 3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরও ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অমুপাত 10: 3 হইলে) ভারতে 90 ধান: 3 কাপড়, 80 ধান: 6 কাপড়, 0 ধান: 30 কাপড়— প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা, নিচে ইহা দেখান হইয়াছে।

^{*} এই তালিকা, রেণাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থটি হইতে লওরা হইরাছে। অনুসন্ধিংফ ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

অর্থ তত্ত্ব

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	100	0
В	90	3
C	80	6
D	70	9
\mathbf{E}	60	12
\mathbf{F}	50	15
\mathbf{G}	40	18
H	30	21
I	20	24
J	10	27
K	0	30

এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার বা ক্ষপান্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচেব চিত্রে, X অক্ষে বান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড উৎপাদনের পরিমাণ আমরা পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অমৃপাত নির্দিষ্ট ধরা হইরাছে বলিয়া ইহা সরসরেখার আকার লইয়াছে। কেমহাসমান বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঘটিলে উহার আকৃতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার স্থবিধার জন্ম উভয়ের ব্যয়ের অমৃপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নুতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া আবিষ্কারের ফল কি এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK' রেখা দ্বারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H' বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে দ্বইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

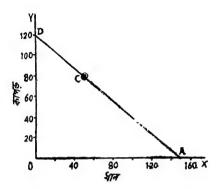
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলণ্ডের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলণ্ডে শ্রামিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অন্থপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি বে, ইংলণ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা যায়। ইহাই ইংলণ্ডের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের অনুপাত। ভারতের ন্থায় ইংলণ্ডেরও এইরূপ একটি রূপান্তরণের তালিকা আছে, বেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
В	100	40
\mathbf{C}	50	80
D	0	120

10:8 নির্দিষ্ট অমুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

^{*} কেন ভারতবর্ধ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে ? এই প্রশ্ন এবানে আলোচা নয়। তব্ও সংক্ষেপে বলিয়া রাথা দরকার। পরিকঙ্কিত অর্থ নৈতিক কাঠা মোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিক্ষনা কমিশন; বিস্ত প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ভর করে এই ক্রাগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। আনিয়ন্ত্রিত দাম-ব্যবহাই বিভিন্ন ক্রোণপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিয়োগ-বিশ্রাস নির্ণায়ন করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমর।



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ত হওয়ার পূর্বে ইংলঞ্জ 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থার মনে কর উভয দেশের মধ্যে বাণিজ্য স্থক্ন হইবে। কি হারে ধান ও কাণড় পরস্পারের মধ্যে বিনিমর হইতে পারে? ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলণ্ড রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10:3 ও 10:8-এর মধ্যে 10:5; 10:7 প্রস্তৃতির যে কোন একটি হার ছির হইবে, ইহাও আমরা স্পাষ্ট বৃঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিমর ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (Terms of Trade), বা দামের অমুপাত (price ratio)। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয দেশের নির্দিষ্ট ব্যরামুপাতের

বাণিজ্য হস্প হইবাব সম্ভাবনা কোণায় বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10:1 বা 10:12 এই ত্বইটি অনুপাত লইয়া দেখা বাউক। ভারত

যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া দেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে সে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নহে। যদি 10:1 অমুপাত জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে. ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদলে 10/3 অর্থাৎ 3:33

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অমুপাত 10:1 রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 1.25 ইউনিট ধান পায়।

বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান ব্যয় পার্থক্যে অমুপাতের গুরুত্ব বিক্রেয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে

সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয় দ্রব্যের বাণিজ্য-হার 10:8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10:12 হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন স্থক্ষ করিবে, কেহ কাপড উৎপাদন করিবে না।

স্তরাং এইরূপে আমর। এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পোঁছিতে পারি যে 10:3 এবং 10:8 এই তুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অনুপাতে যেমন 10:6 তারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনামূলক স্থবিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলণ্ড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই

কেন বাণিজ্যে ছুই দেশেরই বেশি লাভ ফুইবে

production) বলা চলে।

পূর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে ক্রপাস্তরিত করিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে দে একই

পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে। ইংলও নিজের দেশে ৪ ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে দে 6 ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিমুক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect

ঠিক কোনৃ বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের অন্তবর্তী

কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? সাধারণ বৃদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10:5½ হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ কবিযা উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন্

ভাবদান্যের বাণিজ্যহাব : পারম্পরিক
চাহিদার তত্ত্ব

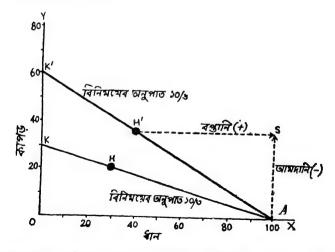
যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম

দিয়াছেন পারম্পরিক চাহিদার তত্ত্ব (Theory of Reciprocal Demand)।

সমগ্র পৃথিবীময় দেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারম্পরিক চাপে এমন স্তরে
এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য ছুইটির চাহিদা ও যোগান ভারদান্যে
পৌছিয়াছে। এই ভারদান্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আদিতে পারে, যদি

(ক) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনরূপ
পরিবর্তন আদে।

এই 10:6 অনুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভয দেশের উৎপাদনসম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই
বৃঝিতে পাবিতেছি। যেমন, ভাবতের ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি কিরূপ হয়, আমরা
তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল 10:3 বিনিময়ের অমুপাত অমুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পরে, যখন 10:6 বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তথন তাহার এই রূপান্তরণ রেখাটি উধ্বে উঠিযাছে। ইহা হইল AK'. ঠিক যেরূপ কোন আবিষ্কার বা যন্ত্রকোশলের উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK'রেখার কোন বিন্দৃতে সে স্থাটি দ্রবেরে উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিভাগ কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক

উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনাব উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিকপ ?

ইহার H" বিন্দুতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেথা-ছুইটির সাহায্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিযাছে। বাণিজ্যের ফলে ছুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল ন্য, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিযাছে।

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিন্ধপ দাঁড়ায়, তাহ। আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পালীয় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত নাবারলার বলিয়াছেন নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় এই ছুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বান্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আথ প্রভৃতি ক্ষমিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যেও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্ (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যথন ছুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীতিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ধ করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক স্থবিধা বা হুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে।

থেমন, আমাদের তুলনামূলক স্থবিধার স্তরক্রম অনুসারে আমরা নিচের জিনিস্ভলিকে সাজাইয়া রাথিয়াছি:

এই স্তর অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যয় তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম. ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পব পাট । ইংলণ্ডের তুলনামূলক স্থবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি, তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভাবতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেক

দুইটি দ্ৰবোর বেশি থাকিলেও এই তব মনত সঠিক

দক্ষতম। কিন্তু কোনৃ কোনৃ দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি হইবে তাহার সীমানারেখা (dividing line) কোথায়

পড়িবে ? পাট ও চা-এর মধ্যে ? অথবা ভারত চা পর্যন্ত উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িযা দিবে ? আবার এই সীমানারেথা ছ্ইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যেব উপব দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; সেই অবস্থার সেই দ্রব্যটি ছুইটি দেশেই কিছু কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে ?

ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্ম আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়িয়া গেলে ভারতের মনুকূলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদেব এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিয়া চা উৎপাদন তাগে করিতেও পারি; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানের মরুভূমিতে সহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিদ্ধার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক স্থবিধার স্তর্ক্রম সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

^{* &}quot;So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it inports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, International, Trade, P. 137.

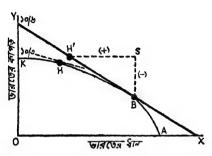
সংখ্যায় ছুইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের বাহিরে অন্থান্থ সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া ছুইট দেশের বেশি পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ" (rest of the world) বলিয়। গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের স্থবিধার কোনরূপ যোগস্থে নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্ত প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই ক্সপান্তরণরেখা সরল রেখার ক্সপ লয়। কিন্তু বাস্তবে দকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে ব্যয় বাড়ে; এই রেখাটি তাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগং হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যথন উৎপাদন আর একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দক্ষন ইংলণ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন ক্মগ্রাসমান প্রতিদান কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেগানে কিছু কিছু ধান ও উৎপাদন বায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের বৃদ্ধির ফলাফল উৎপাদন ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। স্থতরাং, ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ছবিতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; AK রেখা তাই উৎসবিন্দ্র দিকে অবতল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ

Н বিন্দৃতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। দ্রব্য ছ্ইটির আভ্যন্তরীণ দামের

অমুপাত (10 : 3) উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; H বিন্দুতে AK রেখার ঢাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভ্য দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10:6; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্দুতে সরিয়া আদে। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া আদে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্দু B-তে পোঁছায়। প্রতিষোণিতার দক্ষন ঐথানে রেখাটির চাল হইল 10:6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্ম কিছুটা কাপড়ের বায় এবং এই ছইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্দুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10:6 দাম অনুপাতের হিসাবে) সর্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নূতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, দাপবিন্দুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের ন্থায়, ভাঙা রেখাগুলি রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদান ও ব্যয়র্দ্ধির দক্ষন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশোয়ণও ততদ্র প্রসারিত হয় নাই। ভারসামের বিন্দুতে উভয় দেশে উভয় প্রবেয়র প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্ব্য ছুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10:6-এর সমান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া

গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের
উপকরণ আদানপ্রদানের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রেমিকের দরকার বেশি,
পরিবর্তে দ্রব্যের
আদান প্রদান ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ

অনেকটা দ্রাদ পায়। জমির জন্ম অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষে,
মন্ত্রির তুলনায় তাই খাজনা দ্রাদ পায়। অপর্দিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের

প্রভাব কার্যক্রী হয়, ধানেব উৎপাদন বাড়াইবাব জন্ম জমিব উপব চাপ বাড়ে, মজুবিব তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যেব ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশেব মধ্যে অবাধে উপকবণগুলিব যাতায়াতের সমান। ঠিক যেমন, ইংলণ্ড হইতে ভাবতে লোক চলিয়া আসিলে এখানকাৰ শ্রমের ত্বস্প্রাপতা কমিত, খাজনাব তুলনায মজুবিব হাব হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদানপ্রদানেব ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইন্নপে উভয দেশেই অতি স্প্রাপ্য (superabundant) উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং ছম্প্রাপ্য উপকরণের ছল ভতার লাঘর ঘটে। ইহাই হেক্সাব-ও'লীন তত্ত্ব (Hecksher-Ohlin theory) নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হুইল, দ্রব্যসামগ্রীব আদানপ্রদানের ফলে সকল দেশে উপকবণেব ছম্প্রাপতো কিছুটা হ্রাস হয। ও'লীন ক্লা সিকাল তত্ত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত কবিষা তুলিষাছেন। বলিবাছেন যে, বিভিন্ন দেশেৰ মধ্যে শ্ৰম ও মূলবনেৰ অবাধ বাতাঘাত থা কিলে উহা মন্থবিব হাব ও উপকবণেব দামে মোটামুটি সমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশেব সীমানা ছাডাইয়া উপক্বণগুলিব যাতায়াত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দবকাব। দেখা যাইতেছে যে, থান্তর্জাতিক বাণিজ্যেব ফলে ইংলণ্ডেব জাতীয় উৎপল্লেব প্ৰিমাণ বুদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়েব বণ্টন এমনভাবে বদৰাইয়া যাইতে পাৰে যাহাতে দেশেৰ অবিবাদীদেৰ দামগ্ৰিক কল্পাণ হ্রাদ পায।

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজে,ব ছুইটি কাবণ দেখানো হইযাছে:

(ক) বিভিন্ন দেশেব মধ্যে তুলনামূলক বাবে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমন্ত্রামান ব্যথ। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ কবাব জন্ম বাণিজ্যেব তৃতীয় পাঞ্জাতিক বাণিজ্যেব কাবণটি বলা প্রযোজন। উভ্য দেশেব ব্যথ সম্পূর্ণ সমান হাহিদাব পার্থক্য হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও ক্র.টি ও পছন্দে তারতম্যেব দক্ষন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপব। যেমন নবওয়ে ও স্ইডেন মোটামুটি একই হাবে মাছ ও মাংস উৎপন্ন কবিতে পাবে। কিন্তু স্ইডেনেব অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুনী, আবাব নবওয়েব অধিবাসীবা তুলনায় মাছ পছন্দ করে বেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয়

দেশই লাভবান হয়; স্থইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংদ আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

নুতন বিকল্প তত্ত্বের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নৃতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে ছুইটি সংকোচক অমুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যযের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তত্ত্বপরি, এই নৃতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে।

অব্যাপক Viner অব্যা এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই i তাঁহার মতে নুতন পদ্ধতির এই স্থবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি শুরুত্বপূর্ণ সমস্থাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া বাথিয়াছে। উৎপাদন-ভাইনারের সমালোচনা পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নিদিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন যে, ইহা সঠিক নয়। টেকনলজির দারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কাবণ উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপব। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজেরে উপব। সংক্ষেপে ভাঁহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে মবাসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের "আসল ব্যয়" হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেথায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের ক্ষেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, ভবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেক্ষরেখা (Community Indifference curve)

উপবে উঠিল বটে, কিন্তু আয-বন্টনে বিন্ধপ প্রতিক্রিয়াব ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ ব্রাস পাইতে পাবে।

নির্দিষ্ট পবিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিৰপেক্ষ বেখা গঠন কৰা যদি কোন মতে সম্ভব না হয তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কন্যান বাডায় কি না এই তত্ত গঠন করার কোন উপায় থাকে কি ? স্থামুযেলস্ম (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল নেথকদেব এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকাৰী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্ৰকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইযা থাকে। তাঁহাব মতে, বা নিজ্য শুক হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপক্বন কম পবিমাণে ব্যবহাৰ কবিয়া প্রতিটি দ্রব্য প্রবাপেক্ষা বেশি স্থানুষেল্সন বলেন যে,
প্রিমাণে পাইতে পাবে। মোট লাভেব কোন বাস্তব না গেলেও কল্যাণ প্রিমাপক পাও্যা যায় না ইহা ঠিকই; কিন্তু সকল উপক্রণ বাডে কম ব্যবহাৰ কবিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতিব কল্যাণ নিশ্চম বৃদ্ধি পাম। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দকন সকল পেশেবই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

বাণিজ্যব্যালান্স ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন একট দেশেব আয়স্তব এবং বাণিজ্যব্যালান্সেব মধ্যে প্ৰস্পাব প্ৰভাবশীল শৃপ্পৰ্ক (reciprocal-relationship) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশেব আয়স্তবকে প্রভাবিত কবে, আবাব আয়স্তবে পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্সেব অবস্থায় প্রবির্তন আনে ।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ কবাব জন্ম ক্ষেকটি বিষয় আমাদেব ধবিষা লওযা দবকাব (assumptions)। আমবা মনে কবি যে, প্রতিট দেশে দামন্তব, স্থানের অনুমানসমূহ উপবস্তু প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকাবি আছে। এই অনুমানটিব কাবণ হইল যে, আমাদেব ধবিষা লওয়া দবকাব কোন দেশেব ব্রুবের জন্ম চাছিল। বাড়িলে দেশেব মধ্যে উহাব উংপাদনই বাড়িবে, দাম

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ছুইটি দেশের টাকাব বিনিম্ম হার (exchange rate of two currencies) ছির আছে।*

আয়স্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিব্নপে পড়িতে পারে ? আয়স্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানিব মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আযের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যাতে ভোগের কল্পনা করি, দেইরূপ দেশে বর্তমানের আযন্তর ত মুযায়ী ভবিষ্যুৎ আমদানির পরিবল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়ন্তর বাড়িলে আমানের আমদানি বৃদ্ধি পায়, আয়ন্তব কমিলে আমদানি ব্রাস পায়। যেমন, আয় পরিবৃতিত হইলে ভোগ পরিবৃতিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্ম আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি: ঠিক সেইরূপ, আযের সহিত আমদানির আ্যন্তব ও আমদানিঃ সম্পর্ককে আমবা বলি 'প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা' প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal Propensity to import) ৷ আয়ন্তব পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই ছুই পরিবর্তনেব অনুপাতকে প্রাত্তিক আমদানি-প্রবণতা বলে। বেমন, আয়ন্তব 100 বাডিলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাডাইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল 📆 অর্থাৎ 0.1.

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পাবে। প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শৃষ্ণ (॰) হইতে বেশি হয়, অর্থাৎ দেশে আয়ন্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়ন্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল আমদানি বাড়িবে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকৃল করার দিকে ঝোঁক স্থাষ্টি করা; কারণ আয়ন্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরূপ কোন কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়ন্তর বাড়িলে ভাহাদের আমদানি বৃদ্ধি পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকৃল করার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, আয়ন্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে। আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যয়

^{* &}quot;This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency is each country do not vary." A.C. L. Day, Outline of Monstary Economics, P. 371

দেশেব মধ্যে নৃতন আয় স্থাষ্ট কবে না। দেশেব জিনিস কিনিয়া টাকা খবচ কবিলে উহা দেশীয় দ্বোগেপাদনকাবী ও বিক্তোব আয় স্বাসবি বাডাইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাডে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদেব আয় বৃদ্ধি কবে। আমাদেব দেশেব লোকেব আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাডে না। যেমন, বি।নিযোগ বৃদ্ধিব ফলে আমাদেব দেশেব আয়স্তব বাডিল। বর্ধিত আয়েব কিছুটা দেশী জিনিস ক্রয়ে ব্যয়িত হইল, আন কিছু অংশ আমদানি বৃদ্ধিব ফল বিদেশী জিনিসে খবচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে সক্ষেত্রৰ মতন বিদেশী জিনিসে খবচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে ব্যয় হয়, উহাব ফলে দেশেব লোকেব আয় ও কর্মসংস্থান বাডে, আয় প্রসাবেব ধাবা এইরূপে ক্রমে প্রসাবিত হইতে থাকে। অপবপক্ষে বর্ধিত আয়েব যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহাব প্রভাবে দেশেব মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না, সঞ্চয়েব মতনই উহা দেশেব আভান্তবীশ আয়-প্রসাব শোতেব ধাবা হইতে বাহিবে বহিল।

এইরূপ আব একটি গুকরপূর্ণ তুলনা উল্লেখ কবা দবকাব। বপ্তানিব ফল হইল দেশে আভ্যন্তবীণ বিনিযোগেব মতই। আম-নির্ধাবণেব তত্ত্ব হইতে আমবা জানি যে, দেশে নৃতন বিনিযোগ আযস্তবেব উপব নির্ভবশীল উপব নির্ভব্র কবে না নয়, বর্তমান আযস্তব হইতে স্বাধীন বা নিবপেক্ষ ধবনেব কোনরূপ কাবণে বিনিযোগ নির্ধাবিত হয় (যেমন ইহা অনেকাংশ নির্ভবশীল শিল্প টেকনিকেব উপব)। ঠিক সেইরূপ দেশেব বপ্তানিস্তব উহাব আযস্তবেব উপব নির্ভবশীল নয়; বহিবাগত অনেক শক্তিব প্রভাবে ইহা স্থিব হয়, যেমন বিদেশী আযস্তব দ্বাবা। অর্থাৎ বিনিযোগেব স্থায়ই কোন দেশেব বপ্তানি-স্তব সেই দেশেব আযস্তবের উপব নির্ভব কবে না।

শুধু তাহাই নহে। বপ্তানিস্তবে পবিবর্তন আদিলে, (অপবাপব সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিযোগেব স্তবে পবিবর্তনেব স্থায় প্রভাব হয়। ইহা দেশেব মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুগুণ রপ্তানিতে হাসর্ন্ধির পবিবর্তনেব স্থচনা কবে। বপ্তানি বাভিলে দেশেব মধ্যে ক্র বিনিয়োগের হাস উৎপান্ন দেব্যেব বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; এই সকল উৎপাদক ও বিক্রেভাদেব আয় বাড়ে, তাহাদেব এই বর্ধিত আয় দেশেব মধ্যে ব্যযিত হইয়া গুণ-প্রসাবেব ধাবা (multiplier expansion) শুক্র করে।

স্তরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-ব্রাসের দক্ষন বাণিজ্য বালান্দে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের শুণক প্রসার শুক্ত হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য বালান্দে কেশ্নরূপ অবন্তির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The foreign trade Multiplier)

জাতীয় আথের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্ম আমবা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আযন্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

থেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমর। E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিক্সের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা এবং শ্রমিকদের মজুরিক্সপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলেঃ (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগবয়য়, (থ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগবয়য় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগবয়য়, কিছুটা বিদেশী ভোগবয়য়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে বয়বহার করিবে।

মনে কন, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল c. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ষিত আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় কনিবে, তবে $c=\frac{1}{4}$ । 10 কোটি টাকা নূতন আয় স্পষ্ট হইলে লোকে 10 কোটি $\times \frac{1}{4} = 2\frac{1}{8}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, সম্প্লকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে F বর্ধিত এই F পরিমাণ আয় হইতে লোকে F পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ

ভোগব্যযে থবচ কবে। ফলে এই সকল দ্রব্যেব উৎপাদক ও বিক্রেভাদেব আয Ec পবিমাণ বৃদ্ধি পাষ। অর্থাৎ, দ্বিভীয় স্তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাষ Ec পবিমাণ। তৃতীয় স্তবে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পবিমাণ টাকা থবচ কবে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পববর্তী স্তবে জাতীয় আয় বাডে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পবিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধিব ধাবা ততদূব চলিতে থাকে যতদূবে বর্ধিত আয়েব পবিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইয়া আব নূতন আয় সৃষ্টি কবিতে পাবে না। অর্থাৎ Ec^2 পবিমাণ বুপ্তানি বাডিলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়েব বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচেব অংকটি হইতে:

$$E+E_o+E_o^2+E_o^3+E_o^4\cdots$$
 ... O

ইহা যোগ কবাব স্থ্য হইল $E \times 1/1-c$. এই দ্ধপে E পৰিমাণ বপ্তানি বৃদ্ধিৰ ফলে জাতীয় আয় উহাব কতগুণ বাডিবে তাহা আমবা জানিতে পাৰি E-কে 1/1-c দিয়া গুণ কৰিয়া। স্তবাং এই 1/1-c কে আমবা বৈদেশিক বাণিজ্যেৰ গুণক বলিতে পাৰি। যেমন ০ হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10\times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10\times 1/1-\frac{1}{4}=10\times 1/\frac{2}{4}=10\times 4/3=13$ ব কোটি টাকা।

বপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহাব প্রভাব আমবা এই বৈদেশিক বাণিজ্যেব শুণক হইতে পবিমাপ কবিতে পাবি। বপ্তানি হ্রাসেব পবিমাণ যদি হয ${f F}$, তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে ${f F} imes 1/1-c$ পবিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা কবাব সমযে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা' এই ছুইটি ধাবণাব কথা মনে বাখা দবকাব। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে c+m+s=l, কাবণ বর্ষিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তবীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপবেব সমীকবণ হইতে আমবা লিখিতে পাবি যে, l-c=m+s, স্থতবাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে l/l-c না লিখিয়া আমব, l/m+s লিখিতে পাবি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে গ্রাণ্ডিক বাণিজ্যের গুণকভ বাণিজ্যের গ্রণকভা ক্রাণ্ডিক সঞ্চয়প্রবণতা)।

^{*} Sum = 1st Term x 1/1—Common Ratio.

অৰ্থ তত্ত্ব

अनुगीन नी

- 1. Why should there be a separate theory for International trade?
- 2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.
- 3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not to import it from the second," Explain and illustrate.
- 4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.
- 5. Do you think that if there are more then two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped?
- 6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences." Comment.
- 7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.
- 8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.
- g. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repurcussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.
- 10. What are the gains from foreign trade? How these gains can be measured? On what factors these gains depend?
 - 11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণ (conversion) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে সতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘলে উদ্ভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেভা, হৃতরাং বিক্রেভাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হুইবে।

মি: দেন চা রপ্তানির সময় একথানা হণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিয়া
মি: টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন : ধরা যাউক, মি: টম্ 90 দিন পরে পাউও দিবেন
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 90
কিরপে আন্তর্জাতিক
বাণিজ্য দাম মিটানো
হয় : বিনিময়বিল ও কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের (Exchange Bank) নিকট
ব্যাঙ্কের ডাকট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন,
প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাটা লইল । বিনিময়-ব্যাঙ্কের
ইংলতে যে অফিস আছে, বিল বা ছণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন
উত্তীপ হইলে মি: টমের নিকট উহা উপস্থিত হইল এবং ইংল্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার
নিকট হইতে পাউও পাইয়া গেল । আমদানি হইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ্ধ
করা চলে।

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্ম বা অর্থের দ্ধপান্তরণের জন্ম সাধারণত ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ দেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউগু মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বদলে পাউগু কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ দে l টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। দেই হারে 600 পাউগু ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া যিঃ দেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউগুর একথানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফট্ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লগুন শাখা বা অফিস হইতে পাউগু পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিম্য-ব্যাক্ষে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে দেশী টাকার বৈদেশিক চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা ও যোগান চাহিলা স্থাই হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমলানি করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্ম বিনিম্ব ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং দেশের মধে। বিদেশী অর্থের চাহিদা স্চষ্ট হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইক্লপ যোগান ও চাছিলা দেখা দেয, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইছা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লণ্ডনে পড়িতে যাইবে। লে এখানকার ব্যাক্তে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউণ্ড কিনিতে চাহে। ইহাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার योगीन इस এবং महत्र महत्र प्राप्त वोजाद विद्वामी अर्थत जन्न हाहिला रही যায়। ঠিক এইরূপ, ইংল্ণের কোন ব্যবদায়ী আমাণের দেশে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায় বা দেখানকার কোন ব্যক্তি তাজমৃহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতীয় টাকার চাহিদা স্পষ্ট করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্তে ইহা লইয়াই লেনদেন-ব্যালান গঠিত দেশীয় টাকার চাহিদা দেখা যায়, শেনদেন, বিনিয়োগ ও ফাটুকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (Transaction, investment and speculation)। ইহাদের একত্র হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালাক্স ও লেন্দেন ব্যালাক্স (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রবাসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্ম বিদেশীয় অর্থে দাম পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রবাসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্ম দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয। রপ্তানি দ্রবাদির মূল্য ও আমদানি দ্রবাদির মূলেরে একত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্ত সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির দামের সমতা থাকিবেই এরপ কোন নিশ্চযতা নাই। এইরপ সমতা থাকিসে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির দরুন বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হলৈ সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষেরপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশেব বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যামগ্রীর ক্রয় বিক্রম ছাড়াও অন্থান্থ বছ বিষয়েব জন্থ বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া য়য়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কেব ক্ষেত্রে দ্রব্যামগ্রী ছাড়াও বছ বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন লেনদেন ব্যালান্থ করিতে হয়; কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশেব সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশেব লেনদেন ব্যালান্দ (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্ন-লিখিডভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ

চলতি ব্যালাক (Current Balance)

(ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যাদি বা ''দৃশ্য" (Visible) বিষয়সমূহ। (খ) ''অদৃশ্য'' (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, ভ্রমণকারীদের লেনদেনের উদ্দেশ্যে ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি।

II. পুঁজির ব্যালাকা (Capital balance):

দেশ হইতে বিদেশে পু^{*}জির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পু^{*}জের আমনানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিদাবকে (Capital Account) ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্বল্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মুলবন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিদাব করা হয়। ইহাকে বদা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment বিনিযোগ ও ফাটকা sector), नीर्घकाल्य जन्म (ननीय मूनधानत विर्माण নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুলধনের বিনিয়োগ টাকার বৈদেশিক চাহিনা ও যোগান এই খাতে হিদাবের জন্ম ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে অদের হার বাড়েলে বা কমিলে) সম্ভ্রকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায বা দেশের মধ্যে প্রবেণ করে। ইহাকে বলে ফাটু কা-নিযোগের ক্ষেত্র (Speculative sector)। স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া विप्तर्भन वाक वा वावनाशीएक निकड एमीय वावनायीएक जमा वा भावनाम्यूक्टक aदः (मत्मेत वहाक वा (मनीय वहवमाग्रीतमत निकृष्ट वित्मनी वहवमाग्रीतमत ज्ञामा वा পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

লেনদেন-ব্যালাকে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments):

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুবায়ী কোন দেশের লেনদেন ব্যালালের দেনা ও পাওনার ছুইট দিক সর্বদা সমান থাকিবে। নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উভয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে। দেশ হইতে প্রেরিভ সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি লেনদেন ব্যালাদের দেনা পাওনার উভয় কোন দেশ অন্ত দেশের তুসনায় অধিক দ্রব্য, শেরার দিকই সর্বদা সমান ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির ছারা অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা দে অন্তের নিকট হইতে পাইবে। যদি এই মূল্যের ক্ষা বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, তবে দেই লেনদেন দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যান্ধ-ব্যবসায়ীদের নিকট স্কল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অক্তকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বুদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্দে ইহাই ধরা পড়িবে। স্থতরাং, লেনদেন ব্যালান্দে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার সভঃসিদ্ধ বলা চলে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির ছারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি করা হইল উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া ব্যালি ছারাই উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি অমদানির মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিলোধ করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের

সমতা ও ভারসাম্যে পার্থক্যঃ লেনদেন বালাঙ্গে ভারসামে৷ এবং ভাবসামা-বিহীনতা

কাহাকে বলে

অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থান্ট আছে এক্লপ বোঝা যায়। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের

বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্ত চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা দেশে আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়হাব (Rate of Foreign Exchange) মোটাম্টি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না—এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (Equilibrium in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা

না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্যবিহীনতা (disequilibrium) স্থাষ্ট হইয়াছে। স্থতরাং সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা আসিতে পারে যদি (ক) দ্রব্যামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্কল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নরূপ হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস্থ্য ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঝণ গ্রহণ, ঝণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিম্য-হারে পরিবর্তনের দরুন আমদানিরপ্তানির দানে পরিবর্তন হইয়া উহাদের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আসে যদি (১) নৃতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ঝণ পরিশোধ বা হৃদ প্রদান শুক্র হয়, এবং মুনাফা বা নিরাপন্তার উদ্দেশ্যে ফাট্কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আসে।

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যন্থীনত। আসিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিমা ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম ফিরিয়া আসে। ভারসাম্যে পৌছিবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই ছুই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism) লেনদেম ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং যে-দেশের লেনদেন ব্যালাম্স প্রতিক্ল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অমুক্ল লোদেন ব্যালাম্স থাকার দরণ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, গতিবিধি ও দামন্তরে পরিবর্তনের দ্বারা যাইবে। অপরদিকে, প্রতিক্ল লেনদেন ব্যালাম্সের দর্কন স্পর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার

অর্থের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, দামস্তর ও কমিয়া আদিবে। কালক্রমে, যে-দেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমত। সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা ফিরিয়া আদিবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রকিক্লতা থাকিবে না। এইরূপে তুই দেশের লেনদেন ব্যালান্সেই প্ররায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিবে। অর্থ যাতায়াতের ফলে দামস্তরে উথান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে এই ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রাস্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

আধুনিককালে ভারদাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে সালোচনা করা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর

নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, অর্থের পরিমাণের রাদিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আদিলে দামস্তরও পরিবর্তিত

হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিরোগ শুর ধরিয়া লওয় হইতেছে)।* কিন্তু
পৃথিবীতে অর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই
দেশের দামশুর পরিবৃতিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ
কর্মশংখান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে স্থদের হার
ক্মিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামশুরে
বৃদ্ধি হয় না।

^{* &}quot;The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Metzler, A survey of contemporary Economics, P 212.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামশুরে পরিবর্তন ছাডাও লেনদেন ব্যালাম্সে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে কর। যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালান্স অমুকৃল হইয়াছে এবং B দেখেব লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায় আছে। A দেশ আধনিক তবঃ আয়-্নার্থ্য তব ক্রাম স্তরেও কর্মসংখ্যান স্তবে হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-পরিবর্তনের দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়ম্ভরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম বপ্তানি হওয়ায় আভান্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমিয়া গিয়াছে! A দেশে তাহার আয়ন্তর বুদ্ধি হওয়ায় আমদানি-প্রবণতা (Propensity to import) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাডিবে। অপরপক্ষে, B দেশে আয়ন্তর কমিয়া যাওযায A দেশ হইতে আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও বপ্তানির পরিমাণে পবিবর্তন হইয়া উভয়েব সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালাসে ভার সামাাবস্তা ফিরিয়া আসিবে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন
ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়। আসিবার জন্ত স্বয়ংক্রিথ
হই তত্ত্বের মিলও
ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদেব
পার্থক্য
পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিক্যাল মতে দামন্তরে পবিবর্তনের
মারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভার
সাম্যের পুনক্দার ঘটে।

মনে রাথা দরকার যে, ফাটকাদারি মৃশধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

^{+ &}quot;Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explantion normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. More over, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments."

Metzler, P 220,

লেনদেন বালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসি:ত পারে।

একপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ

হুল কি করা হয়

এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে
পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরপ অবস্থায় যদি
ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিক্লতা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে
এইরূপ প্রতিক্লতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম তিনটি পদ্ধতি
গ্রহণ করা যাইতে পারে ঃ

- কে) **রপ্তানি বৃদ্ধিঃ** উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা মাভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের দারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- (থ) **আমদানি হ্রাস:** প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) ধারা আমদানির পরিমাণ ক্যাইবার চেষ্টা করা।
- (গ) **অর্থের বহিমূল্য হ্রাস**: সরকারীভাবে বিদেশা অথের হিসাবে দেশার অথের বিনি-র মূল্য কমাইরা দেওয়। ইহার ফলে দেশার দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে সন্ত। হইবে এবং বিদেশা দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরাইয়। আনা সন্তব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরুপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined ?)

হুই দেশের অর্থ যে-হারে পরম্পারের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে । কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজ-দেশের অর্থের মৃল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়- হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিমলাও (External Value) বলা চলে।*

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অন্থপাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নাম। ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের ঘারা বৈদেশিক বিনিম্য-হার নির্দ্ধিত হয় তাহাদের হুইটি পৃথক অবস্থা অন্থায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন: (১) যথন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

[🎄] মেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (১) যথন উভয় দেশে বা অস্তত একটি দেশে অরপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত ,

(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ:

যদি স্বৰ্ণমান প্ৰচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বৰ্ণমূদ্ৰ। প্ৰচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় কাগজের টাকা ও অর্পের মধ্যে বিনিম্বের অফুপাত নির্দিষ্টভাবে নির্ধাবিত থাকে। এইকপ অবস্থায়, উভয দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হাব নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্থাপের স্বৰ্মান ব্যাস্থায পরিমাণগত সম্পর্কেব ছারা। ধর। যাক A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-প্রিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সম্প্রিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। একপ অবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে 1 A মদ্রা 3 B মদ্রার সমান মূল্যের , স্থতরাং 1 A মূদ্রার বিনিময়ে 3 B মূদ্রা পাওয়া যাইবে (1A = 3B); ইহাই পরস্পারের বিনিময় হাব। ইহাকে বলা হয় মদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহাব (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্সে ভার্সাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হার্ট নির্ধানিত थाकित्व এवः এই হারেই আমদানি ও রপ্তানি হইবে। किন্তু লেনদেন-ব্যালাকো ভাবসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-ছারেও উঠানাম। (Fluctuation) হইবে; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অমুযায়ী সেই নির্দিষ্ট-সীমার মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার সামা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপের দেশে ব্যযের উপর ।

বৈদেশিক লেনদেন থাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে বিনিম্য হার ভাহার অম্বকূলে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়-হার ভাহার প্রতিকূলে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালান্স A এর অম্বকূলে হয় ভাহা হইলে A এর 1 মৃদ্রা B দেশের

বিনিম্ব-গরে বিচ্যুতির সীমা: উচ্চ ও নিয় স্বাবিন্দু 3 মূদ্র + স্বর্ণ প্রেবণের ব্যাষের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, লেনদেন ব্যালাম্স A এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হার ও তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্গাৎ 1 A মুদ্র=3 B মদ্রা-

স্থা প্রের্ণের ব্যয়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই ছই

হারকে ছাড়াইয়। বাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যুবসায়ীরা

উগ হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যান্ধ হইতে A মৃদ্রা কিনিবে না, ব্যান্ধ উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে স্বৰ্ণ ক্রয় করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। বিভীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মৃদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বৰ্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই ছই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন স্বর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নিধারণ:

স্থান প্রচলিত থাকিলে ধাতৃবিন্দুগুলির (Specie points) দার। নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যথন স্করপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তথন বৈদেশিক অর্থান্তরায় বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসাম। নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সন্তব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে ছুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে:
(ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং (থ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

কে) ক্রেয় শক্তির সমতা তত্ত্ব: সেইছে:নর ধনবিজ্ঞানী গুস্তান্ ক্যানেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রেয়-শক্তির সমতা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব প্রম্যায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অধ্বি বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভান্তরে অর্থের ক্রেমাক্তির সম্পর্ক প্রকাশ

হই দেখের অর্থের আভান্তরীণ মূল্যের সমতা করে। নিজের দেশে অথের আভান্তরীণ ক্রমণতির এবং অন্ত দেশে অপর অথের আভান্তরীণ ক্রমণক্তি— এই উভয় দেশের অথের আভান্তরীণ ক্রমণক্তির সমতার বিন্দৃতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নিধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে

কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরনের সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি ভারতের অর্থে 15 টাকা হয়, তাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়-ক্রমতা সমান। স্বতরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ডেল 15 টাকা।

এই তত্তিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে

অর্থের ক্রয়শক্তি আভান্তরীণ দামস্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহ আমরা জানি। স্থতরাং তুই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অমুপাত উগদের দামস্তরেব অমুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

1 পা: (৪) = <u>৪-এর জয়শক্তি</u> ভারতের দামন্তর
1 টা: (Rs) = <u>Rs.-এর জয়শক্তি</u> ভারতের দামন্তর

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটলে বৈদেশিক বিনিময় হারেরও পরিবর্তন ঘটবে, আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহিম্পাও কমিবে,

আভ্যন্তরীণ মূল্য বাডিলে বহিম্লাও বাডিবে। স্থতরাং বিনিম্বংগরে উঠানামা ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা ও তাগাব কারণ পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন

অমুযায়ী ইহ। পরিবর্তিত হয়। ভারসামোর বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তিনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাও্যা যায়। Cassel বলিতেছেন যে "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ=15 টাকা বিনিময়-হার দ্বির ছিল। কিছুদিন পরে উভ্য দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, স্চকসংখ্যা অস্থায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় ন্তন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ=টাক। $\frac{15\times200}{300}=10$, অর্থাং 1 পাঃ 10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বিহিম্পাণ্ড কমিয়া গিয়াছে সাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাক। পাওয়া যাইভেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাত হ আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীর।
বিভিন্ন কারণের জন্ম গ্রহণগোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে প্রচক-সংখ্যার
সাহাযো দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়, সেন্দ্র
স্বান্ধ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে
এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তর
নির্ভূল থাকিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের
সমালেচনা
দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্দে প্রভাব
বিস্তার করে না. বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও

পু ভাবিত করে না। জার, শুধু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দবের সাহায়ে ফচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ হগদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (গ) মূল্ধনের আগমন বা নর্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব বাখ্যা করিতে গারে না। (গ) বিশেশে রপ্তানি দ্রের চাহিদা বাডিলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রেরের চাহিদা বাডিলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রেরের চাহিদা বাঙিলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব যে পরিবর্তন হইলে। আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পবিব্ ভন না ইইয়াও বিনিম্ব-হারে পারবঙ্গন আদিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made it apparent that the theory was not a general explanation of exchange-rates, but was applicable only under special conditions."

স্তরাং উপসংহারে আমর। বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব কেবল মাত্র নিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে, যখন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্যানারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিম্য-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবুও আমর। এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভান্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিম্য-হারকে নিশ্বয়

(খ) আধুনিক তন্ত্ব: কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন,

েল্লক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রবা
সামগ্রীর দাম যেকপ উহার যোগান ও চাহিদাব দার।

বিশালক বাজাবে
ভারসামোর বিন্দুতে নিক্পিত হয়, সেইরপ অবাধ

থাকিলে অর্থের বহিষ্ণাও বৈদেশিক বাজারে উহার

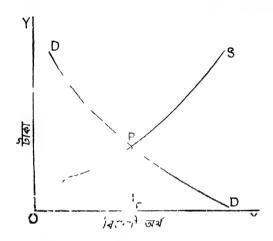
চাহিদ। ও যোগানের ঘারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির ম্ল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্পের পাওনার বিদেশিক বাজারে অর্থের দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের কোণা হইতে উভূত হয় যোগান নির্ভর করে আমদানির ম্ল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্পের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অন্কুল হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেন্ডাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় চাহিদা বা যোগালে অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, অথাৎ বৈদেশিক বাজাবে বিনিময় পরিবতিত করে হার দেশের অন্ধক্লে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজাবে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অথাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের কিকেন্ডাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থের ক্রয় কবিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে।

স্ত্রাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা
নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য
লেনদেন ব্যালান্স থ'কে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার
গঠনকারী বিষয়ন্মই
বিনিময়-হার
নির্বারণ করে । লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়দ্
হিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত
হয়, (ক) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (থ)
মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending)
হারা।

এই তত্ত্বটিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেচে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তথন উহার চাহিদ। বৃদ্ধি পায়। বিদেশা অর্থের দাম কমিলে বিদেশা দ্রব্য আমাদের দেশে সন্তঃ হয়, উহাদের চাহিদ। বা আমদানি বাডে, তাই বিদেশা অর্থের চাহিদ।



বাডে। অপরপক্ষে, বিদেশা অর্থের যোগান-রেখা SS, উপব নিকে উঠার পথে ডান দিকে তেলিয়া থাকে ইহাব কারণ হইল বিদেশা অর্থের দাম বাডিলে দেশায় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সন্তা হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাডে, 'বদেশা অর্থের যোগান রন্ধি পায়। DD ও SS বেখা R বিন্দুতে মিলিত হইবাচে। এই বিন্দুতে বিনিম্য-ভাব নির্ধারণ হহতেছে RF: OF, লগাৎ RF টাকাব বিনিম্যে OF বিদেশা অর্থ পাত্র যাইতেছে। এই বিনিম্য-হাব বজায় থাকের বিদেশের বাজারে চাকাব যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশা অর্থের যোগান ও চাহিদা স্মান হয়।

আমদানি ও বপ্তানির পবিমাণ বা DD ও SS রেখার আকৃতি নিভব করে চারিটি বিষযের হিতিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশায় রপ্তানির জন্ত বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (খ) নিজ দেশের রপ্তানিব যোগানেব হৈতিস্থাপকতা, (গ) বিদেশী আমদানিব জন্ত আমাদের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশা আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানেব স্থিতিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় "বাণিজ্যাবন্তা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্তিত

ভাবে চলিতে পারিলে দেশ্য টাকার ও বিদেশ অর্থের যোগান ও চাহিদার

ত্রমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কিংসব উপর নিহুব কংব ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মুহুর্তে বিনিম্য-হারে এই ভারদাম্য স্থাপিত হইতেছে। আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থেব যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আদিলে এই ভারদাম্যেব বিনিম্য-হারও পবিবর্তিত হইষা যাইতেছে। মিদেদ

বিন্সনের ভাষায় বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange rate and at the juling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment."

বিদেশ অর্থ বা দেশিয় অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্ব্যের আমদানি-বপ্তানি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণের উপর ও ইহা নিভর কবে। আবার বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকাব প্রভাবের ঘাবা নির্ধারিত হয়; (ক) শেয়াব বাজারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক ঋণদান, স্কুদ প্রদান,

নৈদেশিক খণদান কিলেশ উপর নিভব করে ঋণপরিশোধ, দেশীয লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেষারের ক্রমবিক্রয় বা বিদেশা কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রম বিক্রম প্রভৃতি। (থ) ব্যাঙ্কিং প্রভাবসমহ (Banking

Influences), বিনিম্য-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট্ ক্রথ-বিক্রম ভ্রম-কারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনহন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের সূদ্রাব্যক্ষার উপব বিশাস ও আহ ধার্কিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আদে, মূ=ধনের আগমন (Inflow) ঘটে অপর পাঞ্চ, স্দ্রাব্যক্ষার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেলে দেশ হইতে ছাও বাহির হইবা যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষযসমূহের দ্বার। বৈদেশিক
বিনিম্ব-হার নির্ধাবিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে
শিন্ম্য-হারে উঠানাম।
লেনদেন ব্যালান্যে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজাবে
দেশার অর্থের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিম্য-হারে উঠানাম।
(fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) ঃ

স্থান ব্যবস্থার মূদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchage)

অন্থায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার দ্বির হয় ; এবং স্থান ব্যবস্থার

প্রেরণের ব্যয় পর্যস্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়
হার উঠানামা করিতে পারে। স্থান্তবাং, স্থানান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত

ব্নিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার।

কাগন্ধীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব গ্রহণ করিলে, উভন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাব ক''গীমান বান্থায় ক্রুক্ষমতার তথ্যমুখায়ী অন্তপাত ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাব ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থিব থাকে না; আভ্যন্তবীণ ক্রয়ক্ষমতাব পরিবর্তন বিনিময-হারকে নির্ধারণ করে না: লেনদেন ব্যালাস্সের দেনা ও পাওনার উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বান্ধারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদার দ্বারা

মাধুনিক লেনদেন বালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory)
অক্নযায়ী, কোন নিদিষ্ট সময়ে বিনিময়-ছার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক
বালারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাং বিনিময়হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান
কোন বালার তথ্
তাহিদা নিভব করে বালিজা-ব্যালান্স (Balance of Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালান্সের' উপর (Balance of Lending) । বাণিজ্যালাল কা নিভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকার
ব তত্থাপকতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেষার বাজারের
প্রভাবসমূহ, ব্যাক্ষেব প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থার উপর । যে বিনিময়হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান
বাথে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্স স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতিসাবনকারী প্রভাবসমূহের কিয়া শুক্র ন। হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাব্যাক্ষ
বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে, নীভিনির্ধারণ ও প্রযোগের ব্যাপারে, এই তন্ত্রগত ধারণ। বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিমষ হারের দর্মণ লেনদেন ব্যালাম্স গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতি স্থাপকতাগুলিতে) স্থাযিত্ব আছে কি না, অথবা কতথানি অস্থাযিত্ব (Instabilty) স্থাই হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের পরিচালক বাগ্নার নার্কদে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কায়ক্ষেত্রে প্রযোগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে, ভাব সাম্যাবস্থার বিনিম্থ-হাব হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধবিষা লেনদেন ব্যালাম্যকে ভারসাম্যাবস্থায় রাথে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

"কিছুদিন ধরিবা" বলিলে বৃঝা বাঘ যে খুব অল্ল সময় হিসাব কবিশ্ল চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালাসে সামবিক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বৰুকালীন উঠানামা ব ভালসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্ম প্রত্যেশ দেশই কোন না কোন বন্দোবন্ত বাণে, সাণাবণত বৈদেশিক অর্থ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল— ব, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশ ঋণ পাইবার স্বযোগ, স্কবিবা হণজাব ব্যালা
ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইবা এই কেন্দ্রীয় তহবিল সঠিত হব লেনদেন ব্যালাম্য স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণাব অক্ষন্ত থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় বৃদ্ধি হয় ন ।
স্কতরাং বলা চলে "নে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভাবসাম্যাবস্থার বিনিম্থ-হার।"

"লেনদেন ব্যালাক্য" বলিলে এক্ষেত্রে দেনপোওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ভাগুার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক অর্থ। (থ) মূলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকালীন মূলধন ওই প্রকৃতির : (১) ভারসাম্য আনয়নকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাক্রিয়ার বাডাইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মূর্ং এ

বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোন। প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিযন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝ। যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাগা নিষেধ আরোপ না করিষ। দেন। ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইষা বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইষা দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে ন।।

মিসেদ জোথান রবিন্দন বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিবকালের জন্ম নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিমন্ত হাব নাই। দেশায টাকার ব। বিদেশা টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে দদা-সর্বদাই লেনদেন ব্যালান্সে ভারদাম্য থাকে: এই যোগান ও চাহিদা্য কোনকপ খিনেস রবিন্সন পরিবতন নিজেকে প্রকাশ কবে বিন্মিয-হারের পবিবর্তন কি বালেন আনিয়া। নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে স্থদের হারে ও কার্যক্রী চাহিদার বিভিন্ন স্তবে বিভিন্ন ভারসামোর বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিময-হার ভারসামোব অবস্থা সাম্বিকভাবে বজায় না রাখিলে ফুদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়। বিনিযোগ ও আয়ন্তর বদলাইয়া ফেলিয়া সেই বিনিম্য-হারকেই ভারসাম্যের হারে পবিণত করা চলে। স্থতরাং, তাহাব মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given "*

অগ্ৰ-বিনিময় (Forward Exchange)

যথন কোন দেশের বিনিম্য-হার সম্পূর্ণ নিদিষ্ট থাকে ন (স্বর্ণমান ব্যতীত স্বস্থাতা ক্ষেত্রে), তথন ব্যবসায বাণিজ্যে ঝুকি স্মাসিয়া পড়ে, কাবণ বিনিম্য-হারে স্থানি-চিক্ত উঠানামার ফলে ব্যবসাযীদের স্প্রপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

^{*} Mr. Joan Robinson "The Foreign Exchanges", Readings in the theory of International Trade.

ঘটিতে পারে। বিনিমর-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুকি এডাইবার জন্ম অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিদ্যুতে বৈদেশিক খ বিনিম্ম হারে উঠানামার ক্রুয়ের জন্ম চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। বেমন রুক্তিক ক্ষাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট হই:

1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস প.র এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। মিঃ দেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিক্লে যাইবে, অর্থাৎ ভবিয়্তে প্রতি পাউও ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইবে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম বর্তমানেই হার নিদিপ্ত করিবা তিনমাস পরে পাউও ক্রমের জন্ম ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়৷ বাথিতে পারেন।

স্তরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নিদিষ্ট সময়ে ছুই প্রকার বিনিময়-হার থাকে; বর্তমান লেনদেনের জন্ত তৎকালীন হার (Spotrate) এবং ভবিষ্যং লেনদেনের জন্ত অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তিব ক্ষরের কাহাকে বলে

সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাথে অগ্রহার উল্লিখিও (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা বাব দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে, অগ্রহাব প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশ অর্থ পাওয়া যাইবে।

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, ছইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) ছই দেশে প্রচলিত স্থাদের হার এবং (২) ভবিশ্ব: বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে স্থাদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টায়ুক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশায় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাহ্ম রাজি হইবে। ভবিশ্বতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ হুইটি বিষয়ের ইপর হুলা নির্ভর করে বিক্রয়ের জন্ত সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাহ্ম নিজে মুকি এড়াইবার জন্ত এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে;

বিদেশে স্থাদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার থে অধিক আয় হইবে উহারই দরুণ সে বাট্টা দিতে পাইবে। অপর পক্ষে, যদি স্থাদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাহ্ব এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিবে না, তাহাতে স্থান হইতে আয় কম হইবে। স্থতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রম করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যুতে বৈদেশিক অর্থের দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যুৎ গরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে।

বহিমুল্যপাতন (Devaluation) ঃ

স্বর্ণমান ব্যবস্থার দেশের লেনদেন ব্যালাম্পের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যস্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আরের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা করা হইত।

েন্দ্ৰেন ব্যালান্স ভাৰসাম্যাবিহীনভা ২০ কবিবাৰ উদ্ধেপ্ত কাগজীমান ব্যবস্থায় দেকপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্ম দেশেব উংপাদন আয়ন্তব, ও কর্মসংস্থান ক্যাইবার নীতি কোন

আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিভিন্ন উপায়ে

দি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি কর। সম্ভব ন। হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকাব মূল্য ক্যাইয়া দেন।

বৈদেশিক মুদ্রার ব। স্বর্ণের তুলনার দেশীয় মুদ্রার বিনিমর-মূল্য কমাইরা দেওবা হইলে তাহাকে বহিমূ ল্যাপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, 1949
কাহাকে বলে
তুলনার ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য 1 টাকা=30 দেওটি হইতে 1 টাকা=21 সেপ্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বহিম্ল্যপাতনের ফল হইল, মূল্যহ্রাস্কারী দেশের বাজারে বিদেশি
সামদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহ্রাস্কারী
দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়া। বেমন
কেন ভারদামা
কিনাইয়া আনে
1949 সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিক।
হইতে সেখানকার 30 সেণ্ট দামের জিনিস পাওয়া যাইত,
কেন্তু বহিম্ল্য-হ্রাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেণ্ট

কেও বৃহষ্ণা-প্রাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূবের তুলনার কম, মাত্র এন কেও দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে, বহিম্পা পাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেন্ট দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহিম্পা-ছাসের পবে মাত্র 21 রপ্তানি রাদ্ধ সেন্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রয় করিতে পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের আর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। স্থতরাং বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দ্র হইয়া পুনবার ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহিমূল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রবাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি মূল্যপাতনের বহুটি বিষয়ের উপর পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অর্থবা বহিমূল্য হ্রাসের স্থিতিকাল পুর কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণেব উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। বিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিক্ত দ্রব্যের জন্ত দেশের চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দক্তন বৈদেশিক থাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্তা বিদেশের চাহিদা অন্থিতিস্থাপক বৃদ্ধি ব্যাদির জন্তা বিদেশের চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সন্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অন্থণাতে বৃদ্ধি

পাইবে না, ফলে বৈদেশিক থাতে পাওনা ব্লাস পাইবে। বহিন্'লাপাতনের পরিনাণও তুইটি বিষয় অপের পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে অমুষায়ী স্থির করা হয় মূল্য-হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও

রপ্তানি বাডিবে। প্রতরাং বহিষ্ল্যপাতনের ফলে মোট প্রভাব কি দাঁড়াইবে সেই অমুবানী বহিষ্ল্যপাতনের পরিমাণ বা হার থির করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য ক্লাসের মোট ফলা-ফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহিষ্ল্যপাতনের পরিমাণ দ্বির করা হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অভান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর স্থবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলেও বহিম্পাপাতন প্রক্রতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত, ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামন্তর বাড়িয়া যাইতে পারে

(মজুবির হার বৃদ্ধির দক্ষণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম

ইহার বিপদও কম

বৃদ্ধির দক্ষণ)। বিভায়ত, অস্তান্ত দেশও এই পদ্ধতির
প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিম্ল্যপাতন ঘটিতে
পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অস্তান্ত দেশ সাধারণত
উচ্চহারে আমদানি-শুক ব্যাইয়া থাকে।

কিন্তু এত বিপদ সন্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal conomic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্দে ভারাম্যের বিচ্যুতি দ্র করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্থীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহিম্প্রাপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। মান্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক গারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্দ্যে কোন "মৌলিক গা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি" Fundamental or structural dis equilbrium) সংশোধন করিবার জন্তুই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।*

विनिमम् निम्नल्ख (Exchange Control) %

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—
অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময়-হার এবং দেনাপাওনার দিক্ নির্ণয়, সবই যাদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত
বিনিম্ব নিয়ন্ত্রণ
হয় তবে তাহাকে বিনিম্ন নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ শতাকীর
দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও অর্থমান পরিত্যাগের দক্ষণ বৈদেশিক

^{* &}quot;One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in the developed country A, technological progress is taking place faster in all commodities than in country B, which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A." Kindleberger, International Economics. P. 520.

লেনদেনে যে বিশৃংখল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্তই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেন। পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control):

বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, রুজিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে অথবা, সন্তায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে রুজিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য রৃদ্ধির জন্য; (২) মূলধন স্বর্ণ বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অত্যাবশ্যক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিন্ড্যে নিজ দেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাডাইবার জন্য; (৫) লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্ত, (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শেল্পর হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্য; (৭) রাজস্ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি); (৮) কোন বিশেষ দেশ ব দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার জন্ত, (১) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যের মারফং আক্রমণ চালাইবার জন্ত; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্ত প্রেরোজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি, কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি, কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় ব্রিদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রপের পদ্ধতি (Methods of exchange control) ঃ

বিনিময় হার বৈদেশিক খাতে দেন। পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্ম কোন রাঞ্জ বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention): রাষ্ট্র যদি মনে করে থে সাধারণ অবস্থার চাহিদা ও যোগানের শক্তির ধার। বিনিময়-হার থেরূপ হইতে পারে তাহা অপেকা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণের উদ্দেশ্তে (বহিমূর্শে) বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জ্ঞা) হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহার জ্ঞা সে নিজ্ফ তহবিদ হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহা ক্রয়

করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপের দারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা ছাড়া, হস্তক্ষেপের দারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্যকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) ঃ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক
মর্থসংক্রাস্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ
নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়য়্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য
সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনভাকে
সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রাস্ত ব্যবসায় নিজেই
পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকায়ন স্বৃষ্টি করিয়া এই নিয়য়্রণ
কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে
কর্তৃপক্ষের অয়মতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদিপ্ত
ধ্বয়োধ পদ্ধতির
বাভার উপায

ুইতে টাকা আদিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আদিতে হইবে, দেই সকল বেদেশিক টাকা কর্তপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (খ) কতৃপক্ষের নিকট হইতে লাইদেস গ্রহণ না কারয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চালবে না, এরপে নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক গাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন দেশ বা কোন মুদ্রাঞ্জ (currency area) श्टेरा भामगानि-त्रश्वानि कत्रा চलिर् जारा निर्मिष्ट शारक। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ কারতে পারে (freezing or blocking of accounts)। আটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশা পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওন। জমা দিবার জন্ত দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। খাটককারা দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (যেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের দারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত পরিমাণ ক্রম্ম করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা

উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যাক্ত অব্ইংলঙের রক্ষিত দ্বিতীয় অ্যাকাউণ্টে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

- (৩) চুক্তি (Agreements) নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অভাভ দেশের সহিত বৈদেশিক যাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে পারে।
- (ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (Barter Agreements) : অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ হই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়েব চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক-বিভিন্ন প্ৰকাৰ চুক্তিনমূহ বাষ্ট্ৰসমূহ অভাভ রাষ্ট্ৰের সহিত বা অভ রাষ্ট্ৰের ব্যবসায়ীদেব সহিত এইরূপ চুক্তি দার। আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়। থাকেন। (খ) ক্লিয়ারিং চুক্তিসমূহ (Clearing Agreements): উভয় দেশের মধ্যে চুক্তিৰ দারা দ্রবাসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ম বিনিময়-হার প্রির করা হয় এবং উভয দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রম্ম করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাবের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে ছই কেন্দ্রায় ব্যাহ্ব এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) জেনদেন চুক্তিসমূহ (Payments Agreements) নিদিষ্ট সময়েব শেৰে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের ছারা বা অপর কোন ভৃতীয দেশের টাকার বার। উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জমা থাকে. এবং পাওনাদারগণ আগামী বংসরের বাণিজ্যে দেনাধারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় ছুই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরপ চুক্তি পাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সং-যোগিভার সংগঠন (Organisation for European Economic cooperation) এবং ইউরোপীয় লেন্দেনের সভ্য (European Payments nion) প্ৰভৃতি।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control):

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান স্থবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সম্ভব। ছিতীয়ত, িনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাট্কা ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-বিনেয় নিয়ন্ত্রণের চারি হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের ছশ্চিস্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়ত, গত স্বর্হৎ অর্থ নৈতিক সংকটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি কবিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিষ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিম্ব নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থতি, অন্তর্গত দেশসমূহ দেশের শিল্পস্থাসারণ করিবাব জন্ত অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উল্লয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

ইহার প্রধান ক্রটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, স্থতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। বিতীয়ত, বিনিময় নিযন্ত্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি দারা (Bilateral Trade Agreements) ব্যবসায় চালান হয এবং আন্তর্জাতিক

Agreements) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তজাতিক চারি প্রকার দোষ বা
সংক্রিধা

তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক রেয়ারেষির ও অন্তকে ভীতিপ্রদর্শনের দারা স্কর্বিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার
স্বৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব জন্ম যে উন্মৃক্ত অবাধ পরিবেশ ও
সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহ। সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী
ব্যবস্থার ক্রেটিসমূহ; দীর্ঘস্ত্রতা, অ্যোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দক্শ

কিন্তু তাহা সত্ত্বে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিলোর্য়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন আর্থনৈতিক লক্ষ্য সন্মুখে রাখিয়া ক্রত শিলোর্য়নের চেষ্টা করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপাগ্রের্জিনীয়তা য়নের জন্ম আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি
নিয়ন্ত্রণ করা থুবই স্বাভাবিক, স্ক্তরাং দোষ ক্রটি ও রেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার নিকট-ভবিশ্বাতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

বৰ্জধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

लनएन वालात्मत बह्मकालीन छेर्रानामात कल वेदए निक विनिमग्रहारत छेर्रानामा घरिया थारक: रेतरमिक वाङ्गारत रमनीय छोकात रयागान ७ চाहिमाव

সরকারী-হার ও বাজার-হার

পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of

Exchange) मर्वनाष्ट्रे अञ्चित ও हक्षन, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নছে।

সেইকপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিনিময়-হাবে ভারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউগু কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিম্থ-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউত পাওয়া যায, 30 সময়ের পার্থকো বাজার দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রথের জন্ম চুক্তি করিলে হারে পার্থকা পাউত্তের জন্ম অন্য দাম দিতে হইতে পারে। স্থতবাং বর্তমানেট বিভিন্ন প্রকার সময় অন্তবাধী অগ্রবিনিময়ের (Forward Exchange) দক্ত বৃত্তসংখ্যক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশেই ছাই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয় ; একই সময়ে তুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক

কিন্ত সরকারী ভাবেই বিভিন্ন বিনিম্য-হাব ধার্য থাকিতে পারে। উহাকে বছধা বিনিম্য হাব বলে

বিনিময়হার চালু রাখা হইলে তাহাকে বহুণা বিনিময় হাব (Multiple Exchange Rates) বলে। সরকার এইকপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাবহারেব জন্ম বিনিময়-হাব পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্লত্রিম ভাবে (বাজাবের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকাব করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ কবাকে কার্যক্ষী কবিষ্

ভোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে ব। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অবর্থ ক্রার করিতে হইলে দেশায় টাক।র হিসাবে বিভিন্ন দাম নিৰ্দিষ্ট থাকে অৰ্থাৎ বিভিন্ন বিনিমন্ত-হার থাকে। 1930 সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকাব দেশসমূহ ও পরে জার্মানী এইকণ বছুলা বিনিময়-হার প্রপা ব্যাপকভাবে প্রযোগ করে এবং বিশেষ নিন্দাই হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বছুধা বিনিম্থ-হার বজায

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইবাপ করা হয়

রাখিয়াছে। বেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাক। মার্ক ক্রম করিতে হইলে উদ্দেগ্র অমুধারী উহার দাম

निर्मिष्ठ इहेक। जमानद উष्मत्था मार्क किनित्न अक नाम, (कान जना जनाइद

উদ্দেশ্যে অন্ত দাম. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিছেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাভিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলার ক্রয়ের জন্ত বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাথিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানির উদ্দেশ্যে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা তায়, কিন্তু বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অন্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্ত আবার ভিন্নরূপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বহুধ। বিনিময় হার থাকিলে বেমাইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়; কারণ কম দানে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দামে বিক্রয়ের স্রযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। স্থতরাং, বহুধা বিনিময়-হার প্রধা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়, বস্তুত আস্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্রিপছতির ক্রটি সমূহ প্রয়োজন হয়। বহিম্ল্যপাতন Devaluation বা বহিম্ল্যবর্ধনের Appreciation তুলনায় এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা আস্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিজনক। এই কারণে আস্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাব বাণিজ্ঞানীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতান্দীর ব্যবসার বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অংনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই জনাধ বাণিজ্যের পক্ষে বৃক্তিসমূহ: দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি, বায়ন্থাস, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের স্থফল ভোগ করিবাব নাম বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি স্থযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক স্থবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদনসমূহের নৈপুণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাডিয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক স্থাবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুক্ত আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের আর্থে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদান-সমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাণিক স্থবিধ। অমুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযোগ করে তাহা দেখা যায না। যেহেতু কোন দেশ অন্ত দেশের তুলনায় কিছুকাল পূর্বে শিল্পসম্প্রমাবণ স্থক করিয়াছিল, সেই জন্ত তাহার অনেক পূর্বলব্ধ স্থবিধা থাকিতে পাবে। পূর্বে স্থক করাব এই সকল স্থবিধার ফলে তাহার তুলনায় অন্ত দেশগুলির উৎপাদন-বায় বেশি থাকায় তাহার। প্রভিযোগিতায় হারিয়া যায়।

স্ত্রাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের স্থবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইযা তাহার পরেই অবাব প্রতিযোগিত। চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদেব মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় তুর্বলের পরাজ্য নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপতা বজায় রাখিবার এবং তুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।

সংরক্ষণের পক্ষে বৃত্তি
সমূহ : তুর্বলের বা নবাগতের প্রতিযোগিতাব
ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয
বার্থ রক্ষা অভ্যান্ত
ব্যবসারের বিকদ্ধে
আন্তর্মা, ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা বাণিকাচক্র
রোধের উপার প্রভৃতি

এবং হর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদর্জির ক্ষমতা
বাডাইয়া ভোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক তর
প্রযোজনীয়। তাতা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণে অবাধ
বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপব বহু কারণে
যেমন সহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার
পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-বায় অধিক
হইলেও অবশ্য-প্রযোজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার

যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশুই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপের দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অন্থায়ভাবে ক্ষডিগ্রস্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অয়ুকুল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবন্যাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে; এরপ অবস্থায়, বিশেষত, অয়ৢয়ত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্যা-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা পুবই দরকার। চরম সংকটের কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাডিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অণর কোন দেশের বাণিজ্যা-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পাবে, তাহার উদ্দেশ্বেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

স্তরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি স্তফল-দাধী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কথনই গ্রাহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংবক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অমুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection):

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

খনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় খাবার টাকাও পায়।
ইগার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্ত বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

কিন্ত এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায় না, কারণ তাহ। হইলে রপ্তানি হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আরে, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য

বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক স্থবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে না।

২। দেশের বাজার স্ষ্টি করা (Home Market Argument)

সংবক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে,
দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয়
ফ্রাদির আভ্যস্তরীণ বাজাব বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল
শিল্পেরই লাভ হইবে— ইহাই এই যুক্তির রূপ।

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভূলিয়া যান যে, সংরক্ষণের ছারা আমদানি কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। স্থাতনাং আমদানি বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন মুক্ত করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতাব বিহ্নদ্ধ যুক্তি বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি হ্রাস পাইবার দকণ রপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকৃচিত হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকৃচিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ ন্তন আয় স্ঠেষ্টি হইল, তাহা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। স্কুতরাং সভ্যতা
উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সভ্যতা নির্ভর করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবহায় এই যুক্তি সভ্য হইতে পারে।

৩। বাণিজ্য ব্যালাক অমুকূল রাখা (Balance of Trade Argument)

প্রাচীন মার্কেটাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বণ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদ্শালা হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্রানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা কৃতি
উচিত। রপ্রানি আধিক্যের দার। সর্বদা বাণিক্যা-ব্যালাস অফুক্ল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে।

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেথাইয়াছেন যে, স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অমুকুল বাণিজ্য-ব্যালান্সের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্থর্ণের আগমন আভ্যস্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিষ্যুতে রপ্তানি কমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্জীয় তত্ত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অন্নুকুল বাণিজ্য-ব্যালাস্পের ফলে দেশের আয়ন্তর বধিত হইবে, স্কৃতরাং প্রান্তিক আমদানি-প্রেবণতায় রন্ধির দক্ষণ আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালাস্পের আন্নুকুল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বাণিজ্য ব্যালাস্প অন্নুকুল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বাণিজ্য ব্যালাস্প অন্নুকুল রাথার নীতি গ্রহণ করা তাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও কেইন্সের মতে রপ্তানি-আধিক্যের কল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরূপ—ইহার ফলে আয়ন্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হুইলেও মনে রাথা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে পক করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা স্থাষ্টি হুরবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেই। করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

া৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages)

খনেক সময় বলা হয়, নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির
বিশ্বদে শুল্ক না ৰসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে
প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে।
কারণ, অপর দেশে নিয় মজুবি-হারের ফলে তাহাদের
দংপাদন-বায় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারেব ফলে উৎপাদন-বায়
বেশি। স্তত্বাং আভাস্তরীণ উচ্চ মজুরির হার বজায় রাথার উদ্দেশ্যে নিয় মজুরির
হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিশ্বদে শুল্ক বসান উচ্চত এইকপ বলা হইয়া

এই স্ক্তি গ্রহণ করা চলে না, কারণ উচ্চ মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় দ্বিদাই অধিক হইবে না নিম্ন মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে নাইহাও ঠিক কঠে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষম হার দকণ বা উন্নত সাংগঠনিক নিপুণ্যের দক্ষণ বা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের দক্ষণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি বায় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইক্সপ অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রকা না করিয়া

কমাইযা দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক স্থ্রবিধান্তনক ক্ষেত্রে
নিযুক্ত না হইযা কম উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক
বিক্দবৃদ্ধি
নিযুক্ত হইতে স্থক করিবে, স্থতরাং জাতীয় সম্পদ বা
মজুরির হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুকের ফলে দ্রব্যের দাম
বাডিবার দক্ষণ আসল মজুরি কমিযা যাইবে।

কিন্ত, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। একপ অবস্থায় নিম্ন মজুরি সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্থবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরি-সম্পন্ন দেশের পক্ষে অস্তবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুবি কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment)

অনেক সময বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূব হৃত্যা
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল
ক্লিপায় ওক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের ছারা আমদানি হ্রাস
বৃদ্ধিঃ কেন বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাভিলেও
পায় না
রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকাবি
বাভিবে, স্কৃতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি ইইবে না।

ভবে, যদি আমদানি গুল্কের দারা আমদানি কমাইয়া দেখে কর্মসংভান दां छान हर, अथह दशीनित পरिमान गोहार् ना करम महे वावना करा गार তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাডিতে পারে। অবগ্র আবনিক বৃক্তি যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন কবিবা কিকপে আমদানি স্থির রাথিয়া রপ্তানি বাডান जाशास्त्र आमरानित उभन ७क वमाय जाश शहेल दशानि যাব. ১। অর্থ সাহায্য কমিয়া কর্মণংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি হ্রাস বর্জ করার জন্ত দেশটি হুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থের দারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিষা পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বছায কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিবোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে পারে। গ্রহণ করিবে।

দিতীয়ত, যদি সংবক্ষণকারী দেশ রপ্তানি-আধিক্যের দক্ষণ পাওনা বিদেশী

টাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে থাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানিতে বিপুল বাধা স্পষ্ট করিয়া রাথিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্ম উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসায়-যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্ম সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দর্ফণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্মবাহিনী রক্ষা করে।

কিন্ত এই নীতি নিতান্ত স্বল্লকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত কেহ
মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যথন আসল
পরিশোধ লইতেই হইবে বা স্থান লইতেই হইবে; এবং
এই পদ্ধতির অফ্রিধা

এরূপ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।
ভাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আভ্যন্তরীণ
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires)

পৃথিবীর সকল দেশে শিলোল্লয়নের স্তব সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের স্থিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর স্থযোগ, স্থবিধা,

শিরজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। স্কুতরাং, শিরে অররত দেশ ও কররত শিল্প কর্মাত দেশগুলি শিল্পোরয়নের কাজ স্থক করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উরত্তর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অস্কাত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংবক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিষ্ট এইরূপে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে.

ক্বমি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রদারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অফুরত দেশ" সম্বন্ধে, কিঙ্ব আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্পকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সত্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মৃক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অস্ক্রবিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অস্বায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতিবোগিনাত অহান সে নিজেকে বাচাইতে পারিবে, তাহাদেব রক্ষা করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুক বসান দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবাব পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে স্বাবলম্বা হইয়া দাড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়ংপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া ভোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণা অহ্যায়ী নিজেকে উল্লভ করিতে পারে সেইজন্ত দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে য সকল শিল্প থাকা অবশ্র প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পর উল্লভির জন্ত নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। অ্যাভান্ শ্মিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশ-রক্ষার তুলনায টাকার শুক্ত্ব কম (opulence is less important than defence)।

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping)

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাথিয়া অন্ত দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশায় শিল্পপতিগণ প্রতিডাম্পিং-এর বিক্লকে যোগিতায় টি কিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তথন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার স্থ্যোগ পাইবার জন্ত দাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশুই তাহার বিরুদ্ধে শুক বসাইয়া দেশায় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুক
চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুক্ক বসান হইলে সেই

অংকিবা

শীতির অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়া থাকে।

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection):

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ক্রটি ও বিপদ আছে। বেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উত্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উত্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে; সকল প্রকার উন্নতি প্রতিযোগিতার হ্রান. সাম্বানি হ্রান, দামহৃদ্ধি, ব্রুচ্চট্টিয়া শিল্পনগঠন. কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে প্রতিকি অসাধৃতা, প্রভাৱ আমদানি শুক্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ থ্বই ক্রে, মোট রাজ্বের পরিমাণ ও কমিয়া যায়।

ভোগকারীগণ দামর্দ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুক্তের ভার থুব কম
ক্ষেত্রেই উত্তোক্তার স্কন্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম
বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ
পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতা দ্ব হইলে দেশীয় উত্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্ম একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্থায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থাম্মায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিয়া রাখেন, অস্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীব বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বছপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মৃল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটাম্ট নিম্নলিখিত কয়েকট রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(5) **智**爾 (Duties):

শুক্তকে গৃই প্রকাবে বিভক্ত করা যায়: রাজস্ব শুক্ত (Revenue Duties) এবং সংরক্ষণী শুক্ত (Protective Duties)। প্রধানত নরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্রে প্রথম প্রকার শুক্ত বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্রে দিতীয় প্রকার শুক্ত বসে। অবশ্র এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্রের ভিত্তিতে শুক্তের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজ্যের দিক হইতে যে শুক্ত বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়া যায় ও রাজ্য আদায় থবই কমিয়া যাইতে পারে।

শুক্ষকে আরও ছই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুক ও রপ্তানি শুক।

কে) আমদানি শুল্ক: বিদেশ হইতে আমদানিক্তত দ্রব্যের উপর গুৰ বসাইলে তাহাকে আমদানি গুক বলা : য়। এইক্রণ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, ছুই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্কে (Specific duty) এবং মূল্যাস্থ্যার গুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টাস্থ্যারে শুল্ক দ্রব্যের ওজন,

অবশু দীর্থকালে, সংরক্ষণী গুকের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজ্য
আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া বাইতে পায়ে।

আয়তন বা অক্সান্ত বৈশিষ্ট্য অমুষায়ী গুক্তের হার স্থির করা হয়; মূল্যামুদার গুক্তে দ্রব্যের মূল্য অমুষায়ী গুক্তের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংবক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান যাইতে পারে। রপ্তানি শুল্কর ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল ফুপ্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ক্রটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষ্ম করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) অৰ্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে বা বিদেশী দ্বেরের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এরূপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানি-শুক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণত উৎপাদন্বের পরিমাণ অম্বায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিতে
ইইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন,
বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও ইইতে পারে। (খ) দেশীয়
শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে ইইলে অত্যস্ত
বৈশি পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন ইইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট
ইউতে কর আদায় করিয়া তাহা মৃষ্টিমেয় শিল্পণতির স্বার্থ রক্ষার জন্ত ব্যয় করা
উচিত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক।

কিন্তু অর্থ দাহায্য নীতির অপকে বলা হয়, (ক) শুলের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (থ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে বপক্ষে যুক্তি
নির্ণয় করা ও সেই অফুযায়ী অর্থ-সাহায্য করা সম্ভব্পব

(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জ্ব ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অম্বায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) লাইসেক প্রদান করিয় আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ লাইদেক স্থবিধা আছে। আনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন ব্যায়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিত। কমাইয়া দিতে পারে। কিব এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকৃতিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্ত সফল করিতে যথেষ্ট্র সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুল্কের দ্বাবা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়. কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি

শুদ্ধ ও পরিমাণগত বাধা-নিবেধ, উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচাব নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দক্ষণ মুনাফ ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুল্ক ধার্য করিবে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন্ আমদানিকারীকে কতটা আমদানির স্থযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন

দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়।
পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার স্থবোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ
বেশি কমাইলে দেশার উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিব
জনসাধারণকে শোষণের স্থবোগ পায়।

(থ) পরিমাণগত বাধা-নিবেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয়া জব্য মিঞ্জিত করিয়। তবেই বিক্রয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল জব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের জ্বব্যাদির ক্ষেত্রে (standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্র দেশীয় দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত কর। যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিবেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আমু-পাতিক অংশ বা কোটা নির্দিষ্ট করা।

যথন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা
পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তথন তাহাকে বিশ্বব্যাপী
(Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিসর্বব্যাপী কোটা
কারী দেশ আনক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি
পক্ষণাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। স্থত্বাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে
কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

ৰদি কোন দ্ৰব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুলে বা কম হারে আমদানি করিবার অনুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি করতে হইলে শুক বা অধিক হার শুক দিতে হয়, তবে তাহাকে শুক্ক-কোটা (Tariff Quota) বলে। অবিক হারে শুক্ক দিলে অবশ্র আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না।

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে কোন সরকার কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে আমদানির একপান্ধিক ও উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপান্ধিক কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection) :

শাসন সংক্রাস্ত বহু আইনকামুনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) শুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্ব্যাদি ক্রয়-সংক্রাস্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যথন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাথিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য তাহা ইইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাথে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে। অন্তান্ত দেশের নিকট ইইতে দর ক্যাক্ষির ক্ষেত্রে স্বাধিক স্থবিধা লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অস্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে।
কৃষিজ্ঞাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা,
বৃদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় মালমশলা মজ্ত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্ত
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের
উদ্দেশ্যন্ত

গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা, লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অভাভ ধাতুসমূহের এবং থাতদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলও এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন। ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাণিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্থবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেভারা উপক্ষত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফ।
কাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া
ফ্বিথা
দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে
পারে । বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে।
অপর রাষ্ট্রের সহিত দরক্ষাক্ষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের
অমুক্লে আসিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রভাক সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভুল পরিমাণে এবং ভূল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনাস্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অবিকার স্ষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইরূপ বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসায়ের ভায় এক্ষেত্রেও উল্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে এর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাত্তার (International Monetary Fund) ঃ
পৃথিবীতে যথন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তথন বৈদেশিক বিনিমহহার
ব্যংক্রিয় ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান হারাই
নামদানি ও রপ্তানিব মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল
প্রকার লেনদেন করা হইত। 1929-30 সালের মহা অর্থগাওলাতিক ব্যবহার
বৈতিক সংকটের ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক
বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange-Mechanism)
সম্পর্ণ ব্যবহার ক্রিয়া বেলে। তাহার পর স্বর্গ হইল বিপাক্ষিক চল্লি স্বান্থির

সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর স্কুক্ন হইল দিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহিমূল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামন্তর, আায় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাথাই প্রত্যেক প্ৰধান লক্ষ্য হইয়া গাঁডাইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন এক অৰ্থনৈতিক প্রয়োজন **मिल** গ ডিয়া তোলার ব্যবস্থা দেখা আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা বজায় এবং ষাহার ভারা সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন চলিতে পারে। ব্রেটনউডদ্ চুক্তি ধারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নৃতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান; কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আবর্জাতিক অর্থ
ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা
দেশই নিজস্ম প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইন্সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে নৃতন এক ধরনের মূদ্রা প্রচলন করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে; ব্যাক্ষে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাথে জাতিসমূহও নিজ নিজ বিউন কতৃক উত্থাপিত কেইন্দীয় প্রস্তাব বা , নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাথিবে; স্বর্ণেব আন্তর্গান্ধর পরিকল্পনা সহিত নির্দিইহারে নির্ধারিত ব্যাক্ষর (Bancor) নামে নৃতন আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্তর্গান্ধ

জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত সকল দেনাপাওনা এই টাকার হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জমা বাড়াইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ্য হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাল, ইহাদের নামেই এই হিসাব রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালাম্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জ্ব্যু অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালাম্পের আহুক্ল্য বা প্রতিকূলতা অমংক্রিয়ভাবেই দ্বীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক্ষি সভ্য রাষ্ট্র প্রয়োজনবাব করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রভারত্যি সভ্য রাষ্ট্র প্রয়োজনবাব করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রভারত্যাফট্ল লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপের কোন দেশের দেনা মিটাইবার জন্ম কিছুটা সময়ঙ্

আমেবিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার

আমেরিকা কর্তৃক উথাপিত হোরাইট প্রভাব বা ইউনিটাস্ (International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মৃদ্রা সকল সদস্থ রাষ্ট্রই এই ভাগুার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্থ রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্ম তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের

নপই হইবে এক মুদার দারা অপর মুদার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যায়র পরিকল্পনার লায় কোন আন্তর্জাতিক মুদা স্থষ্ট কবা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালাফা অমুকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা ক্রত ক্রাইয়া আসিবে (অভাভা দেশ দেন। মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে); লেনদেন ব্যালাফা প্রতিকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাণ্ডারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অভাভা দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবাব প্রয়োজন নাই)।

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া ছই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উত্তব হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উত্ত্ব নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চুক্তির ছই অংশঃ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাক্ষ সংক্রান্ত।
1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য
মুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তজাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভাই নিজ দেশেব মূলা এবং অর্ণ বা ডলাবের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রেয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে গারে।

880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইষা এই অর্থ-ভাগুার গঠিত, যাহারা এই ভাগোরের সদস্য ভাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota) জমা দিয়া এই ভহবিল সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্থের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত্ত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ ভাঙারের সংগঠনের ও কার্বকলাপ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্থ রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি

রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিত্বেত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্ত রাষ্ট্রই স্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (উধ্বের্বা নিয়ে) সর্বাধিক 10% পর্যন্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্তগণ প্রয়োজন অমুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের অমুমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালান্সে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব, কিন্তু ভাণ্ডারেব কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অন্তব্ধ এইকপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মুদাব বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পডিয়াছে।

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিক্লত। আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্তরাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারিবে। সরকাবী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে 1% অবিক দামে উহা ক্রেয় করিতে হইবে; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাণ্ডয়া যাইবে। কোন সদস্ত-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটাব 25% পর্যন্ত অন্ত দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারেন। কান সদস্ত দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্ত এবং অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদের হার বেশি; স্বল্পকালের জন্ত এবং ক্যম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদের হার ক্যা। ভাণ্ডার কোন

ভাওারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদজ্য!
 ভারদামাবিহীনতা দুর করিবার উপগোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন---দেই উদ্দেশ্যে এইয়প ব্যবস্থা
 করা হইয়াছে।

দেশের মূড়াকে "হুপ্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদস্ত-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মূড়া বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অন্তরোধ জানাইতে পারে।

ভাণ্ডাবের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী পরিচালকর্ন্দ (Executive Director); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় পরিচালনা ভারতবর্ধ ইহার একজন স্থায়ী সদস্ত) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর আমেরিকার দেশগুলি হইতে হইজন; অপ্রান্ত দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকর্ন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে, ভাণ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে দকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্ষেপে বলিলে দকল দেশের অর্থের বহুমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। হাং দত্তেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিবেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দূর করাব কথা শুডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) সচল রাগা যাইতে পারে; ভবে সন্তব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই ইহাদের পরিহার করা কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা

খান্তর্জাতিক অর্থভাগুর ও নৈদেশিক বিনিমবের বাবানিবেধসমূহ

হইয়াছে। ভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই অভাভ সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্চনীয় হইবে। 5 বৎসর পরেও এইরূপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে হইলে ভাঙারের অফুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দারা দ্বির হইয়াছিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক অর্থভাঙার বিনিময়-কাঠিন্তের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থায়িত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্দের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিমারিং সংস্থার ন্তার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা বহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমূখী রূপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আদিতে পারে, বহুমূখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) স্কের হইতে পারে, এরপ আশার স্ষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের মুগে

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাগুরের গুণাবলী বিনিময়-নিয়ন্ত্রগের প্রারোজনীয়তা স্বীকার করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পার হইয়া আসার স্থযোগ দিয়াছে—ইহা সঠিক অবস্থা-বিচার ও বৃদ্ধিব পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল হইলেও লেনদেন-ব্যালান্সে সাময়িক ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্যত, দেনাদার দেশগুলির ঋণভার লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক

আর্থনিত কর্মন ক্রমন ক্

হর নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক ৰাবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাণ্ডারে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ষ্টালিং-এর বহিম্ল্যে নিয়মবিক্ত্ব পরিবর্তন ছইয়াছে; ভাণ্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের উথেব দিক্ষণ ভাফ্রিকা অর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বহু বাধা বিপত্তি ও পরস্পার-বিরোধী জাতীয় সার্গের মধ্যে সামঞ্জ্ঞ সাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়; আর কেইন্দেব ভাষায় বলিতে গেলে বোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোখাও হইতে নিশ্চয় স্কুক্করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্ম আন্তর্জাতিক ব্যাঞ্চ (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্শ্উড চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্রে একটি সাম্ভর্জাতিক ব্যাক্ক স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। মৃদ্ধবিধ্বক্ত দেশগুলিতে মর্থনৈতিক প্নর্গঠন এবং অম্বন্ধত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই
এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্ত-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ
করিয়া 1000 কোটি ডলার অমুমোদিত মূলধন লইয়া এই
্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাঙ্কের ও

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্বুত মূলধন রহিয়াছে তাঁহার। যদি স্বল্ল-মূল্যধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ
অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে
দাবিদ্যাধনীদেশেব জীবন যাত্রার মান কেও নিচে টানিয়া

দশসমূহে অর্থনৈতিক সনৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাক্ষ সাহাস্য
কবিবে।

এই ব্যাস্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা
হয এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়ত।
বা গ্যারাটি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা
ভিৎপাদন-শাল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন
ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাস্ক
ভাহাকে নিশ্চয়তা প্রদান কবেন, নিজেবা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিভে
সাহায্য করিতে পারেন।

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য স্থক হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারেরর ন্থায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট বলা হয়।

এই ব্যাক্ষের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রযোজনের তুলনায় সামাল। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মার্কিন প্ররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার শ্যালোচনা করা হয়, এরূপও বলা হয়। অন্তর্গত স্বল্ল-মূলধনী দেশ গুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে, উদ্তুমার্কিন মূলধনের বহিনিয়োগ এবং মূনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান

৩৬৪ অর্থ তত্ত্ব

লক্ষ্য ; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

অনুশীলনী

- 1. "Our Imports are paid for our Exports"—Elucidate.
- 2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected?
- 3. On what factors the gains from International Trade depend? How the gains can be measured?
- 4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (a) Countries on gold standard (b) Countries on Inconvertible paper money.
- 5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.
- 6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.
 - 7 Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade
 - 8 State the case for Free Trade.
 - 9. Discuss the case for Production.
 - 10 Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.
- 11. Do you advocate Free Tra le or Protection? Give reasons in support of your answer.
- 12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection,
- 13. Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.
- 14 Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.
- 15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected?

রাফ্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয় Government finances ; Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্তান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসি প্যালিটি, করপোবেশন প্রভৃতির) আ্যাব-বাষ, সঞ্চয ও বিনিযোগ প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance) বলে। এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভযেবই অংশ। রাষ্ট্রয় আ্যায়, ব্যুয়, সঞ্চয়, বিনিযোগ প্রভৃতি দেশের রাইয় অর্থনীতি:
ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উৎপাদনেব পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে, জাতীয় আ্যাযের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে প্রাস্থা বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রীয় আ্যাযে হ্রাস সমাজেব সামগ্রিক আয় কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যুয়ে বৃদ্ধি সামগ্রিক আয় বাডায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর্থনীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। স্থভ্রাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ-বিশেষ।

চিন্তাজগতে উনবিংশ শতানীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, বাট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধবলে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবল-মাত্র আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থ-নৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অথনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আম ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওমাই মঙ্গল, উনবিংশ শতানীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইকপ ধারণা এমতাবস্থায় আর

^{রাষ্ট্রা}থ **অর্থনীতির** ধ্যুত্ব বৃ**দ্ধি** চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জ্য্যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের

^{আয়}, ব্যয় ও ঝণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয অর্থনীতির আলোচনা তাই জনশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আর অমুযায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। বদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অমুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পূর্থক থাকে।

দিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশাদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গোলে সকল ঋণই বাহিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র ভার্থ স্থষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভার্থ স্থাষ্টি করা সন্তব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয়েব চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ভ-ত্নঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাট্তি ব্যয়ের দারাও ফ্রুত শিল্পোনয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের দক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাথিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরপে প্রভাবারিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যথের প্রভাবের রূপ পূথক ধরনের। তাহা ছাডা, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্ম সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচাব করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যথন ব্যয় করে তথন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতে সমান প্রাস্তিক উপযোগিত। পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্ত চেটা করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থিকার জন্ত অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে

অবৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে স্নফলদায়ী কিছ বর্তমানে প্রাস্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইছে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভৰ কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্থাতম্ভ্রাবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, স্থতরাং অর্থ নৈতিক কাজকর্ম

প্রথনির পরিমাণ
বাবের নীতি
ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। ভাহা
ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অন্তংপাদক হইবেই. অন্তজ

ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে মতটা উৎপার্দনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। স্থতরাং প্লাড্ষোনের ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রস্থ হইবার জন্ম অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to fructify in the pockets of the individual)।

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর কর স্বাস্বিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য

৭ই নীতি গ্রহণযোগ্য ন্য

করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয়

করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা থেয়াল খুশীতে অযথা ব্যব করিত, রাষ্ট্র ভাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে। অবশ্য, কর এরূপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোগ্রম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা মপব্যথিত হইয়া না পড়ে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল স্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social

advantage)। ব্যক্তি যেরপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে দর্বাধিক সংমাজিক দ্বাধানিতার নীতি আয় ও বায় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সকল স্মাজ

স্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় বায় উভয়ের ফলেই কাহারও

হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া যাইতেছে, সম্পদের হস্তাস্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তাস্তরণের দারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে. ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিত। পাওযা যায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজম্ব

বিচার্য বিষয় সমূহ:
(ক) কর প্রকৃতি ও
কর পদ্ধতি
(ঝ) রাষ্ট্রয় ব্যবের
প্রকৃতি ও দিক বিচার

তোলা যাইতে পারে। কোন ধরনের করের ক্লেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও ব। ইহা কম। স্থতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি একপ হওয়া বাঞ্চনীয় যাহাতে করভার (burden of taxtion) সর্বনিম্ন হয়। দিতীয়ত, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন।

যদি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোত্তম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার।
যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যয় মূলধনগঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য।
পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বায় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে
নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে,
দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংথলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বায় খাঁটি অর্থনৈতিক
বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর
হইতে পারে।

আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রাষ্ট্রীয়

অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরপ
শিল্পপান দেশসমূহে
পূর্ণকর্মনংগ্রান স্তরে
গৌছান ও তাগ বজায়
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিযোজিত উপকরণরাধা বা আর্থিক অসাম্য
সমূহের নিয়োগ বাডে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে

দৃণ করা শুণ্ডির । শংগাস বাডে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে।

এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আদে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষ্ম্যের পরিধি কমানও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্প অপ্নত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অথনীতির লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রদারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বান্থিত করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) দ্রুত্তর হইবার উপযোগী শিল্পে অব্যত্ত দেশসমূহে মূলধন-গঠনের হার রুদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, রগ্রিত করা জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন সকল কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাভিতে থাকে অথচ তীত্র মূল্রাফাতি ঘটিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী ব্যক্তিগত কেন্ত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে (Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

লাৰ্গারের ফাংশানাল ফিনান্স তত্ত্ব (Lerner's theory of Functional Finance) :

অধ্যাপক লাণারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে
দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তবের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সন্মুখে
বাথিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই
আমরা ফাংশানাল ফিনান্স বলিতে পারি। তিনি বলেন,
"Taxing and spending, borrowing and lending
and buying and selling constitute the six fiscal
instruments of Functional Finance whose objective is the

task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি ছারা এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্মই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই সরকারের নিজম্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহা দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের হুইটি প্রভাব : করের দক্ষণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার করনীতির একমাত্র মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের লক্ষ্য পূৰ্ণ হাতে টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই কৰ্মসংস্থান করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাডানর জন্ম যেন कथनरे कद-व्यादाभ कदा ना रुय, कादन मदकाद एय कान ममत्य हेच्छा कदिलहे কোন করদাতাকে দরিত্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। স্থতরাং, লার্ণারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাক। ভোল। न হয়। সরকার যদি কোন অর্থ নৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে করের নাম করিয় **ढोका जुलिया लक्ष्या इय, नाहर नाह ।**

কর-আরোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চর্বা ধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংখ্যা বজায় রাখিয়া সরকারী ঋণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলে কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশি ইউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশু পূর্ণকর্মসংখ্যান দেং বজায় পাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইছা কোনরুণ কানীতির লক্ষ্য ও তাই ভার নয়, কারণ এই বংশধরগে ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধে সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণে স্থদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকেরা নিজেরাই নিজেদের টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ স্ষষ্টি ইইতেছে সম্পত্তির। একমাত্র বৈদেশিক ঋণই জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। স্থতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ স্ষষ্টি করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই লার্ণার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ দান। পূবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম স্কৃতরাং ব্যের পরিমাণে বৃদ্ধি ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের ত্রালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রেয় বায় ক্রতগতিতে ও ক্রমবর্ধ মান হারে বাড়িয়া যাওয়ায় এবং কেহন্দীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন প্রতি (Marco-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচন। ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণি স্থান গ্রহণ করিতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্যায় ক্ষ্ডায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। দিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্তু অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবনয়াত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে বৃদ্ধা বৃদ্ধা বৃদ্ধা বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য সাধারণভাবে সর্বত্র ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। য়ৃদ্ধ-প্রস্তুতি, য়্দ্ধ-পরিচালনা ও য়ুদ্ধাত্রর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। পশ্বমত, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে

রাষ্ট্র ক্রমণ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়প্ত বাড়িয়া গিয়ছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বাবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রিয় বয়বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কণ্ট। কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট
পরিমাণ নেই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণেই
ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীয
ইচ্ছা ও প্রয়োজনাত্ম্যায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা
উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত
আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকান্ডিত শুরে
দইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন:

- (১) প্রথমত, রাষ্ট্রার ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় বা আদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা আয়তশাসনম্লক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।
- (1) হিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রয়মূল্য (Purchase Price)—এইরূপ ভাবে বিভক্ত কর। চলে। যে সকল ব্যয়ের দক্ষণ রাষ্ট্র ভৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়।
- (৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বধিত হয় না, তাহাদের অফুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।
- (৪) চতুর্থত, ডাল্টন এর মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে ত্ইভাগে বিভক্ত করা যায়।
 (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃংথলার হাত হইতে দেশকে রকার্য উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (থ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়।
 - (৫) পঞ্মত, আসল-বায় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তব-বায়

(Transfer Expenditure)—এই ছই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। বে সকল ব্যাযের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-বায় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল ব্যাযের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিভ হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পবিশোধ বা স্কদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-বায় বলা হয়।

- (৬) ষষ্ঠত, প্লেহ্নের মতে জনসাধাবণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।
- (ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিশ, সৈগুবাহিনী, প্রভৃতি (থ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকার বলিয়া বিবেচ্য, যেমন সমাজবীম। প্রভৃতির জগু ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকার, যেমন বিচার বিভাগেব জগু ব্যয়। (থ) যাহা কোন কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকাব, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জগু ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income):

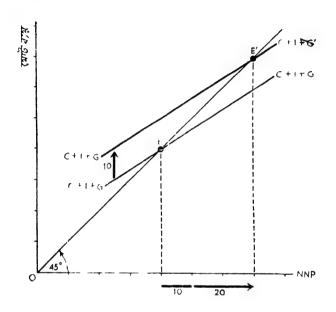
সবকারী বাঘ সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আব নির্ধাবনকাবী বিষয়গুলি সম্পর্কে স্থুস্পষ্ট ধাবনা বাক। প্রযোজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপর দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অথবা সকল কি বিষৰ লইষা মাতীয় আয় গঠিত উপাদানের আয়ের সমান। এই হুইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট স্প্রে, যেমন I বৎস্বের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্যদ্রব্য ও মূল্যধনী দ্রব্যের মূল্য গোওয়া বার মোট বিক্রেয় হুইতে, অর্থাৎ এই সম্বের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যম্ন বোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় ব্যয় ও জাতীয় আয় সমান।

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :— (১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (C), (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে

ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এছ বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিমোজিত উপকরণসমূহের পূণ নিয়োগ ঘটিতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতাথ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি

নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে।

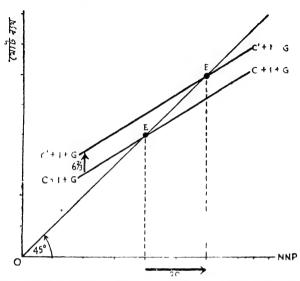
সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগবায় নির্ভর করে আয়স্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজয ভোগপ্রবণতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আথের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (increasing function of income), যদিও আয় বুদ্ধির তুলনার ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চ হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উত্তোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চরের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ ন। হয়, ভবে আয়ন্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম বা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহাযো এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালগুরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা: এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগব্যয় এবং 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উত্যোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী কালন্তরে অর্থাৎ II-তে, সমাজের আয় হইবে ৪০০০ টাকা। পূর্ববর্তী কালন্তরে সঞ্জের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালন্তরে সামগ্রিক আর হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলেএই অবস্থা দেখা দিয়াছে। স্বতরাং I কালন্তরের আয় হইতে ষভট্কু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালস্তরের আর। I কালস্তরে সমাক্ষের ব্যয়স্রোতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। (injection of new money) বা মৃত্তপ্রিত্যাগ (dishoarding) স্থক হয়, [[কালস্তবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হ^{ইতি} সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের ^{আয়} শ্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G-এর ফলে জাতীয় আয়ের শুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকাবী ব্যয G হইতে বাড়িয়। G´ হওয়ায় জাতীয় আয় বয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাডিয়া গিয়াছে, E হইতে E´হইয়াছে। ছাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে যদি সরকারী বায়ে বৃদ্ধির ফলে অথবা অস্ত কোন কারণে এই সম্বে ব্যক্তিগত ভোগবায় ও বিনিয়োগবায়, অর্থাৎ C এবং I ক্মিয়া না য়য় ।

এই কপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হাসের ফলাফলও আমর। পব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আযের পরিমাণ পূর্বাপেকা৷ বেশি থাকে, ফলে C+I+G-র মধ্যে C বাডিয়া যায়। নৃতন C+I+G-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে E বিন্তুতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র ছইটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-ছাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে বে আর বাঁচিয়া যায়, ভাহার কিছু অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $^{\circ}_3$ অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে CC বৃদ্ধি পাইবে $^{\circ}_3 \times 10 = 6^{\circ}_3$ । মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আয় কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইযাছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাডাইবার জন্ম টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্তি আয়, (২) পুরানো মজ্ত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরূপে সরকারী আর হইল ভাহার উপর তোলে, তবে উহার বায়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহার। ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগা ও বিনিয়োগ বায় সংকৃচিত

করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক। বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাডাইবে। যদি অবশু জাতীয় আয়ের যে অংশ মজ্ত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নৃতন টাকা স্ক্টির ধারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি ঘটান

হয়, তবে অন্তান্ত দকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রদারিত ছইবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতথানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়,

ভ্ৰীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও গুণক ও বরণের দক্ষণ নোট চাপলৰ প্রভাব
ভিছ্ত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রদারিত হইতে থাকে।
শেষ স্তর পর্যস্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের বে পূর্ণ প্রভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লব্ধ বা ভার-লব্ধ প্রভাব (Leverage effect)।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effets of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদন (Production) ঃ

বিবেচা।

ভালটনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে: কর্মোগুম ও সঞ্যের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোতাম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফলে (ক) কর্মোত্তম ও সঞ্^{বের} জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা , . . . (খ) কর্মোল্লম ও সঞ্লের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ম বায়, তাহারা লোকের কর্মোল্লম বাডাইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্যের ক্ষমতাও (গ) উপকরণের নিবোগে বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ দিক-পরিবর্ত্তন জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্শন ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্টনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল অভ্নত, কারণ ইহা কর্মোতাম ও সঞ্গের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায্য করিয়া বিশেষ ধরনের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূছ এক ব্যবহার হইতে সরিয়া অ।সিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্-পরিবর্তনের ফলে যদি মেট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় আব্যের ফল অর্থ নৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া

(খ) বল্টন (Distribution) ঃ

এমনভাবে দবকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া ফেলা যায় ৷ যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়-

বৈষম্য কিছুটা কমে। ডাল্টনের মতে এইকপ উদ্দেগ্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যয় প্রাগতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে ডত অধিক হাবে

রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আ্বান্বৈরম্য কমাইয়া মোটানুটি বন্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপব অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্থ বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পুচা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে।

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income):

সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থংশ। সমাজে ব্যক্তিদেব মোট ভোগব্যয় বা বিনিযোগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা; স্ততরাং এরূপ স্থবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাডাইয়া কর্মসংস্থান

ও আযন্তরে হ্রাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের অপূর্ব কর্মনংস্থান থাকিল বাণিজ্য চক্রের সংকটকালে বা সংকট প্রতিরোধের উদ্দেশ্সে রাইগর
ব্যবের বাবহার
ব্যবের বিদ্যান্তরের ও বাণিজ্যে উন্নতির মৃর্গে রাষ্ট্রীয
ব্যবের বাবহার

পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাধীয় বায় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোর তির পথ প্রশন্ত করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ছিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় বায়-বৃদ্ধির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বায় ক্মিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন হইবে মাত্র।

ইহাও লক্ষ্য রাথা প্রযোজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) %

যপন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যবের পরিমাণ কমিয়া যায তথন বাষ্ট্রীয় ব্যবেব ধারা সেই দাঁক পূরণ করিতে পাবিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান বজায় রাথা চলে। বাণিজ্য-সংকটের যুগে যথন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কম, তথন রাষ্ট্রীয় ব্যবের পরিমাণ বাডাইয়া দেওয়া হয়; যথন বাণিজ্যোন্নতি (recovery) স্থক হইয়াছে তথন ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম উন্নতির (boom) কাছাকাছি আদিয়া পডিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় পূবই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্করের পরে মুদ্রাক্তীতির যুগে এমন কি ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয়-ব্যয় (negative public spending) করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় না করিয়া করেব সাহায়ে অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্ভ করিতে হয়।

দামস্তর, আ্যায় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজেব ব্যক্তিগত ব্যবধারা সংকুচিত হইতে থাকে; বাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যযস্রোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে

দামন্তর, আখন্তর ও কমসংস্থানের ন্তব কমিতে থাকিলে রাষ্ট্র অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। জনদাধারণের মজ্ত-প্রবণতা (propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অথনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিয়া প্রদারশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে

শক্তিশালী করাই এই প্রকার বাদ্রীয় ব্যথের উদ্দেশ্য। এইকপ রাদ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণত গুবই বেশি হওনা দরকার; কারণ দেখা যায় যে, সংকটেব সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার ভুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম।

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট্তি ব্যয়, কারণ কর বৃদ্ধির দারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ভোগব্যয় ও বিনিযোগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্য করের সাহায্যে লুকান মজুত অর্থ আদায় করিতে পাবিলে একপ কিছু ঘটিবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিযোগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা করের দারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (expansionary effects) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহার। উহা মজুত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমূদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়শ্রোত হইতে ক্রমশ

দামন্তর, আরন্তর ও কর্মদংস্থানের গুর বাড়িতে থাকিলে অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্মে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে

পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তবের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে, যদি সেই স্তবের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাং করবৃদ্ধির দারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য স্পষ্ট করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মৃদ্রাক্ষীতিমূলক প্রসার রোধ

করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উবৃত্ত করিতে হইবে।

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীর। প্রণম্লক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-printing expenditure) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূর্ণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকর্মগংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতথানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দারা পূরণ করা। আরে, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় অবনতি বা সংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘুরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা স্থক হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কান্ধ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ম গতিবেগ স্থাষ্ট করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বলিযা ধরা হয় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, প্রকৃতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কায়পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না, অবনতির গহুবর হইতে দেশেব অগনৈতিক অবস্থাকে টানিয়া তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাক্ল্য লাভের সন্তাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

- 1 What is public finance? Is there any essential difference between privite finance and public finance?
- 2, "The basic principles of public finance are the same as those of a family budget' Explain
 - 3, What are the objectives of public finance in a modern state?
 - 4. What is I unctional Finance?
- 5 What are the causes of increase in Public Expenditure in recent years?
 - 6. Classify Public Expenditure
 - 7 Discuss how Public expenditure influences National income
- 8 What are the effects of Public Expenditure on (a) Production, (b) Distribution, and (c) Employment & Income
 - 9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?
- 10. Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?
 - 11 What are the principles which should guide public expenditure?
- * Pump-priming means a volume of public spending for the pu-pose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending... Pump priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump-priming is different from 'compensation in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going our its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greater than the volume of expenditures made. Hansen Fascal policy and Business cycles, ch 12.

সরকারী আয় ও করনীতি Public Revenue and Taxation

রাপ্তীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue) :

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাডিয়া যাওধায তাহাবা নিত্য নৃতন আথের উৎস খুঁজিযা বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আথের চারিপ্রকার উৎস আছে: (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদাযসমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদাযসমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের ছারা বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায় করা হয এবং এই করের বিনিম্যে সরাস্রি প্রত্যক্ষভাবে, সম্প্রিমাণ কোন স্থবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তান্ত হত হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীর সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাত। নির্দিষ্ট কোন কায়ে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর কবে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্ম প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাত্রে। যায়। অবশু উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেষ অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রেয় করে তাহাদের জক্ত দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশু উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রাস্তিক ব্যব্দায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

না-ও হইতে পাবে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম স্থির থাকিতে পাবে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেব একচেটিয়া অধিকাব থাকায় একচেটিয়াস্ত্রশভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাথা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্থান্থ উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশঃ শাসনতায়িক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজফের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবগু এইরূপে রাজফের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি বাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-বায় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, ভাহা হইলে কার্যন্ত উহ। করেব পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্ম বায় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্ম বায় করা হয়।

কর-কাত্রন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কাছন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ কবিবে ও আদায় করিবে, তাথাদের কর-কাছন বল। হয়। আলডাম্ স্থিও চারিটি কর-কাছনের কথা বলিয়াছেন।

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কায়ন। প্রত্যেক দেশের প্রভাগণ সরকারী ব্যয় নিবাহের জন্ম তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অমুযায়া কর দিবে ইহাই প্রথম কায়ন। অ্যাডম্ স্মিথের মতে, সমতার কায়ন প্রদান ক্ষমতা অমুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Real burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার স্বাণ্স্কা কম থাকিবে।

দিকীয়ত, নিশ্চয়তার কাহন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার।

অ্যাডাম্ শ্বিথের মতে সমতার কাহন হইতেও।নশ্চয়তার কাহন কাহন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অহ্ববিধায় পড়িতে হয়,

ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অস্ক্রবিধাগ্রন্ত হইয়া পডে।

তৃতীয়ত, স্থবিধার কাম্বন । প্রত্যেক কর এরপভাবে ও এরপ সময়ে
আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ স্থবিধা হওয়ার সন্তাবনা।
এই কাম্থনের অর্থ হইল করদাতাদের অস্থবিধা যেন সর্বাপেক্ষা কম হয়; য়খন ও
যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক স্থবিধাজনক,
ম্বিধার কাম্বন
যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় কর।
হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত,
ভাহার পূর্বে নহে।

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কামুন। প্রত্যেক কর একপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়েব ব্যয় খুব কম পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ কমবাবে রাজস্মংগ্রহের কামুন

তাহা হইলে সেই কর অর্থ নৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নতে। উপরন্ধ ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসন্তান্ত্রিক আর্থ গ্রহণ না

নহে। উপরস্ত ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাগা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-অ রোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

করকান্তনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম কান্তন হইতে অভাভ তিনট কান্তন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কান্থন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কান্থন সম্বন্ধে বলা চলে,
ইহা যথেষ্ট অসপন্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থ নৈতিক বিবেচনার
উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কান্থনটির অস্পষ্টতার আরও
কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাত্তব
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অস্থবিধা হইল, সমান্থপাতিক হার বা
ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অস্থায়ী
সকলের ত্যাগ স্থাকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার স্থাপন্ট বিচার
ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অ্যান্ত কান্থনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের;
উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্তা মাত্র, অর্থ নৈতিক আলোচনার দিক হইতে
প্রক্রম্বহীন।

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কামুনসমূহের সহিত আরও গ্রইটি ন্তন কামুন যোগ করিয়াছেন, তাহার। হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (থ) স্থিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক আরগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদার উৎপাদনশীলতাও হুইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতার কামুন। হিতিস্থাপকতার কামুন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে দেই কর হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন। করসংক্রোন্ড নী ভিসমূহ (Principles of Taxation) ?

যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র জনদাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করদংক্রান্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিমে আলোচিত হইল।

(ক) উপকারিত। তম্ব (The Benefit theory) :

এই নীতি অমুঘায়ী, বাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতথানি প্রবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ দেই অমুঘায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি স্থ্রিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিদাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ স্থবিধাণ্ডলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্ত কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ স্থবিধার জন্ত নহে। তাহা ছাড়া, দৈন্ত, পুলিস বা বিচার-বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক স্থবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় বাষ্ট্র হইতে বেশি স্থবিধা পায় তাহা ইইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থ নযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদন্ত মোট স্থবিধা অন্ধ্রায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্যের বায় তম্ব (The cost of service Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অমুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিনে রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কা-গ্রুষ ব্যব্ভন্ন

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতিব প্রযোগ অবাস্তব। ডাক বিভাগে দ্রব্যাদিব দাম, রেলের ভাডা, সরকারী বাসেব ভাডা বা স কারী কারখান হইতে উংপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোগ সমানোচনা
হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রশ্যেক ব্যক্তির জন্ত রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ বায় হব তাহার অংশ নিবপণ বরা সহব নহে। এই হঃ অমুবাবী বৃদ্ধ ববসে পেনশনভো গিগণ প্রতি মাসেব পেনশন তো কের্ছ দিবেনহ উপবস্তু, সরকারা পেনশন দ্যুবের আঃশিক ব্যক্তার ও ঠাহাবা বহন কবিবেন।

(গ) প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব (Ability to Pay Theory) ঃ

এই তও অনুবানী ব্যক্তি ভাষার কর প্রদানক্ষমতা অন্তব্যথী রাষ্ট্রকে কন্দিবেন। রাষ্ট্র সকলেব স্বার্থরক্ষার জন্ম স্থানিত সাবজনীন প্রতিথানা, সতব সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইংটি প্রদানক্ষমতার তথা আড়ান্ স্থিও উহার করকান্তন সমূহের মধ্যে ইংকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অ্থ নৈতিক বিচাধেইং। স্বোত্তম, ভার্নক্ষতও ব্রে, স্ক্তরাং আধুনিক কালে এই ভত্তই গৃংনি হইথাছে।

কিন্ত এই তত্ত্বাস্থ্যায়ী বাওবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ কবিবার সমর্ বিশেষ অস্ক্রবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমত প্রমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওল্ যায় না।

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মান্দণণ্ড হিসাংব ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কব অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কব কম। কিন্তু দেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাণের প্রমানের মানদণ্ড: আদশ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ কব। চলে না। সম্পত্তি: সমালোচনা অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাহার্বা করের আঁওতায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিক ইওয়া সব্বেও তাঁহার। কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই জ্ঞ ট দ্র করিবার জন্ত অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতামুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধরিয়া ব্যজ্ঞিত ব্যয়: সমালোচনা বেশি থাকিলে বা অস্থ্য-বিস্থাথের জন্য ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক .*

এই সবশ বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রাদানক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত,
উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং
নাজির আয়
নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অলহারে কর আরোপ
করা হয়। বলা হয় যে, এইরপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ-স্বীকারে সমতা
আনা যাইতে পারে।

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণর পে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তিব আর্থক আয় ভাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অথের প্রাত্তিক উপযোগিতা পূথক, ফলে ছই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা স্থাক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপবস্তু, উভয়ের ত্যাগস্থীকারে যথেষ্ট ভারতম্য থাক। সন্তব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারও-বা বম প্রশ্রম করিতে বা কোন পরিশ্রমই না করিতে-হইতে পারে।

স্থতরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের শৃহিত আরও কয়েকটি বিহয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন ৮

[্]বাল করা বৈজ্ঞানিক শীতিসমূত ও যুক্তিসক্ষত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে মতে ব্যক্তিগত ব্যক্তর গাল করা বিজ্ঞানিক শীতিসমূত ও যুক্তিসক্ষত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তায় গোপন করিয়া কর হাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। (খ) তাহা ছাড়া, আয়ের ডপর তাবক কর ছাপন করিলে কর্মোছম ও সঞ্চরের ম্পৃহা কমিয়া যায়। ব্যয়ের উপর কর ক্মোছম ও সঞ্চরের মূহা কমিয়া যায়। ব্যয়ের উপর কর ক্মোছম ও সঞ্চরের মূহা বর্তমানের আয়-বৈষ্মা ক্মাইতে হইলে বা হিল্পের ম্পৃহাকে বাছত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আয়-বৈষ্মা ক্মাইতে হইলে বা হিল্পের প্রবিশ্ব করিতে হইলে বার কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ, ধনিবাভাগণ পুরানো মজ্ত ক্ষেপ্ত, সম্পাত ও মূল্যবান আলম্বাদি হইতে যথেষ্ট আয়ে অথবা হ্ব-স্ববিধা ভোগ করেন, তাহাদের কর-প্রদানক্ষতা অধিক, অথচ ইহারা আয়ক্ষেরের আঁওতার আনেন না। ব্যয়-কর স্থাপিত না ইইলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আদায় করা যায় না।

ভাব জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার বে, কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্বর্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বংসরে লাভ হইলেও হয়তো বর্তমান বংসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, স্ক্তরাং কর দেওয়া কইসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই যথন আয় হইল তথনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া

আর অমুষারী সঠিক কর-প্রদানক্ষমতা নির্বারণের পাঁচটি বিচার

১। কালবিচার

দরকার। ইহাকেই 'আয়-করো-আর দিতে-পাকো' ব্যবস্থা (Pay-as-you earn) বলা হয়। শুরু তাহাই নহে, ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত কি না। উপরুধ্ধ দুই আয় পাইবার ক্রম বাক্তি

২। নীট-আয়বিচার

অনিয়মিত কিনা। উপরশ্ব ওই আয় পাইবার জন্ত ব্যক্তি

৩। আ্বাব-উৎস বিচার ও। পারিবারিক

সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট কাল আলতো কাটাইয়াছে, ভাহাও লক্ষ্য

অবস্থা বিচার

রাথা দরকার। দিভীয়ত, নীট-আয় বিচার (Pure-

<। উৰ্ত্ত-বিচার

Income test)। দেখা দরকার যে, সেই আয় পাইবার জন্ত কিরপ আয়বিদিক বায় বা য়য়ণাতির ক্ষয়কতি হইয়ছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে বে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্যত, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোয়সংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিবৃক্ত। পঞ্চমত, উদ্ভ-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উবৃত্তের অংশ কতথানি; ব্যয় করিয়া কিরপ উবৃত্ত থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিয়তম যোগান-দামের (Mınimum Supply

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচাণ

না করিয়া আনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অমুযায়ী কর ধার্য করা হয়।
বাষ্ট্রের প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে
অবস্থার প্ররোজন
অমুযারী কর-নীতি
নির্ধারণ
সংক্ষেণের উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্ত, কোন দ্রব্যের
ব্যবহার কমাইবার জন্ত (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের
সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্ত, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্যে,
প্রভৃতি নানারপ কারণে কর আরোপ করা যাইতে পারে।

আধুনিক কালে শিরোয়ত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা আয়-বৈষম্য কমানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির নিকট হইতে এরপভাবে কর আদায় করিতে হইবে শিরোয়ত দেশসমূহের যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে পূর্ণকর্মসংস্থান বা এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চক্তের সংকটকালে কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের হুল রাখিয়া দেওয়া হুয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের হুল অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয়

ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্ত অর্থ কম রাথা হয়। ভোগবায় বাড়াইবার জন্ত ভোগ-প্রবণতা বাড়াইবার উদ্দেশ্তে বিক্রয়-কর কমানো চলে, অথবা ধনীদের দারা বাবহৃতে দ্রবাদির উপর বিক্রয় কর অধিক রাথিয়া গরীবদের দারা বাবহৃত দ্রবাদির উপর বিক্রয় কর কমাইয়া দেওয়াও সম্ভব।

শিল্পে অমুন্নত দেশসমূহে অথনৈতিক পরিবল্পনা অমুযায়ী অর্থসংগ্রাহ্ব উদ্দেশ্রে করন্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরপভাবে করন্থাপন করিলে ক্রন্ত দেশসমূহে কর্মক দেশসমূহে (econc mic growth) হরাহিত হইতে পারে ভাষা বিচার করিয়া কর নিরপণ করা হয়। অযথা বিলাস- হবেরের বা ভোগাদ্রব্যের তায় কমাইয়া সংগ্র স্পৃহা ও কর্মোছম বাভানো, দেশে মূলংন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (Leards) স্বাইয়া আনিয়া সহকারী ক্রেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ— এই স্কল্পই অমুন্নত দেশসমূহের কর-সংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বন্টন সংক্রাম্ভ অনুপাতিক হারের এবং ক্রুমবর্ধনশীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বউনসংক্রান্ত নীতি মালোচন। করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আফুপাতিক, ক্রম্বর্ধনণীস ও ক্রমহ্রাসমান।

আর যাহাই হউক না কেন, সকল আর হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর আদার করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে (Pro-আনুপাতিক, ক্রমনর্থমান করে সিকে) বলা হয়। উচ্চন্তরের আর হইতে ক্রমণ অধিক হারে কর আদার করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে ক্রমবর্থমান কর (Progressive Tax) বলা হইরা থাকে। অধিক আয়ন্তরের ব্যক্তিনের নিক্ট হইতে ক্রমণ কম হারে কর আদার করিবার নীতি অনুস্ত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমহাসমান কর (Regressive Tax)। ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আনুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি ঘুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আমুপাতিক নীতি অমুণায়ী করম্বাপনের পদ্ধতি গুবই দর্ম এবং ইহাব প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন ন আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন তাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্ত-আসে না। অ্যাডাম শ্বিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কামুনে আমুপাতিক নীতির তাই এইরূপ করন্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। গুণ ও দোষ নীতির গুণ হইল ইহার সারলা। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। ছাডা ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উক্ত আমবিশিষ্ট ব্যক্তির টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন স্বান্ত-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্থিক উপযোগিত। অধিক। বেমন, 100 টাকা আয়কারী বাক্তির নিকট 5 होका व्यरः 1000 होका आयकाती वास्क्रित निकृष्टे 50 होका कर नहेंत्न তুলনামূলক ভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ক্রমবর্ধ নশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাণ স্থিপের কর হাতুন সংক্রান্ত স্থালোচনা হইতে স্থামরা দেবিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমত। স্থামনী বাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জ্ঞাকর দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অনুষায়ী কর দেওবার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমাস্থপাতিক করের কথা বুঝিবাছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অনুষায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বেশ্ঝায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিযা লইযাছেন। এই নীতিব পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইতে শুক্তর যুক্তি তত্তা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের স্পক্ষে যুক্তি কি কি সমর্থনের উপর ইহা স্প্রপ্রতিষ্ঠিত। আয-বৈষম্য দ্র করা উচিত এইকপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মন্যে দেশা যায়, আর গণতান্থিক রাইসমূহ অবিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা অন্ত্রমায় পরিসালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও বত্তদিন যাবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তবু গড়িয়া তৃলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মন্যে ক্ষেক্টিকে আলোচনা করিতে পারি।

ক্রমবর্ধনশীল কবেব স্থপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুকরপূর্ণ যক্তিব নিত্তি হইল ব্যক্তিগত আ্বের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উপযোগিলাব নিষম। দ্রবাসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তিব হাতে ইহাব পরিমাণ যত বাঙিতে থাকে, টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 100 টাকা আ্বায় হইতে শেষ টাকাটি লইযা আ্রানিলে যে ভ্রি-ক্রাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির 1000 টাকা আ্বায় হইতে শেষ টাকাটি স্বাইথা লইলে ভ্রি-ক্রাসের পরিমাণ কম। শুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আ্বায় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ ফ্রাকার সমান হয় না। 100 টাকার আ্রায়ে 1 টাকার যেকপ গুকর, 1000 টাকার আ্বায়ে 10 টাকার গ্রেম্ব গুরু উহাপেক্ষা কম। স্থতরাং এই ম্বায় ইলত 10 টাকার ব্যক্তির বেশি, যেমন, 50 টাকা ভূলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমত দেখা দিতে পারে।

দিতীয়ত, অধ্যাপক হব্সন একট্ ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্গন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আ্যের মধ্যে ছুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উবৃত্ত। আ্যের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আ্রোপ করা ঠিক নয়, কারণ উহাতে আ্যই নই ইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হইল আ্যের ক্র

উদ্ত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হব্সনের মতে, আং
যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনামূলকভাবে উহাতে উদ্তের অংশ অধিক। স্থতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর
আরোপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে
অধিকতর উদ্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

ভৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বন্টনের দিক
হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদেব

শামান্ত্রিক স্থারবিচার

বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত
হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক স্থায় বিচার

ৰক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই স্থায়বিচার সাধ্নের অন্তত্ম প্রধান অস্ত্র হইল
ক্রমবর্ধনশীল কর।

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিশু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছইটি তত্ত্বে সাহায্যে: সর্বনিম সামগ্রিক ভ্যাপের তত্ত্ব (Least aggregate sacrifice theory) এবং সম-ভ্যাপের তত্ত্ব (Equal sacrific theory)। প্রথম তত্ত্ব অক্স্থায়ী ভিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের স্বটাই রাষ্ট্রের ভূলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বণ্টনের দিক হইতে (from distributional

aspects) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোগুম বা উৎপাদনের নিমতম এবং সমান ত,াগের নীতি দিক হইতে (from announcemental aspects) ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই ছই বিরোধী অবস্থার চাপে.

মধ্যপস্থা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দিতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ সমত্যাগের নীতি অস্থযায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রান্তিক উপযোগিত। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দার। প্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকটা নির্ভর করে। স্কুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর।
আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক
এই সকল বৃক্তির
উপযোগিতার নীতি মানেন না। অনেকে বলেন বে,
আয় বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও অভাববোধের
পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীত্র হয়। আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলন

(interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মূল কথা; ভাহাও আব মানিয়া লওয়া চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে ভৃপ্তি আনেকাংশে নির্ভর করে "প্রভিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, যদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রাপ্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility) হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। স্ক্তরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন বাষ্ট্র স্থির করে উহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক।

দিতীয়ত, হব্সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্ভের যে ছইট অংশের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত মনস্তান্থিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড (objective criteria) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব ?

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিশুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি ন্তায়-অন্তায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঞ্চিভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অন্তচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমাত্র-পাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলভার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের থেয়াল-খুশির উপর। Mc Culloch বলিয়া গিয়াছেন, "The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same proportion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit." এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় য়ে, করের ক্রমবর্ধনশীলভার দক্ষন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোভ্যম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার ক্ষে, অর্থনৈতিক ক্ষমর্থির হ্রাস্থায়।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর থেয়ালগুলি অন্তথায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলভার হার প্রির হয়, ভাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে. ভাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার

ন্থির করা হয়। তাহা ছাডা, ক্রমবর্ধনশালতার দক্ষন এই বিষয়ে কেইনদ কি বলেন

দেশের মূলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইরূপ দুষ্টান্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায়

না। সর্বোপরি, কেইন্সীয় তত্ত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অবিকাংশই কেইন্সীয় তত্ত্বের অন্ত্রগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রে ইহাবেশি। আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ দঞ্চিত হইয়। জাতীয় আয়ে বুদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাড়িতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণপ্তরে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রানর হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্বরে পৌছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক। কেইনদের মতে, "Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity to the poor who have a high marginal propensity to consume."

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation) &

প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি মর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্রে রাষ্ট্রের সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই অর্থ নৈতিক লক্ষ্যদাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর মণ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষাসাধনের প্রচেষ্টা কোনমতেই বাহিত না হয়।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া দেশের করকাঠামো
গডিয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অন্থবায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা
বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।

স্প্রোচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া
আসিতেছে। মার্কেণ্টাইলিন্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাঁহাদের
করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার
বিগ্যাত করকান্তন (canons of taxation) বোষণা করিয়া গিয়াছেন।
কাসিকাল বুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই
বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Elgeworth, Dalton,
Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সপার্হে
আলোচনার প্রসার প্রবানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীয় তত্ত্বের
বা কল্যাণমূলক বনবিজ্ঞান শালের উন্নতির উপর; এই শাস্ত্রের বর্তমান রূপের
ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

আমবা পূর্বে বলি।ছি বে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সন্থে যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহাব উপবোণী ও অনুকল করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিককালে, মোটানুটি সকল দেশ গুণার সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাথিয়া ব্যক্তি.ক তাহার নিবাচন বা পছন্দের ব্যাপাবে সর্বাধিক আবীনতা দেওয়া; * ২) দেশের উপচরণ, উংপাদনকোশন, এবং ক্রেতা ও উপক্বণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাথিয়া জীবন্যাত্রার মান সর্বোত্তম করা; । (৩) তৎকালীন সামাজিক তিনটি লক্ষ্য অনুযায়ী

ত্যাববোধের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া আয়-বটন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের করকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজ্বাল গৃহীত হইতেছে। ইহারা হইল:

- () অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality): দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা দকল উপকরণের সর্বোত্তম
 - Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others,
- † Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.
- ‡ A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society,

নিয়োগ-বিভাস ও ব্যবহারে কোনরপ বাধা স্পৃষ্টি করিবে না; এবং সম্ভর্ক হইলেও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। তিনটি নীতি

(২) ভায় (Equity): সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে আয়বর্ণটনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বর্ণটন যেন তাহার অফুরপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ম (Quality of Tax adminstration): দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খরচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অস্ক্রবিধা স্বচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম নীতি হইল যে, অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্ম করসমূহ এরপ ধরনের হংয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে। অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা বরনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য

পারবর্তন না-আনা ব্যুনীভির একটি প্রধান বিবেচ্য ১। অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রেব কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা

জেতার পছন্দ বদলাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধৃতি কাপড়ের উপর কর বিসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ ভুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টর দাম এখন কম। বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পুর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উত্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ত সচেই হইতে পারে। ভে.গাদ্রব্য এবং মূলধনী-জ্ব্য উৎপাদনের অমুপাত বদ্লাইতে পারে। স্থতরাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরূপ করই আরোপ করা উচিত।

ধিতীয় নীতি হইল যে, যাহাতে ভায়ভাবে করভার বন্টিত হয় (Equity in the distribution of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে ছায্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছ। যে-আয়বন্টনকে ছায্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অফুরুপ ভাবে বন্টিত হয়। ভায়নীতির হুইটি দিক আছে (two aspects): একটি

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দ্বিতীয়টি হইল পূথক অবস্থাব ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অমুষায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্তা নাই; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্তা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থায়" কাহাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

করভারের স্থায়-সংগত বন্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে ছই ধরনের আলোচনা বা তত্ত্ব দেখা গিয়াছে: একটিব ভিত্তি হইল উপকারিতা (benefit), আর অপরটিব ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay)। উপকাবিতা ও উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি যেমন দাম প্রধানক্ষমতা দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি ভাহার নিকট উপকারী. ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অমুযায়ী। এই তত্ত্বে সমর্থকেরা ইহাই স্থায়সংগত গলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাডাইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র ভাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা ক্থনই স্থায়সংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে স্থায়নীতি অমুদারে প্রদান-ক্ষমতা অমুঘায়ী করভার বণ্টনই মোটামটি গুহীত হইতেছে।*

উনবিংশ শতাকীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রদান ক্রমতাকে ব্যাখ্য করার জন্ম ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। ক্ষমতা অমুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটাযুটি তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গ দেখা গিয়াছে; সমত্যাগনীতি (principle of equal বিভিন্নবপ ত্যাগের sacrifice), আমুপাতিক ত্যাগনীতি (principle of নীতি proportional sacrifice) এবং নিম্নতম সামগ্রিক ভাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice)। এই সকল তত্ত্ব মোটামুট গুইটি অমুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইবাছে, (ক) ক্রমহাসমান আয়গত উপযোগিতার নিযম (law of diminishing income atility) এবং (খ) সমান আ্য হইতে স্কল ব্যক্তির তৃপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্ত:ব্যক্তি তলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালেব কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই হুইটি অনুমান্ট মানিয়। লয় না। তাই ত্যাগ স্বীবারের এই সকল তত্তেলির সাহায়ে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে ন!।

তৃতীয় করনীতি হইল কব আদায়ের নিম্নতম ব্যথের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, তানিমতম বার করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত স্কুম্পাঠ থাকে, কর-আদাযের বায় ও বিদ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পাইতাই করনীতির অ্যতম গুণ।

কর-বহন বোগ্যতা (Taxable capacity):

কোন নিদিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতা থাকে। স্থাব্ জোশিয়া স্ট্যাম্পেব মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অন্তিম্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিষ্য থাকিতে হইলে যে-টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি খাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অন্তিম্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজ্ঞায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দ্রকার হইবে, ভাহা হিন্ন করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। ভাহা ছাড়া, এই উদ্ভেব

সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যং উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগাতা কমিয়া যায়।

স্থতরাং জাতীয় আয় হইতে মূল্পন অক্ষু রাথা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম প্রয়োজনীয় টাক। বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরপেই ইহাকে ব্যাথার করা হয়। কিন্তু এই ব্যাথ্যাও বিশেষ অস্পৃত্তি এবং কর-বহন যোগ্যতা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাথ্যাও বিশেষ অস্পৃত্তি এবং কর-বহন যোগ্যতা করার রাথার জন্ম রাথা বা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূল্ধন অক্ষুর্ম ব থিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বিধিত হইতে থাকে। স্থতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অস্থবিধ। আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক; ধরণ-

কর বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্তু যে-বিষয়গুলির দারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা কবা যাইতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যত। অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বর্টনের শিবার**ণকারী বিষয়-**উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত ^{ন্ত}ঃ মনস্তত্ত্ব, জাতীয় शासन वन्त्रेन, खनमःशा বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, টুৰণ হার, দেশের জাতীয় আয়ের অমুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর শ্বি সংগঠন, জীবন-ইহা নির্ত্তর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় ^শরাব মান, কর-ব্ৰপ্তার প্রকৃতি, রাষ্ট্রার জনসংখ্যার বৃদ্ধি জততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু বৈশ্ব প্রকৃতি আয় কমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায়।

চ্চৃথত, দেশের সামগ্রিক শিল্প সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে।
বিদ মুলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অফুরত দেশে
পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম।
কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিঘ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে,
এমতাবস্থায় দেশের ভবিদ্যুৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা

নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনধাত্রার মানের উপর; কারণ উহা দারাই তাহাদের মনস্তব্ধ, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। মঠত, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অক্ষ্ম রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যরের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা চলে।

ভাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অম্পন্তি, চূড়ান্ত কর-বহন যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্ডলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে শিরাস্-এর মতে এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে; স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ সর্বাধিক কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অম্পন্তভাবে হইলেও, সরকারের জানিয়া রাথা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয় আয়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াচেন।

কর্মাত ও কর্পাত (Impact and Incidence of Taxes):

কোন কর ধার্য করা হইলে বাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোণিত হইলে বটে, কিন্তু তিনি করের দক্ষন প্রদন্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোপিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন;

আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের জায় হইতে কর-প্রদান করিয়া যাহার আর্থিক জায় কমিয়া যায়, তিনি প্রক্লতপক্ষে কর-পাত (Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসাবণ করার এই ধারাকে করসরপ (Shifting) বলা হয়।

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভযের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উদ্যোক্তাধনি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেভাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, ভাহা হইলে বিক্রম কমিয়া ভাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেভাদের আয়, বয়য়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, দমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দক্দ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। হবণাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ শুরে করের আথিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কব প্রদান হইতে সাথিক ক্ষতিগ্রন্থ হইতেছে।

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অস্থ্যায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেভার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কনাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা থারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল ভার ক্রেভার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণ অগ্রমুখী (Forward) বা পশ্চাৎমুখী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা অগ্রমুখী কর-সরণ: যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর গণ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেভার পারস্পরিক ^{করাপ}সারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্তের উপর
সরাইয়া দিতে পারেন না। ক্রের পরিমাণ পর্যন্ত দামে
বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্তের উপর সরাইয়
দেওয়া ষায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের
পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরপ অবস্থায় দাম অয়
কিছু বাড়িয়া য়ায়, বিক্রম ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া য়ায়।

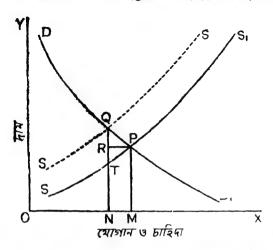
দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেডাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রবোর চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই ক্রিয়া যাইবে: এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ ৰহন করিতে হইবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বুদ্ধি হইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; ন্থিতিস্থাপক**তা** যদি অন্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। স্থতরাং করের আর্থিক-ভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাছিদা ও বোগানের দ্বিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নিভঃ कदिरव ।

সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

করভারের বিক্রেতার অংশ = চাহিদার <u>ছিতিস্থাপ</u>কতা করভারের ক্রেতার অংশ বাসানের স্থিতিস্থাপকতা

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেথা-চিত্রের সাহায্যেও প্রকাশকরিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে DD1 এবং SS1 হইল ষথাক্রমে দ্রবাটির চাহিদারেথা ও যোগান রেথা। P বিন্দৃতে ভারসাম্যের দাম প্রভিষ্ঠিত হইয়াছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইতেছে। কর-আরোপের ফ্লেবর্ডমান দাম দাঁড়াইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে

QN-PM=QR এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে OM-ON=PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেডারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইরপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফং এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময্যাপেক। স্তরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে, সম্ব বিচারের ওক্ষ হরকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভ্যোসকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যার উপর কব আবরাপ করিলে অক্সান্ত দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, দীর্ঘনানীন করপাত সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদক প্রভৃতি প্রভাবা্থিত হয়, ধেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে

* যদি করে গুর তল্পহারে পরিংওন ইইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, ভাষা ইইলে Pও Q গব কাছাকাছি আবন্ধিত অর্থাৎ একেবারে পরম্পর নিকটতম বিন্দুবলিং। ধনিয়া লইতে পারি ৷ সেই অবস্থার,

চাহিদার হিভিহাপকতা $= \frac{MN}{OM} + \frac{QR}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{QR}$ এবং নোগানের হিভিহাপকতা $= \frac{MN}{OM} - \frac{RT}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{RT}$ হতরাং, চাহিদার হিভিহাপকতা $= \frac{RT}{QR}$

করভারের বিক্রেভার অংশ করভারের ক্রেভার অংশ বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সন্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন কর-পাত নির্ধারিত হয়।

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপল্লের নিয়ম (Law of Constant Returns)
অনুবারী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ
পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে ৷ কর-আরোপের ফলে দাম
সমহার প্রতিনানের
নিরম ও কর-পাত
বৃদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের
পরিমাণ পরিবর্তিত হইকে ইউনিট-প্রতি বায় সমানই পাকে

স্থতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম রুদ্ধি হইতে পারে না।

দ্রব্যটি বদি ক্রমহ্রাসমান উৎপরের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যায়র নীতি অন্বায়ী উৎপর হয়, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। বেমন, ধরা বাক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপর হয়াসমান-প্রতিদানের প্রতি টিনট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। ইউনিট-প্রতি বিয়ম ও করণাত

৪ টাকা কর আবোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া বাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপর হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া 6½ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে 7½, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ন্ত্রব্যটি যদি ক্রমবর্ধনান উৎপরের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমন্থাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থবায়া উৎপর হয়. তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। যেমন, ধরা ফ্রমবর্ধনান প্রতিদানের বাউক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপর হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপর হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া 7½ টাকা হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৪½, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশি হইল।

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রাঞ্জির উপর।
সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করিলে
একচেটিয়া ব্যবসারে
ও কর-পাত
প্রিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করে এবং সেই
অন্ম্বারী দাম দ্বির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে

কোন পরিবর্তন হইবে না—ভাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাভ ঘটবে।⇒

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রাস্তিক ব্যয় বেশি শুভরাং দামও বাড়িয়া যায়।

দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ওপাদনের উপর কর ও ভোগকারীকে কর-পাতের কিরপ অংশ বহন করিবেন, ভাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার ততই কমিবে—এইরপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা স্থিটি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের স্থাবিধা হইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কর ও পরে কৈ কর (Direct and Indirect Taxes)

যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ শুরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি

কর-ভার অন্তের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্তের শ্রুক্ত কর ও পরোক কর কাহাকে বলে

কর-ভার অন্তের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্তের নিকট হইতে সেই টাকা তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর.

আমদানি শুক প্রভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা প্রভ্যক্ষ কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা প্রোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের স্থবিধা হইল যে (:) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা অমুযায়ী ভাহার নিকট হইতে কর

মুনাকার উপর তিন একার কর আবোণিত ইইতে পারে. (ক) মুনাকা ইইতে মোটামুটি
কিছু পরিমাণ অর্থ. (ব) মুনাকার শতকরা কিছু অংশ. (গ) মুনাকার উপর ক্রমবর্ধমান হারে।
সকল ক্ষেয়েই সাধারণত কর-পাত একচেটিরাদারের উপর। এই বিষষ্টি আবার পরে আলোচিত
ইইতেছে।

আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কখন, কি-পরিমাণ, কোধায়, কিভাবে কর দিতে হইবে
ভাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভরেই
প্রত্যক্ষ করের হবিধা
নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩)
প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচনীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (elastic); কর-হার জন্ন একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা
রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়। উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার
সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ করের অন্থবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয়।
সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপচল্দ
করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও
ইহা অপহন্দের অন্ততম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি
দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া
দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধনান হার সম্পূর্ণ
অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত
উচ্চ আয়ন্তরে বে-হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রিয়া যায়, তাহার
সহিত ক্রমবর্ধনান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিছু বাস্তবে উহা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে
প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-ম্পৃহা বা কর্মোয়্বম ক্রমাইয়া
দিতে পারে।

পরোক্ষ করের স্থবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে। (খ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ ইহা প্রতিবারে খুব অর পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রবোর পরোক্ষ করের স্থবিধা দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয় বোধ হয় না। (থ) কতকগুলি দ্রবোর চাহিদা অস্থিতিয়াপক হওয়ায় উহাদের উপর কর-ছাপন করিলে প্রভৃত রাজ্য পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ) পরোক্ষ করের সাহাব্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদ্র অঞ্জনর করানে। যাইতে পারে (বেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুক্ত)।

পরোক্ষ করের অস্থবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় করা হয়, স্তরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্নীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতাস্ত্রিক ব্যয়্য অনেকক্ষেত্রে খ্বই বেশি; স্তরাং ব্যয়নির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্ভ রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা স্প্রীহয় না।

যদিও স্থায়ের দিক হইতে বা কব-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজম্বের
প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয
উপসংহার
ত্মাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুষ আরোপ করা হইয়াছে।
করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (২) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক পরিবর্তন সংক্রাস্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যর কমাইতে বাধ্য হয়
(যেমন মজুরি বা থাতের উপর কর) তাহা হইলে দেই করের ফলে তাহার
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়া যায়।
সাধারণত দেশের আয়-ফর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উধর্ব হইতে ধার্য করা হয়;
সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিয় আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে
অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্ক্তরাং আয়কর তাহাদের কর্মোত্তম বা কর্মক্ষমতা
সংকুচিত করে না।

कान कत मद्दल यनि এরপ ধারণা হয় यে, ইহা अलकान छात्री

হইবে, তাহা হইলে উহা কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; স্থতরাং তাহার কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীব ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্কৃত্ত ক্মাইয়া দিবে। ডাল্টনের ভাষার বিশতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিক্ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক (the elasticity of

চাহিদার স্থাতস্থাপকত। আধক (the elasticity of কর্মোভ্যমও সঞ্চয়ের প্রকলেকল demand for income is large)। নিম্ন আয়বিশিট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় কমিয

যাওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্ম কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাডিয়া যাইনে পারে। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোয় আছে বা ব্যক্তি ভবিশ্যতে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্ম বর্তমানে সঞ্য় করিতেছে, সেখানে ইহা গুবুই সভ্য ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেখানে ম্নাফার হাত তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্ত শিতে (যেথানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সমতে

এইরপ মূল্পনের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উপাদানসমূহের উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার নিয়োগে দিক-পরিবর্তন দংকার ফলাফল

আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানি-শুলের ফলে দেশেব শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্র এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্জনীয়, যেমন রপ্তানি-শুলের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অন্তপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটেন।

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (Local Taxes) হার অ^{ধি ব} হয়, ভাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেটা করিবে।

সরকারী আয় ও করনীতি

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা
ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্য সেই আয় হইতে উপযুক্ত
উৎপাদন ও কর্মসংখ্যানের উপর ফলাফল ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যব হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ
সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দক্ণ উৎপাদন
ক্রাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।
কয়েকটি কর ও ভাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। আয়কর (Income tax): সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। স্বতরাং ইহাব করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্উইন্ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। * এই বিষয়ট একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা ভাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে
কিছুটা অপসারণ করিতে পারে; দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বাডাইতে পারিলেই ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের
দাম নিধাবণ করার সময়ে যথন ভাহাব ব্যযের হিসাব করে,
ব্যবসাথীদের বুজি:
ভিখন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া থাকে যে
ভাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের
অবস্থা ভাহার অম্বুক্ল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেথানে ভাহার
ইচ্ছা বা প্রয়োজন অম্বুযায়ী নিম্নভ্ম নীট আয় সে পাইতে পারে।" প

কিন্ত ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ কবে না। যেমন ডালটন্ (Dalton) বলেন যে, অক্তান্ত স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের

^{*} The colwyn committee Report on National Debt and Taxation.

^{† &}quot;When a tr. der endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." Evidence of the Association of British Chambers of Commerce before Colwyn committee.

বার নয় (not a true overhead charge)। বাবসার হইতে আরের কেজে ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সমরের মধ্যে বায় বাদ দিয়া বেষ উদ্ ত টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। স্থতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। বিতীয়ত, বাবসায়ীরা দ্রবার জভ্ত বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর বারা প্রভাবিত হয় না। যেমন, কোন একচেটিয়া বাবসাদার য়ে-বিল্লুতে উৎপাদন ও দাম ভির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই শুরেই দাম নির্ধারণ করিবে,

·কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না কারণ মক্ত কোন দামে তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অক্ত বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অস্কবিধান্তনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (থ) অস্তান্ত প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, স্কৃতরাং সে নিঙ্গদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অস্তেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রন্ন বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদন-ব্যার কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রন্ন স্থক্ষ করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রাপ্তিক উপ্যোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রাপ্তিক উপ্যোক্তার কোন উদ্ভি থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রাপ্তিক উপ্যোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দক্ষণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রাপ্তিক উপ্যোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অস্তর্ভুক্ত হয় না।

যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেন্ত (corporate income tax)
দেখা যায় যে, ইহার অপদারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগত
মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপদারশের চেষ্টা
যৌথকোম্পানীর
আয়কর
নাই। উপরস্ক, যদিও মুনাফার উৎসবিন্দৃতে সমান হারে
কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source)
তবুও ধনিক শেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিত্তবান
শেয়ার ক্রেতারা বিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন স্করের ব্যক্তি লইয়

শেষার ক্রেভাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎস্কক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফার্মগুলির উপর বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আযকর আরোপিত হয়, প্রত্যেকট ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম ভাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইযা দিবার জন্ম দাম কম বাডাইত। দাম বাডাইবার এইকপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভ্যেও দেশের মধ্যে এইকপ দাম-বাডান সন্তব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপসারণ সম্ভব হর না কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইন তাহাদের যোগানের স্থিতি-

ব্যক্তির যোগান ও আবের জন্ম চাহিদা উভ্যই অস্থিতিস্থাপক স্থাপকত। থ্ব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। স্বর্থাৎ স্থায়কব দিতে হইবে বলিয়া লোকে স্থায় করা বন্ধ কবিয়া দেয় না, কাল্ডের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া,

भाषकत रुरेन मानावन ता मार्विक धवतनत (general);

ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে স রিখা গিনা অপর ধরনে আর করিলেও ভাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে স'কুচিত করিতে পাবে না। আবের জন্ম ব্যক্তির চাহিদাও সপূর্ব অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ আবের উপর কব হইলেও সে আয-করা স্থগিত রাথে না। এট কারণেই আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক দেলিগ্ম্যান (Seligman) অবশ্র ছইটি বিশেষ অবস্থার কথা বিলিয়াছেন যথন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, ক্রত দাম-বৃদ্ধির আবহাওযায় উল্ভাক্তারা করের সমান পরিমাণে দাম বাডাইয়া দিতে পারে। অল্লকালে ইহা সম্ভবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রশোভনে আরও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিযা আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের

দেলিগ্য্যান কি বলেন মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা স্থান্ট করিয়া কোন গুচর৷ দোকানদার যথন কাজকাববার চালায, তথন এই

অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু স্বংশ

বধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতাব উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন যে, আয়কর কিছুটা। পরিমাণে অপুসারণ করা সন্তবপর। তাঁহার মতে, তুবাটর দমে যদি প্রতিনিধি- স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তভ ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম স্থাভাবিক মুনাফার রবার্টসন কি বলেন
পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই স্থাভাবিক চুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তভ্ কি। এই স্থাভাবিক মুনাফাই উত্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়ুকর লওয়া হয়। আয়ুকর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন ক্রমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়ুকরের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, ভবে আয়ুকরের অপসরণ একেবারে সন্তব্পর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

মাসত্তে (Musgrave) প্রমুথ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, কোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মৃনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্পলৈ ফার্মের চল্তি মূল্ধন (working capital ইইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-বয়্ম প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্রমিককে মোটামুটির য়নাফার অংশ বলিয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদত্ত পরিচালকর্ম্দ দাম বাড়াইতে সচেই হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় বয়বসায়ীর আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (output and price policy) পরিবর্জন আনে। সংঘবদ্ধ দরক্ষাক্ষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজ্রি দিবার ক্ষমতা ম্বর্ম বিচার করা হয়, তথন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবহায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যায় দেশে মূলধনের ও উল্যোক্ষমতার যোগানের মাধ্যমে।*

^{* &}quot;The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-runadjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'parctical' argument that businessmen do no act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and cutput. These include the return to working capital, monopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective bargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilities, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short run. It addition, there are the longrun considerations where the tax may act upor the supply of capital and entrepreneurship. On balance the theoritical argument lead more support to the moderate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is passed on than it lends to the extreme position that no such adjustments occur." Musgrave, The theory of Public Finances. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবদায়ীর উপর কর ছই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে:

১১) উৎপাদন-পরিমাণ হইতে নিরপেক্ষ ভাবে (independent of monopoly output) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর তুইটি রূপ লইতে পারে:
(ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax); অথবা, (থ) একচেটিয়া
নাফার উপর শতকর। কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-বৃদ্ধির
মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন
পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাথে যেথানে তাহার নীট

ক] মোটাম্**ট-কিছু-**পরিমাণ কর এবং খ] মূনাফার উপর শতক্ষা হারে কর একচেটিয়া মূনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটাম্টি-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে

নাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক রেভিনিউ (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করপাত তথন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে বে দামে ভাহার সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি। খ) যদি আমার একচেটয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হাবে কর আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে; তাহা হইলেও দাম পাণ্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নাট রেভিনিউ হইবে স্বাধিক পরিমাণের 85%। স্কুতরাং একচেটয়ার উপর স্মায়্রপাতিক আয়কর proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটয়া ব্যবসায়ীর উপরই পিডিবে।

যথন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কম-হারও পরিবর্তিত হয়, তথন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির গাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম বাড়াইয়া ক্রতাদের উপর কর অপদরণ করিতে পারিবে, করপাত তথন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রবাটর চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে

অস্তেত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ
উপর কর পরিমাণে দাম বাড়াইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা
কর অপসরণ করিতে পারে। যোগান যতটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের
বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহাসমান
প্রেতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে করের ফ্লে দামবৃদ্ধি হইলেও এই দাম
পূর্বাপেকা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড় ও প্রাপ্তিক বয় কমে,
এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান

এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড় ও প্রাস্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে। স্বতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর করের ভার অধিকতর।

আমদানি-রপ্তানি-শুক্তের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহির্বাণিজ্যের উপর শুক্ত আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী হুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

ষেমন, কোন দেশ আমদানি শুক আরোপ করিলে আমদানিকারী ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের আমদানি-শুক্তের ভার:
নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।
কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়,
তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা।
এই অবস্থার আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে।
বিদি আমরা ধরিয়া লই বে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্র বিদেশী উৎপাদকের যোগান অন্থিতিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সন্মুখে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে: যে দেশ আমদানি শুক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরপ। নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুক্ষের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা। যোগানের দিক হইতে আমদানি শুক্ষের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে। ঠিক এইরপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীর যোগানের তুলনার যত কম, তাহাকে শুক্ষের তত বেশি অংশের ভার বহন করিতে হইবে।

রপ্তানি-শুদ্দের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (থ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্ম চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপ্তানিকারীর সদ্মুথে দ্রব্যটির জন্ম বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুন্দের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবণর।

যদি কোন দেশ প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্ম চাছিদা সাধারণত অন্থিতিস্থাপক; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্য, উহাদের চাছিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুল্পের কিছুটা বিদেশারা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাঁচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রেয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। স্থতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুল্পের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবপর।

উপসংহারে আমরা ভাল্টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি ভাকের করপাত সম্পর্কে ম্লনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."

জ্ঞমি ও বাড়িব পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার (economic rent) উপর
কর আবোপিত হয়, তবে তাহার করণাত জমির মালিকের উপর পড়ে।
সকল জমিব অর্থনৈতিক
খাজনার উপর
(surplus), ইহা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, স্থতরাং দাম
বাডাইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপুশারণ করা

চলে না। এই উৰ্ত বা থাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমিন মালিক তাই এই কর বহন করিতে বাধা হন। কিন্তু, যদি মালিকেরা উৰ্ত্তের সবটুকুই ইতিমধ্যে থাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে থাজনা বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন একটি বিশেষ শস্ত-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা

কর-অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী কোন বিশেষ শশু উৎপাদনের ব্যবহারের জমির উপর কর আংরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার উপর জন্ম ঐ জমিতে চা ব্যতীত অস্তান্ত শশু উৎপাদন স্থক

হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাড়িবে, ক্রেভারা বর্বিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার ভাহাদের উপর পড়িবে।

व्यानात, क्षमि श्टेर्ड उर्शानरनत পत्रिमां व्यवसायी कत्रात धार्य कत्र।

^{*}Dalton, Public Finance. p. 57.

হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।
ভংগাদনের পরিমাণ
অই করের দরুণ শশ্রের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
অনুবারী করের ভার উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে
করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের
উপর করপাত হইবে, থাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইরূপ
অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে,
শশ্রের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হ্রাস
পায়, প্রাস্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, থাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাড়ের ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রবাটের ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান হই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির বাড়ির উপর করের ভার জন্ত চাহিদা অন্থিতিস্থাপক। তবে করের পূর্ণ পরিমাণ বাগিটি শ্রেণীর উপর বাড়িভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্তত্ত চলিয়া পাড়িতে পারে
যাইতে স্কর্ক করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর

উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া য়য়,
নির্মাণকারীয়া কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ
তাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে
কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া য়াইবে; এই অবস্থায়
ভাড়াটিয়ারা করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া য়িদ দোকানদার হয়, তবে
পে তাহার জিনিসপত্তের দাম অল্ল একট্ বাড়াইয়া বর্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের
ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে
ক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

করের মুলধনীকরণ (Capitalisation of Taxes) :

করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। করের মলধনীকরণ স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে কাহাকে বলে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্

কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত স্থদের হারে মূলধনে রূপাস্তরিত করিয়া সেই হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তিব জন্ম কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত স্থাদের হার হইল বাৎসারিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নৃতন কর বসান ছইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাড়াইবে 90 টাকা। বাজারে 5% স্থদের হার অমুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত এরপ করভার এডান

সম্ভব

করিয়া দেখা যায় বাঙিটির দাম হইবে 100 টাক।। বাডির ভবিষ্যুৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর

কর আরোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িট কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্ম কর-ভার এড়াইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% স্থদের হারে তাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কমদামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। ভারে বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

বাড়ির বর্তমান মালিক ছুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দক্র ভাহার বর্তমান আয় কমিয়। গেল; আর যদি সে এই আয়-হ্রাস এড়াইবার জন্ম বাড়িট বিক্রন্ন করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রন্ন করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজ্গুই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানে। করের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

करबंद এই क्रथ मृलक्ष्मीक द्रश मछव हम यि हिहाद व्यक्त्ल प्रतिरंज थारक, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর আবোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘহামী ধরনের হওয়া দরকার। স্থায়ী না হইলে করের ফলে উহা হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হ্রাস পাইবে। তথন
উহার দাম বাড়িবে। এইরূপে করভার ক্রেতাদের উপর
মূলধনীকরণের
শর্তদমূহ
থবনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না.কেবল

বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে।
সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকাবীর: স্ব্এই এই
কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এডান চলে না। তৃতীয়ত,
করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না।
করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a
reduction in the capital value of the asset); ইহা তথনই সম্ভব
যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়; চতুর্থত, করের পরেও সম্পত্তির
বোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পক্তুলিতে কোনকপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে
না, উহারা মোটামৃটি সমানই থাকিবে। বেমন বাডির আয়ের উপব কর
বসান-র পরে যদি হসাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাডিয়া যায়, তবে বাডির দাম
বাড়িয়া যাইবে, করের মলধনীকরণ না-ও ঘটতে পারে।

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তিব উপর কর-হার হাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন স্মবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের

বিপরীত দিকেও মলধনীকরণ দেখা দিতে পারে মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপব কব-হার হ্রাস বা কোনকপ বিশেষ স্থবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাডি ছাড়া অন্ত সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই

বিশেষ স্থাবিধা পাওয়ার জন্ত, এই স্থাবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেভারা মূলধনে ক্রণাস্তরিত করিবে, এবং বাভির জন্ত পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মূলধনীকরণ একপ্রকার পশ্চাৎমূখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদেব মতে ন্তন ক্রেতা সম্পত্তির জন্ম কাম দিয়া করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিন্তু, করের

াণতে ছে; কর-অপ্যারণ ও কর-মলধ্বীকরণ এক নর

অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিষেপার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার

বিক্রয়ের সময়ে এই করের দক্ষণ দ্রবাটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যস্ত কমিয়া যাইতেছে

বিক্রেভার নিকট হইতে কম দামে ক্রেভা দ্রব্যটি ক্রেয় করিতে পারিভেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের স্থানে হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান এইজন্ত বলিয়াছেন "If a tax is shifted, it cannot be capitalised; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

করেকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল: আয় কর (Nature and effects of few taxes: Income-tax)

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসেব মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অমুযায়ী ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার দঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া ইহার হার সাজান চলে। এই কর আদায়ের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কর হইতে সরকারের কত আদাঝ হইতে পারে তাহা মোটায়টি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সম্ভবপর। আয়-করেব আরও একটি স্থবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটায়্ট ইহাব প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের ভুলনায় বেশি।

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও ছই ধরণের কর সম্পর্কে জান।
থাকা দরকার। অতি-কর (super-tex) বলিলে বুঝা যায় উধর্ব আয়য়য়র সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ আয়-করের সহিত এইরূপ অতি-কর আরোপ করা হয়।
অতি-কর ও কোম্পানী কর ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় য়ে, কোন এক নির্দিষ্ট শুরের পরে টাকার বা আয়ের প্রাস্তিক উপযোগিতা খুবই কম।
বোধ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় যৌথ মূলধনী ব্যবসাম প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট মূলাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বিশিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর-আলায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায় করা হয়।

কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার ত্ইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহ। পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিম্লিখিতভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে: আসল আয়, মানসিক আয় এবং থার্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিপ্ত সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোভ পাওয়। যায় তাহাই আসল আয় (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পায়, তাহার সেই সকল উপযোগিতার প্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আয় (Money Income) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরূপ টাকা সে পাইতেছে। অ'ধ বলিলে কি কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়েব ধারণা গ্রহণ ্বা যায় কর। চলে না, কারণ ইহা নিতান্ত অমুভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিথু তভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পার। অম্ববিধাজনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিসাবে ধর। হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিথুঁত মাপকাঠি হইতে পারে ন।। অর্থাৎ আয় সমান १हेल ও বিভিন্ন ব্যক্তির আসল আয় পৃথক হইতে পারে। তাই অনেক দেশেই, ক্ব আবোপের সময় ব্যক্তির আয় হিদাব করার সময়ে টাকা ছাড়াও "অন্তান্ত স্থবিধাগুলি" হিদাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিদাবে ক্মেনী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল স্থবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোর্ট আয়ে হিসাব করা হয়।

ব্যক্তির আয়ে হিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাথা দরকার।
মূলধন হইতে বাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে কিন্ত মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ ভাহাতে দেশের মূলধন হাস পাইবে। স্থতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাথা দরকার যেন উহার মধ্যে মূলনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে আকুরুর রাথার উদ্দেশ্যে সূল আয়ে হইতে ক:-কতিপূবণ বাবদ কিছুট। সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য
নাট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বাস্তব কেত্রে
সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড
বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থুল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে
চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রান্থ অধ্যাপক হিক্দ্ 'আয়'
কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে
তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-স্কুত্র অবস্থার মত সমান
ন্তবে থাকিতে পারে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই
বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও
ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অস্ক্রিধা হয় না। ইহা
তথনই সন্তব হয় যদি তাহার মূলধন অক্রে থাকে।

কর-কাঠানোকে মোটামৃটি স্থায়দংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিয়তম একটি সীমা পর্যস্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই নিয়তম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার আর্থিক দায়িত্বেব কথা শ্বরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয় স্থায়তার নীতি স্থায়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে করদাতার আয়ের উপর নির্ভরণীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার। স্থার জোশিয়া স্থ্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটিব তুলনায় বিতায়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অগাং সেই বংসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডারেং

হিসাব ধরিয়া বারো-মাসের মধ্যে ঐ আয় তথন পাওয আয় কখন হাতে কাসিশ বা কতদিন ধরিরা উঠা স্পত হইল
আসে, তথনই আয়ের স্পৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয হয়। মজুরি মাহিনা স্থদ প্রভৃতি আয়ের ক্ষেত্রে ইঞ

কিছুট। সত্য হইলেও মুনাফা বা বয়াল্টিব কেত্রে ইহা সত্য নয় । প্রতিটি

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নৃতন ব্যবসায় হইতে প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক স্থনাম স্টেই হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য শুরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চল্তি বৎসরকালের মধ্যেই উছুত হইয়াছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপয়ুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে জাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা হায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে থুব কম আয় করিয়া য়ঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বংসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বলিয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বলিয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরেব আয়কে

করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন গড়-বংসর পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী বংসর পদ্ধতি বংসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই ছইটি

পদ্ধতির পারস্পরিক স্থাবিধা-অস্থাবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায।
পূর্বতী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল
ও স্থাবিধান্তনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতিব ক্রাট ইইল
পূর্বতী বংগরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীণ হইয়া পড়ে, ইহাতে
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গ জ-বংসব
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বংসর পদ্ধতির অস্থাবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের
ভাল বংসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল তাহা বিশেষ দেখা যায়
না, তাই পরবর্তী বংসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অম্থায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট
হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বংসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বংসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বংসর পরিবর্তন, এই ছটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বংসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশু পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বংসর পদ্ধতি (currnet year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খুবই স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় হিসাব করার অস্থবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বংসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবহাও (refunds) রাথিতে হয়।

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্যের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর আযকরের ফল কি আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আয়করের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চঃই প্রভাবিত ইইবে। স্থতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়া নিমতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের উপর। প্রতিটী করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া ক্ষমতার উপর তুলিয়া লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্যের ও কর্মোগুমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজ্বের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার বায় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর স্থদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আর বাড়িবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার ভুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বুদ্ধি পাইবে। লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরূপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর।

সঞ্চয় ও কর্মোত্যমের ইচ্ছার উপর যদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্তে বা পরিবারের সকলের নিরাপতার তত্ত, তবে

আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচাব-বিবেচনা, ভবিশ্বৎ চিস্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাডিয়া যাইবে। স্বতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপব ইহা নির্ভর কবে। অন্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্ত চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলৈ আয়করেব প্রভাবে সঞ্চয ও কর্মোত্রমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্ত চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক হলৈ সঞ্চয় ও কর্মোত্রমের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে।

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যথন আয় করিল তথন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সে কর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় কবে। স্থতরাং এই সঞ্চয়-আংশের উপর এববার কর দেওয়া হইয়া গিয়ছে। পরে যথন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় স্পষ্ট হইতে থাকে তথন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় য়ে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপণ

১হা সঞ্য়ের উপর হইবার কর-আরোপ করে কি লা (Double Taxation)। মার্শাল, পিগু প্রভৃতি প্রাসন্ধ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ক্রটির কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশু স্থার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই বিষয়ে

একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বংসরের কর ঠিক সঞ্চারর উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চয়-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'র দর্জণ স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'ব উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া স্টাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয় স্টের কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই আদ্ধ-করের আঁওতায় পড়ে; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর বিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহাব কার্যকারিতা (contracyclical role) সম্পর্কে আধুনিক বালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকাব করিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Antomatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়। হইতেছে। বিরোধী করনীতির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অন্ত হইল এই আয়কর। এইরূপ কর-নীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহ। না হইলে মুদ্রাফীতি দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তথন ফিস্কাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য আবকরের চক্রবিরোধী করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয ভূমিকা বাডান, যাহাতে বিনিয়োগ-বায় বাডিতে পারে। কিন্তু আয়কর হাস করিয়া ভোগবায় সাধারণত বাডান যায় না। নিম আয়স্তরে করভার লাঘব করিলে এই বিষয়ে অল্ল-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া সনুদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে ণীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজাচক্রের শার্ষদেশে পৌছিতে থাকিবে. নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাডান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের বিবিধ সমস্থা (Miscellaneous Problems of Income Taxation):

(১) মূলধনী লাভের সমস্তা (The Problem of Capital Gains) আরকরেব যত সমস্তা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুকরপূর্ণ হইল মূলধনী লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্তা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

যদি পূর্বাপেকা বৃদ্ধি পাষ, তবে তাহার মালিকের মূলধনী-লাভ হইল বলিষা মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পতিটির বিক্রেয় করিয়া উহার ব্যয বা ক্রম্পা অপেকা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলননী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা মলধনী-লাভ ও ক্ষতি পাত্যা গেলে মূলধনী-ক্ষতি ঘটে। স্পষ্টই বুঝা যায যে, কাঠাকে বলে : मृन्धनी-लाख घाँढे:ल वाक्तित कत श्रामन कम्प्रण वाष्ट्रिया যায় এব॰ মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার কবপ্রদান ক্ষমত। ব্রাস পায। এইরূপ মূলধনী-লাভ কথনও নিযমিত ঘটে না; ব্যক্তির আ্বায় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় বা ক্ষৃতি দেখা দেয। মুলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিযমিত চরিত্র, (২) কর ভার এডাইবার উদ্দেশ্মে ব্যক্তির খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা কবা; এবং (৩) উচ্চআযুগোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকত্ব প্রাহ্রভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধিকালে মৃলধনা-লাভ ঘটতে থাকে, আর অবনতিকালে মৃলধনী (मथा (मग्र।

মৃলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলনে নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিযমিত ধারায় যাহা পাভ্যা যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিযমিত, উহা মূলধনের বিক্রয-মলের উঠানামা মাত্র: ইহাকে আমবা ভাই আয় বলিয়া গণ্য কবিতে পারি না * অপবপঙ্গে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হা ত

through prospects; or it may change because of variations in terming prospects; or it may change because of price variations, even though there be no difference in physical output of goods and services, or it may change, regardless or any of the above variations, because of flunctuations in interest rates. In short the capital value, is the image in the mirror. It may be magnified by price increases or by a decline in the capitalization rate, or it may be reduced to less than life size by changes of prices or interest rate in the replection contrary directions. It is mistaking the image for the radity to regard the changes that occur in the reflected and derived value of the capital asset as being in any sense income ... The recognition of a realized capital gain as income implies that the gain is in someway severable that it can be diverted to consumption or in payment of tax, without impairing the wealth of the owner'. Lut: Public Finance P. 410

টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, মূলধনী-লাভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে আসিতেছে যে তিনি উহা ভোগব্যয় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনৰূপ অম্ববিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিয়া মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সম্য হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া তবুও ইহা করযোগ্য ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্প্র কেন মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা যার। কিন্তু এই সম্ভাবনার স্থযোগ থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উহার দৌলতে নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যথন মূলধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবে তথন সরকার কিছু কিছু মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিয়া লন বটে, কিন্তু ইহার সর্বত্র প্রয়োগ স্বীকাব কবেন না। ভাষ-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনেব স্থবিধার দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়,
মূলধনী লাভ-করের হারও সেইরূপ হইবে কি না। বলা হইয়াছে যে, সাধারণ
চল্তি আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে
হওয়া উচিত
মূলধনের বাজারে বহুবিধ সংঘাত স্ষ্টে হয়, আহা ও
বিশাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলবনের বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা
দেয়। যেমন, অননতি-কাল স্কুরু হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদেব
শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি এবসঙ্গে বিক্রয় করিতে উপ্তত হইবে, লোকসান
দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে।
স্কুতরাং উচ্চচারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অস্ক্রিধা আছে।

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income Unearned Income)

আয়কে আরও ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 'উপার্জিত' আয় ও 'অন্তপার্জিত' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরি শ্রমসাধ্য কাজকর্ম হইতে যে আয় হয তাহা উপার্জিত' আয়: আবার শেযারের লভ্যাংশ প্রদ প্রভৃতি অনাযাদলক যে আয় তাহাকে 'অমুপার্জিক' আয় বলে।

'অমুণার্জিত' আথের তুলনায স্বল্লহাবে 'উপার্জিত' আথের কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্ল আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্রেই তাহাদেব আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অমুপার্জিত', এইরূপ আয়ের অধিংকাশ বিলানব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় সাবার স্থানিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় যে, তাহা হইতে আবাব 'অমুপার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিক্দে গুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিম্বাগ হইতে আয় অনেক সময়, উপাজিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি খনিশ্চিত। বিতীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাক্থিত 'অমুপাজিত আ্যের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দক্ণ প্রাপ্য।

অস্থবিধা হইল এই যে কবের উদ্দেশ্যে এই ছই প্রকার আ্যেব মবে) কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। 'উপাজিত' আ্যের তুলনামূলক ভাবে স্থবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিয়ত্ম কর্মুক্তিব সীমানা যথাসম্ভব ৮চুতে রাখা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আ্যক্তব স্থারোপ করা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া। এই আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্ত সে বাক্ষিক আয় শহাকে বলে: ইহার চুহ কল কোনিকে আর এক টু সংকীর্ণ অর্থে প্রযোগ করিয়াছেন তাঁহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের অজানিতে লোকের সম্পন্তির প্রক্ষত মূল্য বাডিয়া যাওয়াকেই আমরা আকস্মিক

অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাডিয়া যাওয়াকেই আমরা আকম্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা ছই ধরনের আনকর দেখিতে পাই: প্রথমটি হইল জমিব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অভি-মূনাফার উপর কর (tax on wartime excess profits)।

আক্মিক আয় বা অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার অপক্ষেবছ যুক্তি দেখান হইয়ছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নৃতন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্ম সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় ১০ ছিলর ফ্লান্ব্রির কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়-না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একাস্কভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

যুদ্ধকালীন অভিবিক্ত মুনাফা-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে।
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তান্ত ক্ষেত্র হইতে
সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বছবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে।
বলিয়াই ভাহারা এই অভিবিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে
যার ভাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা বুদ্ধির উপযোগী
চাহিদ। ও পরিবেশ স্কৃষ্ট করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল।
ভাই অভিবিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে
ভূলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে।
যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্দ পূর্ব হুই বৎসরের গড়
মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বৎসরের
গড়কে এইরূপ আভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের উধ্বের্ব সরাসরি
একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অস্ত্রবিধা গুরই বেশি।
বেমন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই
মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন স্থদের হার
এই সকল করের
অহবিধা কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির
দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে।
কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আব সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতেই মৃত্যুকর একটি গুল্ভপূর্ণ থান অধিকার করিতেছে। এই করের গুরুত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থ নৈতিক, ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদার হইবে, তাহা নহে।
কোন বাক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যথন উত্তরাধিমৃত্যুকর কাহাকে বলে:
ইহার ছইটি রূপ
কোনীব নিকট হস্তাস্তরিত হয় তথন রাষ্ট্রকে এই কর
দেওয়ার কথা উঠে। এইকপ মৃত্যুকর সাধারণত হই
ধরনের : সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত
হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মৃল্য অন্থায়ী উহা হইতে এই কর আদায় কবা হয়।
কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।
(২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল
সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাইত
তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রোজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইরূপ মৃত্যুকর আরাপ কবিরাছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্তে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতের। ইহার স্থপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপকারিতা তত্ত্ব (benefit মৃত্যুকরের স্পক্ষে রিজনসূহ theory) অনুষায়ী বলা হইয়াছে যে, সমাজে সকল

অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি লপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। দিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদবৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ-বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত করা প্রয়োজন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া হইয়া গেল—অনেকে এইরূপ বলিতে চাহেন। চতুর্থত, আজকাল ইহা সমর্থন করা হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অমুসারে (ability to pay principle) বলা হয় যে, যদিও উওরাধিকারস্তত্তে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আক্ষিক (windfall) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উত্তব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যভার নীতি (principle of special ability) অমুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন-रयां गाजा नी जि अञ्चयां यो वह कत अनु ममर्थनीय है नय, हेशत क्रमत्कित शत्र ध অবশ্য বাঞ্চনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূররতী, আকস্মিকতার মাত্রা তত বেশি, করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অমুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে ছই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলে: সম্পত্তির আয়তনের দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার मिक इटेर्ड ।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় থে, প্রথম ধরনের করটি দিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর স্থবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর

সম্পত্তিকর ও উর্ত্তরাধিকার করের ভূলনামূলক স্থবিধা ও অস্থবিধা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাখা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয় না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্ত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে

যাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইপে কর হিসাবে বাহা দেওয়া উচিত—
ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে
ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা মুক্তিসঙ্গত
নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা
বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজ্লা মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পাবেন যাহাতে কাহারও থুব কম আবার কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে— এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দ্ববর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া ভাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। স্থতরাং উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বন্টনের স্বাভাবিক ধরন বদ্লাইয়া দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইরূপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে; কিন্তু কেইন্স ও তাঁহার অন্থগামীরা ইহা পছল্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। ক্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাকাংখা এই আয়-বৈষম্য সন্থ করিতে পারিত না। দ্বিখণ্ডিত-বিবেকের যন্ত্রণা তাঁহাদের সন্থ করিতে হইত। কিন্তু কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার-গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা

দেখা দিয়াছে। সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইনস্
করকে দেখা

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি

জাগাইতে হইলে ভোগব্যয় বাড়ান দ্রকাব, এবং ইহারই জন্ম চাই স্বর্ম প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। সম্পন্ন ধনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহায্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাডাইবার উপযোগী কব-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই সম্পাকে বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, ইহা উপরের তুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, ভাই কর-পাত তাঁহারই উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যতির উপরই মনে করা করা চলে। অপরদিকে, বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট

মৃত্যুকরের করপাত : তিনটি মত

নিজম্ব মংশ, তাহাদের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং মূতব্যক্তির সহিত সম্পর্কেব নৈকট্য বা দূরবর্তিতা—এই সকল

হইতে কর আদায করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের

বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ কর। হয়, য়তরা আমরা নিশ্চয় বলিতে পাবি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই ছই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে কবপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃতব্যক্তিব পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিছম যদি মৃত্যুর পূর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্রে স্বর্হৎ সম্পত্তি গডিয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীরা য়্রথে-মৃচ্ছন্দে থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্রে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাগ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া য়ান, তবে কি মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতেই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইচ্ছা বছ বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ স্ত্র বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এই অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্ম তৃতীয় একদল বলিতে চাহে যে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিছু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল যে, কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আয়-করের ফলাফল তুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর (deferred income tax) বলিয়া মনে করা

মৃ**ত্যুকর ও আ**য়কবের তুল**না** চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, প্রতি বংসর আয়ের উপর কর আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বংসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে

পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সন্তবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিন্তি (tax base) হইল তাহার বাৎসরিক আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূল্যন। কিন্তু এই তুলনা আর বেশিদ্র টানা চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। স্কতরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর—উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই ছই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত গুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তান্থিক ফলাফল (psychological effects)।

ৰান্তৰ ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর অপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্জের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসারক আয় হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইরা সেই

কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, গতাব ফলাখন: ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়। গায়কর উন্নতত্ত্ব মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের

তুলনায় মৃত্যুকরের আওঁতায় ব্যাক্তর সক্ষের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

ব্যক্তি যাদ মৃত্যুকর দেওয়ার জন্ম বীমাব্যবস্থা করিয়া রাথে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্রে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলেও আরকরের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্যের অধিকতর প্রতিকৃল ইংলণ্ডের কল্উইন্ কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্গ ও মূলধন-গঠনের মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে, তাই নির্দিষ্ট কোন এক শীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইছুক হইতে পারে। এইরপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিছ মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি ভাহার জীবদশায় কোনরপ কর দিতেছে না। বংশধরের। সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্র কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির মনন্তাত্তিক ফলাকল: ভাগ লোকই নিজের জীবদশায় ধনী বলিয়া পরিচিড মৃত্যুকর উন্নততর হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনরূপ বাধা দেয় না। পুত্রকলত্তের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয় তাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কারণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জ্ঞ কর প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্তে বর্তমানে কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। স্থতরাং সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেকার্য়ত ভাল।

ব্যয়কর (The Expenditure Tax):

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আন অথবা ব্যয় – কিসের ভিত্তিত ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লহ্যা বহুশতাশী ধরিয়া পুথেবীতে ব্যয়-করের পুনব জীবন বাদার্বাদ চলিয়াছে। হব্দের লেখা ইইতে স্কুক করিয়া জন ইুয়ার্ট মিল, মার্শাল পিগু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে করের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন কবিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রেকর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (General Expenditure tax) ইহা হইছে পূথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিম্কৃতির সীমা (exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে।

তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও বয়য় একটু পৃথক বটে।

আব-কর হইতে লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল বয়য়, অপর অংশ
ইগর পার্থকা কি

সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। স্কতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে

আয়ের তুলনায় বয়য় সংকীর্ণতর। আয়কে য়দি সম্পদের নিয়মিত প্রোত হিসাবে
ধরা হয়য়, তবে এই সম্পদের এক অংশ য়াহ! ভোগের উদ্দেশ্তে বয়য়ত হইতেছে,

তথু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয়

অপেক্ষা বেশি বয়য় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা বয়য়করে কর ভিত্তি
অধিকতর প্রসারিত।

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যয় হিদাব করা যাইবে কি উপায়ে ? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইলঃ প্রথমে, বৎশরের স্কুতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্বআমানতের পরিমাণ হিদাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই
বংসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই খোগফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্ব-আমানত
এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইকপে ব্যক্তির বাৎসরিক
বায়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড।

>। করবঃন্দোগাতার দিক হইতে বিচার কবিলে

আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন অ্যোগ বা সম্ভাবনা হইতে খায, অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রস্তি। এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-

বোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন স্ত্র হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আসুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

দিতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের স্থপক্ষে তাষ্যভার কথা তুলিয়াছেন।

এই স্ত্রে তিনি হৰ্দের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাণ্ডারে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাণ্ডার হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিছেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবন্যাত্রাব মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। পুরাণো এবং উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, গ্রায়তার দিক

হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর ২। স্থাযাতার দিক সুইতে বিশার করিলে রাষ্ট্রকে নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। স্থায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্থপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন

ব্যক্তির আয় সমান পাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজস্ব স্বভাব পৃথক থাকায ব্যবের পরিমাণ পৃথক হইতে পারে। স্ক্তরাং ব্যরের পরিমাণই স্থায়ত কব-আরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিং। তাহা ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগু-ফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (Double taxation) ঘটে। ব্যক্তির যে আয় স্থিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই সঞ্চয় হইতে যত্বার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। বয়য়করে এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ স্থিত হইয়াতে তাহা করের আঁওতার মধ্যে পড়ে না। তৃতীযত, ক্যালডরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা

ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকের। আরও
সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক
। সঞ্চয়ের উপর
ইহার প্রভাব
হার (marginal income-tax rates) এত বেশি ফে
বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষ
আনেক বেশি টাক। কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ

^{*&#}x27;income taxes, by reducing the net income from savings, distorthe choice of the individual between present and future consumption, be making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons an prevented from making their choices in terms of the relative costs to societ of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. I simple terms, persons are given added incentive to consume new." Du Government Finance, P 275.

করিলে, এই অবন্থা দূর হইবে। নানাবিধ ব্যয়ের আতিশ্যা লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অহুনত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অমুকরণ कर्तात" हेष्हा थुदहे तिन (Demonstration effect)। मृलधन-गर्ठत সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, काान्छत हेश मत्न करतन। आग्र-करतत करन काम्शानी ७ धनीवास्तित হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না,

বিনিয়োগের ইচ্ছাও ব্রাস পায়, কারণ বর্ধিত আয় হইতে s। বিনিরোগের উপর রুহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। ইহার প্রভাব ে। কর্মোগ্রমের উপর তাই, ক্যালডরের মতে, আয়করের ফলে ঝঁ.কিবছল বিনিয়োগে মূলধন নিযুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের ইহাৰ প্ৰস্থাৰ

সেইকপ কোন অস্থবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্য বাড়াইলে উহার উপর কর আরোণিত হয ন।, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

প্রুমত, আয়ুক্রের তুলনায় কর্মোগ্রমের উপর ব্যয়ক্রের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এডান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

বায়করের বিক্দ্নেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, তাথের দিক হইতে দেখিলে ইহাব প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাত্ত্বস্তৃতা (discrimination)। যাহার৷ অধিক বায় করে ব৷ বায বরিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আনায় **ংয়;কিল্ক যাহারা ব্যয় না করি**যা টাশা মজুত করে, তাহারা করের হাত খ্টতে সম্পূর্ণ নিয়ন্তি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্মুশীল ধনিকদের ব রূপণ লোকদের অধিকতর স্থবিধা; বড পরিবার বা বিভিন্ন কারণে বায় বেশি হয়

ইহা ১। পক্ষপাত্রন্ত २। সংকোচনশীল ৩। আধায়গত অপ্ৰবিধা

এইরূপ পরিবারের অস্কবিধা। তাই স্থায়ের দিক হইতে ইহা আমেরা মানিয়ালইতে পারি না। অবশ্র এই ক্রটি দ্র করার জন্ম উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে ; কিন্তু উহাতে এখনই সবকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা। বিতীয়ত, মূদ্রাস্ফীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মূদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধের জন্ম ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুট। বেকারি থাকে, তবে ব্যরকরের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাট তি-ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোগ্রম কিছুই বিশেষ কয়ায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ-লয় ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কয়ে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে স্বয়াক্রিয়ভাবেই উহা হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়করের অগ্রতম একটি অস্থবিধা হইল ইহাকে স্বষ্টুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্রে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অস্থবিধা ইহার একটি অস্থতম প্রধান ক্রটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে হুইটি পদ্ধতি গুহীত হুইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আয়ব্যয়ের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আমেরিকায় বলে থর্চা-কর (spendings tax); আর ইংলত্তে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রকৃতপক্ষে मिल्लान (ज्ञानवारम्य जेनन इटेटवरे अटे कन जानाम हरेमा गाहित। अरे इटे পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ তাহা ছুই ধরনের বারকর चालाठना कतिल प्रथा यांग्र (य, थत्ठा-कत व। वाग्र-कत পদ্ধতির ভালমন্দ প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার মোটামুট ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান যায়। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, ভায়-অভায়ের বিচার অমুযায়ী বিভিন্ন আয়ন্তরে বা ব্যমন্তবে হার নির্ধারণ করা যায়, মুদ্রাক্ষীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অস্থবিধা। সাধারণ পণাকরগুলি আদায়ের দিক হইতে স্থবিধাজনক হইলেও ইহার ভার

এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধ মান করিয়া তোলা চলে না, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ক্রমতাও ইহাদের কম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রম্ব কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি অংশিক ব্যয় কর অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই আনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

বিক্রন্থ কর (Sales tax)ঃ

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে যতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহাব মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য করের প্রকৃতি সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আলায় হয়। সামগ্রিক বিক্রয়কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আলায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়করে কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যহার্য খাছ্যন্ত্র্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিরে রাখ। হয়। এই করের ঐতিহ্ স্থ্রোচীন বলিয়া দাবি করা চলে, কারণ কোটিল্যার 'অর্থশান্ত্র'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয়করের স্থপক্ষে অনেক প্রকার বৃক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বলা হয় মে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু ভাহাই নহে। আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়ক্ররের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়, আর আযকবের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমরা জানি য়ে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তবে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয়ে উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর

আবগারী শুক, কাষ্ট্রমদ্ শুক্ষ প্রভৃতির তাব বিক্রয়করও একপ্রকার আংশিক ব্যবকর
 (Partial outlay tax)। বিক্রয়করের স্বপক্ষেও বিপক্ষে বৃত্তিনমূহ এবং আলোচনা সকলই
 আংশিক ব্য়কর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্য়কর ফালোচিত
 ইইল না।

হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামৃটি
হিলাতে রেভিনিউ বেশি
ও হির
আয়কর ক্রমবর্ধ নিশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়কর
সমামুপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধ নিশীলতার দরুণ আয়কর
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমামুপাতিক বিক্রয়কর হইতে
আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরত। আয়করেব
তুলনায় বেশি।

দিতীয়ত, শাসনভান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার স্থবিধা আয়করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, আরকরের ফোটওলি এখানে নাই, অথচ কারণ সঞ্চয় ও কর্মোগুমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব আদাথের হবিধা প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে,

করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুথে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ স্বটাই ক্রেতাব নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আয়কর যাহা করে তাহার তুলনার বায় কর বা বিক্রেয়কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

তৃতীয়ত, অপূর্ণন্নোত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গাড়িয়া উঠে নাই, কর প্রদান বিষয়ে নীতিবোদের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল দেশে বিক্রয় করের গুরুত্ব বেশি। এই করের আদায়গত প্রবিদা বেশি আবাব থরচও কম। এরপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেভারা বিশ্বিপ্র ক্রেভাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরপ আলাবের পরচ ওহালান বলা হইয়া থাকে। আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে কর লুকানো আয়ের যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয় করে তাহা হয় না, কর আরোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাকা আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়করের নির্ক্ষণাহী প্রভাব (disincentive effect) খুবই তাত্র, তাই অনেকে কর-ভিন্তি হিসাবে বায়কেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুল্ব একাস্কভাবে পক্ষপাত্মুলক

(discriminatory', কিন্তু বিক্রম-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর
আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থ। হইল বিক্রেম-কর আরোপ করা।

চতুর্থত, যাঁহারা ব্যয়ের অধিক অংশ নিম্ন আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কব আরোপ করাই গরীবদের উপর করহাব বুক্তিযুক্ত। আয়করের তুলনায় বিক্রয় কর নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে ক্রত মূলধন-গঠনের জন্ম তাই অনেকে বিক্রয়-করের অপক্ষে কথা বলেন।

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্সেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়ন্তর ও
কর্মসংস্থানে তার উঠানাম। বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সন্তবপর।
অর্থাং বিক্রয-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিক। বিশেষ গুকত্বপূর্ণ বলিযা
তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি-যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়বাণিগাচক বিরোধী
কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয, মুদ্রাম্কীতির
গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে,
বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পুবের আদায় করা

বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূবের আদায় করা
টাকার বায় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অন্তান্ত
ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মূদ্রাক্ষীতি রোধ করার উদ্দেশ্তে
দেশের ভোগব্যয় কমান প্রযোজন, তথন এই কর আরোপ করা চলে।
করের দক্ত ভোগাদ্রব্যের দাম বাডিবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে
থাকিবে।

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আলোচনা হইযাছে। প্রথমত, ইহার
মর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় আনেকে এইকপ বলেন। একটি টাকা
আয়কর আলাথ করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়,
কিন্তু একটি টাকা ব্যয়কব বা বিক্রম-কর আলায় কবিলে
লথ নৈতিক প্রভাব
লাঞ্ছনীয় নয়
ব্যয়ের উপর এইকপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া
তাই আনেকে মনে করেন। দেশ যথন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্ত:র আছে বা
বাণিজ্ঞাচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করের ফলেলোকে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দিভীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা স্থায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমায়পাতিক হারে, তাই নিয়ে আয়-গোষ্ঠার উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি। স্থায়নীতির বিরোধী উপরস্ক, উচ্চ আয়-গোষ্ঠাতে আয়ের অধিক মংশ সঞ্চিত্র হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিয় আয়-গোষ্ঠার লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠার লোকের। সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ বায় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ আয়-গোষ্ঠার লোকের ব্যায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবামূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কব আরোপিত নাই, তাই এই করের অধোগতিত্ব (regressiveness) আরও বেশি।

করের অধোগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয়
না, কারণ করভার বন্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা
ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে
উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিমূলক হইতে পারে। তাহাতে
কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রটি দূব করার উদ্দেশ্যে সাধারণত থাতা
বন্ধ ও নিম্ম আয়-শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যান্দি করের আঁওতা হইতে বাদ দেওয়া
যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, বিক্রেফরের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন বগা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাত্রই। আদায়গত

অস্ত্বিধার জন্ম কতকগুলি দ্রবের উপর কর আরোপ করা
ইয়া গুবই পক্ষপাত
ইয়া
চলে না, যেমন বাক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ,
স্মজ্জিত দামা বাডি প্রভৃতি। ইচার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার
করেন, অন্তের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন।
সমান আয়বিশিষ্ট পরিবার গুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি
কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন।
অবশ্য পাত্য ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত
অনেকটা কমিয়া য়য়।

উপসংহারে বলা চলে যে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়কর

আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার
নিকট সকল যুক্তিই মান হইয়া যায়। ইহা হইল, এই
কিন্ত আজকাল দরকারের টাকার
প্রয়োজন বেশি। আধুনিক কালের
প্রয়োজন বেশি
রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসস্তোষ দ্র কবিধা কোন মতে এই
ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে

রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রেব হাতে বেশি টাকা থাকা দরকার, তাই বিক্রয়করের গুক্ত্ব এত বেশি। বন্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ক্রটি কিছুটা দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে

বিভিন্ন ধরনের বিক্রয কর হয়, তবে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচরা বিক্রয়ের উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর

বোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyra-miding) তথনই ঘটতে পারে, যদি করটি প্রতি-ন্তরে আদায়-দোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পববর্তী স্তরের ব্যক্তির উপর কবভার অপসারণ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফার্ম বা ব্যবসায়ীর। লম্ব্যুথী প্রসারণ স্কুরুক করে (vertical expansion)। ইহা সন্তব হইলে বহু বিন্দ্ করটি প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হুইয়া পড়ে, একমাত্র খুচ্বা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আদাযের স্থবিধা বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতব স্থবিধাজনক।

অনুশীলনী

- 1. What are taxes? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.
 - 2. Enumerate the punciples that should guide the system of taxation.
 - 8 How would you justify the principle of progressive texation?
 - 4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.
- Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations.
 - 6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation?

- 7. Discuss how equity in taxation can be ensured.
- 8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay?
- 9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless?
- 10. "Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning" (Dalton)—Explain.
- 11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence of taxation.
- 12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.
 - 18. How far, in your opinion, the income tax may be shifted?
- 14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly, (c) Customs duties. (d) a tax on Land & buildings.
- 16. What is meant by Capitalisation of taxes? Discuss how far 'an old tax no tax'?
 - 16. Discuss the effects of taxation on will to work and save.
 - 17. Discuss the concept of taxable income.
 - 18. How far Income tax checks the incentive to work—and save?
 - 19. What is a Capital gains tax? Discuss its nature and effects.
 - 20. Discuss the importance and effects of Death duties,
 - 21. What is Expenditure tax? I've you support it instead of Income tax?
 - 22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy
- 28. Write short notes on: (a) gift, tax, (b) customs, Excise and use taxes.
 - 24. Compare Income tax and Death duties.
 - 25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

সরকারী ঋণ

Public Debt

আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ভায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে ; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পাবে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। (२) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য ব। চিরস্থায়ী ধরনের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে দে-সম্বন্ধে বাক্তিগত পাণ ও রাষ্ট্রীষ কোন তারিথ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ঝণের পার্গকা অনির্দিষ্ট কালের জন্ম ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাথিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নৃতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত ক্রিয়া কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ ক্রিতে পারে, বা পুরাতন ধাণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইরূপ কোন স্থবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পুথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে বাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায় করেকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঝণের প্রেরোজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি

রাষ্ট্রীয় **কণের যুক্তি**-দঙ্গত কারণদমূহ স্থাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্তাপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া

উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক বায়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তথন কর-রাজস্ব হইতে সকল বায় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প বাবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বায় করেন; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায়েয় সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের বায় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্মতে অধিকতর সম্পদ বা আয় স্পষ্টি হইবে, স্কতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্মতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে। ওই সকল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্মতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই স্কদসহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

জ্যালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্ম হইল প্রধানত তিনটি: (ক) যে-সকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আনেন্ ও ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ করার উদ্দেশ্ম, (থ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্ম, এবং (গা আক্স্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্ম।

না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি করার বিশেষ কার তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি করার বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়। জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে সমূহ প্রাচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঋণ প্রদান করিলে উহা হহতে প্রাপ্ত স্থানকে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য অনিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রম্ন করা, যেমন, 100 টাকার সরকারী ঋণপত্র পৃত্তি বিক্রম্ন করা, (৪) ঋণপরিশোধের সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার ঋণপত্র প্রশোধের সময় 102 টাকা ক্ষেরৎ দেওয়া)।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা ধারা আকস্মিক প্রয়োজন মিটানো

দন্তবর্পর হয়। কর আদায় কর। সময়সাপেক্ষ, ইতিমণ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত ইইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাই স্বল্লকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways

রাইয় ঝণের পক্ষে যুক্তিবা ঝণের ডাকারিতা and Means Advances), অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দীর্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিযোগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। (৩) যদ্ভের সম্যে কর ছারা ব্যয

নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দারা ব্যথ মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি।

(৪) জনসাণারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম ঝুঁ কিসম্পন্ন অর্থ-বিনিযোগ, ফলে

(দশে সঞ্চয রুদ্ধি ও মলখন গঠন স্বান্থিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ

(দশেব ঋণ ব্যবস্থাকে উন্নত কবে এবং ঋণের পরিমাণ নিযন্ত্রনে সাহায্য করে

বোলাবাজারে কাষণলাপ প্রভৃতিব দাবা), মুদ্রাক্ষীতির নিযন্ত্রণ এবং সংকট
এাণ ঘটায়। (৬) জার্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক

নীতি ও কৌশল হিসাবে বাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ

কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অমুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্বান্থিত

করা রাষ্ট্রায় ঋণের অন্তত্ম প্রধান স্ক্ষল।

রাষ্ট্রীয ঋণের ত্রুটি ইইল (১) ঋণগ্রহণেব স্থবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রযোজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অথবা ঋণগ্রহণে প্রলুক্ত হইতে পারে। (২) স্বকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার ব্রিতে পারে। (৪) বিদেশ হইতে ঋণ সভাই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয

াইণ ঋণের বিপক্ষে যুক্ত বা ঋণের অধকারিতা আবের একাংশ স্তদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফং বিদেশে চলিধা যায। (৪) প্রভূত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রযোজনে)। ইহার দক্ণ দেশে কর্মোত্তম

ও সঞ্চয়েব ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পাবে। (৫) স্থাদের ভার অধিক হওযায উহার আদশ ভার কমাইবার উদ্দেশ্তে সরকার অনেক সময 'স্থলভ অর্থের নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ শ শত্র প্রভৃতি ছডাইয়া পডায় মূলননের বাজারে ফাটকাদারির স্থবিধা হয়, দামন্তর অন্থিতিশাল (Unstable) হইয়া পডে, ব্যবসায-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্বাভাবিক অন্থিরতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Public Debt): বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

- (১) কোন্কর্পক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই অমুযায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানায় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।
- (২) যদি জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যত্ত-মূলক ঋণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।
- (৩) রাষ্ট্রের আভ্যস্তরীণ অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে ভাহাকে আভ্যস্তরীণ ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে ভাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।
- (১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে; আরে, যদি এই ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সামা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহ। হইলে উহাকে আনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।
- (৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এইরপ ঋণকে দাঁঘআবদ্ধ ঝণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক
 বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে স্বল্ল-আবদ্ধ ঋণ বা
 ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই
 সকল শক্ষ ইংলত্তে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বেনন ইংলত্তে দার্ঘ-আবদ্ধ
 ঋণ বলিতে বোঝায় এমন ঋণ যাহার স্থদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিও
 মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা ভাই স্থানী
 ধরণের ঋণ, যেমন কন্সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্ল-আবদ্ধ ঋণ
 বলিতে বোঝায়, যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে
 ছইবে।
- (৬) অনেক সময় রাষ্ট্র অ্যাস্থাইটির দারা ঋণ গ্রহণ করে। এই অ্যাস্থাইটি-গুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরস্তানীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথায়ক্রেতে, কয়েক বৎসর যাবৎ স্থান ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিষা ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয় ক্লেতে, ষতদিন স্থ্যামুইটি-ক্রেডা (Annuitant) বাঁচিষা থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিষ্মিতভাবে স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ করা হইযাছে এইকণ ধরিষা লওয়া হয়।

(৭) ঋণের দ্বারা অর্থ তুলিয়া যদি এরপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দ্বারা স্থদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি থুবই বাডাইয়া দেয—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেস্ হিক্স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দারা গৃহীত অর্থের বিনিম্যে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যয়িত না হইলে অথবা সমাজেব উৎপাদন-শক্তিনা বাড়াইলে উহাকে অন্তংপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যাদ তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা ভৃপ্তিকে বাডাইয়া দেয় (যেমন মিউজিযাম্বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেদ্ হিক্সের ভাষায় তাহাকে নিজ্ঞিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

বে সকল ঋণ-স্ষ্টির কারণ অনুংপাদক ব্যথ এবং কথনই সেইরূপ ব্যয় ২ইতে স্থাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাডিবে না, ভাহাদের তোন মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিবাছেন।

সরকারী ঋণোর উৎস (Sources of Public Borrowing) ঃ

দেশের সামগ্রিক চাহিদা এবং জাতীয় আযের উপর সরকারী ঝণের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎস হইতে সবকারী ঝণ আদিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রবাজন। ১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঝণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রম করিয়া। এই উদ্দেশ্যে হয় তাহার ভোগব্যয় বদ্লাইতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগব্যয় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রম করে না। যে বিশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞ্জয় নিষ্ক হইয়াছিল, সরকারী ঝণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আদেয়।

নাই, কারণ 'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক পকেট হইতে টাক। লইয়া ইহা অন্থ পকেটে ফেলা মাত্র। স্থাদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা থরচ হয়, তাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশেব সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশু এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের ঋণের জন্ম স্থাদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তর হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষম হা বাডাইতে সাহায্য করে না। ইহা আভ্যন্তরীণ ঋণের সমান উৎপাদনক্ষম হাতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই. তবে দেশের মধ্য হইতে ঋণ করিলে তাহার নীট প্রতিদান অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের নীট প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যেই ঋণী, এই কথার গুরুত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অন্ত হাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই চলিয়া আনে, ঋণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক

উহ। বাড়িতেই পারে।

উপরের আলোচনায় অবশু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেহে, প্রতিটি ঋণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক ছই-ই আচে। আভাস্তরীণ ঋণেব ক্ষেত্রে আমর। নিজেরা নিজেদেরই নিকট ঋণী

আভান্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে: কারণ ব্যক্তি ও জাতি একত নয

ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্তের। সেই ঋণ শোধ করার জন্ত দায়ী। বাজিগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি স্থস্পাষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহার। একই ব্যক্তি নন।

জাতীয় সম্পদ হ্রাস পায় না; ববং এই ঋণের ব্যয়েব ফলে

সরকারী ঋণেব ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদাররা (করদাতাগণ, কারণ তাঁচাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেছ কেছ মহাজ্বন গ্রুইতে পারেন (বণ্ড-ক্রেতাগণ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বন্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির স্কবিধা করদাতা হিসাবে করভার বহনের অস্কবিধা ধারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

जाहे आमदा এहे कथा अनामारम मानिमा नहेर्छ भावि ना रम, रमरमब

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভাব নাই। আভ্যন্তবীণ ঋণেব কোনরূপ তাব আছে কি নাই তাহা নির্ভর করিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-

উৎপাদন ও বন্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচাব করা যায ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে খাটাইলে তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাডে, কারণ বিনিয়োগ ।-হওয়ার

তুলনায উহা হ ওয়াব ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজেব মধ্যে এই ঋণমূল (principal) ও স্থাদের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটতে পারে যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাড়াইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহ। ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বন্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উপরেব এই আলোচনার পবে এখন আমধা জাতীয় ঋণেব ভাব সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচেব এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদেব ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

- (১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার ার দারা যে-সম্পত্তি বাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং স্কদ্ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অমুৎপাদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পডে, কারণ কর-রাজস্ব হইতেই উহাব পরিশোধ বা স্কদ্প্রদান করিতে হয়।
- (২) ঋণ-ভাব পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পনিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহা, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শত ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাডা, জাতীয় আয়ের গণভার পরিমাণের পরিমাণ, দেশে কর-ব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী ঋণপত্র-সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে ব্টিত আছে
- —প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।
- (৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভাব ছইপ্রকার: আর্থিক ভার ও আদল ভার। ইহার প্রত্যেকটি ভার আবার ছই প্রকাবেব হইতে পারে—প্রত্যাক্ষ ভার ও প্রোক্ষ ভার।
- (৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঋণের প্রাত্তাক্ষ আথিক ভার হইল, ফদ ও ঋণ পরিশোধের জন্ম যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। স্থদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, ভৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কলাাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার ; ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভ্র করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরুপ অর্থ আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা হইলে ঋণেব প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম ব্রাস পাইবে। বাহ্ন ঋণের প্রোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ ভূলিবার জন্ম অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং প্রেরিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশেব কল্যাণ বাডাইবার কার্যে ওই অর্থ নিব্রেগ করা সম্ভব হয় না।

- (৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ স্থাদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তবিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ অর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কে ধনী-গবাব সকলেই কর দেয়, কিন্তু স্থাদ হিসাবে আয়-রৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রম করেন। একপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায় সম্পদের এইকপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষমের পরিধি বিস্তৃত করে। (থ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্থ হব। (গ) কল্যাণমূলক সরকারী বায় কমে। (গ) দ্রব্যাদির মূলার্দ্ধি হয়, গরীবদের আভান্তরীণ বণ্টার কর্মপ্রাত্তর মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (৩) স্থাদের ক্ষপ্রচেটাও হ্রাস পায়। (৮০ সুদ্ধের সময়ে গৃহীত ঝণের আসল ভার সুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ বৃদ্ধোতর মুগে দামস্তর ও স্থাদের হার ক্ষিয়া যায়।
- (৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঝণ্ট ভারণীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের ভার তার। রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়। তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঝণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঝণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদেব উপর পডিতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই ঋণ অন্তকে নন, নিজেদেরই পরিশোধ করেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও মোটেই

প্রক্তপূর্ণ বিষয় নহে। আরু আভান্তরীণ ঋণের ফুদকে কথনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রে নিকট চলিয়া আদে: সেই অর্থ বায় করিলে পুনরায় ভাষা কিছুসংখ্যক বাক্তিব নিকট ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পবিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র-ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। স্কুতরাং বাষ্ট্রীয় ঋণ, উহার বায় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব স্থাই করে।

যদি রাষ্ট্র ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অবর্থের পরিমাণ বাডিয়া যাইতে পারে। ব্যাহ্বসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেলীয় ব্যাঙ্কের নিবট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের হারা জন-সাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও সেই অর্থের পরিমাণেব ঋণপত্রকে জমা হিদাবে গণ্য করিয়া উহাব ভিত্তিতে উপর প্রভাব অধিক অর্থ প্রচুলিত করিতে পারে। ব্যান্ধ বাতীত সভা ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মূদ্রাসংকোচনশীল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়-শ্রোত

সংক্চিত হয়।

দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে গুইটি বিষয়ের উপর: (ক) অথের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (থ) অর্থ নৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাদ্ধ হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। ব্যাহ্ন ব্যতীত অক্তান্ত স্থত্ত হইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামন্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বুদ্ধি ঘটে তাহা হইলে দামন্তরে বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যাহের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ রাদ্ধ হইবে এবং দামস্তরের উপর প্রভাব দামন্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাভিবে কিন্তু দামন্তর স্থির থাকিবে, কিন্তু

ভবে লুকানো মজুত অর্থ ইইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করিলে এইকপ ফলাফল নাও ঘটিতে পারে।

পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাডিয়া যাইবে 🕫

ঋণ-পরিচালনা সংক্রাস্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) সদের হার প্রভাবান্তি হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণগ্রহণের সময়, ঋণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেটার স্থেনের হারের উপর
নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি স্তাদ দেওয়া হইবে
কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে,
ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি স্থযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নিধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতৃ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, সেই জন্ত ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব স্থানের উপর গড়ে।

ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ যে দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদানসমূহ নিয়্ক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদানউপাদাননমূহ নিযোগের
দিব-নির্ধারণের উপর
প্রভাব
সামাজিক ভাবে কল্যাণ্বর্ধক।

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার স্থদ বা পরিশোধ কর। হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব আঘ-বটন কাঠামোর তুলিয়া। স্বতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন প্রভাব শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তাস্তরণ ঘটে। যদি ব্যয়

একপ করা হয় যে পুনরায় দেই অর্গ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আসে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত রৃদ্ধি পাইতেছে
এবং ক্রমণ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা
চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঋণ
উপসংহার
ভোলা হইল, (খ) কিরূপে এই ঋণ রুক্তিত হইল, এবং
(গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষ্থেষ উপর।

† সোমানেরি মতে রাব্রীয় ঝণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পক থু জিযা পাওযা যার না; কিন্তু আালেন ও ব্রাউনলার মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা হুদুর সম্পক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঝণের হুদ ও পরিশোধনীর অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম। আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোবের পদ্ধতিগুলি জানা প্রযোজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধাবণভাবে নিয়লিথিত পদ্ধতিসমূহের ছাবা বাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ কব। হুইয়া থাকেঃ

- (২) বাজেট উদ্বের দারা: যদি বাজেটে উদ্ত্থাকে ভাহা হইলে সেই উদ্তের দারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায বাজেটে উদ্ত্ত হইলে ভাহাব দাবা অভাত গুক্তপূর্ণ কাজ করা হয (যেমন কর্ত্রাস বা কল্যাণ্যলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ প্যস্ত উহার দারা ঋণ পরিশোধ করা হইযা উঠে না।
- (४) নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund): অনেকক্ষেত্রে ঋণপরিশোধের উদ্দেশ্রে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা কবিয়া তাহাতে নিযমিতভাবে অর্গ জমা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ মর্থ জমা হইলে উহা
 হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মর্থ নিয়মিতভাবে জমা দিলে
 হাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়।
 আব, যথন যে-পরিমাণ অর্গ জোটানো গেল তাহা জমা দেওয়া হইলে তাহাকে
 মনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতিবৎসর তহবিলজাত মর্গের স্থদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল
 নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা
 হইতে প্রাপ্ত স্থদ উহাতেই জ্যা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant
 Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই
 মর্থ অস্তান্ত উদ্দেশ্যে ব্যযিত হইয়া যায় এবং উহা দারা ঋণ পরিশোধ কর।
 হইয়া উঠে না।
 - (৩) রূপান্তরণ ((Conversion): অধিক স্তুদ্বহনকাবী ঋণকে কম স্থানকারী ঋণে কপান্তরিত করাকে কপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে স্থাদের হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গোলে বর্তমানের কম স্তাদে নৃতন ঋণ কবিয়া পূরাতন অধিক স্থাদ বহনকারী ঋণ পবিশোধ করিলে ঋণের ভার কিছুটা কমে।
 - (9) মুলধনা কর স্থাপন (Capital Levy): সকল প্রকার মৃলংনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাও্যা যায় এবং

ভাহার থাবা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মৃল্ধনী-কর শ্বাপন বলা হয়। ইহার স্থবিধা হইল: (ক) ক্রত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, (থ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও শয়য় ব্যক্তিরা ভার বহন করে এবং য়ৢদ্ধে যাহাবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্লবয়য় ব্যক্তিরা ভারগ্রন্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আধকরের অস্থবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহাব বহু প্রয়োগগত অস্থবিধা আছে। (থ) সমস্ত রাষ্ট্রায় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকাবী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর স্থবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাতর্হী, কারণ বাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা বাঁহারা চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকত্রণীর অবস্থা ও সঞ্চয়্মতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস পায়।

- (৫) **অস্বীকার করা** (Repudiation): অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইয়া পবিশোধের দায়ির অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঝণের দায়ির হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মৃক্তিলাভ করিলেও ইহা দঙ্গত নহে, কারণ স্থনাম নই হয় বলিয়া সরকারের ভবিদ্যং ঝণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। ঝণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঝণ-পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing, Owning of existing debt and Debt repayment):
- (১) ঋণ-গ্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing):
 সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্রে কর-আরোপন ছার। টাকা ভোলা বা
 ঋণ সংগ্রহ করিয়। টাকা উঠান এই ত্ই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফলাফল
 সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ
 স্বেচ্ছারুত, এবং (খ) এইরূপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত
 সম্পদ কমিয়া যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই তুইটি
 বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামৃটিভাবে দেখিকে
 কয়ও ঋণের
 তুলনামূলক ফলাফল
 ভারোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদাব
 উপর সংকোচনশীল প্রভাব খ্ব কম। বরং বলা চলে যে, কর আধারের সাহাযো

টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী বায় করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই বায় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থকোর ছইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঝাছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্তত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবহায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকাবেব হাতে আসিতেছে, দেশেব ভোগ-বায় সংকুচিত হইতেছে না। দ্বিতায়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্বত হওয়ায় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয ও কর্মোগ্রমের উপব কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্বয় কিছুটা দেখা দিবে। অবশ্র কোন কোন কোনে, সরকাবা ঋণের বৃদ্ধি সরকাবের আর্থিক স্থায়িত্বের উপর আন্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিধোগের উদ্দেশ্রে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলতা নভব করে কোন্ধরনেব উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদেব নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেচ্ছাক্কত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সন্তাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রগুলিকে খুবই আকর্ষণীয় ও স্থবিধাজনক শতে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্ল কিছু কমিতে

ব্য**ন্তি**র নিকট হইতে ঋণ ভোলা হহলে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে।

তবে বেসরকারী বগুগুলির সঙ্গে সরকারী বগুের প্রাত্যোগিতা কিছুটা দেখা দিবে না এমন বলা চলে ন।; বারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বগু অথবা বেসরকারী বগু কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দর্ফণ উভয়কেই স্থদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইকপে দেশে স্থদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাইবে তাহা নির্ভর করে স্থদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অস্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান ২ইতে ঋণ করিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইম্মু হাউন প্রভাত) দেশের বিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক
পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু
আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির
নিশ্চয় অন্তান্ত ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবতে
তাহারা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। স্থতরাং
স্থানের হারে বৃদ্ধির দর্ফণ বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবে। এই
অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর একাট সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই
বে, সরকারী বণ্ড কেনার ফলে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা
দেশে ক্মিয়া যায়।

ব্যাক্ষের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে ভীত্র ঋণপ্রসারের সঞ্জাবনা। ইহা ছইটি উপারে সম্ভবপর: (১) সরকারী ব্যাক্ষের নিকট হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পারে, অথবা, (২) রাষ্ট্র ব্যাক্ষগুলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের যে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পার অভিরিক্ত ব্যাক্ষ-ঋণ স্পষ্টি করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অগ্রান্থ ঋণ না কমাইয়াই তাহার। সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বন্ত বিক্রয় করিয়। যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তাব্রভাবে প্রসার হৃলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের থাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রয়শাক্ত রাষ্ট্র দ্রবাকেন্দ্রীয় বাঞ্কের সামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি একেবারে নূতন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অন্ত কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নূতন স্বস্ট এই ক্রয়শক্তি সরকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার স্বক্ত করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আংলোচন। করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা খুব কম।
বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক গ্রভাব আলোচনা বেশি কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাক। বেশরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার স্থ্যোগ পায় না, নুতন শেয়ার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশাল প্রভাব আনেতে পারে। সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিশ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়াবস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় ও ভোগব্যয় ছই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশাল। কর-আলায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ তোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশাল প্রভাব একমাত্র তথনই দেখা দিতে পারে যখন লোকের মনে সরকারী আথিক হায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আহাহীনতা আসে। উপসংহাবে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র ঋণ-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নিভর করে না। (২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt) ঃ

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় স্বকারী ব্যয়—এই উভয়েব ফলাফল হইতে পৃথক কাব্যা বিচার করা দরকার যে, দেশের মব্যে কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থা।কলে উহার অর্থ নৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপব, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই স্কল্বগুক্তেতাদের একরূপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে

বত্তের পরিমাণ বাড়িলে বণ্ডগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহার।
বা কমিলে ছহা
জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে
বৃদ্ধি প্রকাশ করে না
তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি
হিসাবে খণ্ডিত ইইয়া যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে

এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রক্বত সম্পদে হ্রাস বা রাদ্ধ প্রকাশ করে না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী ঋণের গুরুত্ব কম নয়। দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ইহাতে অর্থ নৈতিক দেহে প্রসারশিল প্রভাব দটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পবিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র স্থানের হার বাড়াইতে অনিছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে স্থান থাকিত, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে স্থানের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দক্ষণ সরকারেব ভবিশ্বৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতার মনোভাব দেখা দিলে উলোক্রারা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাক। খাটাইতে অনিছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের স্থদ দিবার দায়িত্ব সরকারেব উপব আসিয়া পড়ে। করেব প্রধান ভার হইল স্থদ দিবার জন্ত দেশেব অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত স্থদ দেওয়: ২য কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্নীয় ফলাফল দেখা

হ্বদ প্রদানের ভাব কাহার উপর দিতে পারে। থেমন, উহাতে আয়ের বন্টন-কাঠামো পরিবতিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বগুগুলি অতি অল্লসংখ্যক ধনী ব্যক্তির

মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ২০% ব্যক্তির হাতে সামাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য বাডাইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর ক্যাইয়া দিতে পারে।

এই অস্থবিধা দূর করার উদ্দেশ্তে বলা হইয়াছে যে, বন্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অমুপাতে কর দেয় সেই অমুপাতে বণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গোলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত,

বণ্ডের ও করের সম-বটন হইলেও কিছু কিছু ভার পাকে বওজেতার। সমজাতীয় অর্থ নৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র ছাঁকিয়া ভোলা যায়। দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্চনীয় নয় ভাহার

কারণ হইল, স্থদ দিবার উদ্দেশ্তে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বছপ্রকার

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হাবে আরোপিত কর কর্মোগ্রম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসম্ভৃত্তি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দক্ষন বণ্ডের মালিকানার সমান অমুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের স্কন্থ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বংসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিসাবে কর দিয়া একই
ব্যক্তি বগুদাতা হিসাবে উহা স্থাদের আকারে ফেরত পায় তবে স্থাদ না দিলেও
কোন ক্ষতি নাই, স্থাদ দেওয়া একেবারে হুগিত রাখিলেও
কেহইলে হদের
চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ
দরকার কি প্রতি বংসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, স্থাদ
না থাকিলে সরকারের পক্ষে বপ্ত বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা

সম্ভব হইবে বলিয়া মনে কবা যায় না।

করভার কমাইবার জন্ম অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়। তুলিয়া সরকার স্থাদের হার কম রাথিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত টাক াড়াইয় স্থাদের বাড়াইয়। চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম স্থাদ এবং অজস্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাহ্বিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মৃদ্রাফ্রীতি রোধ কর। একেবারে অসম্ভব হইয়। পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাক্ষপ্তালির হাতে ঋণপ্রাসারের উপযুক্ত প্রভৃত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

স্তরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যস্তরীণ ঋণের স্থাদের ভার দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই স্থাষ্টি করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment):

नमास्त्र (मांठे नदकांदी अलंद পविमान कमाहेर्ड हहेरन कद वा अञ

বেভিনিউ থাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনার বেশি করা
দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, ষেমন
ফলপ্রকার
ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সকার টাকা মিটাইয়া দেওয়া,
অথবা ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বণ্ড-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া
লওয়া।

ঝণ-পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল অনেকট। ঋণ-গ্রহণের বিপরীত।
বশু-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসাবমূলক প্রভাব দেখা দিবে,
কারণ ইহার ফলে বশু-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল
বণ গ্রহণের বিপরীত
প্রভাব
আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু
শক্তিশালী হইবে না। বশু বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি
বা আধিক প্রতিষ্ঠানের হাতে বে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চয়ের
অংশ, এই সঞ্চয় দারা তাহারা আবার নৃতন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী
বশ্তের জন্ম চাহিদার এই রূপ বৃদ্ধি স্থদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে
তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ-কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়। লইলে উহার প্রসারণাল প্রভাৰ আরও কম বলিয়া মনে হয়। ন্যান্ধগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যান্ধের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ স্পষ্টি কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্র পূর্বে তাহার। নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকার ঋণপ্রসারের স্থােগ হইতে বঞ্চিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরপক্ষে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্ম যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচননীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদার ও ঋণ পরিশোধের মিলিভ প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

चार्मिक कारन, च्वत मतकाती अन পরিশোধের ব্যাপারটা নিভাস্ত ইচ্ছা

বা ধেয়াল-খুলির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রস্কাল উল্লেখ
না করিয়া সরকারী বণ্ড বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল
আধুনিককালে ইংক্
আর ভার বলিয়া কেন
মনে হয় না
রপাস্তরণে (Refunding and conversion) স্থবিধা
থাকায় ঋণের পরিশোধ অনিদিষ্ট কালের জন্ম স্থগিত রাখা

চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল (principal) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অফুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল স্থদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতাস্ত আপেকিক ব্যাপার, ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, (খ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার বন্টনের উপর।

বাস্তবপক্ষে, ঋণভারের গভীরতা প্রানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অস্থায়ী। ইহা অতি গুক্তপূর্ণ বিষয়, অস্তত যথন আমরা ঘাট্তি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যস্থচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক স্থদের পরিমাণ নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আমল কথা জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয় আরের মহিত ইহার মণোর অম্পাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যক্তিদের মধ্যে কিরপে বল্টিত হয় তাহা নির্ভর করে আয়-বণ্টনের উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, স্থদ প্রদানের বণ্টন-

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবৃতিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই বন্ধাইলে জাতীয় বাহিলে পারে। ব্যক্তি ও অক্সান্ত আর্থিক ব্যাহিলে জাতীয় আরু প্রভিচানের হাত হইতে বওগুলি ব্যাক্ষের হাতে পৌছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন স্ত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট পৌছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আবে ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বুদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার

হাস পার।

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাডিয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments):

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অন্ত দেশের সরকারকে কিরপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অন্ত দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations); অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কঙকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্তা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্তা (transfer problem) বিলিয়া থাকি।

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের ছইটি তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটাইয়া কিছু পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মূদ্রাক্ষীতি

কিবলে টাকা ভোলা ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঋণ পরিশোধের ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় সমস্তা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপাস্তরিত করা। ইহাকেই বলে

অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন কিরপে সেই টাকার তাহার নিকট সমস্তা হইল কিরপে সে জার্মানীর মার্ককে রূটেনের পাউণ্ডে রূপাস্তরিত করিতে পারে। ঠিক কিরপে জার্মানীর মার্ক রুটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বুটেনে পৌছে এবং এই পথে দেনদার দেশটিকে কিরপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়। গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

সম্ভব করিবার জন্ম জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplus) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া বৃটেনের পাউগু আয় করিছে হইবে এবং এইরূপে পাউগু আয় করিয়া উহার দারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইন্সের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাডাইবে কেন ? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-ভাধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-

কেইন্দের মতঃ দাম কমাইয়া রপ্তানি ৰাডাইতে হইবে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দক্ষম বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকৃলে আদিবে। ইতিমধ্যে

যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকৃল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল বে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মৃদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার সময় সেপ্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল; এখন সে বহন করিতেছে বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আমের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকৃল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্ম পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য তাহাকে রপ্তানি করিতে হয়। এই বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশ্য এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার
মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্ম জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামন্তর কমাইবার
ক্ষেদ্ধ প্রয়োজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন বিতীয় তরের
ভার দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট ছইটি
দেশের ক্রয়শন্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্স সম্পূর্ণ অবৃহেলা
করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী
ও'লীনের মত: দামনা
ক্রাইলেও রগ্রানি
বাড়িতে পারে ক্রয়শক্তি হন্তান্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের
মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্যা কমিয়া যায়, অধচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি

বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্ম জার্মানীর চাহিদা অর্থাৎ जार्मानीत आममानि द्वाम পाहेर्त, अथह अभवित्र विरामि अधिवामीरमत চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাডিবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য সৃষ্টি কবা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীব প্রতিকৃলে যা ওযার কোন প্রযোজন নাই এবং কোনরণ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না।

অনেকে বলেন যে. প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেখের পারস্পরিক ক্রুমাক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা नि"চय्रहे मञ्जर. দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হাব প্রতিকূল হওয়াও সম্ভবপর। তাই, দিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয কিছুটা দেখা দিতে পারে। বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদুর দেখা দিবে তাহা অনেক

ছইটি মত মিলিবাই

ৰ্ব্যাল্যার প্রকৃত সত্য পাওবা যায় প্রকাব শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারম্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতি-

স্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে গুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুক্তের পরিমাণ বাডাইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়স্তর বাডাইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিতে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই ঋণ পরিশোবের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন কবিতে হইবে।

এই প্রদক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইকপ আলোচনা আনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাডিবে এবং মহাজনী দেশটিং আমদানি বাডিবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটর শিঃ

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশোধের বিৰূপ প্ৰভাব

ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিগানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচ দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মহাজৰ্ট

দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

অবশ্য মনে রাথা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির অব্যসামগ্রীর সক্ষে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদশী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশেব অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেগা দিবে না।

দিহীয বিশ্বব্দ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া

গিয়াছে। পুন চিন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক
আধুনিক বুগে ইহা
অনেকটা নিযন্ত্রিহ

শরিশোধের উদ্দেশ্যে কিন্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর
ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ
প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারিবে না।

अञ्गी मनी

- 1 What are public deb's? How do they affect our economic life?
- 2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.
- 8. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government
 - 4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.
 - 5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?
- 6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.
- 7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

ফিস্কাল নীতি ও বাজেট Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়েব ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়স্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুকত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও ব্যয়সংক্রাস্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিস্কাল নীতি
(Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে ফিস্কালনীতি কাহাকে বলে সফল করিয়া তোলাই ফিস্কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উয়ভ দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, আবার অন্তর্ম ভ দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে ক্রত অর্থনৈতিক উয়য়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচন। করা দরকার; চল্তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, ঋণদান, হুগুস্তির-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা—

^{*&}quot;Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs Ursula Hicks, Public Finance, P 269.

[&]quot;a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithles, article in Survey of contemporary Economics, P 174.

জাবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আয়, ঋণ করা

সবকিছ্ই ফিস্কাল নীতির অস্তর্জুক। ফিস্কাল নীতির এই সকল
অক্ষপ্রত্যক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সামগ্রন্থ রক্ষা করাও এই নীতির অস্তর্জুক ও
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালাম্সই ফিস্কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং
ব্যবের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও
বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও
দামস্তব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্কাল নীতির
গুরুজ্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিন্কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিন্কাল নীতিকে প্রকাশ করে। সবকাবের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিন্কাল নীতি, কিন্তু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ছাডাও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমর। কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপতা, সামাজিক নিরাপতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িও। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পরের পরিপুরক।

অনেকে মনে করেন সবকারী বাজেট-নীতিব একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত্ত জাতীয় নিরাপতা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাথাতেই থরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অন্যান্থ থাতে বায় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অন্যান্থ লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইকপ ধারণা ছিল যে, য়র্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার বাবস্থা উন্নত্তর করিতে পারিলে দেশরক্ষা, প্রগতি, শির্মাপত্তা ও শ্বারিষ্ঠিক প্রগতির হারও ক্রত্তর হয়। আজকাল কিন্তু ইহাদের এই সমমুখী অভিযান স্বীকার করা হয় না।

প্রগতি ও নিরাপতার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই সঙ্গে

উভয়ের দাবি পূরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা অক্ততম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, অন্তান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক দে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচন। দরকার, কারণ ফিস্কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই। সরকারের বহু অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণ। সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্ত্বগত ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াইলা দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

ভূতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আদল আয়ের
রিদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলদনবৃদ্ধি
। সামগ্রিক কলাণে
বৃদ্ধি
। প্রধান কর্মান এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর
। পূর্ণ কর্মসংস্থান
ত। আসল আয়েবৃদ্ধি
যেমন, এমনভাবে সরকাবী করনীতি রচনা করা প্রয়োজন
যাহাতে দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম (optimum) হার
পাওয়া যায়, ইহা যে স্বাধিক হার হইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই।

^{*} এই প্রদক্ষে মনে রাখা দরকার যে, অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিদাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মদংস্থানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আদল মড়ারি কিরূপ, ইহ'তে ভবিষ্তৎ বৃদ্ধির হার কত, এই দকল বিষয়ে ঘোষণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিদাবে ধরা চলে না। আধ্যের বউন কিরূপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের শুর কিরূপ এই দকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ব কর্মদংস্থান ঘটলেই অপ্রাপর দকল আশীর্ষাদ দেশের উপর আপনাআপনি ব্যতি হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে।
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যুৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যস্তীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে
হইবে। আনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের
লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিত। দেখা দিতে পারে। যে নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান
ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক উন্নযনের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ
সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্যু মনে করেন না,

৪। বাক্তিগত মালি-কানার প্রসার ৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি ৬। আর-সমতা আনা ৭। স্থামিত্ব বঙাধ রাধা ব্যক্তিগত মালিবানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অন্তথায়ী করহার কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতর অন্তবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্যসূচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রুমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিক্রিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই

(planned welfare approach) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ (Beveridge) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিদ্যা দ্র করার জন্ম দেশের সকল বিনিয়াগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজনীয় ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষষ্ঠত, আর একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছইল আয়ে অধিকতর সমতা আনঃ। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার থাতিরেই আয়-বৈষম্য দ্র করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সন্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়লিক্ষার সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্তব উভয়ই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়ির বজায় রাখাকে একটি গুক্ত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসপ্রোভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিহক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিস্কাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাথা করনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজকর্ম এক একটি শাথার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া লইরাছেন। এই তিনটি শাখা হইল 'উপকরণ-বিস্তাস শাখা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাখা' (Distribution Branch), এবং 'স্থায়িত্ব রক্ষণের শাখা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্তের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারম্পারিক নামপ্রস্তা রক্ষা করিয়া চলিবে * প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসাবে সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে যেন অস্তান্ত শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাখার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিদ্কাল নীতি এই সকল ক্ষ্যু ক্ষুদ্র উপ পরিকল্পনাগুলির সন্মিলিত প্রকাশ। স্ক্তরাং তাঁহাদের মতে আদর্শ ফিদ্কাল নীতি এই তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামপ্রস্তা সাধন করিবে: সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিস্তাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্সীয় তত্ত্বের উদ্ভব হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিস্কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুকুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্লোম্নভ দেশগুলিতে স্থায়িত্বক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম সংস্থান বজায় রাখা। দামস্থর স্থির রাখার পক্ষে অনেক মৃত্তি আছে। ইংগতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বন্টনের কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থ নৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হাবে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

"The responsibilities of the Fiscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purposes these are grouped under three headings: The use of fiscal instruments to (1) s cure adjustments in the allocation of resources, (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth; and (8) s cure economic stabilizationLet us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, The theory of Public Fanance, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিতাসও পান্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাথার পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্রেই ইহা প্রয়োজন। এই ছইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরম্পরবিরোধিত। আনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই ছইটিই বাঞ্জনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ফিদকাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধাবণত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবুদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্য স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তারে স্থির রাখিতে ১ইলেই কিছুটা ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়), তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অমুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পূথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অনুনত. জনসংখ্যা ক্রত বাডিতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধিব উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্র স্থায়িত্বক্ষণের দায়িত্ব তথনও তাহাকে মনে রাখিতে **इहेर्द.** উ**हारक व्यवस्था कतिल हिलार ना। रयमन व्याम**ता जानि रय. উन्नग्रत्नत्र याजाभरथ मुल्यनी ज्ञारभाषान लाक्ति कर्ममः जान ख चाय वाष्ट्रित. কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন তভটা ক্রত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মূদ্রাক্ষীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকৃচিত করার জন্ম এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং ঋণেব সাহায্যে বিভি আয়ের এক অংশ তুলিয়া লুইতে লুইবে। ছাহা না হইলে বৈদেশিক মুদাসংকট ও আভ্যস্তরীণ মূদ্রাস্ফীতি দেশে অর্থ নৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। স্থতরাং সকল দেশেই, ফিসকাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা বর্তমান কালে, অভাভ পক্ষাকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি; অবশ্র কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই .*

ফিস্কাল নীতির কোশল: ফিস্কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The mechanics of Fiscal Policy: Fiscal Policy and National Income):

সরকারের অর্থ নৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে ? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নিধারণের আলোচনা অরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠনকারী অঙ্গপ্রতাঙ্গসমূহ অর্থবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ প্রস্তিভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব ?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নিভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরণীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষযগুলি লইয়া গঠিত:

- 1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
- 2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
- 3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
- 4. ঋণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
- 5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালান্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগস্চক হইতে পারে (আমদানির তুলনায রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিষোগ স্চক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E-C+I+R+L\pm B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্বরের সামগ্রিক ব্যয়কে F পরিষা লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে E=F থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজাষ আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাভিতে থাকিবে, মুদ্রাফীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিযোগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে সমাজ পৌছিবে না। উভ্য ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে E=F হইতে পারে। এই ভারসাম্যেব স্তরে সমাসকে রক্ষা করাই ফিসকাল নীতির দায়িও।*

সরকারের বা কেন্দ্রায় ব্যাঞ্চের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানেব স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় টাকার বোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure)

সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ আর্থিক নীতি নিক্পাষ কেন অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে স্থাদের হার ক্মিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন্-

সীয় তত্ত্বাসুবারী) স্থদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তবের পরে স্থদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেথা পূর্ণ হিতিহাপক হইযা

* ক্লানিকাল মডেলে আমরা পুকির্মনংস্থান ধবিণা লই, তাহাদের ধারণাথ সমাজে সবদাই $\mathbf{E} = \mathbf{F}$ বন্ধার পাকে। এই অবস্থাথ টাকার পরিমাণ ণাড়িলে উৎপাদনের পবিনাণ আর বাডানো বার না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিযোগ আমবা ধরিথা লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির স্বটাই লেনদেনের থাতে চনিয়া থায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশ্যে লোকেরা এথন পূর্বাপেকা। বেশি টাকা পরচ করিতে চাথ। টাকার প্রচলন বেগ (বা V) সমান ধরিথা লওথা হয়, তাই ইহা সরাসরি \mathbf{E} -র পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। দামন্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থের পরিমাণতন্ধ কার্যকরী ইইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর স্থদের হার কমে না, বিনিযোগ ও আয়ন্তব বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইথানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিদ্কাল নীতিব গুক্ত।*

জাতীয় আথের উপর ফিদ্কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ম আমরা ছইটি অনুমান মানিয়া লইব: (১) কর ও ব্যথের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আদিতেছে না, এবং (১) ব্যক্তিগত উত্যোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইছে। সরকারী নীতি নিরপেক্ষ অন্থান্ম কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই ছইটি অনুমান ধরিষা লইলে আমরা কয়েকটি স্ত্র গঠন কবিতে পারি।

- (১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বকের দকন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ কবিলে জাতীয আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।
- (२) কর আদায়ের পরিমাণ সমান রাথিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়া দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।
- (৩) সরকারী ব্যয় সমান রাথিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

- (৪) উপরের স্ত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ ছ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।
- (৫) কর আদাযে বৃদ্ধ এবং সমপ্রিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয একে অন্তকে খণ্ডন করিবে।
- (৬) দ্রব্যসামগ্রীব উপর সরকাবী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদায়ে বৃদ্ধি পরম্পরকে থণ্ডন করিবে, ফলে বর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যয় অপরিবতিত থাকিবে।

সাধারণ হণগুলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূবের অনুমান ছুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কব-কাঠামো এমন ভাবে রচিত বাহাতে আঘ-বৈষম্য হাস পায়, সরকারী বাষের প্রভাব সন্তাব দিকে আরও অনিক প্রিমাণে ঝোকে। স্বকারী বাষের প্রভাব স্কলেরই আম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেশার ভাতা, বার্বকা ভাতা প্রভৃতি ব্যথের দেবন নিম্নু আমবিশিপ্তি ব্যুক্তিদেব আব অনেক বেশি পরমাণে বাডে। বিদি ডেগাক্তা বা ফার্মের উপর কর-হাব খুব বেশি রদ্ধি পায়, তবে ব্যাক্তর্গত বিন্যোগ্যুর হাস পায়, আবার ইতাদের উপর করেব প্রিমাণ কমিলে স্মাজে এই বিনিযোগ্যুর বাডে। সরকারী বিনিবোর্গ ক্ষন্ত ব্যাক্তর্গত বিনিযোগ ক্যাইবা দেব, কিন্তু বোশ্র ভাগ সম্বেই বাহু বাব সংকোচের স্থাবিধা (external economies) বাডাহ্যা দেব বাল্যা ব্যক্তিরত বিনিযোগ বুদ্ধি ঘটায়। কম সরকারী ব্য করিব। জাতায় থায় বাদ খুব বোশ বাডানো যায়, তবে ভাহাই স্বচেয়ে ভাল। ইহা অবগ্র নিভ্র করে ওণক ও রর গ্র । মিল্ভ ফলাফলের উপর।

অল্পকালীনঃ পূর্ণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি (Short run: Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)+

আবুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে স্থতীব্র উঠানামা দেখা গিগাছে, আর্থিক 'ন্যন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভাবসাম্য স্তর হইতে সাম্প্রিক আ্যের এই বিচ্যুতি বোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিসকাল

* আলোচনার স্বেধার জন্ম আমনা ফিন্কাল নীতিকে বছকালীন ও দীবকালীন হুং দিক হইতে বিশ্লেষণ করিব। দীবকালে আমাদের এক্ষ্য হইল ভারদাম্যের জাতীয় আর (F) বজাষ রাধা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানেব বৃদ্ধি, মূলবন গঠনের পরিমাণ, দীঘকালীন ভোগ ও বিনিযোগ প্রবণতার এই দক্ল বিষ্ফের সহিত সামঞ্জম রাখিষা দেশকে পূর্ণ কর্মসংস্থানত্ত্বে গতিশাল রাধা এই ভারদাম্প্রবের জাতীয় আ্বের দাযিই। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি (economic growth) সরকারী ফিন্কাল নীতির সাহায়ে প্রভাবিত হইতে পারে। জাতীয় নীতির গুকর বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা; ''it uses public finance

ফিদকাল নীতিব সম্ভাবনা বৃদ্ধিঃ জাতীয় জায় সম্পক্ষে তত্ত্বগত ও প্রযোগগত জ্ঞানের প্রমান as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নির্ধাবণকারী শক্তি-সমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্সায় তত্ত্ব হইতে আমর। এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভৃত

উন্নতি ইইবাছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা ইইনাছে। অর্থ-নৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাপ এবং পরস্পর-নির্ভরশাল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষ্র সন্মুথে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত ইইনা গিয়াছে। তত্ত্বগত প্রয়োগগত উভন্ন দিক ইইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পলান জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা ছই দিক ইইতে আলোচনা করিব, সরকারা আয়ের দিক ইইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক ইইতে (from expenditure side)।

পূরণমূলক ফিস্কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আমরা ইহাদের ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন (built-in to the system of puplic finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ন নীতিসমূহের ছইটি স্থবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারসাম্যের আয়ন্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আয় ও কর্ম সংসাণের তারে স্বল্লকালে যে তাঁত্র উঠানানা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজাচক্র বলি, তাহা রোধ করার জন্য, আজকাল পুরণমূলক বায়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রনিরোধী কিস্কাল নীতিও বলা হয় (contra cyclical Fiscal policy)। আবার, স্বল্পলালীন বিশ্লেষণে আমরা পেবিব, কোন পেশের জাতীয় আয় এই ভারসামা তারের ভপরে নীতে উঠানামা করে, এই ভারসামের তার ভইতে প্রকৃত জাতীয় আয়ে বিচ্ছতি ঘটে। ইহা দূব কবাই স্বল্পনানীন কিস্কাল নীতির কাজ।

(২) ইহাদের জন্ম কাহারও কোনরপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না।
এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে
কাজ করে। দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহার। নিজেদের স্বাভাবিক
রীতিতেই আর বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, মুদ্রাক্ষাতির প্রকোপ কমাইতে সাহায্য
করে। আবার অবনতি ও সংকটের স্ত্রপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিকভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের
কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংথিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্ম যে-কোন প্রকার তাপবিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরূপ ছইটি বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনিশিল হারের আয়কর। দেশে কর্মসংখান ও আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় ক্মিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অঙ্গলগ্ন বিষয়গুলিব
ভদাহরণ:
ক্ষাপ্ত পাক্ত পাকে, সরকারী কোষাগার হইতে বেশি
কিরপে হাহারা
কাজ করে

তিলাই এই থাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি
কাজ করে

তিলাই এই থাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি
কাজ করে।
আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া
অতিক্ষীতির যুগে পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই থাতে সরকারী ব্যয়
আপনাআপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ
বৃদ্ধি পায়।*

এইরূপ স্বয়ং ক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ক্রটি হইল ইহাদের হুর্বলতা; সরকারী সিদ্ধান্তর ফলে বে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত। ইহা অপেক্ষা আনেক বেশি সবল। শি বিশেষ ধরনের অবস্থা অমুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্কাল নীতির কার্যকারিত। আনেকথানি বাড়াইতে পারে, খুব মৃহ ও হালা ধরনের বিচ্যুতি ছাড়া এই স্বর্মন্ত্রক কর ও বায় নীতি গ্রহণ পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হয় ন।। শক্তিশালী নীতিগুলির মধ্যে দেখা যায় বে, মুদ্রাক্ষীতির মুগে পূরণমূলক কর নীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর সক্রিয়, আবার

^{*} বারও একটি উৎস উন্পে করা বাইতে পারে। "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckoning the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest held stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-liability is less than true profits." Mrs. Hicks, Public Finance, P. 277.

† Taylor, The Economics of public Finance, P 589.

অবনতি ও সংকটের যুগে পুরণমূলক ব্যয় নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করত্রাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-স্থাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মূদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাক্ষাতিব কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি রোধের কাজে মূলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিত্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মূনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। রেশনিং-বহিভূতি হুপ্রাপ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, মুদ্রাফীতির যুগে সাধারণত, কর বসাইয়। ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানে। ক্ৰণীতি ক্তটা যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) কাযকরী প্রযোগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্র ভোগবায় কমাইবাব জন্ম সনেকে ব্যন্ত্র-কর (expenditure tax) আবোপ করার প্রস্তাব তুলিবাছেন, তাঁহাদের মতে ইহাব মুদ্রাক্ষাতি-নিরোবক শক্তি থুবই বেশি।

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরা চাহিদ। (effective demand)
বাড়ানোই মূলকথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়।
সংকটকালে তভটা ন্য
যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাক। বাচিয়া
যায় তাহা দিয়া ভোগ-বায় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, বাবসায়ীরাও
আ্যায-কর কমাইলেই বিনিয়োণ বাডাইবার উপযুক্ত আহ্যা ফিরিয়া পায় না।
একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগবায় বাডিবার প্রবণতা দেখা
দিতে পারে। অর্থ নৈতিক সংকট দূর করিয়া উরাতির (recovery) কথা চিন্তা
করিতে হইলে সরকাবী বায়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুক বরা ভাল।

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যখন কর্মসংস্থান ও আয়স্তর পুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী বায় বাড়ানে। অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্লোরত দেশসমূহে, মোটায়টি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায় : সংঘাতজনিত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং স্থদীর্ঘকালীন (Frictional, Cyclicatoras ক্লোবারনীতি অধিকতর কার্যকরী হবার জন্ম বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দ্বকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দ্ব করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়কেন্দ্র (employment

exchanges) হাপন করা প্রযোজন। ইহা শাসনভাপ্তিক নীতির অন্তর্গত (adminstrative policies)। দীর্ঘকালীন বেকারি দ্ব করার উপায় হইল কলকারথানা গড়িয়া ভোলা, বেসরকারী বিনিযোগের স্থযোগ-স্বিধা বাডানো, ব্যবসাযীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানে, তুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে কারথানা হাপনে ব্যবসাযীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানে, তুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে কারথানা হাপনে ব্যবসাযীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাড়া, ইহা মোটাস্টি দীর্ঘকালীন ফিস্কাল নীতির অন্তর্গত। বালিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্লােরত দেশের প্রধান সমস্তা। ইহা দ্ব করাব জন্ত সরকারী ব্যযের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কাযস্থচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী বায় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আ্যের স্থযোগ দেয়। ইহাদেব দকন বেসরকারী বিনিযোগের বাহ্ন ব্যয়সংকোচের স্থবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায়; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্বরণের দকণ এই সরকারী ব্যব অল্পকালের মন্যে জাতীয় আ্যের পরিমাণ বাডাইয়া তোলে। ইহাই প্রণ্ম্পুলক ব্যযের নীতি।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকাবির বিশ্দে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল হইল ফ্রন্তা। কাষকরী চাহিদায ভাত্র হ্রাস কোনমতে অভিক্রন্ত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সম্ভবপব। সরকারী নির্মাণ কাষের বাধা বা কালক্র্য (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুণ করা দরকাব। বোগ নির্পাধ দেরি হইলে বা ভূল হইলে বোগীর অবস্থা থাবাপের দিকেই যাইবে। ঠিক কখন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন ধবনের বায় শুণ করা দরকার সেই বিষয়ে বাধা-ধরা নীতি অপেক্ষা বাস্তব অভিক্রতাই বড কথা। দিল্লাপ্ত করার পরেও প্রতিটি কাষ্ট্রনাই অহ্বিবা ক্ষন্য বাস্তব বিশ্ব ক্ষালকেপ হয়। দ্বিতীয়ভ, কণ্ট্রাক্ট দেওযার ব্যাপারেও প্রচুব সময় অতিবাহিত হয়, জমি কেনার ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সম্য লাগে। তৃতীয়ভ, বেশির ভাগ নির্মাণকার্যেই উপকরণের চাহিদা শুক হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, ক্ষেক মাস

কাটিয়া যাও্যার পরে উপক্বণ ও শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশেব অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য গুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দক্ষন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে অবন্তি শুক্ হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিদ্কাল নীতির গুণ্ড খৃবই বাডিয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমশ বৈশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (economic stabilization) বজায় রাগার চেটাকবিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কাবকরী করাব অক্সান্ত শর্ত কিরুপ তাহাও আলোচনা করা প্রযোজন।

প্রথমত, ফিদকাল নীতিব উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভাবসাম্যেব বিচাতি রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষ ক্রটি ও অসামঞ্জস্ত অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থনৈতিক দেহের সংস্থার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিসকাল নীতির মলম ঘারা বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এডাইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসামীরা ক্রত্রিমভাবে দাম বাডাইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে ক্বত্তিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাঁধিয়া রাথিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে कुलियजारन होका हानिया निया এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেল। করা হই েছে, এইরূপ ঘটিতে পারে * দ্বিতীয়ত, ফিসকাল নীতির বিক্লবে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাডিয়াই ফিদ্কাল নীতির চলিবে, কারণ এই ঋণের স্থদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ **সমালোচনা** লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত,

^{*&#}x27;Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which nay be used to offset the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, A Survey of contemporary Economics, P 177.

আনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজে ট সমতা প্রতিষ্ঠা কবাব এই নীতি লজ্মন কবা গুক হইলে সবকারী অপব্যয় ও অতিবায়েব দার উন্মৃত্য হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, দিসকাল নীতির উপব নির্ভ্বনীল হা এইকপ বাডাইবা দেওবাব কলে অহাত উপাবগুলিব গুক্ত আনেকথানি ক ময়া গিয়াছে। আমেবিকাব কর্মাত অব ইকন্মিক ডেভেলপ্মেণ্ট এব গবেষণাবিভাগেব ননবিজ্ঞান দৈর মতে অহাইনিতিক জাবিত্ব সাব নব কাষ্ট্রটিতে আর্থিক নীতি ও সবকারী পান প্রতালনাব নাতি অনক বোল স্থিক হয়োর স্থয়োগ আছে। পঞ্চনত, প্রাহালক কিম্বাল নীতির বিরুদ্ধে বহু প্রকার রাছনৈতিক ম্ক্তি দেওয়া য়। মেনন, এই নীতিব দান সবকাবেব সঙ্গে নাগরিবদের সম্পাক অনেক। চাকু বিদাতা মালিক ও চাকু বিজ্ঞান প্রমিকেব মধ্যে সম্পাকেব হাম দাভাইনা যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়াদেব কর্মক্ষেত্ব সংকৃতি হইবে, সবকারী বিনিয়োগ বাজিবাব অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিযোগ ও প্রস্কিষ্টাৰ কণ্ঠবোব ইইবে, দেশে সমাজ্যক দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাড়া আমাদের আব একটি বিষয় আলোচনা করা প্রযোজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কবেকটি শত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ কবেন, বাছা বছাব থাকিলে তবেই পূর্ণমূলক ফিসকাল নীতি পূণ সাফল্য লাভ কবিতে পারে। এই সকল শত বা অন্তক্ল পরিবেশেব মধ্যে সর্বপ্রবান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজেব বিভিন্ন সংশেব কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পকে পূর্ণজ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, বাশিবিজ্ঞানের প্রযোগ ব্যব্যায় এইজন্ম উপস্কুল সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ভোলা প্রযোজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশালত। থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতিব পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। বিতীবত্ন, ইহার জন্ম দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধবনের মনভাত্তিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও

ফ্রিন্ন নীতির ক্রাফলোর শত বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহাবা এই কাজে ততটা দক্ষনহেন। এই উদ্দেশ্রে যোগ্য ব্যক্তিদেব লইনা গঠিত

কমিশন থাকা প্রযোজন, যাঁহার৷ অবস্থার পরির্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাথিবেন এবং দেই অমুযাযী কব ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থায়িথের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটের পুনর্গঠন দরকার। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নৃতন ধরনেব বাজেট রচনা ও সেই বাজেট কাষকরী করাব নিয়মকান্তন দেশে গডিয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কির্পে সম্ভব হইতে পাবে ৪

বাজেট (The Budget)

এক বংশবের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বংশরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বংশবেব সন্তাব্য আয় ও শন্তাব্য ব্যয়েব হিসাব; ব্যয়েব তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আফের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উন্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সন্তাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Palanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাংজট সর্বদাই ছোট হওয় বাঞ্ছনীয়,
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উত্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষ্ম না করিয়া রাষ্ট্রের
আয় ও ব্যয় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি
রাসিকাল বাজেটী
বংসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া দরকার, বাজেটে
ঘাটতি বা উবৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানত,
ভোগবায়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, (ঘ) যদি কোন
মতেই ঘাটতি এড়ানো না য়য়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ঘারা অর্থ সংগ্রহ করা
বাঞ্ছনীয়, (৬) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করা

সঙ্গত (চ) যত জ্রত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল কাসিকাল বৃদ্ধিন্দ্র মতে সমাজে বাক্তিগত উত্যোগই পূর্ণ কর্মশংখান বজায় বাথে, স্কৃতবাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও বারের চেষ্ট্রা করিলে (ক) ব্যক্তিব সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তিব কর্মোত্যোগ ও উৎপাদনেব পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মদাক্ষীতি ঘটিবে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্লোপ্তোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তবে নাও থাকিতে পারে অথবা এইকপ অর্থনৈতিক বাবস্থাতে বাণিজ্যচন্দের উদ্ভব সর্বদাই ঘটতে পারে, স্কতবাং

বাৎদ্বিক সম্ভাদান-নিচক অভ্যাদ ও প্রথা মান রাদিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব নির্ধাবিত এই ফিসকাল নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাডা, ১২ মাদ পবে প্রত্যেক বৎসর নিষম কবিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে চইবে বা উহাবই মধ্যে যে-কোন প্রকাবে আয়-ব্যাযের হিসাবগত

মিলন সাবন কৰা দৱকাৰ এইকপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনেব।

উপরস্তু, বাজেটে তথাকথিক সমতা সাধনেরই বা গুকুত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন কবিযাছেন। দেশেব কর্মসংস্থান, আযস্তব, জীবন্যাবাব মান সকল কিছুই ভাবসাম্যবিহীন থাকিষা বংসবাস্তে বাজেটে নিছক সমতা

বাজেটে সমতা সাধনের নীতি অর্থনৈতিক যুক্তিতে গ্রহণযোশাও নতে বদায বাথাটাই একমাত্র গুকত্বপূর্ণ—আধুনিক ধন-বিজ্ঞানি-গণ তাহা স্বীকাব করেন না। শুধু তাহাই নহে, বংসরাস্তে, বাজেটে সমতা সাধনেব নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-। সমুদ্ধিকে ভীব্রভর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে।

সংকটের সমযে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি সমুযাযী কে) উচ্চ হারে কব বসাইতে হয় এবং (থ) রাষ্ট্রীয় বায় কমাইতে হয়—উভ্যই সঙ্কটকে তীব্রতর কবে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় বায় বেশি থাকে এবং (থ) কব কমাইয়া দেওয়া হয়—উভ্যই মুদ্রাম্কীতি ঘটাইতে সাহায্য কিংয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটেব সম্ভাবনা বাডাইয়া দেয়।

বাজেটে স তা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যার্গ না করিয়া, ইহাব দোষ-ক্রটি পরিহাব করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপ্য স্কুইডিশ ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।
তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি
চক্র-কালীন সমতা সাধন
তংসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না
হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধিব যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ

লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল —ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে কষেক বংসর বাজেটে ঘাট্তি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির য়ত প্রসাব হইবে বাজেটে ঘাট্তি তত কমিবে এবং চবম-সমৃদ্ধির স্তবে পৌছিবার সময়েরাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাডাইয়া বাজেটে উদৃত্ত করিতে হইবে। সংকটেব যুগের ঘাট্তির পবিমাণ সমৃদ্ধির যুগের উদ্তের দারা পুবাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু চক্রকালাস্থ্যায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অস্ক্রবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আগিবে; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে; শুক হইল কিনা; ইহার তীব্রতা কিরূপ; ঘাট্তি বা উর্ত্তর পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত উত্যোক্তাদেব আশানিবাশার তীব্রতা কতথানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বাস্তবে খ্বই অস্ক্রবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দাৰ্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অৰ্থ নৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশে স্বতঃস্কূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটামুটি বেশি ; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্রে

পূরণমূলক ফিস্কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল
শিল্পোরত ও

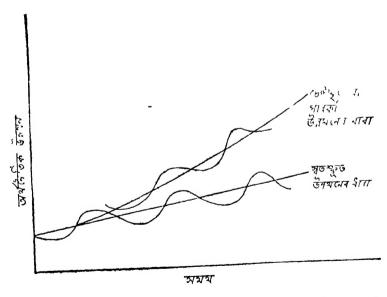
বপ্রেণারত দেশের স্বাভাবিক ক্রমর্দ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্ত রাষ্ট্রীয়

কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও
ভারসাম্যের স্বায় হইতে স্বল্পকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড়

কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই খতঃফূর্ত ক্রমবৃদ্ধিব হাব মোটামূটি কম: ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তবে খারকালীন উঠানামাও ঘটিয়া থাকে। এই খালকালীন উঠানামা বোদ কবার উদ্দেগ্তে চক্রবিবোরী বা পূ্রণমূলক ফিদ্কাল নীতি গ্রহণ কবা দ্বকাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্কাল

স্বল্লকানীৰ ও দীব কালীৰ ফিস্কাল নীতির লক্ষা নীতির উপব শনিকতর গুক্র আবোপ কবা প্রবোদন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধিব হাব বাডিতে পাবে। ত্থাবির ও ক্রম-বন্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিসকাল নীতিব ছুইটি লক্ষা: কিন্তু শিল্পোরত দেশে ত্থাবিত্বেব উপব

জোর বেশি, আব অপূর্ণোয়ত দেশে ক্রমবৃদ্ধিব উপব গুক্ত অবিকতব। অব্ধাননে রাখা দবকার বে, এই ছইটি লক্ষ্য প্রস্পাবের পবিপ্রক, স্থানিত্বের অব্যাবভাষ বাখিতে পাবিলে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, আবাব ক্রমবৃদ্ধি না ঘটিলে স্থামিত্ব দীর্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বতঃস্কৃতি উন্নয়নের ধারা অন্তাবের বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাক্রত উন্নয়নের ধারা অধিক হারে জাতীয



আষ ও কর্মসংস্থানকে বাডাইতে পারে। উভয হাবেব আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধেব চেষ্টা করা পূরণমূলক ফিদ্কাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বতঃস্কৃতি উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে অধিকতর উধব ম্থী করা দীর্ঘকালীন ফিসকাল নীতির দায়িত্ব।

ফিস্কাল নীতির সাধারণত ছুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি; ইহার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরুপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

মোটামৃটিভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মদংস্থানে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় ছুইদিক হুইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্ম রাষ্ট্র অনেক সময় "জাতীয়" বা "সামাজিক" ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ক্রমন্ত্রির উদ্দেশ্যে নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পলিত ও ধরন উলোক্তাবা যাহাতে অধিকতর "বাহ্য ব্যয়-সংকোচের" স্থবিধা (external economies) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তাহাদেব নিজম্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাডাইবার উপযোগী অন্তর্কুল পরিবেশ স্থিটি করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সবকারী ব্যয়ের লক্ষ্য। ঘিতীয়ত, সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাসরি বাড়াইয়া তুলিতে পারে।

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোল্লত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্মও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার বারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ধরনের স্থাপ্যিকালীন সমাজ-উল্লয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্রী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন ক্ষত হারে উল্লয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় ক্রতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে। ১। স্বাধীন ব্যবসায়ের

ষারে বেশা কিছুদেন পরে নর্মেকভাবে দেবা নির্ভি বাবেদ ন ১ বিধীন ব্যবসায়ের
পরিবেশ স্ট করার দিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও ব্যয় ক্ষিতে জ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ বিহ্যাৎশক্তি, ব্যারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়। ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদর্দ্ধির ধার। শুক হইতে পারে। উপরস্তু, ব্যক্তিগত ব্যবসাধীরা যে-সকল শিলে বিনিযোগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রহুলগুলি যাহাতে কতিপ্য ব্যক্তির কুক্ষিগত হইযা না পডে, এই সকল উদ্দেশ্মে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যান্ত্রিক ক্রিক্তেত্র ও কলকাব-

খানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধবনের সরকারী ব্যয় বেশি ২। সরাদরি দ্বা উৎপাননের ব্যয় হার ক্রততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আ্যের পরিমাণ বাড়িষা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিযোগ উন্নয়নের সভাবনা আরও বাডাইয়া তোলে।

ক্রমর্দ্ধির উদ্দেশ্মে স্বকারী কর-নীর্তি কিন্তাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা কবা দরকার। অপূর্ণোনত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিযোগের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিসকাল নীতির গুকত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আ্বায় ও সঞ্চয় কম, স্ততরাং উন্নয়ন-মূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সন্তব হব না। উন্নয়নেব উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতিব ছই ধরনের কাজ আছেঃ (১) পূবে আনোচিত উন্নয়ন-মূলক সরকারী ব্যয় করাব উপ্যোগী আ্বাব বাডানো, এবং

ক্রমগৃদ্ধির উদ্দেশ্রে ক্রনীতির ব্যবহার

(>) উন্নয়নকালে যে অবগ্রন্থা মূদ্রাক্ষাতি দেখা । দবে । তারকে আহতের মধ্যে রাবা। উন্নয়নমূলক ব্যব ও প্রচ

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা কবা চলে, তাহা আলোচন। করা দরকার। <u>অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত,</u> আমদানি-শুল্লের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে স্থবিধাজনক, দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায হয়, এই শুল্কের আড়ালে দেশীয় শিল্লের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপব হয়, ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের স্থাবিধা পাওয়াব জন্ত দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুক্তের গুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, ক্ষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুক্ত হইতে প্রভূত আয় হয়, দেশেব শিল্পোন্নথনে সাহাযে।র জন্ত এই সকল কৃষি দ্রব্যের রপ্তানি কমানোও কিছটা দ্রকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নথনের ক।জ অগ্রসর করা যায়। এইরূপ অপূর্ণেনিত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুট আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশা মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক খুবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিঙ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাডিবাব সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয্নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি।*